













কৃଷ୍ণସুৰ୍বেদীয়-

# শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্

শাক্তরভাষ্যসমেত ।

মূল, অনুগমণী ব্যাখ্যা, মনানুবাদ, ভাষ্য, ভাষ্যানুবাদ ও  
উপলব্ধি মত ।

অন্যমতোপাখ্যান

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সংখ্যাবেদান্ততীর্থ-

কর্তৃক

অনুদিতা ও সম্পাদিত ।

৭৫২৬

সন ১৩৩৮ সাল ।

মূল ১১০ টাকা মান

প্রকাশক

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদার

২১২, বামাপকুব লেন,

কলিকাতা।

২২৪ ৫৯২৮  
দুর্গা-মাধ্যম/প্রকাশ

প্রিণ্টার—শ্রীঅশ্বতোষ মজুমদার

বি, পি, এন্‌স্ প্রেস

২২৫বি, বামাপকুব লেন, কলিকাতা।

## ভূমিকা

ভগবৎরূপায় দীর্ঘকাল পূর্বে আজ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ভাষ্য ও 'অনুবাদের সহিত প্রকাশিত হইল। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎখানি প্রসিদ্ধ প্রামাণিক উপনিষৎ-সমূহের মধ্যে অন্যতম। পূজ্যপাদ শঙ্কর ও রামানুজ প্রভৃতি আচার্য্যগণ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের বহু বাক্য উদ্ধৃত করিয়া নিজ নিজ পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। এক্ষণেও বিচার্য্য বিষয়রূপে শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছেন। অপরাপর প্রসিদ্ধ উপনিষদ হইতে শ্বেতাশ্বতরের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে অদ্বৈতবাদের কথা যেমন আছে, দ্বৈতবাদের কথাও তেমনই আছে। - ফলেই দ্বৈতবাদী, দ্বৈতাশ্বত-বাদী ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ ইহা দ্বারা স্বপক্ষ সমর্থনের বিশেষ স্ফূর্ত্তি পাইয়াছেন। বস্তুতঃ ইহার মধ্যে একপা অনেক শ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকলের প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয় করা বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে। উদাহরণরূপে দুই একটা বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি —

“অজ্ঞো দানজাবীশনীশো”

“রা সূপণী মনজ্ঞা মথায়”

“জুৎং বদা পশুতানীশম্” ইত্যাদি।

এই সকল পড়িলে ইচ্ছাঃ বুঝিতে পারা যায় না যে, শ্রুতি দ্বৈতবাদ সমর্থন করিতেছেন, অথবা অদ্বৈতবাদ নির্দেশ করিতেছেন। আচার্য্য রামানুজ এইজাতীয় শ্রুতির সাহায্যে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ পক্ষই শ্রুতির অভিমত বলিয়া বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন, অত্যাশু দ্বৈতবাদীরাও এই সকল শ্রুতি দ্বৈতবাদেই পক্ষে নিয়োজিত করিয়াছেন। অবশ্য, শুদ্ধাদ্বৈতবাদী আচার্য্য শঙ্কর আবার এই সমস্ত শ্রুতিকেই এমন কোণলপূর্ণ ব্যাখ্যা দ্বারা অদ্বৈতবাদের অহুকণে আনিয়াছেন, তাহা দেখিলে সহজেই মনে হয় যে, একাদ্বৈত প্রতিপাদন ভিন্ন অল্প কোন অর্থেই ঐ সকল শ্রুতির তাৎপর্য্য হইতে পারে না।

সাংখ্যবাদীরা— “অজ্ঞানেকা লোহিতশুক্কক্ষ্মাং

বহ্নীঃ প্রজাঃ সজমানাঃ সক্রপাঃ”

এই শ্রুতি অবদ্বন্দ্বনে প্রকৃতিবাদ স্থাপন ও সমর্থন করিয়াছেন, এই ‘অজ্ঞা’ শ্রুতি এই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেরই অন্তর্গত।

কিন্তু আচার্য্য শঙ্কর সে কথা স্বীকার করেন না। তিনি এই শ্রুতিকথিত “লোহিতশুক্কক্ষ্মাং” কথায় সত্ত্ব বজ্রঃ ও তমঃ অথ গ্রহণ না করিয়া তেজ, জল ও পৃথিবী অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, কেন না, তেজের বর্ণ লোহিত, জলের বর্ণ শুক ও পৃথিবীর বর্ণ কৃষ্ণ। এই কারণে তাহাব মতে ঐ ভূতত্রয়কে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতিতে “লোহিত শুক্কক্ষ্মাং” বলা হইয়াছে, কিন্তু সাংখ্যসম্মত প্রকৃতিকে লক্ষ্য করিয়া নহে। বলা অবশ্যক যে, এক্ষণে বেদান্তদর্শনের “রূপকোপকুণ্ডলিচ্চ” এই স্থান হইতেই প্রধানতঃ ঐ প্রকার ব্যাখ্যায় উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন।

তাহার পর সাংখ্যবাদীরা “প্রাশংপ্রসুতংকপিলং” ইত্যাদি যে শ্রুতিবচনের সাহায্যে সাংখ্যপ্রণেতা কপিলের স্বতঃ সিদ্ধ জ্ঞানসিদ্ধিমা কীৰ্ত্তন করেন, সেই শ্রুতিও এই শ্বেতাশ্বতরেরই বৃক্ষিগত। ভাষ্যকাব এ শ্রুতিরও অন্তপ্রকার অর্থ করিয়া সাংখ্যবাদের দুর্বলতা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

এই খেতাব্তরোপনিষদেব ভাষা অপেক্ষাকৃত সরল ও প্রসাদমণ্ডিত এবং অনেকটা আধুনিক সংস্কৃতভাষার অনুরূপ, তথাপি স্থানে স্থানে ভাষার সাহায্য ব্যতীত অর্থ সঙ্গতি করা কঠিন বলিয়া মনে হয়। ব্যাখ্যাকর্তাবাও কোন কোন ভ্রমোপা অংশ অতি সল্প কথায় এমন অস্পষ্ট ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, তাহা দ্বারা প্রতিব প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয় করা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

খেতাব্তব উপনিষদেব অনেকগুলি ব্যাখ্যাগ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে আচার্য্য শঙ্করকৃত ভাস্য, শঙ্করানন্দকৃত দীপিকা, নারায়ণকৃত দীপিকা, বিজ্ঞানকৃষ্ণ বিবরণ, বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উল্লিখিত ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলি মদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। আমবা এই সংস্করণে কেবল শঙ্করভাষ্যমাত্র সম্বিবেচিত কবিয়া উহারই অনুবাদ দিয়াছি। আচার্য্য শঙ্করেব উপনিষদ্-ব্যাখ্যা সর্বজনবিদিত ও সুদীপমান্বে সমাদৃত। শঙ্করেব ভাষা—ভাবা, ভাব, গাভীর্য্য ও যুক্তিবাহন্যগুণে অতুলনীয় ও সর্বত্র প্রশংসিত, কিন্তু বড়ই নিম্নদেব বিষয় এই যে, খেতাব্তব উপনিষদের ভাষা সরুপ নহে। ইহাতে ভাষার প্রসন্নতা নাই, ভাবের গভীরতা নাই, এবং তর্কযুক্তিও প্রাচুর্য্য বা দৃঢ়তা নাই। সাধারণ টীকা-ব্যাখ্যায় যাহা থাকে, তাহাব অধিক ইহাতে কিছু পাওয়া যায় না, এবং ভাষ্যেব নিয়ম পদ্ধতিও ইহাতে সম্পূর্ণ দৃষ্ট হয় না।

বিশেষতঃ ভাষ্যের পাবস্ত্রে যে একটা বিস্তৃত ভূমিকা লিখিত আছে, তাহাব আচার্য্য শঙ্করের লিখনভঙ্গীর অনুরূপ নহে। আচার্য্য শঙ্কর যেখানে যাহা স্থাপন বা গড়ন কবিয়াছেন, সর্বত্র প্রতিবাক্যকে প্রদান প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং সেই সকল প্রতিপ্রমাণের উপব নিভব করিয়াই নানাবিদ যুক্তি ও তর্কেব সাহায্যে স্বমত সংস্থাপন কবিয়াছেন এবং পরমত গড়ন করিয়াছেন। তিনি সে সকল স্থলে অতি অল্পপরিমাণেই পূরণবচনের সাহায্য লইয়াছেন, কিন্তু খেতাব্তবের ভূমিকায় পূরণ বচনেরই সমধিক প্রাচুর্য্য দেখা যায়।

আরও এক কথা, আচার্য্য শঙ্করকৃত সমস্ত ভাষ্যেব উপরই মহামতি আনন্দগিরির টীকা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু খেতাব্তব ভাষ্যেব উপব আনন্দগিরিকৃত টীকা আছে বলিয়া এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই।

এই সকল কারণে অনেকে মনে কবেন যে, খেতাব্তব-উপনিষদেব যে ব্যাখ্যা শঙ্করভাষ্য নামে প্রচলিত আছে, তাহা বস্তুতঃ আচার্য্য শঙ্করেব লেখনীপ্রসূত নহে। অপব কোনও গণ্ডিত আপনার ব্যাখ্যাটিকে সুদীপমান্বে আদরণীয় কবিরার অভিপ্রায়ে শঙ্করেব নামাঙ্কিত কবিয়া চালাইয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে উহা শঙ্করকৃত নহে। এ বিষয়ে তত্ত্বনির্দ্ধারণেব ভার সমুদয় পাঠকবর্গের উপবেই সমর্পণ করিয়া আমবা এখানেই বিশ্রাম গ্রহণ কবিরাম। ইতি—

ভবানীপুর

ভাগবত চতুষ্পাটী

কলিকাতা

১লা শ্রাবণ ১৩৩৮ সাল

১

শ্রীহর্গাচরণ শঙ্খা

# শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের বিষয়সূচী—

অধ্যায়। শ্রুতি। সংখ্যা।

১। ব্রহ্ম জগতের কিরূপ কাবণ? এবং সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারের কাবণ কি? তদ্বিষয়ে একাদ্যাদী ঋষিগণের অনুসন্ধান	১—১
২। কাল ও স্বভাবাদির কাবণতাবাদ পণ্ডন	১।—২
৩। ঋষিগণকর্তৃক ধ্যানযোগে জগৎকারণ ব্রহ্মদর্শন	১।৩—৪
৪। নদীকপে সংসারের বর্ণনা	১।—৫
৫। অগ্নিবৈব সংসারচক্রে ভ্রমণ ও মুক্তিনাভ, উভয়ের কারণ নির্দেশ	১।৬—৮
৬। জীব ও ঈশ্বরের ভেদনির্দেশ, ক্ষবাক্ষর বিভাগ প্রদর্শন এবং অক্ষর জ্ঞানে মুক্তি উপদেশ	১।৯—১২
৭। অগ্নি ও তৈলাদির দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্রহ্মের ব্যাক্ত্যব্যাক্ত্যাব সমর্থন	১।১৩—১৬
৮। ধ্যানযোগ ও প্রাণায়ামক্রম নির্দেশ	২।১—২
৯। যোগ সাধনার স্থান নির্দেশ	২।—১০
১০। যোগসিদ্ধির পূর্য চিত্র নিকপণ	২।—১১
১১। জীব ও পবনাত্ম্যব একাদর্শন ও বহুক্ষয় কথন	২।১২—১৫
১২। পরমাত্মার স্বরূপ ও ব্যাপকতা প্রদর্শন	২।১৬—১৭
১৩। একই পরমেশ্বরের ঈশিত্বীশিত্বাব্যাব সমর্থন	৩।১—৩
১৪। পরমেশ্বরের স্ততিপূর্য প্রার্থনা	৩।৪—৭
১৫। পরমেশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞানিগণের অনুভূতি প্রদর্শন	৩।৮—১২
১৬। অন্তর্গামী ও অন্তর্গমনাত্ম পুরুষের স্বরূপ কথন	৩।—১৩
১৭। পুরুষের সর্বাত্ম্যাব বা বিরাক্টরূপ কথন	৩।১৪—১৬
১৮। পুরুষের দেহাবস্থান ও হ্রদ্রিয়সম্বন্ধবাহিত্য নিকপণ	৩।১৭—১৮
১৯। পুরুষের নিরতিশয় অগুর ও মহত্ত্বনির্দেশ ও তদ্বিজ্ঞানে শোক-দুঃখনিবৃত্তি কথন	৩।১৯—২০
২০। উক্তরূপে বিদ্বদ্রূপ প্রদর্শন	৩।—২১
২১। পুনশ্চ পরমেশ্বরের নানাবিধ বর্ণ রচনায় স্বভাব ও স্বরূপ বর্ণনা এবং তাহার নিকট সদ্ভুক্তি প্রার্থনা	৪।—১
২২। পরমেশ্বরের স্ত্রী-পুরুষাদিভাব ও সর্বাত্ম্যাব নিকপণ	৪।২—৪
২৩। জগৎপ্রকৃতিবেদক অজ্ঞাশ্রুতি	৪।—৫
২৪। জীব ও অন্তর্গামিপ্রকাশক 'দ্বা সুপর্ণা' শ্রুতি	৪।৬—৭
২৫। স্বক প্রভৃতি বেদ ও যজ্ঞাদির অধিষ্ঠানত্ব প্রতিপাদন	৪।৮—৯
২৬। মায়ী ও মায়ী পরমেশ্বরের স্বরূপ ও সর্বকারণত্ব নির্দেশ	৪।১০—১৫
২৭। পরমেশ্বরের স্তম্ভাতিস্তুম্ভ ভাব ও তদ্বিজ্ঞানে অমৃতত্বলাভ	৪।১৬—১৮
২৮। কালত্রয়েই পরমেশ্বরের কূটস্থভাব, এবং তুলনারহিত হইলেও মনোগ্রাহত্ব প্রতিপাদন	৪।১৮—২১
২৯। পরমেশ্বরের নিকট পুণ্যাদির অহিংসা প্রার্থনা	৪।—২২

৩০। অক্ষুণ্ণাশ্রিত বিখ্যা, অবিখ্যা ও ভক্তভয়ের শাসক ঈশ্বরের নির্দেশ	...	৫১—১
৩১। সর্বকারণের অবিষ্টতা ও কপিল ঋষির জ্ঞানদাতারূপে ঈশ্বরের নির্দেশ	...	৫১—২
৩২। কস্মাত্ম্যমারে বহুবিদ সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের কারণ ও দিক ও স্বভাবাদি সমস্ত কারণের নিয়ামক কথন	...	৫৩—৪
৩৩। ঈশ্বরে বেদগুহ্য ও উপনিষৎপ্রতিপাদিত এবং ঋষি-বেদান্তকথন	...	৫১—৫
৩৪। বুদ্ধিসম্বন্ধবশতঃ পরমেশ্বরের জীবভাবে কতৃৎ ভোক্তৃৎ এবং, বালাগ্রন্থভাগ অপেক্ষাও সূক্ষ্মত্ব প্রতিপাদন	...	৫৩—২
৩৫। পরমেশ্বরের স্ত্রীপুরুষাদিভাববাহিতা এবং শরীবসম্বন্ধ-নিবন্ধন এই সকল ভেদব্যবহার কথন	...	৫১—১০
৩৬। দেহীক কস্মাত্ম্যায়ী বিবিধকপগ্রহণ এবং ফলভোগ নির্দেশ	৫১৩—১২	
৩৭। পরমেশ্বরের অনাত্মনন্ত্যত্ব ও ভাবগ্রাহ্য এবং তৎকাল নির্দেশ	৫১৩—১৪	
৩৮। জগৎকারণরূপে কল্পিত স্বভাব ও কাল প্রভৃতিকে পরমেশ্বরের মহিমা বা বিভূতিকপে বর্ণন	...	৫৬—১
৩৯। পরমেশ্বরের সর্বজ্ঞতা ও সর্বশাসকতাদি মহিমা কীর্তন	...	৬২—৩
৪০। পরমেশ্বরের দেহপ্রবেশ, কতৃৎভোক্তৃৎ এবং কস্মাক্ষয়ে পুনরায় ব্রহ্মভাব প্রাপ্তিকথন	...	৬৪—৫
৪১। পরমেশ্বরের প্রপঞ্চাতীতত্ব সর্বেশ্বরত্ব ও অচিন্ত্য জ্ঞান-শক্তিমত্ত্ব প্রতিপাদন	...	৬৩—২
৪২। তত্ত্বনাভের দৃষ্টান্তে কারণত্ব সমর্থন, সাক্ষিরূপে সর্বভূতের হৃদয়ে বাস এবং তদ্বিজ্ঞানে অমৃতত্বপ্রাপ্তি ও তদভাবে অমৃতত্বের অভাব প্রতিপাদন	...	৬১০—১৩
৪৩। সেখানে চন্দ্রসূর্যাদি প্রকাশের অভাব এবং তাহার প্রকাশে চন্দ্রসূর্যাদির প্রকাশ সমর্থন	...	৬১—১৪
৪৪। পরমেশ্বরের একত্ব, সর্বাধিপত্য, এবং তদ্বিজ্ঞান ব্যতীত মুক্তির উপায়ান্তর প্রতিষেধ	...	৬১৫—১৭
৪৫। পরমেশ্বরকর্তৃক ব্রহ্মার সৃষ্টি ও ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ প্রেরণ বর্ণনা	৬১—১৮	
৪৬। পরমেশ্বরের নিষ্কল নিষ্ক্রিয়ত্ব প্রতিপাদন, এবং তদ্বিজ্ঞান ব্যতীত মুক্তিরূপে অসম্ভাবনা কথন	...	৬১২—১০
৪৭। শ্বেতাশ্বতথ ঋষি কর্তৃক তপঃ প্রভাবে ব্রহ্মবিজ্ঞা লাভ এবং সন্নাসীগণে তাহার উপদেশ কথন	...	৬১—২১
৪৮। বেদান্তনিষ্ঠ প্রাচীন ব্রহ্মবিজ্ঞা প্রশান্তচিত্ত পুত্র ও শিষ্য ভিন্ন ব্যক্তিতে দান প্রতিষেধ	...	৬১—২২
৪৯। গুরু ও পরদেবতার ভক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির হৃদয়ে বেদান্তবিজ্ঞার প্রকাশ কথন	...	৬১—২৩

ইতি শ্বেতাশ্বতথ উপনিষদের বিষয়সূচী সমাপ্ত।

# কৃষ্ণ-যজুৰ্বেদীয়- শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

শাক্তরত্নোপেতা ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

( ভাষ্যভূমিকা )

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ ইদং বিবরণমন্ত্রগ্রন্থং ব্রহ্মজিজ্ঞাসুনাং সুখাববোধায়-  
রভ্যতে । চিংসদানন্দাদ্বিতীয়ব্রহ্মস্বরূপোহপ্যাত্মা স্বাশ্রয়য়া স্ববিষয়য়া অবিজ্ঞয়া  
অনুভবগম্যয়া সান্তাসয়া প্রতিবন্ধস্বভাবিকালেশষপুরুষার্থঃ প্রাপ্তাশেষা-  
নর্থোহবিজ্ঞাপরিকল্পিতৈরেব সাধনৈরিষ্টপ্রাপ্তিকাপুরুষার্থং পুরুষার্থং মন্তমানো

ব্রহ্মজিজ্ঞাসুগণ যাহাতে সহজে বুঝিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে শ্বেতাশ্বতরো-  
পনিষদের নাতি বৃহৎ এই বিবরণ বা ব্যাখ্যাগ্রন্থ আরম্ভ হইতেছে । আত্মা  
( জীব ) স্বভাবতঃ এক অদ্বিতীয় সং চিং আনন্দাত্মক ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াও  
স্বাশ্রিত অবিজ্ঞার বিষয়ীভূত ( কবলিত ) হয় । ( ১ ) অবিদ্যা পদার্থটি  
সকলেরই ‘অহমজ্ঞঃ’ ইত্যাকার অনুভবগম্য, এবং চিদান্তাসের সহিত সংবদ্ধ ;  
আত্মা সেই অবিদ্যার আবরণে পতিত হইয়া আপনার স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানৈশ্বর্য  
প্রভৃতি সমস্ত পুরুষার্থে বঞ্চিত হয়, এবং সর্ববিধ অনর্থ বা দুঃখরাশি প্রাপ্ত  
হয় । তখন যাহা প্রকৃত পুরুষার্থ নহে, তাহাকেই আপনার অভীষ্ট পুরুষার্থ

( ১ ) অবিদ্যা অর্থ অজ্ঞান । অবিদ্যা ব্রহ্মের শক্তি । শক্তি চিরদিনই শক্তি-  
মানে অবস্থান করে ; সুতরাং ব্রহ্মশক্তি অবিদ্যাও ব্রহ্মাশ্রিত । অবিদ্যা যেমন  
ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া থাকে, তেমনই আবার ব্রহ্মকে নিজের বিষয়ীভূতও করে,  
ব্রহ্মকে সকলের নিকট প্রকাশ পাইতে দেয় না ; তাহার কলেই অজ্ঞ জনেরা  
“ব্রহ্ম নাস্তি, ন ভাতি”—ব্রহ্ম নাই, ব্রহ্ম প্রকাশ পাইতেছে না, বলিয়া ব্রহ্মের  
অপলাপ করিয়া থাকে । ঐরূপ অবিদ্যা দ্বারা আবৃত হইয়াই অথও অনন্ত  
‘নিত্য চিংস্বরূপ ব্রহ্ম জীবস্বভাব প্রাপ্ত হয়, এবং অবশতাবে বিবিধ ধোনিতে  
ভ্রমণ করিতে করিতে সুখ-দুঃখময় কর্মফল ভোগ করিয়া থাকে । জীব যে,  
অজ্ঞানে আবৃত, তদ্বিষয়ে “অহমজ্ঞঃ মামহং ন জানামি”—আমি অজ্ঞ—আমি  
আমাকে জানি না, ইত্যাদি অনুভবই প্রকৃষ্ট প্রমাণ ।



মোক্ষার্থমলভমানঃ মকরাদিভিরিব রাগাদিভিরিতত্ততঃ সমাকৃশ্যমাণঃ সুরনরভিগ্যা-  
গাদিপ্রভেদ-ভেদিত-নানাযোনিষু সঞ্চরন্ কেনাপি মুকুত-কর্মণা ব্রাহ্মণা-  
ধিকারিশরীরং প্রাপ্ত ঈশ্বরার্থ-কর্ম্মাচ্ছানেনাপগতরাগাদিমদোহনিত্যাদিদশনে-  
নোৎপন্নহামুত্রার্থভোগবিরাগ উপেত্যাচার্য্যামাচার্য্যদ্বারেণ বেদান্তশ্রবণাদিনা 'অঃ  
ব্রহ্মাশ্ব' ইতি ব্রহ্মাত্মতত্ত্বমবগম্য নিবৃত্তাচ্ছান-তৎকার্য্যো বীতশোকো ভবতি।  
অবিজ্ঞাননিবৃত্তিলক্ষণস্ত মোক্ষস্ত বিজ্ঞানধীনত্বাৎ ব্জ্ঞাত্রে চ তদর্থোপনিষদারম্ভঃ। ১

তথা, তদ্বিজ্ঞানাদমৃতত্বম্—“মনেবং বিদ্বানমৃত ইত ভবতি, নারঃ পশ্চা অমনায়  
বিহতে”। “ন চেদিহাবেদৌ মহতী দিনষ্টঃ”। “য এতদ্বিহরমৃতাস্তে ভবন্তি”।  
“কিমিচ্ছন্ কস্ত কামায় শরীরমমুসংজ্ঞরং”। “তৎ বিদিত্বা ন লিপ্যাতে কর্ম্মণা  
পাপকেন,” “ভরতি শোকমাস্ববিন্”। “নিচাপ্য তৎ বৃহদ্রামুখ্যং প্রমুচ্যতে”।

বলিয়া মনে করে, এবং পরম পুরুষার্থ মোক্ষপাভে অসমর্থ হইয়া—সংসার-  
সাগরে মকর-কুন্তীয়াদিসদৃশ রাগদেবাদি দোষে ইতস্ততঃ আকৃষ্ট হইয়া সুর  
নর পশু পক্ষি প্রভৃতিভেদে ভিন্ন নানাবিধ যোনিতে পরিভ্রমণ ( জন্মগ্রহণ )  
করিতে থাকে। এইরূপ পরিভ্রমণ করিতে করিতে কখনও বিশেষ পূণ্য  
কশ্যেব ফলে ব্রহ্ম-জ্ঞানলাভের উপযুক্ত অবিকারী ব্রাহ্মণাদি শরীর প্রাপ্ত হয়।  
প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরার্ণবব্রহ্মতে ( নিষ্কাম ভাবে ) কল্মষাচ্ছান দ্বারা রাগদেবাদি  
দোষরাশি দূরীকৃত করতঃ চিত্তের বিজ্ঞান সম্পাদন কবে, এবং ব্রহ্মের নিত্যতা ও  
ঐহিক বা পারলৌকিক বিষয়-শোণের অনিত্যতা ও ক্ষয়াদি দোষ দর্শন করিতে  
করিতে তদ্বিষয়ে বৈরাগ্য লাভ কবে। অনন্তর উপযুক্ত আচার্য্য-সমীপে  
উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট বেদান্ত শ্রবণ, তৎপরে মনন ও নিদিধ্যাসন  
দ্বারা আত্মা ও ব্রহ্মের অভেদ বা একত্ব অবগত হন। সেই ব্রহ্মাত্মিক জ্ঞানে  
অজ্ঞান ও অজ্ঞানফল ( দুঃখদুঃখাদিভোগ ) সমূলে বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন  
জীব বীতশোক ( ত্রিবিধ দুঃখের কবল হইতে মুক্ত ) হন। অবিজ্ঞান-নিবৃত্তিই  
মোক্ষের স্বরূপ অর্থাৎ অবিজ্ঞান-নিবৃত্তি আর মুক্তি ফলতঃ একষ্ট কণা। বিদ্যা  
( স্বরূপ জ্ঞান ) ব্যতীত অবিদ্যার নিবৃত্তি হয় না; এই কারণে—বিদ্যা দ্বারা  
অবিদ্যা-নিরাসের জন্ত উপনিষদের আরম্ভ করা সম্ভব হইতেছে। ১

বিশেষতঃ আত্মবিজ্ঞানেই যে, অমৃতত্বলাভ হয়, মোক্ষপ্রাপ্তি হয়, তাহা নিম্নো-  
দ্ধৃত শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি প্রমাণ হইতেও অবধারিত হয়। যথা—(শ্রুতি প্রমাণ—)  
'তাহাকে ( আত্মাকে ) যথোক্ত প্রকারে অবগত হইলে জীব এই দেহেই অমৃতত্ব  
লাভ করে ( মুক্ত হয় )।' 'মুক্তিলাভের আর দ্বিতীয় পথ নাই', 'এই দেহে যদি  
আত্মাকে জানিতে না পারে, তাহা হইলে অত্যন্ত ক্ষতি ( অধোগতি ) হয়,'  
'যাহারা ইহাকে ( ব্রহ্মকে ) জানে, তাহারা মরণভয় অতিক্রম করে', '[ আত্মার  
স্বরূপাবগত জীব ] কিসের ইচ্ছায় বা কিসের কামনায় শরীরভোগত হইয়া দুঃখানু-  
ভব করিবে? 'তাহাকে জানিলে পর আর পাপকর্মে লিপ্ত হয় না, অর্থাৎ পূণ্য

“এতদ্বো বেদ নিহিতং শুভায়াম্,

সোহবিজ্ঞাগ্রস্থং বিকিরতীহ সোম্য ।”

“ভিদ্যতে হৃদয়গ্রস্থিচ্ছিন্দ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ ।

ক্ষীয়ন্তে চাস্ত্র কন্ম্যাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥”

“যথা নদাঃ শুদ্ধমানাঃ সমুদ্রে হস্তং গচ্ছন্তি নামকপে বিহায় ।

তথা বিদ্বান্নামরূপাদিমুক্তাঃ পরাং পরং পুরুষমপৈতি দিব্যম্ ॥”

“স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি ।” “স যো হ বৈ তদচ্ছায়মণরীরনলোচিতং শুভ্রমঙ্গরং বেদয়তে যন্ত সোম্য । স সৰ্বমবৈতি”, “তৎ বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মুহূঃ পরিবাথাঃ ।” “তত্র কো মোঃ বঃ শোক একত্বমধুপত্রতঃ ।” “বিদ্যায়ামৃতমশ্রুতে ।” “সর্বাণি রূপাণি বিচিত্রা ধীরাঃ প্রেত্যাশ্বান্নাকাদমৃতা ভবন্তি ।” “অপহতা পাপ্পানমনন্তে স্বর্গে লোকে ঐশ্বরে প্রতিষ্ঠিতা ।” “তন্ময়া অমৃতা বৈ বহুঃ” “তদাশ্রিতস্তং প্রসমীক্ষ্য

বা পাপকন্ম তাহাকে স্পর্শ করে না’ । ‘আত্মবিদ পুরুষ শোকাভীত হয়’, ‘সেই আত্মাকে জানিলে মুক্তার অধিকার হইতে মুক্ত হয়’ । ‘যে লোক শুভ্রানিষ্ঠ এই আত্মাকে জানে, হে সোম্য, সে লোক অবিজ্ঞা-গ্রস্থি ছিন্ন করে,’ ‘সেই পবাবর অর্থাৎ ব্রহ্মাদি অপেক্ষাও উত্তম পরমাত্মাকে অবগত হইলে, হৃদয়ের অবিজ্ঞা-গ্রস্থি ও সর্বপ্রকার সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়, এবং তাহার পুরুষস্বিত কন্ম্যাণি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়’ । ‘নদীসমূহ যেমন চলিতে চলিতে সমুদ্রে যাইয়া অস্তমিত হয়, সমুদ্রে মিলিয়া এক হইয়া যায়, এক হইবার পূর্বেই তাহারা নিজ নিজ নাম—গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি সংজ্ঞা ও রূপভেদ বিদগ্জন দেয়, তিক তেমনই আত্মজ পুরুষ স্বীয় নামরূপাদি ভেদ পরিত্যাগ করিয়া সেই পরাংপর দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হয়’ । ‘যে কোন লোক ব্রহ্মকে জানে, সেই লোকই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়’ । ‘যে ব্যক্তি অরূপ (অচ্ছায়) অণরীর ও শোণিত-সম্পর্কশূন্য শুভ্র জ্যোতির্ময় অক্ষর ব্রহ্মকে জানে, হে সোম্য, তিনি সমস্ত জগৎই অবগত হন’, ‘সেই বেদ্য—অবশ্য জ্ঞাতব্য ব্রহ্মপুরুষকে অবগত হও, যাহার ফলে মুহূর্ত্তোমাদিগকে পীড়াদানে সমর্থ হইবে না’, ‘বিনি জীব-ব্রহ্মের একত্ব দর্শন করেন, তদবস্থায় তাহার শোকই বা কি, আর মোহই বা কি? সে সব তাহার চলিয়া যায়’ । ‘বিত্তার (উপাসনার) দ্বারা অমৃত (মোক্ষ) প্রাপ্ত হয়’ । ‘বুধগণ জাগতিক সমস্ত রূপ (বস্তু) অল্পসন্ধান করিয়া অর্থাৎ নিত্যানিত্য ও সত্য মিথ্যার বিবেক করিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করিবার পর অমৃত (মুক্ত) হন’ । ‘জ্ঞানী পুরুষ পাপপুণ্য প্রতিহত করিয়া সর্বোত্তম অনন্ত স্বর্গ লোকে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, অর্থাৎ ব্রহ্মে মিলিত হয়’ । ‘যাহারা তন্ময় হইয়াছেন, তাহারা অমৃত হইয়াছেন’ । ‘যে কোন দেহী সেই আগন্তব্য সাক্ষাৎকার করিয়া শোকাভীত কৃতার্থ হয়, সেখানেই তাহার সর্ব প্রয়োজন পরিসমাপ্ত হয়, আর কিছু পাইবার

দেহী, একঃ কৃতার্থো ভবতে বাতশোকঃ ।” “য এতদ্বিহরমৃতান্তে ভবন্তি ।” ঈশং তৎ জ্ঞানমূর্তা ভবন্তি । তদেবোপয়ন্তি ।”

“নিচায়েমাং শাস্তিমত্যন্তমতি ।”

“তমেবং জ্ঞানী মৃত্যুপাশাংশ্চিনান্তি ।”

“যে পূৰ্ব্বং দেবা ঋষয়শ্চ তৎ বিহন্তেষাং

শাস্তিঃ শাস্তী নৈতরেষাম্ ।”

“বুদ্ধিযুক্তা জগতীক উভে স্বকৃতকৃত্যে ।”

“কশ্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি কলং ত্যক্তা মনৌষিণঃ ।

জন্মবন্ধবিনিৰ্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ।”

“সৰ্ব্বং জ্ঞানপ্ৰবেশৈব ব্রজিনং সন্তুরিষ্যসি ॥”

“জ্ঞানাগ্নিঃ সৰ্ব্বকণ্মাণি ভষ্মমাং কুরুতে তথা ।”

“এতদ্বুদ্ধা বুদ্ধমান্ শ্রীং কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥”

“ততো মাং তদ্বতো জ্ঞানী বশতে তদনন্তরম্ ।”

“সৰ্বেষামপি চৈতেষামাশ্রজ্ঞানং পরং শ্রুতম্ ॥”

তদ্ব্যতঃ সৰ্ব্বদিদানং প্রাপ্যতে হুমতং ততঃ ।

প্রাপ্যতং কৃতকৃত্যো হি বিজ্ঞো ভবতি নাতৃথা ॥

বা চাতিবার পাকে না’। ‘যাহারা ইহা জানে, তাহাবাই অমৃত (মুক্ত) হয়’। ‘সেই পরমেশ্বকে জানিয়া অমৃত হয়, তাহারা তাহাকেই প্রাপ্ত হয়’। ‘ইহাকে অবগত হইয়া আত্মশুদ্ধি শাস্তি প্রাপ্ত হয়’। সেই আত্মাকে যথোক্তপকার জানিয়া মৃত্যু-বন্ধন ছেদন করে, অর্থাৎ আর মৃত্যুর অদীন হয় না’। ‘পূৰ্বে যে সকল দেবতা ও ঋষি তাহাকে অবগত হইয়াছেন, তাহাদেরই শাস্ত শাস্তি, অপর সকলের নহে’।

[ স্মৃতি প্রমাণ যথা— ]

‘বুদ্ধিযুক্ত (জ্ঞানী) পুরুষ ইহলোকেই পুণ্য পাপ উভয়ই ত্যাগ করেন’। বুদ্ধিযুক্ত মনৌষিগণ কৰ্ম্মলভ্য স্তম্ভান্ত ফল পরিত্যাগ করিয়া জন্মরূপ বন্ধন হইতে নিৰ্মুক্ত হইয়া অনাময় (নিত্য) পদ প্রাপ্ত হন’। [ হে অৰ্জুন, তুমি ] একমাত্র জ্ঞানরূপ ভেলার সাহায্যে সমস্ত পাপদাগর সমুত্তীর্ণ হইবে’। হে অৰ্জুন, [ অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠরাশিকে ভষ্ম করে ], সেইরূপ জ্ঞানাগ্নিও সমস্ত কৰ্ম্মকে ভষ্মীভূত করে’। ‘হে ভরতবংশসমুত, মানুষ এই তত্ত্ব অবগত হইয়া প্রকৃত জ্ঞান লাভ করে এবং কৃতকৃত্যতা প্রাপ্ত হয়’। ‘তাহার পর যথাযথরূপে মদীর তত্ত্ব জানিয়া অনন্তর আমাতে প্রবেশ করে অর্থাৎ মুক্তি-লাভ করে’। ‘সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে আত্মজ্ঞান পরম শ্রেষ্ঠ, এবং সৰ্ব্ববিজ্ঞার মধ্যে উহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা; যেহেতু উহা হইতেই অমৃত বা মুক্তিফল লভ হয়’।

এবং যঃ সৰ্বভূতেষু পশুত্যাগ্ৰাননাগ্ৰান ।  
 স সৰ্বসমতামেত্য ব্রহ্মাভোতি সনাতনম্ ॥  
 সম্যগুদর্শনসম্পন্নঃ কশ্চিৎ ন বধ্যতে ।  
 দর্শনেন বিহীনস্ত সংসারং প্রাপ্নোতি ॥  
 কৰ্ম্মণা বধ্যতে জজ্ঞানীদ্যম্ চ বিমুচ্যতে ।  
 তস্মাৎ কশ্চ ন কৰ্ম্মাশ্রিত্য যতয়ঃ পারদর্শিনঃ ।  
 জ্ঞানং নিঃশ্রেয়সং প্রাপ্নোতি নিশ্চয়দর্শিনঃ ॥  
 তস্মাত্তজ্ঞানেন জ্ঞানেন মুচ্যতে সৰ্বপাতকৈঃ ॥৭

“এবং যত্নাঞ্জায়মানং বিদিত্বা জ্ঞানেন বিদ্যাংস্তেজস্ভোতি নিত্যম্ ।  
 ন বিদ্যাতে হত্যাণা তত্ত্ব পশ্যন্তং মহা কবিরাত্তে প্রদমঃ ॥”  
 “ক্ষেত্রজ্ঞশ্বেতরজ্ঞানাদিস্তদ্ধিঃ পরমা মতা ।  
 অযজ্ঞ পরমো ধর্ম্মো যদযোগেনাভ্যুদর্শনম্ ॥  
 আযজ্ঞঃ শোকসন্তোষণো ন বিভেতি কৃতশ্চন ।  
 মুখ্যোঃ সকাশাণাবগাদথবাগুরুতাদ্ব্যং ॥  
 ন জায়তে ন ম্রিয়তে ন বধ্যো ন চ ষাতিবঃ ।  
 ন বধ্যো বন্ধকারী বা ন মুক্তো ন চ মোক্ষদঃ ।  
 পুরুষঃ পরমাত্মা তু যদতোহব্রহ্মদমজ্ঞ তৎ ॥”

দ্বিজাতি ইহার লাভেই কৃতকৃত্য হন, অত্ৰ প্রকারে নহে’ । ‘যে ব্যক্তি এইরূপ নিজ বুদ্ধি দ্বারা সৰ্বভূতে আত্মদর্শন করেন, তিনি প্রথমে সৰ্বদামা লাভ করেন, অর্থাৎ সৰ্বত্র সমদর্শন লাভ করেন, পরে শাস্ত্র ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন’ । ‘আত্মদর্শনসম্পন্ন পুরুষ কৰ্ম্মপাশে আবদ্ধ হন না, কিন্তু আত্মদর্শন-বিহীন পুরুষ সংসারে প্রবেশ করে’ । ‘মহুয্য কৰ্ম্মদ্বারা বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয়, আর বিদ্যা দ্বারা মুক্তি লাভ করে, এই কারণেই পারদর্শী যতিগণ কৰ্ম্মামুষ্ঠানে বিরত থাকেন । স্থিরবুদ্ধি প্রাচীনগণ জ্ঞানকে মুক্তিসাধন বলিয়া থাকেন, অতএব বিমুক্ত জ্ঞানের সাহায্যে সৰ্বপ্রকার পাতক হইতে বিমুক্ত হয়’ । ‘বিদ্বান্ পুরুষ এইরূপে যত্নের প্রভাবে অবগত হইয়া জ্ঞানবলে অবিনাশী তেজঃ ( ব্রহ্মকে ) প্রাপ্ত হন, ব্রহ্মলাভের আর দ্বিতীয় পথ নাই । কবি (বিশেষজ্ঞ) তাহা অবগত হইয়া প্রদম (নিশ্চিন্ত) থাকেন’ । পরমেশ্বরের তত্ত্বজ্ঞানে জীবের যে স্তুতি (স্বরূপপ্রকাশ), তাহাই পরম স্তুতি । আর যোগবলে যে, আত্মদর্শন, তাহাই তাহার পরম ধর্ম্ম । আযজ্ঞ পুরুষ শোকোত্তীর্ণ হন, এবং যত্ন ( মরণের কারণ ), মরণ, অথবা অত্ৰ কোন প্রকারে উদ্ধৃত ভয়েও ভীত হন না । আত্মা জন্মে না, মরে না, বধ্য নয়, বধের কারণও নয়, এবং নিজে বধ্য নয়, অপরের বন্ধনকারীও নয়, মুক্তও নয়, মুক্তিদাতাও নয়, পুরুষ ( জীব ) স্বরূপতঃ পরমাত্মাই বটে, তদতিরিক্ত যাহা কিছু, সে সমস্তই অদম্’ ।

এবং ঐতিহ্যতীতিহাসাদিস্ জ্ঞানশ্রেণী মোক্ষসাধনত্বাবগমাদ্ভুক্ত্যত এবোপনি-  
ষদারম্ভঃ । ২

কিঞ্চ, উপনিষৎসনাত্মনৈব জ্ঞানশ্রেণী পরমপুরুষার্থসাধনত্বমবগম্যতে । তথা  
হি—উপনিষদিতি উপ-নি-পূর্বস্ত সর্বেশ্বরগণগত্যবসাদনার্থস্ত কপমচ্ছতে ।  
উপনিষচ্ছন্দেন ব্যাচিখ্যাসিত-গ্রন্থপ্রতিপাদ্যত্ববিষয়া বিদ্যোচ্যতে, তাদর্থাৎ  
গ্রন্থোহপি উপনিষৎ । যে মুমুক্শবো দৃষ্টান্তপ্রবিক-বিষয়বিতৃষ্ণাঃ সন্ত উপনিষ-  
চ্ছন্দিত-বিদ্যাং তন্নিষ্ঠতয়া নিশ্চয়েন শীলয়ন্তি, তেষামবিদ্যাদেঃ সংসারবীজস্ত  
বিশরণাদিনাশাৎ পরব্রহ্মগময়িতৃহাদ্ গর্ভতন্মজরামরণাত্যাদ্রবাসাদয়িতৃহাৎ  
উপনিষৎসমাখ্যাপ্যাকৃত্যৎ পরং শ্রেয় ইতি ব্রহ্ম-বিদ্যোপনিষদুচ্যতে । ৩

ননু ভবেদেবমুপনিষদারম্ভঃ, যদি বিজ্ঞানশ্রেণী মোক্ষসাধনত্বং ভবেৎ ;  
ন চৈতদাপ্তি ; কস্যগামপি মোক্ষসাধনত্বাবগম্যাৎ—“অপাম নোমরমূতা অহং ।”  
“অক্ষযাত বৈ চ তু প্ৰাস্ত্যাজিনঃ স্কৃতং ভবতি” ইত্যাদিনা । ন ত্বৈতদপ্তি ।

এই জাতীয় ঐতিহ্য তীতিহাস ও পুরাণাদি শাস্ত্রে জানা যায় যে, জ্ঞানই  
মোক্ষলাভের একমাত্র সাধন ; সুতরাং জ্ঞানপ্রতিপাদক উপনিষৎ শাস্ত্রের  
আরম্ভ নিশ্চয়ই যুক্তিযুক্ত হইতেছে । ২

আরও এক কথা, ‘উপনিষদ্’ এই নামকরণ ইহাতেও জানা যায় যে, জ্ঞানই  
পরম পুরুষার্থ মোক্ষের একমাত্র সাধন । দেখ, উপ-নি-পূর্বক পদ দুইতে  
‘উপনিষদ্’ পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে । উপ-নি-পূর্বক পদ দুটির অর্থ—বিশরণ  
( শিথিলীকরণ ), গতি ও অবসাদন ( অসামর্থ্য সম্পাদন ) । আমরা যে গ্রন্থের  
( স্বৈতান্বিতরোপনিষদের ) ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, সেই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য  
বস্তু-বিষয়ক বিদ্যা উপনিষদ্ শব্দে বুঝাইয়া থাকে । উক্ত বিদ্যার প্রতিপাদন করাই  
এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য, এই কারণে গ্রন্থও উপনিষদ্ নামে অভিহিত হইয়া পাকে । ৩

[ এখন পূর্বোক্ত উপনিষদ্ অর্থের বিবৃতি প্রদত্ত হইতেছে । ] যে সকল মুমুক্শু  
পুরুষ ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়ভোগে তৃষ্ণারহিত হইয়া তন্ময়তা সহকারে  
নিশ্চয় বুদ্ধিতে উপনিষৎ-শব্দবাচ্য বিদ্যার অনুশীলন করে, নিরন্তর চিন্তা করে,  
তাহাদের সংসারবীজ অবিদ্যা প্রভৃতি দোষনিচয় বিধ্বস্ত করিয়া দেয়, পর-  
ব্রহ্মকে প্রাপ্ত করায় এবং গর্ভবাস, জন্ম, জরা ও মরণাদি সকল উপদ্রবের অবসান  
ঘটায় বলিয়া সর্বোপেক্ষা পরম শ্রেয়োরূপ ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষদ্ নামে অভিহিত  
হয় । পরম শ্রেয়োরূপ ব্রহ্মবিদ্যা অর্থেই ‘উপনিষদ্’ নামের প্রবৃতি হইয়াছে । ৩

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি ব্রহ্মবিজ্ঞানই মোক্ষের একমাত্র উপায়  
বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়, তবে তৎপ্রতিপাদক উপনিষদের আরম্ভ অবশ্যই সম্ভব  
হইতে পারে, কিন্তু তাহা হয় নাই ; বরং শাস্ত্রপাঠে জানা যায় যে, কস্যসমূহও  
মোক্ষের সাধন । [ যথা দেবতারা বলিতেছেন ] “আমরা নোমরম পান করিয়াছি,  
সেইজন্য অমর হইয়াছি”, ‘বাহারা চাতুশ্রাস্ত্যবাকী, তাহাদের অক্ষয় পূণ্য হয়’

শ্রুতিবিরোধাৎ জ্ঞানবিরোধাকং । শ্রুতিবিরোধস্তাবৎ—“তদ্বৎশে কস্মচিভো  
লোকঃ ক্ষীয়তে, এবমেবামৃত পূণ্যচিত্তে নোকঃ ক্ষীয়তে ।” “তমেবং বিদ্বানমৃত  
ইহ ভবতি, নাভ্যঃ পৃষ্ঠা বিক্সতেহয়নায়া ।” “ন কক্ষণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগে-  
নৈকেহমৃতত্বমানভঃ ।” “যা হেতে অদ্যা যজ্ঞকণাঃ, অষ্টাদশোক্তমববৎ যেন  
কক্ষা ।” “এতচ্ছ্রেয়ো বেহভিনন্দন্তি মতা জরানৃত্যং তে পুনরেবাশ্রয়ন্তি ।” “নাস্তা  
কৃতঃ ক্রতেন ।”

“কক্ষণা বধ্যতে ক্ষত্বক্ষিদায়া চ যিমুচ্যতে ।

তথ্যং কক্ষা ন কুর্পস্তু যতয়ঃ পারদশিনঃ ॥

অজ্ঞানমলপূর্ণদ্বাং পুৰাণো মণিনঃ স্মৃতঃ ।

তংক্ষয়াদৈ ভবেন্মুক্তির্নাগাথা কক্ষকোটিভিঃ ॥

প্রজয়া কক্ষণা মুক্তির্জনেন চ সত্যং ন তি ।

ত্যাগেনৈকন মুক্তিঃ ত্যাদবভাবে প্রমত্তাধো ॥

কক্ষাদয়ে কক্ষকলাস্তরাগান্তথামুযন্তি ন তরন্তি মৃত্যুং ।

জ্ঞানেন বিদ্বাস্থেজ অভ্যতি নিতাং ন বিক্সতে জগথা তত্র পৃষ্ঠাঃ ॥”

ইত্যাদি । না—একপ আপত্তি হইতে পারে না । কারণ, তোমার আপত্তি শ্রুতি-  
বিরুদ্ধ, স্মৃতিবিরুদ্ধ, এবং যুক্তিবিরুদ্ধও বটে । প্রথমতঃ শ্রুতিবিরোধ [ প্রদর্শিত  
হইতেছে—] ‘ইহ কালে ঋষিপ্রভৃতি কক্ষ দ্বারা সঞ্চিত লোক অর্থাৎ ভোগ্য  
পদাদি যেমন [ ভোগের দ্বারা ] ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, পরকালেও তেমনই পূণ্যচিত্ত  
সর্গাদি লোক [ ভোগ-দ্বারা ] ক্ষয়প্রাপ্ত হয়’ । ‘সেই এই আত্মাকে জানিয়া  
ইহলোকেই বিমুক্ত হয়, মোক্ষরাজ্যে যাঁবার আর অর্থ পথ নাই’ । ‘প্রাণ  
স্বাধিগণ কক্ষ দ্বারা নয়, সন্তান দ্বারা নয়, এবং ধনের দ্বারাও নয়, একমাত্র ত্যাগের  
দ্বারাষ্ট অমৃতত্ব লাভ করিয়াছিলেন’ । ‘এই সকল যজ্ঞরূপ ভোগ অজ্ঞান-সাগর  
উত্তরণের পক্ষে সূত্র নহে, যাহাতে অধমকল্পে অষ্টাদশ শ্রুতিসাপেক্ষ কক্ষের  
বিধি উক্ত হইরাছে ।’ ‘যে সকল মৃত ব্যক্তি এই কক্ষকেই শেষ বলিয়া অভিনন্দিত  
কবে, তাহারা নিশ্চয়ই পুনরায় জরা-মরণ-জঃপ প্রাপ্ত হয়’ । ‘কৃত কক্ষদ্বারা অকৃত  
অ-জঃ) মোক্ষ হয় না ।’

[ এখন স্মৃতিবিরোধ প্রদর্শিত হইতেছে—] ‘মহাত্মা কক্ষ দ্বারা আবদ্ধ হয়, আর  
বিজ্ঞা দ্বারা মুক্ত হয়, সেই কারণে পারদর্শী যতিগণ কক্ষাভুতান করেন না ।  
অজ্ঞান-মগ্নে পারপূর্ণ বিদায় পুরাণসংসার মণিন বলিয়া বিজ্ঞাত । সেই মলক্ষয়ে  
মুক্তিলাভ হয়, নচেৎ কোটি কোটি কক্ষ দ্বারাও মুক্তি হয় না । সন্তান, মনোভা,  
কিংবা কক্ষাভুতান, এ সকলের দ্বারা মুক্তি হয় না । একমাত্র কক্ষত্যাগেই মুক্তি  
হয়, অতথা কেবল সংসারের পরিভ্রমণ হয় মাত্র । কক্ষাভুতান দ্বারা কক্ষকলে সেইরূপ  
অমুরাগ বন্ধি পায়, যাহাতে মৃত্যুপাশ অতিক্রম করিতে পারে না । বিদ্বান্ পুরুষ  
জ্ঞানময় নিতাজ্যানি বন্ধ লাভ করেন, তীর্থাক পাইবাব আব দ্বিতীয় পথ

“এবং ত্রয়োদশমুপপন্ন গতাগতং কামকামা লভন্তে ।”

অর্থার্থশ্রমাশ্রমচাপি বর্ণনায় পরমার্থকঃ ।

“আশ্রমৈন চ বেদৈশ্চ বৈজ্ঞঃ সাত্বিকৈর্দৈতন্তথা ।

উগ্রৈস্তপোভিবিদৈর্দানৈর্নানাবিদৈরপি ।

ন লভন্তে তথাত্মানং লভন্তে জ্ঞাননঃ স্বয়ম ॥

ত্রয়োদশমদ্ব্যর্থং কিংপাকফলমুভয়ম্ ।

নাতি তাত স্তবং কিঞ্চিদত্র উপশতাকুলে ।

তস্মান্মোক্ষায় যতঃ কথং দেব্যা ময়া ত্রয়ী ।

অজ্ঞানপাশবন্ধাদমুক্তঃ পুংসঃ ব্রহ্মঃ ॥

জ্ঞানাত্মা নিষ্কিঃ স্তাৎ প্রকাশাত্মনো নথা ।

তস্মাজ্জ্ঞানেন মুক্তিঃ সাদজ্ঞানস্তা পরিক্ষয়াৎ ॥

এতানি দানানি তপা দি যজ্ঞাঃ সত্যঞ্চ তীর্থীশ্রমকর্ম্মযোগাঃ ।

অর্থার্থমোবাশ্রমভমপবক জ্ঞানং ক্রাৎ শাস্তিকরং মহার্থম্ ॥

নাই। ‘ভোগাভিলাষী শ্রুতবিদা এইরূপে বেদোক্ত কশ্মের শরণাপন্ন হইয়া সংসারে যাতায়াত লাভ করে।’ ‘ব্রাহ্মবাদ বর্ণের যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আশ্রমসমূহ প্রকৃতপক্ষে কেবল ক্রেশপ্রদ মাত্র।’ ‘ব্রহ্মচর্যাশ্রম, আশ্রম, বেদপাঠ, যজ্ঞসমূহ, সাংখ্য-যোগ, ব্রতপালন, বিবিধপ্রকার উগ্র তপস্রা, নানাবিধ দান, এ সকলের দ্বারা সেই আত্মাকে লাভ করা যায় না, কিন্তু জ্ঞানীরা নিজেই ( অর্থাৎ কর্ম্মাদির সাহায্য না হইয়াই ) লাভ করিয়া থাকেন।’

‘হে তাত, অধ্যাক্ষর ত্রয়োদশ কিংপাক (মাকাল) ফলের তুল্য। (১) উপশতসঙ্খ্যে সেই কর্ম্মে বিচুমান সুখের সম্ভাবনা নাই। অতএব মোক্ষের জন্য যত্নপরায়ণ আমি কিরূপে সেই ত্রয়োদশের সেবা করিব? পুংস অজ্ঞানপাশে আবদ্ধ বলিয়া ‘অমুক্ত’ নামে কথিত হয়, অতএব জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞান বিধ্বস্ত হইলে তাহার মুক্তি সিদ্ধ হয়।’ ‘নানাবিধ ব্রত, দান, তপস্রা, যজ্ঞ, সত্যনিষ্ঠা,

( ১ ) তাৎপর্য—কিংপাক (মাকাল ফল) যেমন বাহিরে অতি সুন্দর, দর্শন মাত্রই মন আকর্ষণ করে, কিন্তু উহার অভ্যন্তরটা অতীব কুরূপ, দেখিলেই ঘৃণার উদ্বেক হয়, তেমনি বেদোক্ত সকল কর্ম্মগুলিও অতীষ্ট ফল প্রদান করে বলিয়া আপাত-মনোহর, কিন্তু বিচার করিলে দেখা যায় যে, ঐ সকল কর্ম্মের ফল যত বড়ই হউক না কেন, সমস্তই পরিমিত সীমাবদ্ধ ও ক্ষয়শীল। ভোগ করিতে করিতে সমস্ত কর্ম্মফলই ক্ষয় হইয়া যায়; সুতরাং তখন বড়ই ক্রেশদায়ক হয়। পক্ষান্তরে জ্ঞানফল মুক্তি। মুক্তিতে তারতম্য দোষ নাই, এবং ক্ষয়ের ভয়ও নাই। এইজন্য বিবেকী পুংসেরা কর্ম্মাহুষ্ঠানে বিরত থাকেন, এবং জ্ঞানপথ অবলম্বন করেন। জ্ঞান ব্যতীত যে মুক্তির আর অন্য পথ নাই, ইহা যুক্তি ও পমাণসিদ্ধ।

যদ্বৈদেবজ্ঞমাপ্নোতি তদ্যোতির্জ্ঞঃ পদম্ ।

দানেন বিবিধান্ ভোগান্ জ্ঞানেন মোক্ষমাংগুযাং ॥

দ্যাবজ্জা ও ভূতজ্জা আপবজ্জা বজ্জেন্দ্রঃ ।

দ্বয়ং জ্ঞানাদিনা চিত্তা বিদেহঃ শাস্ত্রিনু কৃতি ॥

তাজ দ্যমসাত্মক উভে সনানুকে তাজ ।

উভে সত্যানু ত ত্যক্তা যেন তাজসি তৎ তাজ ॥”

এবং প্রতিশ্রুতিবিবরণাপন্ন কন্মসাদনমমুত্বম্ । কায়বিরোধাজ্ঞ—কন্মসাদনং  
•মোক্ষস্ত চতুর্বিধক্রিয়ানুষ্ঠানাদনিশ্চয়ং ত্যজঃ । “১২ কৃতকং, তদনিত্যং”  
ইতি বস্তুসাদ্যস্ত নিত্যত্বাদর্শনাৎ । নিত্যস্ত মোক্ষঃ সঙ্গবাদিতিরত্বাপগম্যাতে ।  
তথা চ শাস্তিঃ চাতুর্ভাষ্যপ্রকরণে—“প্রজ্ঞানন্ত প্রজ্ঞায়সে তচ্ তে মর্ত্যানুতম্”  
ইতি । কিঞ্চ, সূত্রতমিতি সূত্রত্যাগ্যত্বমুচ্যতে । সূত্রতশব্দচ কন্মপি । নানুবং

•তীর্থ ও আশ্রমোচিত কন্ম, এ সমস্তই স্বর্ণফলপ্রদ ; সে ফল অশুভ ( হুং-  
মিশ্রিত ) ও অপ্রব । জ্ঞানফল প্রব ( সুনিশ্চিত ), শাস্ত্রিপ্রদ ও মহৎ । ‘যজ্ঞেব  
দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হয় ; তৎপরা দ্বারা ব্রহ্মপদ পর্যাঙ্ক লাভ করা যায়, এবং দানের  
ফলে বিবিধ ভোগপ্রাপ্তি হয়, জ্ঞানের দ্বারা মুক্তিপ্রাপ্ত হয় ।’ ‘জীব সম্যগজুত  
জ্যাক্ত ইতি তাদ্ধ গমন কর, পাপ বজ্জতে ‘নবদ ইতি কপে ( নিম্ন যোনিতে )  
গমন কবে, ( ১৩এব ) জ্ঞানচা প্রকারাবলি পুণ্য-পাপময় রজ্জ্বয় ছেদন করিয়া  
এবং দোষভিমান রহিত করিয়া শাস্ত্র ( মুক্তি ) লাভ করো ।’ ‘ধর্ম ও অদম্য ত্যাগ  
কর, সত্য মিথ্যা উভয়ই ত্যাগ কব, এবং সত্য মিথ্যা উভয় ত্যাগ করিয়া বাহ্য  
দ্বারা ত্যাগ করিতেছ, তাহাও ( বিবেকসাদনও ) ত্যাগ কর ।’ এই জাতীয়  
শাস্তি-শ্রুতির বিকল্প বলিষ্ঠা কন্মকে মোক্ষসাদন বলিতে পারা যায় না ।

যুক্তিবিরোধও ইহাব অপর কারণ । যুক্তি যদি কন্মদ্বারা অর্থাৎ কন্মের ফল  
হয়, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই উহা নির্দিষ্ট চতুর্বিধ কন্মফলের অন্তর্গত হইবে ;  
সুতরাং যুক্তির অনিত্যত্ব দোষ ঘটিতে পারে ( ২ ) । কেন না, যাহাই কৃতক—  
ক্রিয়ানিষ্পন্ন, তাহাই অনিত্য, এই অব্যভিচারী নিয়মালুসারে ক্রিয়াসম্পাদ্য পদার্থ-  
মাত্রেবই অনিত্যতা দেখা যায় । অথচ সকল বাদীরাই মোক্ষের নিত্যতা স্বীকার  
করিয়া থাকে । চাতুর্ভাষ্য ব্রতপ্রকরণে ঐ প্রকার প্রতিপত্তি রহিয়াছে । যথা—  
‘হে মর্ত্য ( মানব ), তুমি যে, সম্মানক্রমে পুনরায় জন্মধারণ কব, তাহাই তোমার

( ২ ) ক্রিয়াফল চার প্রকার, ১ । উৎপাদ্য, ২ । বিকার্য, ৩ । সংস্কার্য,  
৪ । প্রাপ্য । অবিজ্ঞমান বস্তু ক্রিয়া দ্বারা অভিযুক্ত হইলে, তাহা হয় উৎপাদ্য ।  
যেমন ঘটপটাদি কাব্য । এক বস্তুকে অন্য আকারে পরিণত করাকে বলে বিকার্য ।  
যেমন হারকে বলয় করা । দোষাপনয়ন বা গুণাধান দ্বারা হয় সংস্কার্য, যেমন  
মলিন দর্পণকে ধ্বংস দ্বারা উজ্জল করা । ক্রিয়াদ্বারা অপ্রাপ্তকে পাওয়ার নান  
প্রাপ্য । যেমন গমন ক্রিয়া দ্বারা গ্রামান্তর বা পক্ষিত প্রাপ্য হয় ।



তচ্চি কৰ্মণাং দেবাদিপ্রাপ্তিহেতুত্বেন বন্ধহেতুত্বমেব। সত্যম্ ; স্মৃতো বন্ধহেতু-  
ত্বমেব। তথা চ শ্রুতিঃ “কৰ্মণা পিতৃলোকঃ।” “সৰ্ম্ম এতে পুণ্যালোকা ভবন্তি।”

“ইহাপূৰ্ণং মন্ত্যমানা বরিষ্ঠং নাগ্নাচ্ছ্রয়ো বেদয়াস্ত পৃথুচাঃ।

নাকস্ম পৃষ্ঠে তে স্ককতেহমৃতভুত্বমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি ॥

এবং কস্যম্ নিম্নেহা যে কেচিৎ পারদর্শিনঃ।

বিদ্যামায়াঃ পুরুষো ন তু কস্যমঃ দ্বতঃ ॥”

“এবং ত্রয়ীদশ্মমন্ত্যপ্রপরা গতাগতং কানকাসা লভন্তে” ইতি। ৪

যদা পুনঃ ফলনিরপেক্ষমীশ্বরার্থং কাম্যানুষ্ঠিষ্ঠি, তদা মোক্ষসাধন-জ্ঞান সাধ-  
নান্তঃকরণশুদ্ধিসাধনপারম্পর্যেণ মোক্ষসাধনং ভবতি। তথাহি ভগবান্—

“ব্রহ্মণ্যাধায় কাম্যানি সঙ্গং ত্যক্ত্বা কবোতি যঃ।

লিপ্যাতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাস্তসা ॥

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্ৰিয়ৈরপি।

যোগিনঃ কস্য কুর্দান্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাস্তদ্বয়ে ॥

অমৃতত্বং ইত্যাদি। আরও এক কথা, [ অক্ষয়ং হ বৈ চাতুৰ্য্যাস্ত্যাজিনঃ শ্রুতং  
ভবতি”—এই শ্রুতিতে ] শ্রুতের অক্ষয়ত্ব কাণ্ডে হইয়াছে। ‘শ্রুত’ শব্দের  
অর্থ কাম্য। [ কাম্য কখনই নিত্যফলপ্রদ হইতে পারে না ]। জিজ্ঞাসা করি,  
তবে কাম্য সকল কি দেবাদিভাব প্রাপ্তি কবায় বলিয়া কেবল বন্ধেরই কারণ?  
ইহা, কাম্যসকল স্বভাবতঃ বন্ধেরই কারণ। সেইরূপ শ্রুতি এই—‘কাম্য দ্বারা  
পিতৃলোক লাভ হয়, ইহারা সকলেই পুণ্যালোকভাগী হয়।’ ‘অতাস্ত মূঢ়গণ  
ইষ্টাপূৰ্ণকেই সৰ্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে কবে, এতদপেক্ষা অল্প কিছু শ্রেয়ঃসাধন আছে  
বলিয়া জানে না। তাহারা স্বৰ্গলোকে পুণ্যফল ভোগ করিয়া শেষে এই মলুষা-  
লোকে কিংবা এন্দ্রপেক্ষা হীনতর লোকে ( ভোগভূমিতে ) প্রবেশ করে।’ ‘যে  
কোনও পারদর্শী পুরুষ এই প্রকার কাম্যানুষ্ঠানে আসক্তিশূন্য হইয়া থাকেন।’  
‘পুরুষ (জীব) বিজ্ঞানময় বলিয়াই প্রসিদ্ধ, কিন্তু জ্ঞানময় বলিয়া নহে।’ বেদ-  
নিহিত কাম্যানুষ্ঠানে রত সকল পুরুষগণ এই প্রকার গতাগত লাভ করে, অর্থাৎ  
কাম্যফল ভোগের জন্য ইহলোকে ও পরলোকে কেবল যাতায়াত করিয়া থাকে,  
কখনও শান্তি লাভ করেন।’ ইত্যাদি। ৪

বিস্তৃত যখন ফল-নিরপেক্ষভাবে কেবল পরমেশ্বর তৃপ্তির জন্য কাম্য অনুষ্ঠিত  
হয়, তখন সেই সকল কাম্যই সাধকের চিত্তশুদ্ধি জন্মায়। শুদ্ধচিত্তে মোক্ষোপ-  
যোগী তত্ত্বজ্ঞানের সঞ্চার হয়; সূত্ররূপে সেই সকল শিক্ষাময় কাম্য মোক্ষসিদ্ধির  
উপায় হইয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীরক্ষণ সে কথা বলিয়াছেন—‘যে ব্যক্তি কলা-  
সক্তি পরিত্যাগপূৰ্ব্বক ব্রহ্মার্চণাচ্ছিত্তে কাম্যানুষ্ঠান করে, পরমপত্র যেমন জলে  
লিপ্ত হয় না, তেমনি সে ব্যক্তিও পাপে লিপ্ত হয় না। [ এখানে পাপশব্দে  
পাপ পুণ্য দুইই বুঝিতে হইবে। ] যোগিগণ ফলাসক্তি পরিত্যাগপূৰ্ব্বক কেবল

যৎ করোষি যদগ্রাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।

যত্নপত্নসি কোন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদপণম্ ॥

স্তভাস্তভফলৈরেবং মোক্ষাসে কশ্মবন্ধনাঃ ।

সন্ন্যাসযোগযুক্তায়া বিমুক্তো নানুপৈশ্যসি ॥ ইতি ॥

তপাচ মোক্ষে ক্রমং শুদ্ধাভাবে মোক্ষাভাবং কশ্মভিশ্চ তচ্চুজিৎ দশর্যাত  
শ্রীবিষ্ণুধর্মো—

"অনুচানন্ততো যদ্যঃ কশ্মত্মাসৌ ততঃ পরম্ ।

ততো জ্ঞানকমভ্যোক্তি গোপী মুক্তিং ক্রমান্নভেৎ ॥

অনেকজন্মান্তরচিত্তে পাপদমুচ্চয়ে ।

নাশীদে জায়তে পুংসাং গোবিন্দাভিমুখৌ মতিঃ ॥

জন্মান্তরহত্যস্মু তপোজ্ঞানসমাধিভিঃ ।

নবাণাং ক্ষীণপাপানাং ক্লেষ ভক্তিঃ প্রজায়তে ॥

পাপকল্যাণয়ো হুত্র মতামুক্তিবিবোধকং ।

তদৈক্যং শমনে যত্রঃ কার্য্যঃ সংসারভৌক্য ॥

সুবর্ণাদিমহাদান-পুণ্যতীর্থাবগাতনৈঃ ।

শাকটৈশ্চ মহাকুশৈঃ শানোষ্টৈস্তৃচ্ছমা ভবেৎ ॥

চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি দ্বারা কন্ম করিয়া থাকেন । তে  
কুশলন্দন, তুমি যাচা কর, যাচা ভোজন কর, যাচা হোম কর, যাচা দান  
কর ও যাচা তপস্যা কর, সে সমস্ত আশাতে ( পরমেশ্বরে ) সমর্পণ কর ।  
এইরূপ করিলে, স্তভাস্তভ ফলপ্রদ কন্মদয় বন্ধন হইতে তুমি বিমুক্ত হইবে,  
এবং ফল সন্ন্যাস দ্বয়ে সুপ্রতিষ্ঠ করিয়া বিমুক্ত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত  
হইবে ।'

বিষ্ণুধর্মো এই ভাবেই মোক্ষের পারম্পর্য্যক্রম, চিত্তশুদ্ধির অভাবে মুক্তির  
অভাব এবং কন্ম দ্বারা চিত্তের বিশুদ্ধতা প্রদর্শিত হইয়াছে ।—

প্রথমে বেদাধ্যায়ী, পরে যাজ্ঞিক, তাহার পর কন্মসন্ন্যাসী ( কন্মফলভাগী )  
হইবে, অনন্তর জ্ঞানলাভে অধিকারী হইবে, এই প্রকার ক্রমানুসারে গোপী পুরুষ  
মুক্তিলাভ করেন । অনেক জন্মযুক্ত কন্মরাশি ক্ষীণ না হইলে জীবগণের  
গোবিন্দাভিমুখী মতি জন্মে না । সংস্র সংস্র জন্মার্জিত তপস্যা, জ্ঞান ও সমাধি-  
যোগানুষ্ঠান দ্বারা যাতাদের পাপ-কন্ম হয়, সেই সকল মহাশুদ্ধিই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি  
ভক্তি হয় । জগতে পাপ-বাদনাই পরামুক্তি লাভের প্রবল প্রতিপক্ষ, অতএব  
সংসারভৌক লোকবিশেষের পাশ্চ সেই পাপবাদনা কন্মের জন্ত সমর্পিত যত্ন করা  
আবশ্যক । সুবর্ণাদি-দানরূপ মহাদান, পবিত্রতীর্থে অবগাহন, এবং শরীরসাধ্য  
শানোষ্ট কঠোর ক্রেশ স্বীকার, এ সকলের দ্বারা পাপবাদনার প্রশমন হয় ।

দেবতাশ্রুতিসচ্ছাস্ত্রশ্রবণৈঃ পুণ্যদর্শনৈঃ ।

গুরুশ্রবণৈশ্চৈব পাপবন্ধঃ প্রশাম্যতি ॥”

“যাজ্ঞবল্ক্যোহপি শুদ্ধ্যপেক্ষাং তৎসাধনঞ্চ দর্শয়তি—

“কর্তব্যশয়শুদ্ধিস্তু ভিক্ষুকেন বিশেষতঃ ।

জ্ঞানোৎপত্তিনিমিত্তত্বাং স্বতন্ত্রীকরণায় চ ॥

মলিনো হি যথাদর্শো রূপালোকস্ত ন ক্ষমঃ ।

তথাহি বিপক্ককরণ আত্মজ্ঞানস্ত ন ক্ষমঃ ॥

আচার্য্যোপাসনাং বেদশাস্ত্রার্থস্ত বিবেকিতা ।

সংকল্পণানুষ্ঠানং সঙ্গঃ সক্তিগিরঃ শুভাঃ ॥

জ্ঞ্যালোকালম্ভবিগমঃ সর্বভূতাত্মদর্শনম্ ।

ত্যাগঃ পরিত্রাণাঞ্চ জীর্ণকাষায়ধারণম্ ॥

বিষয়েন্দ্রিয়সংরোধস্তদ্রালম্ভবিবজ্জনম্ ।

শবীরপরিসংখ্যানং প্রবৃত্তিদ্বেষদর্শনম্ ॥

নীরজস্তমসা সত্ত্বশুদ্ধিনিষ্পৃহতা শমঃ ।

এতৈরুপায়েঃ সংগুচ্ছ-সত্ত্বযোগ্যমুতা ভবেৎ ॥

যতো বেদাঃ পুরাণানি বিদ্যোপনিষদস্তথা ।

শ্লোকাঃ হত্রাণি ভাষ্যাণি যচ্ছাস্ত্রদ্বায়মং কচিৎ ॥

দেবতার আরাধন, শ্রুতি ও সংশাস্ত্র শ্রবণ, পুণ্যতীর্থাদিদর্শন এবং গুরুশ্রবণা, এ সকলের দ্বারাও পাপময় প্রতিবন্ধক প্রশান্ত হয়।’

যাজ্ঞবল্ক্যও মুক্তিলাভে চিত্তশুদ্ধি আবশ্যকতা ও তদুপায় প্রদর্শন করিয়াছেন—  
‘চিত্তশুদ্ধি সকলেরই কর্তব্য, বিশেষতঃ ভিক্ষকের ( সন্ন্যাসীর )। কারণ, চিত্তশুদ্ধি বা বাসনাশূন্যই জ্ঞানোৎপত্তির উপায়, এবং তাহাতেই জীবের স্বাতন্ত্র্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। মলিন দর্শন যেমন রূপ গ্রহণে অক্ষম, তেমনি অন্তঃকরণ পঙ্ক না হইলে, সেই অন্তঃকরণও আত্মজ্ঞানে সমর্থ হয় না। আচার্য্যোপাসনা, বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্রার্থবিচার, সংকল্পের অনুষ্ঠান, সাধুসঙ্গ, সংকথা শ্রবণ, জ্ঞানমুক্তির দর্শন ও স্পর্শন ত্যাগ, সর্বভূতে আত্মদর্শন, পরকীর জব্যস্ত্রোকার না করা, জীর্ণ গৈরিক বস্ত্রপরিধান, বিষয়-দেবা হইতে ইন্দ্রিয়-নিরোধ, তন্ত্রা ও আলম্ভ ত্যাগ, দেহতত্ত্ব নিক্রপণ এবং সকাম-কর্ম্মে দোষদর্শন, রজঃ ও তমোগুণকে পরাভূত করিয়া চিত্তে সত্ত্বের উদ্রেক, নিষ্পৃহতা ও ইন্দ্রিয়-সংযম, এ সকলের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব যোগী বিমুক্ত হন। কেন না, বেদ, পুরাণ, জ্ঞানপ্রকাশক উপনিষদ, শ্লোক ( সংক্ষিপ্তাঃ-র্থক বেদবাক্য ), হত্র ( সংক্ষিপ্তাকার বাক্য ), ভাষ্য ( ১ ), যে কোন প্রকার

( ১ ) ভাষ্য একপ্রকার ব্যাখ্যা। তাহার লক্ষণ—“হত্রং পদমাদায় পঠৈঃ হত্রাহুসারিভিঃ। স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ।”

বেদামুচনং যজ্ঞো ব্রহ্মচর্য্যং তপো দমঃ ।

শ্রদ্ধোপবাসঃ স্বাতন্ত্র্যমাত্মনো জ্ঞানহেতবঃ ॥”

তথাচাচাৰ্ষৰ্ণে বিশুদ্ধ্যপেক্ষমাত্মজ্ঞানং দৰ্শয়তি —

“জন্মান্তরসহশ্রেয়ু যদা ক্ষীণান্ত ক্লিষ্টাঃ ।

তদা পশুতি যোগেন সংসারচ্ছেদনং মহৎ ॥”

“যশ্মিন্’বিশুদ্ধে বিরজে চ চিত্তে য আত্মবৎ পশুন্তি যতঃ ক্ষীণদোষাঃ ।”

“তমেতং বেদামুচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষান্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানামশকেন”

• ইতি বৃহদারণ্যকে বিবিদিষাহেতুত্বং যজ্ঞাদীনাং দৰ্শয়তি । ৫

নহু—“বিদ্যাংকাবিদ্যাঞ্চ যন্তদ্বৈদোভয়ং সহ ।”

“তপো বিদ্যা চ বিশ্রান্ত নৈঃশ্রেয়সকরং পরম্” ।

ইত্যাदिना कर्मणामप्यामृतप्रप्तिहेतुत्वमवगम्यते । सत्यमवगम्यते एवं तदपेक्षितशुद्धिद्वारेण, न च साक्षात् । तथाहि “विद्यांकाविद्यां” “तपो विद्या च विश्रान्त नैःश्रेयसकरं परम्” इत्यादिना ज्ञानकर्मणोर्नैःश्रेयसहेतुत्वमभिधाय,

বাজ্র ( শাস্ত্র ), এবং বেদপাঠ, যজ্ঞমুষ্ঠান, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, ইন্দ্রিয় দমন, শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস, উপবাস, ও স্বাতন্ত্র্য ( অপরের অপেক্ষারাহিত্য ), এ সমুদয় আত্মজ্ঞানলাভের উপায় ।

অপর্যবেদীয় উপনিষদেও আত্মজ্ঞানে চিত্তবিশুদ্ধির কথা উক্ত আছে—

‘সহস্র সংস্র জন্মের পর যখন পাপরাশি ক্ষীণ হয়, তখনই সংসারচ্ছেদকারী উত্তম উপায় দর্শনগোচর হয় ।’ ‘দোষক্ষয়ের পর শুদ্ধ চিত্ত যে সকল যতি সৰ্বভূতে আত্মতুল্য দৃষ্টি লাভ করেন ।’ ব্রাহ্মগগন বেদ পাঠ, যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও ভোগত্যাগের দ্বারা সেই এই আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন বা জানিবেন ।’ এই বৃহদারণ্যকবাক্যে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, বিবিদিষা বা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা সমুৎপত্তির প্রতি যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানই কারণ । ৫

এখানে প্রশ্ন হইতেছে যে, বিদ্যা ও অবিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম এই উভয়কে যিনি জানেন, এবং তপস্যা ও বিদ্যা ( উপাসনা ), এ উভয়ই ব্রাহ্মণের সর্বোত্তম মুক্তিসাধন ইত্যাদি বাক্যে কর্মও যে, মুক্তিসাধন, তাহা বেশ জানা যাইতেছে । এ কথাই উত্তরে বলা যাইতেছে যে, কর্ম যে, মুক্তিলাভের উপায়, ইহা সত্য বটে, কিন্তু কর্ম সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মুক্তির সাধন নহে, পরন্তু মুক্তিলাভ করিতে হইলে চিত্তশুদ্ধির অপেক্ষা আছে, কর্মই চিত্তশুদ্ধির উপায়, এইরূপ পরস্পরা সম্বন্ধে কর্মকে চিত্তশুদ্ধির উপায় বলা হইয়াছে । অভিপ্রায় এই যে, “বিদ্যাং চ অবিদ্যাং চ” ইত্যাদি প্রতিপত্তিতে, এবং “বিদ্যা কর্ম চ বিশ্রান্ত” ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যে প্রথমতঃ জ্ঞান ও কর্মকে মুক্তিসাধন বলা হইয়াছে, অনন্তর শ্রোতার জানিতে আকাঙ্ক্ষা হয় যে, জ্ঞান ও কর্ম কি প্রকারে মুক্তি সম্পাদক হয়? সেই আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির

কথমনয়োস্তদেতুত্বমিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং “তপসা কলাষণং হস্তি বিদ্যায়ামৃতমশ্নুতে ।  
অবিদ্যায়া মৃত্যুং তীৰ্ণা বিদ্যায়ামৃতমশ্নুতে” ইতি বাক্যশেষেণ কশ্মণঃ কলাবক্ষয়হেতুত্বং  
বিদ্যায়া অমৃতত্বপ্রাপ্তিহেতুত্বং প্রদর্শিতম্ । যত্র তু শুদ্ধাত্মবাস্তবকার্য্যানুপদেশঃ,  
তত্রাপি শাখান্তরোপসংহারত্বায়েনোপসংহারঃ কৰ্ত্তব্যঃ । নহু “কুর্ব্বন্তেনেহ কশ্মাণি  
জিজ্ঞাবিষেচ্ছতং সমাঃ” ইতি যাবজ্জীবকশ্মানুষ্ঠাননিয়মে সতি কথং বিদ্যায়া মোক্ষ-  
সাধনত্বম্ ? উচ্যতে—কশ্মাণ্যদিকৃততত্ত্বায়াং নিয়মো নানাদিকৃততত্ত্বানিযোজ্যাত্ত ব্রহ্ম-  
বাদিনঃ । তথাচ বিদ্বষঃ কশ্মানদিকারং দর্শয়তি ক্রটিঃ—

“নৈতদ্বিদ্বানুশিষা বিধেয়ো ন রূপাতে বিধিনা শব্দচারঃ ।”

“এতদ্ব্য বৈ তৎ পূৰ্বে বিদ্বাংসোহগ্নিহোত্রং ন জুহ্বাৎকরিরে ।” “এতং বৈ  
তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রেজষণায়াশ্চ বিতৈজষণায়াশ্চ লৌকৈজষণায়াশ্চ ব্যাখ্যায়াণ

উদ্দেশ্যে—ঐ দুই বাক্যের শেষভাগে পৃথক্ করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রথম “পশু-  
( কশ্ম ) দ্বারা হরিত-ক্ষয় করে, পশ্চাৎ বিদ্যা দ্বারা মুক্তিলাভ করে, আর অবিদ্যা-  
মূলক কশ্ম-দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া বিদ্যা দ্বারা মুক্তিলাভ করে । উক্ত বাক্যের  
শেষাংশে কশ্মের পাপধ্বংসকারিতা, আর বিদ্যার মুক্তিহেতুত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে ।  
আব যে সকল কশ্মোপদেশস্থল কশ্মের অবাস্তব কল চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতির উল্লেখ  
নাই, সে সকল স্থলেও ‘শাখান্তরোপসংহার’ ত্রায়ানুসারে ( ২ ) উক্ত অবাস্তব  
ফলের উপসংহার ( সংগ্রহ ) করা আবশ্যিক । প্রশ্ন হইতেছে যে, ‘কশ্মানুষ্ঠান  
সহকারেই শত বৎসর জীবিত থাকিবে, অর্থাৎ সম্পূর্ণ আয়ুর্কালব্যাপী কশ্মানুষ্ঠান  
করিবে’ এই ক্রটিতে যখন যাবজ্জীবন কশ্মানুষ্ঠানের অবশ্যকর্তব্যতা নিয়মিত  
হইয়াছে, তখন কশ্মাবরহিত বিদ্যা ( জ্ঞান ) কিরূপে মোক্ষহেতু হইতে পারে ?  
এতদ্বস্তরে বলা যাইতেছে যে, যাহারা কশ্মানুষ্ঠানে অধিকারী, তাহাদের পক্ষেই  
ঐরূপ ব্যবস্থা নিয়মিত হইয়াছে, কিন্তু যাহারা অধিকারবিমুক্ত ব্রহ্মবাদী, তাহারা  
ত নিয়োগের অযোগ্য ( অনিযোজ্য ), সুতরাং তাহাদের সম্বন্ধে কশ্মানুষ্ঠানের  
নিয়ম হইতেই পারে না । দেখ, ক্রটিও কশ্মানুষ্ঠানে জ্ঞানীর অনধিকার প্রদর্শন  
করিতেছে,—“বিদ্বান্ পুরুষ ঋষিগণকর্তৃক কশ্মানুষ্ঠানে নিযোজ্য নহে, এবং শাস্ত্র-  
শাসিত হইয়া কোন বিধি দ্বারাও অবরুদ্ধ হন না । এই জহুই পূর্ববর্তী জ্ঞানি-  
গণ অগ্নিহোত্র হোম করেন নাই ।” ‘ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষগণ সেই এই আত্মাকে অব-  
গত হইয়া পুত্রেজষণা ( সন্তান কামনা ), বিতৈজষণা ( ধনকামনা ), ও লৌকৈজষণা  
( স্বর্গাদিলোক কামনা ) হইতে বিশেষভাবে উখিত হইয়া অর্থাৎ ঐ ত্রিবিধ

( ২ ) বেদাস্তদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে ‘শাখান্তরোপসংহার’ ত্রায়  
বিশদভাবে বর্ণিত আছে । তাহার সার মর্ম্ম এই—এক জাতীয় কোন উপাসনা বা  
কশ্ম যদি বেদের বিভিন্ন শাখায় বিহিত থাকে, এবং তাহার ফল ও অনুষ্ঠান-প্রণালী  
যদি শাখাভেদে নানাধিক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে অত্র শাখোক্ত অধিক অংশগুলি  
আহরণ করিয়া ন্যূনতা পরিহার করিতে হয় । ইহার বিশেষ কথা সেখানে দ্রষ্টব্য ।

ভিক্ষার্চ্যাং চরন্তি । এতদ্ধ শ্ব বৈ তদ্বিহাংস আঃ ঋষয়ঃ কাবশ্যোঃ কিমর্থী  
বয়মধোম্যামহে, কিমর্থী বয়ং যক্ষ্যামহে, স ব্রাহ্মণঃ কেন শ্রাদ্ধং যেন শ্রাদ্ধে-  
নেদুশ এবোতি ।” যথাহ ভগবান্—

“যস্যাত্মরতিরেব শ্রাদ্ধাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ ।

আত্মশ্বেবচ সংতুষ্টস্তশ্চ কার্ধ্যাং ন বিদ্রুতে ॥

নৈব তস্ত কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন ।

ন চাস্ত সৰ্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থবাপাশ্রয়ঃ ॥”

তথাচাহ ভগবান্ পরমেশ্বরো লৈঙ্গে কালকূটোপাখ্যান—

“তেন তেনৈব বিশ্রুত তাক্তসঙ্গশ্চ দেহিনঃ ।

কৰ্ত্তব্যং নাস্তি বিশেষজ্ঞা অস্ত চেতত্ত্ববিদ্র চ ॥

ইহ লোকে পরে চৈব কৰ্ত্তব্যং নাস্তি তস্ত বৈ ।

জীবনুক্লেী যতস্ত শ্রাদ্ধ ব্রহ্মবিৎ পরমার্থতঃ ॥

জ্ঞানাত্ম্যাসরতো যস্ত সৰ্ব্বতত্ত্বার্থবিৎ স্বহ্ম ।

কৰ্ত্তব্যাত্ম্যাবশ্যং জ্ঞানমেবাদিগচ্ছতি ॥

কামনা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষার্চ্যা ( সন্ন্যাস ) অবলম্বন করেন’ ।  
( ৩ ) । বিদ্বান্ কাবশ্যে ঋষিগণ এই কথাই বলিয়াছেন—‘আমরা কিসের জন্ত  
অধ্যয়ন করিব ? কিসের উদ্দেশ্যে আমরা যজ্ঞ করিব ? সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ কি প্রকার  
হইবেন ? তিনি যে প্রকার হইবেন, তাহাতে এই প্রকারই হইবেন, অর্থাৎ  
সৰ্ব্বত্যাগী হইবেন ।’ স্বয়ং ভগবান্ যাহা বলিয়াছেন—‘যে মানব আত্মাতে  
রমণ করেন, আত্মাতেই পরিতৃপ্ত থাকেন, এবং আত্মাতেই সমুদ্র হন, তাহার  
পক্ষে আর করণীয় কোন কৰ্ম্ম নাই । কৰ্ম্মের অমুষ্ঠানেও তাহার কোন প্রয়োজন  
নাই, এবং অনমুষ্ঠানেও কোন প্রত্যাবায় নাই । সৰ্ব্বভূতের কোথাও তাহার  
কোন প্রয়োজন সিক্রির অপেক্ষা নাই ।’

ভগবান্ পরমেশ্বরও লিঙ্গপুৰাণে কালকূট উপাখ্যানে এইরূপ কথাই বলিয়া-  
ছেন—‘হে বিশ্রবরগণ, যে ব্রাহ্মণ এবং বিধ জ্ঞানপ্রভাবে দেহধারী হইয়াও আনন্দ  
রহিত হন, তাহার কৰ্ত্তব্য কিছুই নাই, আর যদি কৰ্ত্তব্যবোধই থাকে, তাহা  
হইলে সে লোক তত্ত্ববিদ্ নয় । যেহেতু ব্রহ্মবিদ্ পুরুষ জীবিতাবস্থায়ই মুক্ত  
হন, সেই হেতু ইহলোক বা পরলোকের জন্ত তাহার আর কিছু করণীয় থাকে  
না । নিত্য জ্ঞানাত্মশীলনে রত ও বৈরাগ্যসম্পন্ন পরমার্থ-তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ কৰ্ত্তব্য-

( ৩ ) এষণা অর্থ কামনা । সাধারণতঃ লোকের কামনা পুত্র, বিত্ত ও লোক,  
এই তিন বিষয়েই নিবদ্ধ । কেহ পুত্র চায়, কেহ বা ধনসম্পদ চায়, কেহ বা স্বর্গাদি  
শুভ লোক পাইতে ইচ্ছা করে, অথবা ইহলোকেই যশঃপ্রতিষ্ঠা কামনা করে,  
কিন্তু মুমুক্ত পুরুষ এই তিন প্রকার কামনাই পরিত্যাগ কবিয়া থাকেন ।

বর্ণাশ্রমাভিমানী বস্তুক্কা জ্ঞানং দ্বিজোক্তমঃ ।

অন্তর রমতে মূঢ়ঃ সোহজ্ঞানী নাত্র সংশয়ঃ ॥”

‘ক্রোধো ভয়ং তথা লোভো মোহো ভেদো মদস্তমঃ ।

ধম্মাধম্মৌ চ তেবাং হি তদশাচ্চ তত্ত্বগ্রহঃ ॥

শরীরে মতি বৈ ক্লেশঃ সোহবিজ্ঞাং সংত্যজ্যেং ততঃ ।

অবিজ্ঞাং বিজ্ঞয়া হিত্বা স্থিত্ত্বৈবেচ্চ যোগিনঃ ॥

ক্রোধান্ধা নাশমায়াস্তি ধম্মাধম্মৌ চ দেহজৌ ।

তৎক্ষমাচ্চ শরীরেণ ন গুণঃ সংপ্রযুক্ত্যতে ।

ন এব মুক্তঃ সংসারাদ্ভুং পত্রয়নিবর্জিতঃ ॥”

তথা শিবধর্মোক্তরে—“জ্ঞানামৃতস্ত তৃপ্তস্ত কৃতকৃত্যস্ত যোগিনঃ ।

নৈবাস্তি কিঞ্চিৎ কৰ্ত্তব্যমস্তি চেন্ন স তত্ত্ববিৎ ॥

লোকদ্বয়েন কৰ্ত্তব্যং কিঞ্চিদস্ত ন বিজতে ।

ইহৈব স বিমুক্তঃ স্মাৎ সম্পূর্ণঃ সমদর্শনঃ ॥”

তস্মাদ্বিভ্রমঃ কৰ্ত্তব্যভাবাদবিজ্ঞাবিষয় এবায়ং কুর্স্নেন্নেবেত্যাদিকর্মনিয়মঃ । ৬

কুর্স্নেন্নেবেতি চ নায়ং কর্মনিয়মঃ, কিন্তু বিজ্ঞানগাভ্যায়ং দর্শদ্বিত্বং যথাকামং

চিন্তা পরিত্যাগপূর্বক বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করেন। হে দ্বিজোক্তমগণ, যে মূঢ় লোক বর্ণাশ্রমাভিমানী হইয়া জ্ঞানানুশীলন পরিত্যাগপূর্বক অন্তর রতি অনুভব করে, সে ব্যক্তি যে অজ্ঞানী, ইহাতে সংশয় নাই। সেই সকল অজ্ঞানী লোকের সর্বদা ক্রোধ, ভয়, লোভ, মোহ, ভেদব্দি, মদ, তমঃ ও ধম্মাধম্মচিত্তা প্রবল থাকে, তদনুসারে তাহাদের পুনরায় শরীর-পরিগ্রহ বা জন্মধারণ হইয়া থাকে। শরীর থাকিলেই ক্লেশ থাকে, এইজন্ত যোগী পুরুষ অবিজ্ঞা বা ভ্রান্তিজ্ঞান বর্জন করিবে। বিজ্ঞাপ্রভাবে অবিজ্ঞা ত্যাগ করিয়া এই দেহে অবস্থানকালেই তাহার ক্রোধাদি দোষনিচয় বিনষ্ট হয়, এবং ধম্মাধম্মও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। সে সকল ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে পুনরায় আর শরীর-সংযোগ ঘটে না। তখন সেই পুরুষই সাংসারিক জীবন ছঃখরহিত হইয়া মুক্তনামে উক্ত হয়। শিব-ধর্মোক্তরেও সেইরূপ উক্তি আছে—“জ্ঞানময় অমৃতলাভে তৃপ্ত ও কৃতকৃত্য যোগীর কিছুমাত্র কৰ্ত্তব্য নাই; যদি থাকে, তবে সে তত্ত্ববিদ নহে। তাহার ইহ-লোকের বা পরলোকের জন্ত কিছুমাত্র করণীয় নাই। সর্বত্র সমদর্শী পরিপূর্ণ সেই পুরুষ ইহলোকেই বিমুক্ত হন।” অতএব জ্ঞানীর কৰ্ত্তব্য না থাকায় বলিতে হইবে যে, “কুর্স্নেন্নেবেহ” ইত্যাদি বাক্যোক্ত কর্মানুষ্ঠানের অবশ্যকৰ্ত্তব্যতা নিয়ম কেবল অবিদ্বানের পক্ষেই প্রযোজ্য, জ্ঞানীর পক্ষে নহে। ৬

বিশেষতঃ “কুর্স্নেন্নেব” ( কর্ম করিতে করিতেই ) এটা নিয়মবিধি নহে, অর্থাৎ মনুষ্যকে যে, সারাজীবন কর্ম করিতেই হইবে, এরূপ নিয়ম এখানে উপদিষ্ট হয়

কৰ্ম্মানুষ্ঠানমেব দ্রষ্টব্যম্ । এতদ্রুন্তবতি—যাবজ্জীবং যথাকামং পুণ্যপাপাদিকং কুৰ্ম্মত্যপি বিহ্মি ন কৰ্ম্মলেপো ভবতি বিদ্যাসামৰ্থ্যাদিতি । তথাহি—“ঈশা-  
বাস্তমিদং সৰ্ব্বম্” ইত্যারভ্য “তেন ত্যক্তেন ভুক্তীথাঃ” ইতি বিহ্মঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্ম-  
ত্যাগেনাত্মপালনমুক্তা অনিযোজ্যে ব্রহ্মবিদ্যি ত্যাগকৰ্ত্তব্যতোক্তিরপ্যযুক্তৈবোক্তেতি  
মত্ৰা চকিতঃ সন্ বেদো বিহ্মন্ত্যাগকৰ্ত্তব্যাত্মমপি নোক্তবান্ । কুৰ্ম্ময়েবেহ লোকে  
বিহ্মমানং পুণ্যপাপাদিকং কৰ্ম্ম যাবজ্জীবং জিজীবিষেৎ, ন পুণ্যাদিকং ত্যক্তা  
তৃক্ষীমবতিষ্ঠেৎ । এবং তাবৎ কৰ্ম্মাণি কুৰ্ম্মত্যপি বিহ্মি ত্মি যতো যাবজ্জীবানু-  
ষ্ঠানাদন্তথাভাবঃ—স্বরূপাৎ প্রচ্যুতিঃ পুণ্যাদিনিমিত্তসংসারাবয়ো নাস্তি, অথবা  
ইতঃ কৰ্ম্মানুষ্ঠানোত্তরকালভাবাত্মথাভাবঃ সংসারাবয়ো নাস্তি । যস্মাত্ময়ি বিহ্মন্তং

নাই ; পরন্তু বিজ্ঞার মহিমা প্রদর্শনের জন্তু কৰ্ম্মানুষ্ঠানে জ্ঞানীর স্বচ্ছাত্ত্বতাই  
কথিত হইয়াছে । ইহা দ্বারা এই কথা বলা হইতেছে যে, জ্ঞানী পুরুষ ইচ্ছা  
করিলে যাবজ্জীবন পুণ্যপাপাদি করিলেও বিজ্ঞাপ্রভাবে তাহাতে কৰ্ম্মলেপ অর্থাৎ  
কৰ্ম্মের ফলাফল সম্বন্ধ সংঘটিত হয় না । দেখ, ঈশোপনিষদে প্রথমতঃ ‘ব্রহ্ম দ্বারা  
সমস্ত জগৎ আচ্ছাদন করিবে, অর্থাৎ সমস্ত জগতে ব্রহ্মতাব দর্শন করিবে’,  
এইরূপে বাক্যারম্ভ করিয়া পরে বলিয়াছেন—‘কৰ্ম্ম-ত্যাগ বা সন্ন্যাস দ্বারা আত্ম-  
রক্ষা করিবে ।’ এখানে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, ব্রহ্মবিদ পুরুষকে সৰ্ব্ব কৰ্ম্ম  
পরিত্যাগপূর্বক আত্ম-পালনের উপদেশ করিয়া, নিয়োগের অযোগ্য সেই ব্রহ্মবিদ  
পুরুষই যে, পুনরায় কৰ্ম্ম পরিত্যাগের উপদেশ করা, তাহা নিশ্চয়ই অসঙ্গত  
হইবে, ইহা মনে করিয়াই যেন বেদ ভয়ে ভয়ে জ্ঞানীর পক্ষে কৰ্ম্মত্যাগের  
কৰ্ত্তব্যতা-উপদেশ পর্য্যন্ত করেন নাই (৫) । অভিপ্রায় এই যে, ইহলোকে  
পুণ্যপাপাদিরূপ যে সকল কৰ্ম্ম বিহ্মমান আছে, যাবজ্জীবন সে সকল কৰ্ম্ম  
করিয়াই জীবিত থাকিবে, কিন্তু পুণ্যাদি কৰ্ম্মানুষ্ঠানে বন্ধনের ভয় আছে, মনে  
করিয়া পুণ্যাদি কৰ্ম্ম ত্যাগ করিয়া চূপ করিয়া থাকিবে না । এই প্রকারে কৰ্ম্ম  
সকল করিলেও, বিজ্ঞাসম্পন্ন তোমার এই কৰ্ম্মানুষ্ঠানের ফলে অজ্ঞথাভাব  
অর্থাৎ স্বরূপভ্রংশ হইবে না । ঐ সকল পুণ্যাদি কৰ্ম্মের অনুষ্ঠাননিবন্ধন  
সংসারসম্ভাবনার ভয় নাই । অথবা ঐ কথার অর্থ এই যে, এই কৰ্ম্মানুষ্ঠানের

( ৫ ) যিনি ব্রহ্মের অবয়বভাব ও জগতের অসারতা অবগত হইয়াছেন, তাহার  
পক্ষে কৰ্ম্মত্যাগ আপনা হইতেই হইয়া থাকে ; সুতরাং তাহাকে আর কৰ্ম্ম-  
ত্যাগের উপদেশ করিতে হয় না । উপনিষদও সাক্ষাৎভাবে তাহা করে নাই ।  
পরন্তু জ্ঞানের মহিমা কীর্ত্তনের উদ্দেশ্যে এইমাত্র বলিয়াছে যে, জ্ঞানী লোক সম্পূর্ণ  
স্বাধীন, কৰ্ম্মানুষ্ঠানে বাধ্য নহে, তথাপি সে যদি ইচ্ছা করে, তবে যাবজ্জীবনও  
কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারে । সে সকল কৰ্ম্মে তাহার পুণ্য বা পাপ কিছুই হইবে  
না । আর ইচ্ছা না করিলে কৰ্ম্ম না করিতেও পার ; তাহাতেও তাহার পাপ  
হইবে না ।



ন কৰ্ম লিপ্যতে। তথাচ শ্রুতাস্তরং, “ন লিপ্যতে কৰ্মণা পাপকেন।” “এবংবিদি পাপং কৰ্ম ন শ্লিষ্যতে”। “নৈনং কৃতাকৃতে তপতঃ।” “এবং হ্যস্ত সৰ্বৈ পাপানঃ প্রদূষ্যন্তে।”

লৈঙ্গে—“জ্ঞানায়িঃ সৰ্বকৰ্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।”

“জ্ঞানিনঃ সৰ্বকৰ্ম্মাণি জীৰ্য্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ।

ক্রীড়ন্নপি ন লিপ্যেত পাপৈর্নানাবিধৈরপি ॥”

শিবধৰ্ম্মোত্তরেহপি—“ভস্মাজ্জ্ঞানাসিনা তুৰ্গম্যেষং কৰ্ম্মবন্ধনম্।

কানাকামকৃতং ছিত্বা শুদ্ধশ্চাত্মনি তিষ্ঠতি ॥

যথা বহ্নিঃস্বাদীপ্তঃ শুষ্কমার্দ্রঞ্চ নির্দহেৎ।

তথা শুভাশুভং কৰ্ম্ম জ্ঞানায়ির্দহতে ক্ষণাৎ ॥

পদ্মপত্রং যথা তোমৈঃ স্বঠৈরপি ন লিপ্যতে।

শব্দাদিবিষয়াস্তোভিত্তদজ্জানী ন লিপ্যতে ॥

যদ্বনম্রবলোপেতঃ ক্রীড়ন্ সর্পৈর্ন দশ্যতে।

ক্রীড়ন্নপি ন লিপ্যেত তদ্বদিশ্রিয়পন্নগৈঃ ॥

মন্ত্রোবধবলৈর্ধ্বজ্জীৰ্য্যতে ভক্ষিতং বিষম্।

তদং সৰ্বাণি পাপানি জীৰ্য্যন্তে জ্ঞানিনঃ ক্ষণাৎ ॥” ৭

পরে সংসারসম্বন্ধ হবে না। কেননা, জৈশ্বর-সমর্পিত কৰ্ম্ম তোমাতে লিপ্ত হইবে না।

এতদনুরূপ অত্র শ্রুতিও আছে—(জ্ঞানী পুরুষ) পাপ কৰ্ম্ম দ্বারা স্পৃষ্ট হন না। এই প্রকার জ্ঞানবান পুরুষ পাপকৰ্ম্ম সংশ্লিষ্ট হয় না। ‘কৃত বা অকৃত কৰ্ম্ম ইহাকে (জ্ঞানীকে) তাপ দেয় না।’ ‘ইহার সমস্ত পাপকৰ্ম্ম দগ্ধ হইয়া যায়’।

লিঙ্গপুরাণে আছে ‘সেইরূপ জ্ঞানায়িও সমস্ত কৰ্ম্ম ভস্মীভূত করিয়া থাকে। জ্ঞানীর সমস্ত কৰ্ম্ম যে জীর্ণ হয়, ইহাতে সংশয় নাই। জ্ঞানী নানাবিধ পাপ লইয়া ক্রীড়া করিলেও তাহা দ্বারা লিপ্ত হন না।’

শিবধৰ্ম্মোত্তরেও আছে—‘সেই হেতু জ্ঞানরূপ খজুরাবারা জ্ঞানাজ্ঞানকৃত কৰ্ম্ম-বন্ধন নিঃশেষরূপে ছেদন করিয়া বিসৃদ্ধভাবে আত্মাতে অবস্থিতি করে। প্রদীপ্ত বিপুল হতাশন যেমন শুষ্ক ও আর্দ্র কণ্টরাশি দগ্ধ করে, তেমন জ্ঞানায়িও শুভাশুভ সমস্ত কৰ্ম্ম ক্ষণকালের মধ্যে দগ্ধ করে। পদ্মপত্র যেমন স্বগত জলের দ্বারা লিপ্ত (আর্দ্র) হয় না, জ্ঞানীও তেমন শব্দাদি বিষয়রূপ জলের দ্বারা লিপ্ত হন না। মন্ত্রশক্তিসম্পন্ন পুরুষ যেমন সর্পের সহিত ক্রীড়া করিয়াও তদ্বারা দগ্ধ হয় না, তেমন জ্ঞানী পুরুষও ইন্দ্রিয়-সর্পের সহিত ক্রীড়া করিয়াও লিপ্ত হয় না, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হয় না। ভক্ষিত বিষও যেমন মন্ত্র ও ঔষধবলে জীর্ণ হয়, তেমন জ্ঞানীরও সমস্ত কৰ্ম্ম জ্ঞানবলে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ৭

তথা চ হ্রকারঃ, “পুরুষার্থোহতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ” ইতি জ্ঞানৈশ্চৈব পরম-  
পুরুষার্থহেতুতমভিধায় “শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদঃ” ইত্যাদিনা কৰ্ম্মাপেক্ষিত-কৰ্ত্তৃ-  
প্রতিপাদকত্বেন বিজ্ঞায়াঃ কৰ্ম্মশেষত্বমাশঙ্ক্য “অধিকোপদেশাত্তু বাদরায়ণশ্চ”  
ইত্যাদিনা কৰ্ত্তৃত্বাদিসংসারধৰ্ম্মরহিতাপহতপাপাদিক্রপব্রহ্মোপদেশাৎ তদ্বিজ্ঞানপূৰ্ব্ব-  
কাস্ত কৰ্ম্মাধিকারসিদ্ধিং জ্ঞাপাদনশ্চ কৰ্ম্মাধিকারহতোঃ ক্রিয়াকারকফললক্ষণশ্চ  
সমস্তশ্চ প্রপঞ্চস্তাবিদ্যাকৃতশ্চ বিদ্যাপামর্থ্যাৎ স্বরূপোপমর্দদর্শনাৎ কৰ্ম্মাধিকারো  
চ্ছিত্তিপ্রসঙ্গাদ্ ভিন্নপ্রকরণত্বাদ্বিন্নকার্য্যত্বাচ্চ পরস্পরবিকল্পঃ সমুচ্চয়োহঙ্গাদ্বীভাবো

. হ্রকার বেদবাস্যে “পুরুষার্থঃ অতঃ শব্দাৎ ইতি বাদরায়ণঃ” এই হ্রস্বে  
( ৬ ) প্রথমতঃ জ্ঞানকেই পরম পুরুষার্থসিদ্ধির ( মুক্তিলভের ) হেতু বলিয়া-  
ছেন, পরে “শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদঃ” ইত্যাদি ( ৭ ) হ্রস্বে কৰ্ম্মে অপেক্ষিত অর্থাৎ  
কৰ্ম্মেরই অঙ্গস্বরূপ কৰ্ত্তার স্বরূপ প্রতিপাদন করায় বিজ্ঞা বা উপাসনা কৰ্ম্মেরই  
অঙ্গ, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তৎপরিহার স্থলে “অধিকোপদেশাত্তু বাদরায়ণশ্চ”  
ইত্যাদি হ্রস্বে ( ৮ ) বলিয়াছেন—এক্ষ কৰ্ত্তৃত্বপ্রভৃতি সর্বপ্রকার সংসারধৰ্ম্মরহিত ও  
অপহতপাপ, তদৃশ ব্রহ্মজ্ঞানপূৰ্ব্বক অধিকার পাইতে যাহারা ইচ্ছা করেন, তাহা-  
দের পক্ষে ক্রিয়াকারক-ফলাত্মক অবিজ্ঞাকৃত সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চই সেই কৰ্ম্মাধি-  
কারের সম্পাদক । বিজ্ঞাপ্রভাবে সে সমস্তই বিমর্দিত হইয়া যায়, সুতরাং জ্ঞানীর  
পক্ষে কৰ্ম্মাধিকারেরও উচ্ছেদ সম্ভাবিত হয় । বিশেষতঃ কৰ্ম্ম ও বিজ্ঞা ভিন্ন-  
প্রকরণে পঠিত অর্থাৎ কৰ্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড সম্পূর্ণ পৃথক্, এবং তদভ্যয়ের  
কার্য্য বা ফলও পৃথক্—একরূপ নহে, ( কৰ্ম্মের ফল স্বর্গাদি ভোগ, আর বিজ্ঞার  
ফল মুক্তি বা ভোগনিরুক্তি ); অতএব বিজ্ঞা ও কৰ্ম্মের বিকল্প, সমুচ্চয় ( সহানু-  
ষ্ঠান ) বা অঙ্গাদ্বীভাব নাই ( ৯ ), ইহা প্রতিপাদন করিয়া, “অতএব অঙ্গীক্ৰ-

( ৬ ) হ্রস্বের অর্থ—এখানে পুরুষার্থ অর্থ—মুক্তি । মুক্তিলভের উপায়  
কি ?—কৰ্ম্ম ? না—জ্ঞান ? তদন্তরে বলা হইল—“অতঃ” এই জ্ঞান হইতেই  
পুরুষার্থ হয় । কারণ ? যেহেতু শব্দ অর্থাৎ ক্রতিবাক্য ঐরূপ বলিয়াছে ।

( ৭ ) এটা আশঙ্কাহ্রস্ব । হ্রস্বের তাৎপর্য্য এই যে, কৰ্ম্মমাত্রই কৰ্ত্তা ও  
দেবতা প্রভৃতি সহায়-সাপেক্ষ ; সুতরাং কৰ্ত্তা দেবতা প্রভৃতি সেই সেই কৰ্ম্মের  
শেষ বা অঙ্গ । বেদান্তশাস্ত্রে ঐ সকল কৰ্ম্মাঙ্গ প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়াই  
জ্ঞানপর শাস্ত্র পুরুষের উপযোগী, স্বরূপতঃ নহে ।

( ৮ ) জীবে সাধারণতঃ কৰ্ত্তৃত্বাদি ধৰ্ম্ম আরোপিত থাকে ; ব্রহ্মে সে সকল  
ধৰ্ম্মের নিষেধ করা হইয়াছে । ব্রহ্মজিজ্ঞাসু লোকদিগের পক্ষে ক্রিয়া কারকাদি  
ধৰ্ম্মও নিষিদ্ধ হইয়াছে ।

( ৯ ) বিকল্প অর্থ—হয় এটা, না হয় অণুটা । হয় বিজ্ঞা অবলম্বন করিবে,  
না হয় কৰ্ম্মের আশ্রয় লইবে—এইরূপ । সমুচ্চয় অর্থ—সহানুষ্ঠান একত্র জ্ঞান ও  
কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান । অঙ্গাদ্বীভাব—হয় জ্ঞান প্রধান, কৰ্ম্ম তাহার অঙ্গ, না হয়,  
কৰ্ম্মই প্রধান, জ্ঞান তাহার অধীন, এইরূপ কল্পনা ।

বা নাস্তীতি প্রতিপাদ্য, “অত এবাঙ্গীক্ষনাদ্যনপেক্ষা” ইতি বিদ্যায়া এব পরম-  
পুরুষার্থহেতুস্বাদয়ীক্ষনাদ্যাশ্রমকৰ্ম্মাণি বিদ্যায়াঃ স্বাৰ্ধসিদ্ধৌ নাপেক্ষিতব্যানীতি  
পূৰ্ব্বোক্তাধিকরণত্ব ফলমুৎপত্ত্বত্ব, অত্যন্তমেবানপেক্ষায়াং প্রাপ্তায়াং “সৰ্ব্বাপেক্ষা  
চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরস্ববৎ” ইতি নাত্যন্তমনপেক্ষা। উৎপন্ন হি বিদ্যা ফলসিদ্ধিং প্রতি  
ন কিস্বিদত্তদপেক্ষতে, উৎপত্তিং প্রত্যাপেক্ষত এব। “বিবিদিষন্তি বজ্জন” ইতি  
শ্রুতেরিতি বিবিদিষা-সাধনত্বেন কৰ্ম্মণামুপযোগং দর্শিতবান্। তথা চ “না বিশে-  
ষাৎ।” “স্বতয়েহমুমতিৰ্কা” ইতি সূত্রদ্বয়েন কুৰ্ব্বন্নেবেতি পদদ্বয়ত্বাবিদ্ধিবিষয়ত্বেন  
বিদ্যাস্ততিত্বেন চার্যদ্বয়ং দর্শিতবান্। অত উক্তেন প্রকারেণ জ্ঞানত্বৈব যোক্ষ-  
সাধনত্বাদযুক্তঃ পরোপনিষদারম্ভঃ। ৮

নহু বন্ধস্ত মিথ্যাভ্বে সতি জ্ঞাননিবর্ত্যত্বেন জ্ঞানাদমৃতত্বং স্মৃৎ, নত্বেতদপ্তি।

নাস্তনপেক্ষা” সূত্রে বলিয়াছেন—বিদ্যাই পরম পুরুষার্থসিদ্ধির হেতু; অতএব  
বিদ্যার স্বকার্যসাধনে অগ্নি ও কাষ্ঠাদিসাধ্য আশ্রমবিহিত কোন কৰ্ম্মের অপেক্ষা  
করে না, অর্থাৎ আশ্রমবিহিত কৰ্ম্মের সাহায্য না লইয়াই বিদ্যা স্বীয় কার্য-  
সম্পাদনে সমর্থ,—এইরূপে পূৰ্ব্বোক্ত অধিকরণের ( ১০ ) ফলোপসংহার করিয়া—  
বিদ্যাফলে কৰ্ম্মের সম্পূর্ণ অনাবশ্যকতা সম্ভাবনা হওয়ায় পুনরায় “সৰ্ব্বাপেক্ষা চ  
যজ্ঞাদিশ্রুতেরস্ববৎ” সূত্রে বলিয়াছেন যে, কৰ্ম্মের একেবারেই যে অনপেক্ষা,  
তাহা নহে; পরন্তু বিদ্যা উৎপন্ন হইয়া আপনার ফল-সাধনের জন্ত কাহারো  
অপেক্ষা করে না, কিন্তু আপনার উৎপত্তির জন্ত নিশ্চয়ই কৰ্ম্মের অপেক্ষা করে।  
কারণ, ‘যজ্ঞদ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন’ এই শ্রুতি বিবিদিষা সাধনাব জন্ত কৰ্ম্মের  
উপযোগিতা প্রদর্শন করিতেছে। তাহার পর, “ন অবিশেষাৎ।” এং “স্বতয়েহ-  
মুমতিৰ্কা” এই দুইটা সূত্রে “কুৰ্ব্বন্নেব” ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যের এইরূপ অর্থদ্বয়  
প্রদর্শিত হইয়াছে যে, এই উপদেশ অজ্ঞানদিগের জন্ত, অধিকন্তু ইহা দ্বারা ব্রহ্ম-  
বিদ্যার প্রশংসাত সাধিত হইল। অতএব যথোক্ত যুক্তিপ্রমাণে প্রমাণিত হইল  
যে, জ্ঞানই মুক্তির প্রকৃত উপায়। জ্ঞান যখন মুক্তির প্রধান সাধন, তখন  
তদুপদেশক এই উপনিষদের আরম্ভ বা অবতারণা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। ৮

এখন প্রশ্ন হইতেছে—জীবের বন্ধন যদি মিথ্যা হয়, তবেই উহা জ্ঞান  
দ্বারা নিবারিত বা বাধিত হইতে পারে; স্মৃতির জ্ঞান দ্বারা অমৃতত্ব লাভও

( ১০ ) অধিকরণ অর্থ—পঞ্চাঙ্গ ত্রায়।

‘বিষয়ো বিশয়শ্চৈব পূৰ্ব্বপক্ষস্তথোক্তরং।

নির্ণয়শ্চেতি পঞ্চাঙ্গং শাস্ত্রেহধিকরণং স্মৃতম্॥”

১। বিষয়—প্রতিপাদ্য বিষয়। ২। বিশয়—সংশয়। ৩। পূৰ্ব্বপক্ষ—  
আপত্তি উত্থাপন। ৪। উত্তর—আপত্তির খণ্ডন—প্রকৃত সিদ্ধান্ত স্থাপন।  
৫। নির্ণয়—সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা স্থাপন। এইরূপ অধিকরণ লইয়া এক বা  
ততোহধিক সূত্র রচিত হয়।

প্রতিপন্নত্বাধাভাবাৎ, যুদ্ধাদিশ্বরূপত্বেনাশ্রনো বিলক্ষণে সাদৃশ্যাদ্যভাবাদধ্যাসাসম্ভবাচ্চ । উচ্যতে—ন তাবৎ প্রতিপন্নত্বেন সত্যত্বং বক্তুং শক্যতে । প্রতিপত্তেঃ সত্যত্বমিথ্যাত্বয়োঃ সমানত্বাৎ । নাপি বাধাভাবাৎ সত্যত্বম্ । বিধিমুখেন কারণ-মুখেন চ বাধাসম্ভবাৎ । তথাহি শ্রুতিঃ প্রপঞ্চস্ত মিথ্যাত্বং মায়া কারণত্বঞ্চ দর্শয়তি—  
“ন তু দ্বিতীয়মস্তি ।” একত্বম্ । নাস্তি দ্বৈতম্ । কুতো বিদিতে বেদ্যং নাস্তি ।  
“একমেবাদ্বিতীয়ম্ ।” “বাচ্যরন্তগং বিকারো নামধেয়ম্ ।” “একমেব সম্ভেদ-  
নানাস্তি কিঞ্চন ।” “একধৈবাহুদ্রষ্টব্যম্ ।” “মায়াস্ত প্রকৃতিং বিজ্ঞাৎ” “মায়ী  
সৃজতে বিশ্বমেতৎ” “ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুষম্ ঈয়তে ।” ইত্যাদিভির্বাচ্যৈঃ ।

“অজ্ঞোহপি সন্নব্যয়ান্না ভূতানামীশ্বরোহপি সন্ ।

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সন্তবাম্যান্ময়ময় ॥

( মুক্তিলাভও ) সম্ভাবিত হইতে পারে, কিন্তু বন্ধের মিথ্যাত্বই ত অসিদ্ধ । কারণ, বন্ধন বা জগৎপ্রপঞ্চ সকলেরই প্রতীতিসিদ্ধ, দ্বিতীয়তঃ ইহা বাধিত বা মিথ্যা ( অসত্য ) বলিয়াও নির্ণীত হয় নাই, তৃতীয়তঃ আত্মার প্রতীতি হয় ‘যুদ্ধদ্ অশ্বৎ’ ( তুমি আমি ) ইত্যাদিরূপে । যুদ্ধাদি প্রতীতি আত্মা ভিন্ন অশ্রুত কুত্ৰাপি দৃষ্ট হয় না ; কাজেই সর্ববিলক্ষণ আত্মার সাদৃশ্য অশ্রু কোথাও নাই ; সাদৃশ্যই অধ্যাস বা আরোপের নিদান ; সেই সাদৃশ্যের অভাব নিবন্ধন অপর কোন বিষয়ের অধ্যাস বা আরোপ করাও সম্ভবপর হয় না, হয় না বলিয়াই বন্ধের মিথ্যাত্বও সিদ্ধ হয় না বা হইতে পারে না ।

ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে, সত্য মিথ্যা উভয়ই প্রতীতির বিষয় হইয়া থাকে । প্রতীতির বিষয় বা প্রতিপন্ন হওয়া যখন সত্য মিথ্যা সকলের পক্ষেই সমান, তখন প্রতিপন্ন নিবন্ধন বন্ধকে সত্য বলিতে পারা যায় না । আর বাধাভাব নিবন্ধনও সত্য হইতে পারে না । কেননা, সাক্ষাৎরূপে এবং কারণ মুখেও ইহার বাধ ( মিথ্যাত্ব নিশ্চয় ) সিদ্ধ হইতে পারে । দেখ, শ্রুতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধেও বন্ধের মিথ্যাত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং মায়ামূলক বলিয়াও মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন । মায়া নিজে মিথ্যা, তাহা হইতে যে কিছু, সমস্তই মিথ্যা— অসত্য ; সুতরাং মায়ামূলক বন্ধনও অসত্য বা মিথ্যা, একথা শ্রুতি বিভিন্ন বাক্যে প্রদর্শন করিতেছেন । যথা—‘তাহার দ্বিতীয় কিছু নাই’ ‘একত্বই সত্য, দ্বৈত নাই, কেননা, [ একত্ব ] বিদিত হইলে অপর কিছু বেদ্য থাকে না,’ ‘একই অদ্বিতীয়’ ‘বিকার বা উৎপন্ন পদার্থ সকল কেবল বাক্যারব্ধ নামমাত্র’ । ‘একই সত্য, জগতে নানা কিছু নাই,’ ‘এক প্রকারেই দর্শন করিবে’ ‘মায়াকে প্রকৃতি ( জগৎপ্রদান ) ‘বলিয়া জানিবে’, মায়ী ( মায়ার অধীশ্বর পরমেশ্বর ) এই জগৎ সৃষ্টি করেন’, ইন্দ্র ( পরমেশ্বর ) মায়া দ্বারা বহুরূপে প্রকটিত হন’ ইত্যাদি বাক্যে [ বন্ধের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে ] । তাহার পর, অব্যয়ান্না ( নির্বিকাররূপ ) আমি জন্মরহিত হইয়াও, এবং সর্বভূতের অধীশ্বর হইয়াও আত্ম-মায়াপ্রভাবে স্বীয় প্রকৃতিকে

‘অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতং ।’

তথা চ ব্রাহ্মে পুরাণে—“ধর্মাদর্মৌ জন্মমৃত্যু স্তব্ধঃশেখু কল্পনা ।

বর্ণাশ্রমাস্তথা বাসঃ স্বর্গে নরক এব চ ॥

পুরুষস্ত ন সন্ত্যেতে পরমার্থস্ত কুত্রচিৎ ।

দৃশ্যতে চ জগদ্রূপমসত্যং সত্যবদ্যম্ ॥

তোয়বদ্যং গৃহকা তু যথা মরুমরীচিকা ।

রৌপ্যবৎ কৌকসং ভূতং কৌকসং শুক্তিরেব চ ।

সর্পবদ্রজ্জুখণ্ডশ্চ নিশায়াং বেষ্মমধ্যগঃ ॥

এক এবেন্দুবদ্যোয়ি তিমিরাহতচক্ষুসঃ ।

আকাশস্ত ঘটীভাবো নীলস্বং ম্লিক্ততা তথা ॥

একশ্চ সূর্যো বহুধা জলাধারেণ দৃশ্যতে ।

আভাতি পরমাশ্রাপি সর্কোপাধিণ্ সৎস্থিতঃ ॥

দ্বৈতভ্রান্তিরবিদ্যাখ্যা বিকল্পো ন চ তত্তথা ।

পরত্র বক্সাগারঃ শ্রাৎ তেষামাশ্রাভিমানিনাম্ ॥

আশ্রুভাবনয়া ভ্রান্ত্যা দেহং ভাবয়তঃ সদা ।

আপ্রজ্ঞৈরাদিমধ্যাত্তৈল্ভ্রমভূতৈঃশ্রিতিঃ সদা ॥

অবলম্বন করিয়া প্রাচুর্য হই’, অবিভক্ত ( বিভাগ রহিত ) হইয়াও আমি বিভক্তের গ্রায় অবস্থিত আছি । ব্রহ্মপুরাণেও সেইরূপ আছে—

ধর্মাদর্ম, জন্ম মরণ, স্তব্ধ দুঃখ কল্পনা, বর্ণাশ্রমবিভাগ, এবং স্বর্গ-নরক-বাস এ সমস্ত পরমার্থ সত্য পুরুষে নাই, মরুভূমিতে যেমন মরীচিকা দর্শন হয়, এবং মৃগভূমিতে যেমন জল দর্শন হয়, তেমনি অসত্য জগৎও সত্যবৎ প্রতীত হয় । শুক্তি শুক্তিরূপে বর্তমান থাকিয়াও যেমন রৌপ্যাকারে প্রতীত হয়, এবং গৃহ-মধ্যগত রজ্জুখণ্ড যেমন রাত্রিকালে সর্পাকারে প্রকাশ পায় । তিমির রোগে বিকৃতচক্ষু ব্যক্তি যেমন আকাশে এক চন্দ্রকেও দুই দেখে, এবং আকাশের যেমন ঘনীভাব ( নিবিড়তা ), নীলতা ও ম্লিক্ততা ( মল্লভাব ) দৃষ্ট হয়, [ জগৎ-প্রতীতিও তেমনি অসত্য ] । একই সূর্য্য যেরূপ জলাধারেভেদে বহু আকারে দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ এক পরমাশ্রাও বিভিন্ন উপাধিতে নানাকারে প্রতিভাত হয় । দ্বৈতবুদ্ধি কেবল অবিদ্যাজনিত বিকল্পমাত্র, বস্তুতঃ উহা সত্য নহে ( ১১ ) । যাহাবা ভ্রান্তিবশে দেহকে আশ্রুবুদ্ধিতে ভাবনা করে, সেই সকল দেহাশ্রাভিমানীর পরকালে বক্সাগার হয় অর্থাৎ পুনরায় জন্ম হয় । অজ্ঞ জীবের তিনটি

( ১১ ) অর্থহীন শব্দ হইতে যে, একরকম প্রতীতি হয়, তাহার নাম বিকল্প । যেমন—অশ্বভিষ, আকাশ-কুসুম ইত্যাদি ।

জাগ্রৎস্বপ্নমুশুপ্তস্ত ছাদিতং বিশ্বতৈজসম্ ।  
 স্বমায়য়া স্বমাত্মনাত্মোহয়েদৃ দৈতরূপয়া ॥  
 শুভাগতং স্বমাত্মানং লভতে চ স্বয়ং हरिः ।  
 ব্যোম্মি বজ্রানলজ্বালাকলাপো বিবিধাকৃতিঃ ॥  
 আভাতি বিকোঃ সৃষ্টিশ্চ স্বভাবো দৈতবিস্তরঃ ।  
 শান্তে মনসি শান্তশ্চ ঘোরে মূঢ়ে চ তাদৃশঃ ॥  
 দৈবরো দৃশ্যতে নিত্যং সৰ্বত্র ন তু তত্ত্বতঃ ।  
 লোহমৃৎপিণ্ডহোয়াঞ্চ বিকারো নৈব বিজ্ঞতে ॥ \*  
 চরাচরাণাং ভূতানাং দৈততা ন চ সত্যতঃ ।  
 সৰ্ব্বগে তু নিরাধারে দৈতস্তাত্মনি সংস্থিতা ॥  
 অবিদ্যা দ্বিগুণাং সৃষ্টিং করোত্যম্পর্শয়ৎচ তম্ ।  
 সৰ্পস্ত রজ্জুতা নাস্তি নাস্তি রজ্জৌ ভুজঙ্গতা ।  
 উৎপত্তিনাশয়োর্নাস্তি কারণং জগতোহপি চ ।  
 লোকানাং ব্যবহারার্থমবিদ্যায়ং বিনির্মিতা ॥

অবস্থা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও মুশুপ্তি । তন্মধ্যে জাগ্রদবস্থা প্রথম, স্বপ্নাবস্থা দ্বিতীয়, মুশুপ্তি অবস্থা তৃতীয় । এই অবস্থাত্রয়ই শাস্তিময়, এবং এই অবস্থাত্রয়ের দ্বারাই এই জগৎ আচ্ছাদিত বা ব্যাপ্ত । তিনি নিজেই আপনাকে দৈতরূপ নিজ মায়া দ্বারা বিমোহিত করেন, এবং নিজেই আবার হৃদয়-শুভাগত স্বরূপ हरिकে (পরমাত্মাকে) লাভ করেন । আকাশে যেরূপ বজ্রাग्नि ও তাহার শিখা প্রভৃতি নানাকারে প্রকাশ পায়, বিষ্ণুর স্বভাবপ্রসূত দৈতসৃষ্টিও তেমনই প্রকটিত হয় । এই দৈত জগতের স্বভাব এই যে, মন শান্ত—সত্ত্ব গুণসম্পন্ন হইলে দৈবরো ও তাহার নিকট শান্তরূপে প্রকাশ পান, আবার মন ঘোর (রজোগুণসম্পন্ন) হইলে অথবা তমোগুণসম্পন্ন হইলে, পরমেশ্বরও তাহার নিকট ঘোর ও মূঢ়রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, কিন্তু কখনই প্রকৃত স্বরূপে প্রকাশ পান না । স্ব-বর জঙ্গম কোন ভূতের পক্ষেই দৈততাব পরমার্থ সত্য নহে । জগৎ সৰ্বব্যাপী নিরাধার চৈতন্ত-রূপী পরমাত্মাতে অবস্থিত । অবিজ্ঞা (মায়াশক্তি) আত্মাকে অবলম্বন করিয়াই স্থূল সূক্ষ্ম বিবিধ সৃষ্টি রচনা করিয়া থাকে । সর্পে যেমন রজ্জুতা (রজ্জুধর্ম) নাই, এবং রজ্জুতে যেমন ভুজঙ্গতাব নাই, তেমনই জগতেও উৎপত্তি ও বিনাশের কোন কারণ নাই (১২) । লোকব্যবহার সম্পাদনের নিমিত্ত এই অবিজ্ঞা

\* + পাত্রভাজনভেদতঃ ইত্যপি পাঠঃ ।

(১২) বাহ্য সত্য, তাহারই জন্ম ও মৃত্যু হইয়া থাকে । অসত্য পদার্থের যখন কোন অস্তিত্বই নাই, তখন তাহার আবার জন্ম মরণ কি ? রজ্জুতে সর্প-ভ্রম হয়, রজ্জুজ্ঞানে সেই ভ্রম বিনষ্ট হয় । সেই মিথ্যা সর্পের জন্ম মৃত্যু শুদ্ধ

এষা বিমোহিনীত্বাচ্চা দ্বৈতাদ্বৈতস্বকপিনী ।  
 অদ্বৈতং ভাবয়েদ্বৈতং সৰ্বলং নিষ্কলং সদা ॥  
 'আত্মজ্ঞঃ শোকসস্তীর্ণো ন বিভেতি কুতশ্চন ।  
 মৃত্যোঃ সকাশান্মরণাদথবাশ্রুতাত্ত্বয়াং ॥  
 ন জায়তে ন ত্রিয়তে ন বশ্যো ন চ ঘাতকঃ ।  
 ন বন্ধো বন্ধকারী বা ন মুক্তো ন চ মোক্ষদঃ ।  
 পুরুষঃ পরমাত্মা তু যদতোহত্মনসচ্চ তৎ ।  
 এবং বুদ্ধা জগদ্রূপং বিষ্ণোশ্চায়াময়ং মৃষা ॥  
 ভোগসঙ্গাদ্ ভবেনুজ্ঞস্তাত্ত্বা সৰ্ববিকল্পনাম্ ।  
 ত্যক্তসৰ্ববিকল্পশ্চ স্বাত্মস্থং নিশ্চলং মনঃ ॥  
 কৃতা শাস্তো ভবেদ্যোগী দগ্ধেজ্ঞন ইবানলঃ ।  
 এষা চতুর্বিংশতিভেদভিন্না মায়া পরা প্রকৃতিত্বংসমুখ্যো ।  
 কামক্রোধো লোভমোহো ভয়ঞ্চ বিষাদশোকৌ চ বিকল্পজালম্ ॥

নির্মিত হইয়াছে, দ্বৈতাদ্বৈতরূপা এই মায়া বিশ্ববিমোহিনী বলিয়া উক্ত হইয়াছে ।  
 পূর্ণ ব্রহ্মকে সদা নিরবয়ব অদ্বৈতরূপে ভাবনা করিবে । আত্মজ্ঞ পুরুষ শোকাভীত,  
 তিনি মৃত্যুর নিকটে ভয় পান না, এবং মরণ ( দেহ-ত্যাগ ) বা অত্ম কোন  
 প্রকার আশঙ্কক ভয়েও ভীত হন না । আত্মা জন্মে না, মরে না, অপরের বধা বা  
 ঘাতকও হয় না । আত্মা বন্ধ নহে, বন্ধনকর্ত্তাও নহে, এবং মুক্ত বা মুক্তিপ্রদও নহে ।  
 পুরুষ ( জীবাচ্চা ) বস্তুতঃ পরমাত্মাই ; তদ্ভিন্ন বাহ্য কিছু, সমস্তই অনৎ ( মিথ্যা ),  
 এইরূপে জগৎকে বিস্তর মায়াময় মিথ্যা ভাবনা করিয়া সমস্ত বিকল্প পরিত্যাগ-  
 পূর্বক ভোগাশক্তি হইতে বিরত হইবে । যোগী পুরুষ সমস্ত কল্পনা পরিত্যাগ-  
 পূর্বক মনকে নিশ্চলভাবে আত্মস্থ করিয়া দগ্ধেজ্ঞন অগ্নির ত্রায় শাস্ত হইবেন ।  
 জগতের মূলপ্রকৃতি এই মায়া চতুর্বিংশতি ভাগে বিভক্ত ( ১৩ ) । সেই মায়া  
 হইতেই কাম ক্রোধ, লোভ মোহ, ভয়, বিষাদ, শোক ও অপরাপর বিকল্পরাশি

কল্পনামাত্র, বাস্তবিক নহে । মিথ্যা জগতের জন্ম-নাশবাব্যবহারও কেবল কল্পনা-  
 মাত্র—অসত্য, স্মৃতিরং তাহার কারণ থাকাও সম্ভবপর হয় না ।

( ১৩ ) প্রকৃতির চতুর্বিংশতি ভেদ যথা—( ১ ) স্বয়ং-রজস্তমোগুণাভ্যুতিকা  
 মূলা প্রকৃতি । ২। মহন্তত্ব ( ইহার অপর নাম বুদ্ধি ) । ৩। অহঙ্কার ( অভিমান ),  
 ৪। পঞ্চ তন্মাত্র—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধতন্মাত্র । ৫। একাদশ ইন্দ্রিয়—  
 মন, শ্রোত্র, স্বক, চক্ষু, রসনা, ও ঘ্রাণ ( নাসিকা ) এবং বাক্, পাণি, পাদ,  
 পায়ু ও উপস্থ । ৬। পঞ্চভূত—আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও পৃথিবী । প্রকৃতি  
 এই চব্বিশ প্রকারে জগৎ রচনা করিয়া থাকে ।

ধর্মাধর্মৌ সূত্রদুঃখে চ সৃষ্টিবিনাশপাকৌ নরকে গতিশ্চ ।  
 বাসঃ স্বর্গে জাতয়শ্চাশ্রমাশ্চ রাগদ্বেষৌ বিবিধা ব্যাধয়শ্চ ॥  
 কোমারতারুণ্যজরাবিয়োগ-সংযোগ-ভোগানশন-ব্রতানি ।  
 ইতীদমীদৃগ্দিদয়ং নিধায় তৃষ্ণামাসীনঃ স্মৃতিঞ্চ বিদ্বান্ ॥  
 তথা চ শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে ষড়্ধ্যায়াম্—  
 “অনাদিসম্বন্ধবত্যা ক্ষেত্রজ্ঞেয়মবিদ্যায়া ।  
 যুক্তঃ পশুতি ভেদেন ব্রহ্ম তত্ত্বাশ্চনি স্থিতম্ ॥”  
 পশুত্যাশ্চানমগচ্চ যাবদৈ পরমাত্মনঃ ।  
 তাবৎ সদ্ভামাতে জন্তুর্মোহিতো নিজকণ্ঠাং ॥  
 সংক্ষীণাশেষকর্ম্মা তু পরং ব্রহ্ম প্রপশুতি ।  
 অভেদেনাত্মনঃ শুদ্ধং শুদ্ধত্বাদক্ষ্যো ভবেৎ ॥  
 অবিদ্যা চ ক্রিয়াঃ সর্কী বিদ্যা জ্ঞানং প্রচক্ষতে ।  
 কর্ম্মণা জায়তে জন্তুর্কিঁদ্যায়া চ বিমুচ্যাতে ॥  
 অদ্বৈতং পরমার্থো হি দ্বৈতং তদ্ভিন্ন উচ্যতে ।  
 পশুতির্যামুশ্চাত্মা তথৈব নূপ নাবকং ॥  
 চতুর্কিঁদোহপি ভেদোহয়ং মিথ্যাজ্ঞাননিবন্ধনঃ ।  
 অহমন্তোহপরশ্চায়-মমৌ চাত্রে তথা পবে ॥

প্রাকৃত্ত্বত ইয়, এবং ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সূত্র, দুঃখ, সৃষ্টি, বিনাশ, নরকে গতি, স্বর্গবাস, নানাপ্রকার জন্ম, আশ্রমভেদ, রাগ, দ্বেষ, বিবিধ ব্যাধি, কোমার, যৌবন, জরা, সংযোগ, বিয়োগ, ভোগ, অভোগ ও ব্রতসমূহ নিষ্পন্ন হয়, এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন বিদ্বান্ সমস্ত ত্যাগ করিয়া মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করিবেন ।”

ষড়্ধ্যায়ী বিবৃধর্ম্মেও এইরূপ আছে—“ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞক জীব অনাদি মায়া সহিত সংযুক্ত হইয়া আত্মস্বরূপে অবস্থিত ব্রহ্মে ভেদদর্শন করিয়া থাকে । প্রাণী যে পর্য্যন্ত পরমাত্মা হইতে পৃথক্‌বুদ্ধিতে আপনাকে ও অপর সকলকে দর্শন করে, সেই পর্য্যন্ত বিন্দ্ জীব নিজ কর্ম্মামুসারে সংসারে পরিলম্বন করে । কিন্তু যাহার কর্ম্মসকল সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই পুরুষ আপনার সঙ্গে অভিন্নরূপে শুদ্ধ ব্রহ্মদর্শন করেন, এবং শুদ্ধ বলিয়াই অক্ষয় হন ।

সমস্ত ক্রিয়াকেই অবিদ্যা বলে, আর বিজ্ঞাকেই জ্ঞান বলে । মানুষ ক্রিয়া (কর্ম্ম) দ্বারা বন্ধন প্রাপ্ত হয়, আর বিজ্ঞা দ্বারা মুক্ত হয় । অদ্বৈতই পরমার্থ (সত্য), দ্বৈত তাহা হইতে ভিন্ন অর্থাৎ অপরমার্থ । পশু, তির্যাক্, মনুষ্য ও নারকী, এই চতুর্কিঁদ ভেদই মিথ্যাজ্ঞান-জনিত । আমি অত্ৰ, অপর আমা হইতে অত্ৰ, এবং ইহারা অপর, এ সমস্ত দ্বৈত বা ভেদপ্রতীতিই অজ্ঞান অর্থাৎ অজ্ঞানের



অজ্ঞানমেতদ্বৈতাত্ম্যমদ্বৈতং শ্রয়তাং পরম্ ।

মম ভ্রমমিতি প্রজ্ঞা-বিস্কৃতমবিকল্পবৎ ॥

‘অবিকার্য্য-মনাশ্চৈতন্যমদ্বৈতমমুভূয়তে ।

মনোরুত্তিময়ং দ্বৈতমদ্বৈতং পরমার্থতঃ ॥

মনসো বৃত্তয়স্তস্মাদ্ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মানিমিত্তজাঃ ।

নিরোদ্ধবাস্তুরিরোধে দ্বৈতং নৈবোপপদ্যতে ॥

মনোদৃষ্টমিদং সৰ্ব্বং যৎ কিকিৎ সচরাচরম্ ।

মনসো হমনী ভাবে দ্বৈতাভাবং তদাপ্নুয়াৎ ॥

কস্মণো ভাবনা বেদ্যং সা ব্রহ্মপরিপস্থিনী ।

কস্ম্যভাবনয়া তুলাং বিজ্ঞাননপজায়তে ॥

তাদৃগ্ভবতি বিজ্ঞপ্তিৰ্যাদৃশী খলু ভাবনা ।

ক্ষয়ে তস্মাৎ পরং ব্রহ্ম স্বয়মেব প্রকাশতে ॥

ফল । অতঃপর অদ্বৈততত্ত্ব শ্রবণ কর । অদ্বৈতে আমি আমার ইত্যাদি বুদ্ধি থাকে না, বিকল্পজ্ঞানও স্থান পায় না, উহা বিকাররাহিত ও বর্ণনার অযোগ্য ; উহা এইরূপেই অনুভূত হইয়া থাকে । বৈতপ্রপঞ্চ কেবলই মনোময় অর্থাৎ মনের কল্পনামাত্র, অদ্বৈতই পরমার্থ । এই জগৎই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ নিমিত্তবশে মনের যে, নানাপিধ বৃত্তি ( চিন্তা ), সে সকল বৃত্তির নিরোধ করা আবশ্যক । মনোরুত্তির নিরোধ হইলে আর দ্বৈতসত্তা থাকে না । এই চরাচর সমস্ত জগৎই মনোদৃষ্ট অর্থাৎ মনের কর্তৃত্ব ; মনের অমনীভাব হইলে অর্থাৎ মনের সংকল্প-বিকল্প-স্বভাব বিরত হইলে, তখন অদ্বৈতভাব উপলব্ধি-গোচর হয় ( ১৪ ) । এই যে, কস্ম্যভাবনা অর্থাৎ কস্মানুষ্ঠানচিন্তা, ইহা ব্রহ্মলাভের পরিপন্থী ; কেন না, [ কস্ম্যাসক্ত লোকের জ্ঞানও ঠিক কস্ম্যভাবনারই অনুরূপ হইয়া থাকে । যে প্রকার ভাবনা হয়, বিজ্ঞানও তদনুরূপ হইয়া থাকে । সেই কস্ম্যভাবনার ক্ষয় হইলে পর ব্রহ্ম আপন হইতেই প্রকাশ পাইয়া থাকেন । হে মানবেন্দ্র, জীব ও

( ১৪ ) দৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি দুই প্রকার—এক ঈশ্বর-সৃষ্টি, অপর জীব-সৃষ্টি । ঈশ্বরসৃষ্ট জগৎ সকলের পক্ষেই সমান বা একরূপ । জীব স্বীয় প্রাক্তন সংস্কারবশে সেই ঈশ্বরসৃষ্ট জগতের উপর নানাপ্রকার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়া থাকে । তাহার ফলে একই বস্তুকে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন আকারে ভোগ করিতে বাধ্য হয় । মানসিক সংকল্পভেদে একই বস্তুকে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন রকমে দেখে ও ভোগ করে । মনের সেই সংকল্পশক্তি নিরুদ্ধ হইলে আর ভোগ-বৈচিত্র্য আসিতে পারে না ।

পরমাত্মনো মনুষ্যেন্দ্র বিভাগোহজ্ঞানকল্পিতঃ ।

ক্ষয়ে তস্মাত্মপরমায়োরবিভাগোহত এব হি ॥

আত্মা ক্ষেত্রজসংজ্ঞো হি সংযুক্তঃ প্রাকৃতৈশ্চ গৈঃ ।

তৈরেব বিগতঃ শুদ্ধঃ পরমাত্মা নিগদ্যতে ॥”

তথা চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—“পরমাত্মা অমৈবৈকো নাত্রোহস্তি জগতঃ পতে ।

ততৈব মহিমা যেন ব্যাপ্তমেতচ্চরাচরম্ ॥

যদেতদশ্রুতে মূর্ত্তমেতজ্জ্ঞানাত্মনস্তব ।

লাস্তিজ্ঞানেন পশ্যন্তি জগদ্রূপমযোগিনঃ ॥

জ্ঞানস্বরূপমপিদং জগদেতদবুদ্ধয়ঃ ।

অর্থস্বরূপং পশ্যন্তো লাম্যন্তে মোহসংপ্রবে ॥

যে তু জ্ঞানবিদঃ শুদ্ধচেতসন্তে খিলং জগৎ ।

জ্ঞানাত্মকং প্রাপশ্যন্তি ব্রহ্মপং পারমেশ্বরম্ ॥

অহং হরিঃ সর্বমিদং জনার্দনো নাত্তত্ত্বঃ কারণকাণ্ডজাত্ম ।

ঐদৃঢ়মনো যশ্চ ন তশ্চ ভূয়ো ভবোন্তবা দৃন্দাদা ভবন্তি ॥

জ্ঞানস্বরূপমত্যন্তং নিষ্কলং পরমার্থতঃ ।

তদেবার্থস্বরূপেণ লাস্তির্দর্শনতঃ স্তিতম্ ॥

জ্ঞানস্বরূপো ভগবান্ যতোহসাবশেষমুদ্বী নতু বস্তুভূতঃ ।

ততো হি শৈলান্ধিধরাদিভেদান্ জানীতি বিজ্ঞানবিজ্জিস্তিতানি ॥

পরমাত্মার বিভাগ অজ্ঞান-কল্পিত, সেই অজ্ঞান অপনাত হইলে তাহাতেই জীব ও পরমাত্মার অবিভাগ সিদ্ধ হয় । আত্মা প্রকৃতিসম্মত গুণে সম্বন্ধ হইয়া ক্ষেত্রজ নাম লাভ করে; সেই ক্ষেত্রজই যখন সেই সকল গুণ পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ হয়, তখন পরমাত্মা নামে অভিহিত হয় ।’

বিষ্ণুপুরাণেও সেইরূপ কথা আছে—‘হে জগৎপতে, পরমাত্মা তুমিই একমাত্র সত্য, অপর কিছুই নাই—অসত্য । তোমারই এই মহিমা, যাঁহা চরাচর জগতে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে । এই যে, স্থূল জগৎ দৃষ্ট হইতেছে, অসৎ যোগীগণ তোমার সম্বন্ধে লাস্তি বশতই ইহা দর্শন করে । অল্পবুদ্ধি লোকেরা ভ্রমবশতঃ জ্ঞানস্বরূপ এই জগৎকে বস্তুভূত মনে করিয়া সংসারে পরিভ্রমণ করে । কিন্তু যাহারা শুদ্ধচিত্ত জ্ঞানী, তাহারা দেখেন এই সমস্ত জগৎই জ্ঞানস্বরূপ তোমার পারমেশ্বর রূপ ।’ যে জন জানে, আমি, হরি, জনার্দন ও কার্যাকারণভাবাপন্ন এই সমস্ত জগৎ তাঁহা হইতে অশ্র বা পৃথক কিছু নহে, তাহার পুনর্বার শীতোষ্ণ ও শ্রুতদুঃখাদি দৃন্দজাত পীড়া হয় না । অত্যন্ত নিষ্কল পরমার্থসত্য যে জ্ঞান ( ব্রহ্ম ), তাঁহাই লাস্তি-দর্শনের ফলে বিষয়াকারে অবস্থিত দৃষ্ট হয় । অনন্তমূর্ত্তি এই ভগবান্ শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ, তিনি কোনও ভেদ বস্তু নহে । জানিবে, তাঁহা হইতেই শৈল, সমুদ্র, পৃথিবী প্রভৃতি

বস্তুস্তি কিং কুত্রচিদাদিমধ্যপর্য্যন্তহীনং সত্যতৈকরূপম্ ।

যচ্চাত্মা ত্বং দ্বিজ যাতি ভূয়ো ন তত্ত্বা তত্র কুতোহি তত্ত্বম্ ॥

মহী ঘটকঃ ঘটতঃ কপালিকা কপালিকাচূর্ণরজস্ততোহংঃ ।

জ্ঞানঃ স্বকর্মান্তিমিতাশ্চানিশ্চয়ৈরালক্ষ্যতে ক্রুহি কিমত্র বস্তু ॥

তদ্বিন্ ন বিজ্ঞানমুতঃস্তি কিঞ্চিং রুচিং কদাচিং দ্বিজ বস্তুজাতম্ ।

বিজ্ঞানমেকং নিজকর্মান্ভেদবিভিন্নচিষ্টৈকর্কষাহভাপেতম্ ॥

জ্ঞানং বিন্দুং বিনলং বিশোকমশেষলোভাদিনিবৃত্তমঙ্গম্ ।

একং সত্যকং পরমঃ পরেশঃ স বাসুদেবো ন সত্যোহন্যদস্তি ॥

সদ্যাব এবং ভবতো ময়োক্তো জ্ঞানং যথা সত্যমসত্যমনৃত্যং ।

এতত্ত্বং যৎ সংব্যবহারভূতং তত্রাপি চোক্তং ভুবনাশ্রিতং তে ॥

অবিদ্যাসম্মিতং কৰ্ম্ম তচ্চাশেষেষু জন্তুযু ।

আত্মা শুদ্ধোহক্ষরঃ শাস্তো নিশ্চলঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥

শ্রবণাপচয়ো ন স্ত একস্তাখিলজন্তুযু ।

যত্ত্ব কালান্তরেণাপি নাত্সংজ্ঞামুপৈতি বৈ ॥

পরিণামাদিসমুতং তস্য নূপ তচ্চ কিম্ ।

যদ্যন্তোহস্তি পরঃ কোহপি মতঃ পাণিবসন্তন ॥

বিভাগ সকল বুদ্ধি-বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকটিত হইয়াছে । কোথাও এমন বস্তু আছে কি ? যাঁহা আদি মধ্য ও অন্ত বজ্জিত এবং সর্বদা একরূপ । হে দ্বিজ, পুণিবীতে যাঁহা অন্তথা ( রূপান্তর ) প্রাপ্ত হয়, তাহাতে সন্দেহ নহে ; সুতরাং তাহাতে বস্তুত্বও থাকে না, যে সকল লোক স্বীয় কৰ্ম্ম দ্বারা আত্মার স্বরূপজ্ঞান নিঃসংশয়রূপে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, তাঁহারা দেখেন—প্রথমে পুণিবী, পরে ঘটভাব, ঘটের পরে আবার কপালিকা ( ঘটের পৃথক দুইটি অংশ ), অনন্তর, ক্রমশঃ চূর্ণ ( খোলা ) দলি ও অণু ( অতি সূক্ষ্ম ভাব ) । বল দেখি, ইহার মধ্যে কোনটী বস্তু ( অবিকারী ) ? অতএব হে দ্বিজ, বিজ্ঞান বা মানস সংকল্প ব্যতীত কোথাও কোনও বস্তু নাই । প্রাক্তন নিজ নিজ কৰ্ম্মানুসারে বিভিন্নপ্রকার চিন্তাবৃত্তি-সম্পন্ন মনুষ্যেরা একমাত্র বিজ্ঞানকেই বহুপ্রকারে গ্রহণ করিতেছে । রাগ দ্বেষাদি মলরহিত, শোকসম্পর্কশূন্য, সদাই একরূপ একমাত্র জ্ঞানই সেই সর্বোত্তম পরমেশ্বর বাসুদেব, যাঁহার অতিরিক্ত আর কিছু নাই । আমি তোমাকে এই প্রকারে জগতের সদ্ভাব বা স্থিতির নিয়ম বলিলাম, এবং জ্ঞানই যে, একমাত্র সত্য, অপর সকলই অসত্য, একথাও বলিয়াছি । আর এই যে, জাগতিক লোকব্যবহার, তাঁদ্বয়্যেও বস্তুব্য বলিয়াছি । কৰ্ম্ম মাত্রই অজ্ঞানপ্রসূত ; তাঁহা সকল প্রাণীতেই আছে । আত্মা কিন্তু স্বভাবতই শুদ্ধ, নির্বিকার, নিশ্চল শাস্ত ও প্রকৃতির অতীত । সর্ব প্রাণীতে বিরাজমান আত্মা এক, তাঁহার বুদ্ধি ও

তদেযোহহময়ং চাত্তো বস্তুম্বেবমপীযতে ।  
 যদা সমস্তদেহেষু পুমানেকো ব্যবস্থিতঃ ॥  
 তদা হি কো ভবান্ সোহহমিত্যতদিপ্রলম্বনম্ ।  
 স্বং রাজ্ঞা শিবিকা চেয়ং বয়ং বাহাঃ পুরঃসরাঃ ।  
 অয়ঞ্চ ভবতো লোকো নসদেতৎ ত্রয়োচ্যতে ।  
 বস্ত রাজ্জৈতি যল্লোকে যচ্চ রাজভটাত্মকম্ ॥  
 তথাহন্তে চ নৃপত্বঞ্চ তত্তৎসংকল্পনাময়ম্ ।  
 অনাশী পরমার্থশ্চ প্রাজ্ঞৈরভ্যাপগম্যতে ॥  
 পরমার্থস্ত ভূপাল সংক্ষেপাৎ ক্রয়তাং মম ।  
 একো ব্যাপী সঃ শুদ্ধো নিশুৰ্ণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥  
 জন্মমৃত্যাদিরহিত আত্মা সৰ্ব্বগতোহব্যয়ঃ ।  
 পরো জ্ঞানময়ঃ সদ্ভিনামজাত্যাদিভিঃ প্রভুঃ ॥  
 ন যোগবান্ ন যুক্তোহভূতৈব পাণিব যোক্ষ্যতি ।  
 তন্ত্রাত্মপরদেহেষু সংযোগো হ্যেক এব যৎ ।  
 বিজ্ঞানং পরমার্থোহসৌ দ্বৈতিনোহতপ্যদশিনঃ ।  
 এবমেকমিদং বিদ্বন্নভেদি সকলং জগৎ ॥

অপচয় নাই । হে রাজন্, যাহা কোন কালেও পরিণামাদি অবস্থাভেদে নামান্তর প্রাপ্ত হয় না, তাহাই যথার্থ বস্তু ; সে বস্তুটী কি ? হে পাণিবসন্তম, যদি আমার অতিরিক্ত আরও কিছু থাকত, তাহা হইলেই ইনি, আমি, অমুক, অত্র—ইত্যাদি কথা বলিলেও বলা যাইত । যখন সমস্ত জগতে একই পুরুষ বিদ্যমান রহিয়াছেন, তখন আপনি, তিনি বা আমি কে ? এবংবিধ ব্যবহার কেবল প্রতারণামাত্র অর্থাৎ ঐরূপ ব্যবহার অর্থহীন শব্দমাত্র । তুমি রাজা, এই তোমার শিবিকা ( পাকী ), আমরা অগ্রগামী বাহক, আর তোমার এই পরিজন, এ সমস্ত অসত্য বলা হইয়াছে । ব্যবহার ক্ষেত্রে যে, রাজা, রাজভট ( ভট অর্থ—বীর ), নৃপত্ব, এবং আরও যে সকল বস্তু বলা হয়, সে সমস্তই অসৎ—কেবল সংকল্পময় । হে ভূপাল, প্রাজ্ঞ জনেরা যাহাকে অবিনাশী পরমার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, সেই পরমার্থ বস্তু বলিতেছি, আমার নিকট শ্রবণ কব । সন্ধ্যাপী, সৰ্বত্র সমান, শুদ্ধ নিশুৰ্ণ, জন্ম ও বুদ্ধিরহিত এবং প্রকৃতির অতীত সৰ্ব্বগত অব্যয় আত্মা এক । হে পাণিব, সেই আত্মা সৰ্ব্বাতিশায়ী মহান, সৰ্ব্বশক্তিসম্পন্ন ও জ্ঞান স্বরূপ । তিনি নাম ও জাতি প্রভৃতি ধর্মের সহিত কখনও সংযুক্ত হন নাই, বর্তমানেও নাই, এবং ভবিষ্যতেও যুক্ত হইবেন না । নিজের এবং পরের দেহে তাঁহার একই সংযোগ, ( নূতন নূতন সংযোগ হয় না ), এই প্রকার যে জ্ঞান, তাহাই যথার্থ জ্ঞান, দ্বৈতবাদীরা অসত্যদশী অর্থাৎ ভ্রান্তিবশে ভেদ দর্শন করিয়া থাকে । এইরূপ অর্থাৎ কেবল সংকল্পময় অসত্য বলিয়াই এই সমস্ত জগৎ ভেদ-

বাস্তবদেবাভিধেয়ন্ত স্বরূপং পরমাত্মনঃ ।

নিদাঘোহুপ্যপদেশেন তেনাদৈতপরোহভবৎ ॥

‘সর্বভূতাক্তভেদেন স দদশ তদাত্মনঃ ।

তথা ব্রহ্ম ততো মুক্তিমবাপ পরমাং বিজ্ঞ ॥

সিতনীলাদিভেদেন যথৈকং দত্ততে নভঃ ।

ব্রাহ্মদৃষ্টিভিরাহ্মাপি তথৈকঃ সন্ পৃথক্ পৃথক্ ॥

একঃ সমস্তং যদিহাস্তি কিঞ্চিদদচুতো নাস্তি পরং ততোহতং ।

সোহহং স চ তৎ স চ সর্বমেতদাত্মস্বকপং ত্যজ ভেদমোহম্ ॥

ইতীরিতস্তেন স রাজবর্ণ্যস্ত্যাজ ভেদং পরমার্থদৃষ্টিঃ ।

স চাপি জাতিস্বরূপাবোধন্তত্ৰৈব জন্মত্বপবর্ণমাপ ॥

তথা গৈঙ্গে—

“তদ্বাদজ্ঞানমালা হি সংসারঃ সর্বদেহিনাম্ ।

পরতন্ত্রে স্বতন্ত্রে চ ভিদাভাবাদিচারতঃ ॥

একত্বমপি নাস্ত্যেব দ্বৈতং তত্র কতোহস্ত্যাহো ॥

একং নাস্ত্যং মর্ত্যঞ্চ কুতো মৃতসমুদ্ভবঃ ।

নাস্তঃ প্রজ্ঞো বহিঃ প্রজ্ঞো ন চোভয়ত এব চ ॥

শূণ্ড ও এক, এবং ইহা বাস্তবদেবনামক পরমাত্মার স্বরূপ, তদতিরিক্ত নহে ।  
 যে দ্বিজ, সাধক নিদাঘও অদ্বৈতোপদেশের ফলে অদ্বৈততত্ত্বে বিশ্বাসবান হইয়া-  
 ছিলেন, তখন আপনার সঙ্গে অভিন্নভাবে সর্বভূত দর্শন করিয়াছিলেন ; এবং  
 অভিন্নরূপে ব্রহ্মদর্শন করিয়া পরা মুক্তি ( নির্বাণ ) লাভ করিয়াছিলেন ।  
 ব্রাহ্মদৃষ্টি লোকেরা একই আকাশকে যেমন সিত নীলাদিভেদে নানাকার দর্শন  
 করে, ঠিক তেমন আত্মা এক হইলেও, তাহাকে পৃথক্ পৃথক্ দর্শন করিয়া থাকে ।  
 এ জগতে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই এক অচ্যুত ( ভগবান ), তদতিরিক্ত  
 আর কিছু নাই । আমি তৎস্বরূপ, তুমিও তৎস্বরূপ এবং এ সকলই সেই আত্ম-  
 স্বরূপ, অতএব ভেদবুদ্ধিকৃত মোহ ত্যাগ কর । সেই নৃপবর এইরূপ উপদেশ  
 প্রাপ্ত হইয়া পরমার্থদৃষ্টি লাভ করত ভেদবুদ্ধি ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং তিনিও  
 পূর্বজন্ম স্মরণের ফলে তত্ত্ববোধ প্রাপ্ত হইয়া সেই জন্মেই মুক্তিলাভ  
 করিয়াছিলেন ।”

লিঙ্গপুরাণেও সেইরূপ আছে—‘সেই হেতু সমস্ত দেহীরই এই সংসার অজ্ঞান-  
 সম্ভূত ; কারণ, বিচার করিলে দেখা যায় যে, মায়া-পরতন্ত্র জীব ও স্বতন্ত্র  
 পরমাত্মার কোনই প্রভেদ নাই, অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই স্বরূপতঃ  
 এক বস্তু । বস্তুতঃ একত্ব বলিয়াও তাহার কোন ধন্য নাই, তাহাতে দ্বৈতসম্ভার আর  
 সম্ভাবনা কি ? একও নাই, মর্ত্যও ( মরণশীলও ) নাই ; স্মৃত্যুয়ং মৃত্যুর সম্ভাবনাই

ন প্রজ্ঞানঘনস্বেবং ন প্রজ্ঞোহি প্রজ্ঞ এব সঃ ।  
 বিদিতে নাস্তি বেদ্যক নিরীকণং পরমার্থতঃ ॥  
 অজ্ঞানতিমিরাং সর্বং নাত্র কায্যা বিচারণা ।  
 জ্ঞানক বন্ধনকৈব মোক্ষো নাপ্যাত্মনো দ্বিজাঃ ॥  
 ন হ্যেবা প্রকৃতির্জীবো বিকৃতিশ্চ বিকারতঃ ।  
 বিকারো নৈব মাতৈব সদদ্ব্যক্তিবজ্জিতা ॥”

তথাহ ভগবান্ পরাশরঃ—“অত্মাদ্বি জায়তে বিশ্বমত্ৰৈব প্রবিলীয়তে ।

স মায়া মায়ায়া বদ্ধঃ কৰোতি বিবিধান্তনুঃ ॥  
 ন চাত্মৈবং সংসরতি ন চ সংসারয়েৎ পরম্ ।  
 ন কৰ্ত্তা নৈব ভোক্তা চ নচ প্রকৃতি পুরুষৌ ॥  
 ন মায়া নৈব চ প্রাণাটশ্চৈতন্তং পরমার্থতঃ ।  
 তত্মাদজ্ঞানমূলো হি সংসারঃ সর্বদেহিনাম ॥

বা কোণায় । ( ১৫ ) [ ঋতি বলিয়াছেন ] পরমেশ্বরের অন্তরেও প্রজ্ঞা (জ্ঞান) নাই, বাহিরেও প্রজ্ঞা নাই, এবং ভিতর বাহির উভয়ত্রও প্রজ্ঞা নাই । তিনি প্রজ্ঞানের পরিণতি নহেন, এবং তিনি প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্নও নহেন, অথবা প্রজ্ঞাহীন জড় পদার্থও নহেন, তিনি সম্পূর্ণরূপে অনির্কচনীয় । তিনি বিদিত হইলে আব কিছু জানিবার থাকে না, তখন প্রকৃত নিরীকণ ( মুক্তি ) হয় । তিমির এক প্রকার চক্ষুরোগ । তিমির রোগ হইলে লোকে ভুল দেখে, যাহা যেক্রপ নয়, তাহাকেও সেক্রপ দেখে । অজ্ঞানও ঠিক তিমির রোগের মত এক বস্তুকে অগ্নি বস্তু বলিয়া দর্শন করায়, এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মে নানাপ্রকার বিভেদ দর্শন করায়, এ বিষয়ে আর বিতক নাই । হে দ্বিজগণ, আত্মার প্রকৃত পক্ষে জ্ঞান, বন্ধন, মুক্তি, এ সব কিছুই নাই । এই প্রকৃতি, বিকৃতি, বিকৃতির বিকার বা জীব কিছুই নাই, এ সমস্তই সদদদ্ব্যক্তিরূপে নিরীকচনের অযোগ্য ।’

ভগবান্ পরাশরও এইরূপই বলিয়াছেন—‘এই পরমেশ্বর হইতে বিশ্ব প্রাদু-  
 ভূত হয় এবং তাহাতেই আবার বিলীন হয় । মায়াধীশ্বর তিনিই মায়া দ্বারা আবদ্ধ ( বন্ধীভূত ) হইয়া নানাবিধ শরীর পরিগ্রহ করেন, অর্থাৎ জীবভাবে নানা দেহ ধারণ করেন । বার্ত্তবিক পক্ষে তিনি নিজেও সংসারী হন না, এবং অপ-  
 রকেও সংসারে প্রেরণ করেন না । তিনি কৰ্ত্তা নহে, ভোক্তা নহে, প্রকৃতি বা পুরুষও নহে, মায়া কিংবা প্রাণও নহে ; পরমার্থতঃ তিনি শুদ্ধ চৈতন্ত্বরূপ । এই

১ ( ১৫ ) ব্রহ্ম স্বভাবতই গুণক্রিয়াদিরহিত নিরীকশেষ, সূতরাং তাহাতে একত্ব প্রভৃতি কোন দ্বন্দ্ব বা বিশেষণ থাকা সম্ভবপর হয় না । তাহার পর, যাহার সত্তা আছে, তাহারই জন্ম-মৃত্যু সম্ভবপর হয়, ব্রহ্ম যখন সং বা অসং কোনরূপেই নিরীকচনীয় নহে, তখন তাহার জন্ম-মৃত্যু ব্যবহারও হইতে পারে না ।

নিত্যঃ সর্বগতো হ্যাত্মা কূটস্থো দোষবর্জিতঃ ।

একঃ স ভিন্যতে শক্ত্যা মায়ায়া ন স্বভাবতঃ ॥

‘তস্মাদ্ভৈতমেবাহমু’নয়ঃ পরমার্থতঃ ।

জ্ঞানস্বরূপমেবাহর্জগদেতদ্বিচক্ষণাঃ ॥

অর্থস্বরূপমজ্ঞানাঃ পশ্যন্ত্যন্তে কুদৃষ্টয়ঃ ।

কূটস্থো নিগুণো ব্যাপী চৈতন্তাত্মা স্বভাবতঃ ॥

দগ্ধাতে হর্থরূপেণ পুরুষৈর্লীল্যদৃষ্টিভিঃ ।

যদা পশ্যন্তি চাত্মানং কেবলং পরমার্থতঃ ॥

মায়ামাত্রমিদং বৈতং তদা ভবতি নিবৃত্তঃ ।

তস্মাদিজ্ঞানমেবাস্তি ন প্রপঞ্চো ন সংসৃতিঃ ॥”

এবং শ্রুত্যাদিনা নামাদিকারণোপস্থানমুত্থেন স্বরূপেণ চ বাদিতত্বাৎ প্রপঞ্চস্য মিথ্যাভবগম্যাতে । অত্বূলাদিলক্ষণস্ত ব্রহ্মণস্তদ্বিপরীতস্থলাকারো মিথ্যা ভবিতুমহঁতি । যথৈকশ্চ চক্রেঃসস্তদ্বিপরীতদ্বিতীয়া কারয়ন্তবৎ ॥ ৯

তথাচ স্বরূপকারণে—“ন স্থানতোহপি পরস্তোভয়লিঙ্গং” ইতি ব্রহ্মপত

কারণে সমস্ত দেহীর সংসারই ( জন্ম মরণাদি ) কেবল অজ্ঞানমূলক, সত্য নহে । আত্মা স্বভাবতঃ নিত্য সমব্যাপী কূটস্থ ( নির্বিকার ) এবং সর্বদোষবর্জিত । তিনি এক হইয়াও মায়াশক্তিপ্রভাবে বিভিন্ন ভাবে প্রকটিত হন, ঐ সকল তাহার স্বাভাবিক রূপ নহে । সেই অবৈতকেই পরমার্থ সত্য বলিয়া থাকেন, এবং বিবেকিগণ এই জগৎকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন । যাপারা মুনি বা বিচক্ষণ নহে, অসম্বুদ্ধি সেই সকল লোকই অজ্ঞানবশতঃ ভোগ্য বস্তু দর্শন করিয়া থাকেন । স্বভাবতঃ নিগুণ নির্বিকার সর্বব্যাপী চৈতন্তরূপী আত্মাকেই ( ব্রহ্মকেই ) অসম্বুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষেবা বিষয়াকার দর্শন করে । যখন আত্মাকে বস্তুতঃ কেবল অর্থাৎ নির্বিশেষভাবে দর্শন করে, এবং এই দ্বৈত জগৎকেও কেবল মায়াৰূপে নিরীক্ষণ করে, পুরুষ তখনই নিবৃত্ত হয় অর্থাৎ শান্তিময় মুক্তি প্রাপ্ত হয় । অতএব একমাত্র বিজ্ঞান বা চৈতন্তরূপী ব্রহ্মই আছে—সত্য, প্রপঞ্চ ( জগৎ ) ও সংসার নাই—অর্থাৎ অসৎ ॥” ৯

এই জাতীয় শ্রুতি স্মৃতি প্রমাণে উল্লিখিত হইয়াছে যে, নামরূপাত্মক জগৎপ্রপঞ্চ মায়াময়—‘বাচারম্ভণমাত্র,’ স্মরণ্যং বাদিত । মায়াপ্রযুক্ত দৃশ্যমাত্রই যে, মিথ্যা অসত্য, ইহা অবধারিত । এই জগৎপ্রপঞ্চও যখন প্রতিক্ষেপেই রূপান্তরিত হয়—একরূপে থাকে না, তখন ইহা স্বরূপতও বাদিত বা মিথ্যা বলিয়া অবধারিত হয় । পক্ষান্তরে ব্রহ্মে স্থলদ্বাদি ধর্ম্য নাই, নাই বলিয়াই ব্রহ্ম নিত্য সত্য । প্রপঞ্চ যখন তদ্বিপরীত—স্থলদ্বাদি ধর্ম্যযুক্ত, তখন তাহা সত্যের ও বিপ-রীত—মিথ্যা বা অসত্য হওয়াই সম্ভব । যেমন এক চক্রেঃ দ্বিতীয় আকার অর্থাৎ

উপাধিতঃ বিরুদ্ধরূপদ্বয়সম্ভবান্নির্কিংশেষমেব ব্রহ্মত্বাপাদ্য, “ন ভেদাৎ” ইতি  
 প্রতিবলাৎ কিমিতি সবিশেষমপি ব্রহ্ম নাভ্যাপগম্যতে? ইত্যাশঙ্ক্য, “ন প্রত্যেক-  
 মতদ্বচনাৎ” ইত্যাধিভেদস্তা প্রতিবাব বাধিতবাদভেদপ্রতিবলীৎ সবিশেষস্ত  
 গ্রহণাযোগান্নির্কিংশেষমেবেত্যাপ্যত্র “অপি চৈবমেকৈ” ইতি ভেদনিন্দাপূর্বকং  
 অভেদমেতৈবৈকৈ শাখিনঃ সমামনস্তি—“মনসৈবেদমাপ্তবাম্।” “নেহ নানাস্তি  
 কিঞ্চন।” “মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাণোতি য ইহ নানৈব পশুতি।” “একধৈবানুদ্রষ্টব্যম্”  
 ইতি। “ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মজ্জা সর্কং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ” ইতি  
 •সরভোগ্যভোক্তৃনিয়ন্তৃলক্ষণস্ত প্রপঞ্চস্ত ব্রহ্মৈকস্বভাবতা অভিধীয়ত ইতি পুনরাপ  
 নিরুশেষপক্ষে দৃষ্টাকৃতে কিমিত্যেকস্বরূপস্তোভয়স্বরূপাসম্ভবেহনাকারমেব  
 একাবধায়াতে, ন পুনর্কিপরীতম্? ইত্যাশঙ্ক্য “অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ”  
 ইতি রূপাত্মাকাররহিতমেব ব্রহ্মাবধারয়িতব্যম্। কস্মাৎ? তৎপ্রধানত্বাৎ।

বিশ্বদর্শন মিথ্যা, ইহাও ঠিক তেমনই। স্বয়ং ব্রহ্মস্বত্রকারও ( বেদব্যাসও ) ‘স্থান  
 বা উপাধিসম্পর্ক বশতও যে, পরমাত্মার উভয় ভাব ( সগুণ-নিগুণ ভাব ) হয় না,  
 প্রতিব সক্রটই এ কথা আছে,’ এইসূত্রে প্রথমতঃ বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয়ের ( সগুণ-  
 নিগুণত্বের ) অসম্ভাবনা হেতু ব্রহ্ম নির্কিংশেষ’, এই সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিয়াছেন,  
 পবে ‘ন ভেদাৎ’ এই সূত্রে ভেদবোধক প্রতি অনুসারে ব্রহ্মের সবিশেষ ভাবই বা  
 স্বীকার করা হয় না কেন? এইরূপ আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া “ন প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ”  
 সূত্রে বলা হইয়াছে যে, উপাধিকৃত বিভাগ যখন প্রতি দ্বারাই বাধিত, অর্থাৎ সাক্ষাৎ  
 প্রতিই যখন উপাধিজনিত বিভাগকে অসত্য বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছে, তখন  
 প্রতি অনুসারে আর ব্রহ্মের সবিশেষ ভাব গ্রহণ করিতে পারা যায় না, সুতরাং ব্রহ্ম  
 সবিশেষ নহে—নির্কিংশেষ, এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। পুনরায় “অভেদ-  
 মেতৈবৈকৈ শাখিনঃ সমামনস্তি” (কোন কোন শাখী অভেদই নির্দেশ করিয়া থাকেন),  
 এইসূত্রে ‘মনের দ্বারাই তাহাকে লাভ করিতে হইবে,’ ‘ইহাতে কিছুমাত্র ভেদ  
 নাই; যিনি ইহাতে ভেদের মত দর্শন করেন, তিনি মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হন,  
 অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ মৃত্যুগ্রস্ত হন,’ ‘একরূপেই তাহাকে দেখিতে হইবে,’ ভোক্তা,  
 ভোগ্য ও প্রেরিতাকে ( নিয়ন্তাকে ) জানিয়া, এই তিনকেই এক ব্রহ্মস্বরূপ  
 বলিয়া জানিবে।’ ইত্যাদি প্রতিতে ভেদনিন্দাপূর্বক অভেদপক্ষই পরমার্থ বলিয়া  
 অবধারিত হইতেছে, এই বলিয়া ব্রহ্মের নির্কিংশেষ ভাবই দৃঢ় করা হইয়াছে।

পুনরায় আশঙ্কা হইল যে, একরূপ ব্রহ্মের উভয়াকারবাদ প্রতিবাধিত বলিয়া  
 অস্বীকৃত হয় হউক, কিন্তু তাহাতে ব্রহ্মের নিরাকারতা নিশ্চয় হয় কিরূপে?  
 তদ্বিপরীত অনেকাকারতাও হইতে পারে? এইরূপ আশঙ্কার পর, “অরূপব-  
 দেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ” সূত্রে বলা হইয়াছে যে, প্রতিপ্রামাণ্যানুসারে তাহাকে  
 অরূপ ( নিরাকার ) বলিয়াই অবধারণ করিতে হইবে। তাহার কারণ এই যে,  
 ঐ সকল স্থলে ব্রহ্মই প্রধান ভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। [ যথা— ] [ ব্রহ্ম ]



“অস্থূলমনঃস্থলমদীর্ঘমশক্ষমরূপমব্যয়ম্।” “আকাশো বৈ নামরূপয়োর্নির্বিহিতা, তে যদন্তরা তদব্রক্ষ।” “তদেতদব্রক্ষাপূর্বমনপরমনস্তরমবাহম্” “অয়মাত্মা ব্রক্ষ সর্গাত্ত্বঃ, ইত্যোতদমুশাসনম্”—ইত্যোবমাদীনি নিস্ত্রপঞ্চব্রক্ষায় তত্ত্বপ্রধানানি। ইত্যরাণি কারণব্রক্ষবিষয়াণি, ন তৎপ্রধানানি। তৎপ্রধানাত্তৎপ্রধানেন্ভ্যো বলীয়ান্দি ভবন্তি। অতস্তৎপরশ্রুতিপ্রতিপন্নত্বাৎ নির্বিশেষমেব ব্রক্ষাবগন্তব্যং, ন পুনঃ সবিশেষম্, ইতি নির্বিশেষশক্ষমুপপাত্ত, কা তর্হ্যাকারবিষয়াণাং শ্রুতীনাম্ গতিরিত্যাকাজ্জগাৎ “প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ” ইতি—চন্দ্রসূর্যাদীনাম্ জলাভ্যপাধিকৃতনানাব্রক্ষ ব্রক্ষণোহুপ্যাপাধিকৃতনানাব্রক্ষণস্ত বিজ্ঞমানত্বাৎ তদাকারবতো ব্রক্ষণ আকারবিশেষোপদেশ উপাসনাথো ন বিকৃত্যতে। এবমবৈয়র্থ্যাৎ নানাকারব্রক্ষ-বিষয়াণাং বাক্যানামিতি ভেদশ্রুতীনামোপাধিকব্রক্ষবিষয়ত্বেনাবৈয়র্থ্যমুক্তা, পুনরপি নির্বিশেষমেব ব্রক্ষোতি দৃঢ়য়িতুম্ “আহ চ তন্মাত্রম্” ইতি। “স যথা সৈকবঘনোহনন্তরোহবাহুঃ কুংস্রো রসঘন এব। এবং বা অরেহয়মাত্মানন্ত-

স্থূল নয়, অণু নয়, হ্রস্ব বা দীর্ঘ নয়, এবং শব্দ স্পর্শ রূপ রস গ্রহিত,’ ‘আকাশই নাম ও রূপের নির্বাহক। সেই নাম ও রূপ যাহার মধ্যবর্তী, তাহা ব্রক্ষ।’ ‘সেই ব্রক্ষ কারণ নহে, কার্য্য নহে, এবং তাহার অন্তর ও বাহ্য নাই, অর্থাৎ তাহার ভিতর বাহির কিছু নাই।’ ‘এই আত্মা সকল বস্তুর অনুভবিতা, ইহাই অনুশাসন বা বেদের আদেশ,’ ইত্যাদি ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে নিস্ত্রপঞ্চ ব্রক্ষই প্রধান; নির্বিশেষ ব্রক্ষ প্রতিপাদনেই এই সকল বাক্যের মুখ্য তাৎপর্য্য। অপরূপ শ্রুতিবাক্য ব্রক্ষের কারণতা-বোধকমাত্র অর্থাৎ ব্রক্ষের কারণতা প্রতিপাদনেই ঐ সকল বাক্যের প্রধান তাৎপর্য্য, ব্রক্ষ-প্রতিপাদনে নহে। যে বাক্যের যে অর্থ প্রধান বা তাৎপর্য্যের বিষয়, অতঃপর বাক্য অপেক্ষা সেই সকল তৎপর বাক্যই বলবান। এই নিয়মানুসারে ব্রক্ষের স্বরূপ-প্রতিপাদক বাক্য অপেক্ষা ব্রক্ষ-কারণতা প্রতিপাদক বাক্যগুলি এক্ষণিক্রূপে বিষয়ে দুর্বল। দুর্বল চিরকালই প্রবলের নিকট পরাজিত হয়, অতএব বলবৎ শ্রুতিপ্রমাণ অনুসারে ব্রক্ষকে নির্বিশেষ বলিয়াই অবগত হইতে হইবে, কিন্তু সবিশেষ নহে। এইরূপে নির্বিশেষ ব্রক্ষপক্ষ স্থাপন করিয়াছেন। পরে শাক্তর ব্রক্ষপ্রতিপাদক শ্রুতিগুলির গতি কি হবে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে “প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ” (প্রকাশের ত্রায় অর্থাৎ আলোকের ত্রায় সার্থকতা) এই সূত্রে বলা হইয়াছে যে, প্রকাশস্বভাব চন্দ্র-সূর্যাদির যেমন জলাদি উপাধিতে প্রতিবিম্বাকারে অনেকত্ব হয়, তেমন ব্রক্ষেরও উপাধি সম্বন্ধ বশতঃ নানাত্ব সংঘটিত হয়, ঐরূপ শাক্তর ব্রক্ষ উপাদনা কার্য্যে বিশেষ উপযোগী; উপযোগী বলিয়াই শ্রুতিতে উপাসনার্থ শাক্তর ব্রক্ষের উপদেশ বিকৃত নহে। নানাকার ব্রক্ষপ্রতিপাদক ভেদশ্রুতি সমূহের এইরূপে অবৈয়র্থ্য (সার্থকতা) প্রতিপাদন করিয়া পুনরায় ব্রক্ষের নির্বিশেষপক্ষ দৃঢ়তর করিবার অভিপ্রায়ে “আহ চ তন্মাত্রম্” সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। এই সূত্রে ‘সৈকব

রোহবাহুঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব” ইতি ঋতু্যপত্ন্যাসেন বিজ্ঞানব্যাতিরিক্ত-রূপান্তরা-  
ভাবম্পত্তস্ত “দর্শয়তি চাণো অপি অর্য্যতে” ইতি । “অথাত আদেশো নেতি  
নেতি ।” “অত্বেদেব তদ্বিদিতাদতো অবিদিতাদধি ।” “যতোবাটো নিবর্ত্তন্তে  
অপ্রাপ্য মনসা সহ ।” “প্রত্যন্তমিতভেদং যং সত্তামাত্রমগোচরং । বচনামায়-  
সংবেত্তং তজ্জ্ঞানং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্ ॥ বিশ্বস্বরূপবৈরূপ্যং লক্ষণং পরমাত্মনঃ”  
ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃত্যুপাত্তাসমুথেন প্রত্যন্তমিতভেদমেব ব্রহ্মেতু্যপপাত্ত “অতএব  
চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ” ইতি । যত্বেব চৈতন্ত্যমাত্রকপো নেতি নেত্যায়াকো বিদিতা-  
বিদিতাভ্যামত্বে বাচামগোচরঃ প্রত্যন্তমিতভেদো বিশ্বস্বরূপবিলক্ষণকপঃ পরমাত্মা  
অবিজ্ঞোপাধিকো ভেদঃ । অতএব চাত্তোপাধিনিমিত্তামপারমার্থিকৌ বিশেষ-  
বস্তমভিপ্রেত্য জলসূর্য্যাদিরিবেতু্যপমা দীয়তে মোক্ষশাস্ত্রে ১০

আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিবু পৃথক্ পৃথক্ ।

তথাইকো জনেকশ্চ জলাধারেদ্বিবাংশুমান ॥”

লবণপিও যেমন কেবলই লবণ-রসময়—অন্তরে বাহিরে সর্বত্রই একরস, ঠিক  
তেমনই এই আত্মাও একমাত্র প্রজ্ঞানঘন, ইহার অন্তরে ও বাহিরে জ্ঞানাতিরিক্ত  
আর কিছুই নাই ।” এই প্রকার শ্রুতির উল্লেখসূচক ব্রহ্মেব বিজ্ঞানাতিরিক্ত যে,  
কোন রূপ নাই, তাহা প্রতিপাদন করিয়া “দর্শয়তি চাণো অপি অর্য্যতে”  
এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন । এখানেও—‘অতঃপর শ্রুতির আদেশ’ এই  
যে, ‘ব্রহ্ম ইহা নহে ইহা নহে,’ ‘তিনি বিদিত ( বিজ্ঞাত বস্তু ) হইতে অত্বে, এবং  
অবিদিত হইতেও পৃথক্, অর্থাৎ তিনি বিদিত বা অবিদিত পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ  
অন্তরূপ ।’ ‘বাক্যসমূহ না পাইয়া যাহা হইতে মনের সহিত ফিরিয়া আইসে  
অর্থাৎ যাহাকে বাক্যে ব্যক্ত করা যায় না, এবং মনেও ধারণা করা সম্ভব হয় না ।’  
‘যাহা সর্বপ্রকার ভেদবর্জিত, বাক্যের অগোচর শুদ্ধ সত্তামাত্র ( অস্তিত্বমাত্র ),  
বুদ্ধিমাত্রগম্য সেই জ্ঞানই ব্রহ্ম নামে অভিহিত । বিশ্বরূপের বৈপরীত্যই  
পরমাত্মার ( ব্রহ্মের ) লক্ষণ বা স্বরূপ ।’ ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণ প্রদর্শন  
পূর্ব্বক “অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ” সূত্র নির্দেশ করিয়াছেন । এখানেও  
বলিয়াছেন যে, পরমাত্মা যেহেতু শুদ্ধ চৈতন্ত্যস্বরূপ ‘নেতি নেতি’ নিষেধা-  
ত্মক, এবং বিদিত ও অবিদিত হইতে পৃথক্, সর্ববিধ ভেদরহিত, ও জগৎ  
প্রপঞ্চের ঠিক বিপরীতলক্ষণ, এবং যেহেতু তাহার ভেদ বা বিভাগ অবিজ্ঞা-  
উপাধিকৃত, সেই হেতুই পরমাত্মার উপাধিক বিশেষ বিশেষ অবস্থায় আকরবতা  
জ্ঞাপনের জন্ত মোক্ষশাস্ত্রে জলসূর্য্যাদি ( জল প্রতিবন্ধাদি ) দৃষ্টান্ত গৃহীত  
হইয়া থাকে । ১০

‘বিভিন্ন ঘটে একই আকাশ যেক্রপ ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পায়, এবং একই  
সূর্য্য যেক্রপ ভিন্ন ভিন্ন জলাধারে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রকাশ পায়, সেইরূপ এক  
আত্মাও বিভিন্ন উপাধিতে পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রকটিত হয় ।’ ‘সর্বভূতের আত্মা

“এক এব তু ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ ।

একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ ॥”

যথা হুয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবসানপো ভিন্না বহুধৈকোহনুগচ্ছন ।

উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো দেবঃ ক্ষেত্রেদেবনজোহয়মাত্মা ॥”

ইতি দৃষ্টান্তবলেনাপি নির্দিশ্যেমেব ব্রাহ্মত্বোপপাদ্য “অম্বুবদগ্রহণাৎ” ইত্যা-  
দ্ব্যনোহমূর্ত্ত্যেব সৰ্বগত্বেন জলসূর্যাদিবৎ মূর্ত্তসংভিন্নদেশস্থিতত্বাভাবাদ-  
দৃষ্টান্ত-দাষ্টাণ্টিকযোঃ সাদৃশ্যং নাস্তীত্যাশঙ্ক্য “রুদ্ধিত্বাসভাক্তম্” ইতি । ন হি  
দৃষ্টান্তদাষ্টাণ্টিকযোঃসিদ্ধিবিবক্ষিতাংশং মুক্তা সৰ্বসাক্ষ্যপাৎ কেন্চিদদর্শয়িতুং শক্যতে ।  
সৰ্বসাক্ষ্যে দৃষ্টান্তদাষ্টাণ্টিকতাবোচ্ছেদ এব শ্রাৎ । রুদ্ধিত্বাসভাক্তমত্র বিব-  
ক্ষিতম্ । জলগতসূর্য্যপ্রতিবিম্ব জলবুদ্ধৌ বদ্ধতে, জলত্বাসে চ হ্রসতি, জলচলনে  
চলতি, জলভেদে ভিद्यত ইত্যেবং জলধর্ম্মানুবিধায়ি ভবতি, ন তু পরমার্থতঃ  
সূর্য্যস্ত তত্ত্বমস্মি । এবং পরমার্থতোঃ বিকৃতমেকরূপমপি সদব্রহ্ম দেহাহাপাধ্যস্ত-

এক হইয়াও বিভিন্ন ভূতে ( প্রাণিদেহে ) অবস্থান করায় জল-প্রতিবিম্বিত  
চন্দ্রবিশেষে ত্রায় কখনও একরূপে, কখনও অনেকরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে । ‘এই  
জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য এক হইয়াও যেমন ভিন্ন ভিন্ন জলের অনুগত হইয়া অর্থাৎ বিভিন্ন  
জল-ভাজনে প্রতিবিম্বিত হইয়া উপাধি দ্বারা বিভিন্ন আকার প্রাপ্ত হয়, জলমুগ্ধিত  
প্রকাশমান এই আত্মাও তেমনই দেহভেদে বিভিন্নাকারে প্রকটিত হয়, [ তাহাতে  
তাহার একত্বের হানি হয় না ] ।’ এই জাতীয় দৃষ্টান্তের সাহায্যেও ব্রাহ্মের নির্বি-  
শেষ ভাব সমর্থন করিয়া “অম্বুবদগ্রহণাৎ” সূত্রে আশঙ্কা করিয়াছেন যে, আত্মা  
যখন অমূর্ত্ত ( মূর্ত্তিরহিত ) এবং সৰ্বগত অর্থাৎ সৰ্বব্যাপী, তখন জলসূর্য্যাদির  
ত্রায় মূর্ত্ত বা সাব্যবরূপে দেহবিশেষে স্থিতি ও প্রতিবিম্বন কিছুই সম্ভবপর হয় না ;  
সুতরাং দৃষ্টান্ত ও দাষ্টাণ্টিকের মধ্যে সাদৃশ্য নাই ; অতএব উক্ত জলসূর্য্যাদি দৃষ্টান্ত  
অসিদ্ধ ? এই আশঙ্কা পরিহারের নিমিত্ত “রুদ্ধিত্বাসভাক্তম্” বলা হইয়াছে । উহার  
অভিপ্রায় এই যে, দৃষ্টান্ত ও দাষ্টাণ্টিক ( যাহাকে উপলক্ষ করিয়া দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত  
হয় ), এতদ্ব্যতিরিক্ত মধ্যে যে যে অংশ সমান—অনুরূপ, সেই সেই অংশে তুলনা  
প্রদর্শন করাই বক্তার অভিপ্রেত ( বিবক্ষিত ), সেই বিবক্ষিত অংশ ত্যাগ করিয়া  
সর্ব্বাংশে সাদৃশ্য প্রদর্শন করা কাহারও পক্ষেই সম্ভব হয় না । কারণ, সর্ব্বাংশে  
সমান হইলে দৃষ্টান্তদাষ্টাণ্টিকতাবই চলিয়া যায়, ঐ দুইটি একই হওয়া উচিত হয় ।

‘জলসূর্য্যাদি দৃষ্টান্তস্থলে রুদ্ধিত্বাসভাগিহ প্রদর্শনই বিবক্ষিত, অর্থাৎ জলগত  
সূর্য্যপ্রতিবিম্ব যেমন জলের বুদ্ধিতে বুদ্ধি পায়, আবার জলের ত্বাসে ত্বাস পায়  
( কমিয়া যায় ), এবং জলের চলনে ( স্পন্দনে ) স্পন্দিত হয় ও জলের বিভাগে  
বিভক্ত হয়, সূর্য্য ঐ সকল জলধর্ম্মের অনুকরণ করে মাত্র, কিন্তু প্রকৃতপক্ষেই  
সেই সেই অবস্থা প্রাপ্ত হয় না । সূর্য্যের ঐ সকল অবস্থা যেরূপ বাস্তবিক নহে, এই-  
রূপ নিত্য ব্রহ্মও বস্তুতঃ অবিকৃত একরূপ থাকিয়াও দেহাদি উপাধি-সম্পর্কবশতঃ

ভাবাৎ ভজত এবোপাধিধর্মান্ বুদ্ধিহাসাদীন্—ইতি বিবক্ষিতাংশপ্রতিপাদনেন দৃষ্টান্তদাষ্ট্যন্তিক্রয়ো সামঞ্জস্যমুক্তা “দর্শনাচ্চ” ইতি—

“পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ পুরশ্চক্রে চতুষ্পদঃ, পুংঃ স পক্ষী ভূত্বা পুংঃ পুরুষ আবিশৎ ।” “ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুষপে দ্রিয়তে ।” মায়াং তু প্রকৃতিং বিজ্ঞাৎ, “মায়াইনং তু মহেশ্বরম্ ।” “মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ ।” “একত্বা সর্বভূতান্তরায়া ।” “রূপং রূপং প্রতিক্রিপো বভূব ।” “একো দেবঃ সর্বভূতেষু গুহুঃ ॥” “এতমেব সীমানং বিদার্ষ্যতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত ।” “স এষ ইহ প্রবিষ্টে আনখাগ্রেভাঃ ॥”

“তৎ সৃষ্টা তদেবানুপ্রাবিশৎ” ইত্যাদিনা পরশ্বেতব্রহ্মণ উপাধিযোগং দর্শয়িত্বা নির্বিশেষমেব এক, ভেদস্ত জলসূর্যাদিবদোপাধিকো মায়ানিবন্ধন ইত্যুপসংস্কৃত-বান্ । ১১

কিঞ্চ, ব্রহ্মবিদামহুভবোহপি প্রপঞ্চবোধকঃ । তেষাং নিশ্চাপঞ্চানুদর্শনস্ত বিদ্যা-মানস্যাৎ । তথাহি তেষামহুভবং দর্শয়তি “যস্মিন্ সর্বাণি ভূতাত্মৈবাবভূদ্বি-নতঃ । তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমুপশ্রুতঃ ॥” “বিদিতে বেদাৎ

উপাধিগত বুদ্ধি-হাসাদি ধন্যসকল ( অবস্থাসমূহ ) যেন ভজনাই করে, এইভাবে প্রদর্শন করাই এ স্থলে শ্রুতির অভিপ্রোত অর্থ, এবং এই বিবক্ষিত অংশেই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন । সূত্রকার এইভাবে শ্রুতিপ্রদর্শিত দৃষ্টান্ত দাষ্ট্যন্তিক্রয়ের সাদৃশ্যবিশেষে সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন, পরে “দর্শনাচ্চ” এই সূত্রাংশে ‘পরম পুরুষ প্রথমে দ্বিপদ, চতুষ্পদ দেহ-গৃহ রচনা করিলেন ; তিনি পক্ষী হইয়া সেই দেহে প্রবেশ করিলেন,’ ‘মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে, আর মায়াবীশ্বরকে মহেশ্বর ( পরমেশ্বর ) বলিয়া জানিবে ।’ ‘মায়াবীশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করেন ।’ ‘সর্বভূতের অন্তরায়া ব্রহ্মও বিভিন্ন উপাধিক রূপের অনুরূপ হইয়াছেন ।’ “একই দেব সমস্ত ভূতের অভ্যন্তরে গুপ্তভাবে আছেন ।” ‘সেই পরমেশ্বর এই সীমা ( ব্রহ্মরূপ ) বিদীর্ণ করিয়া সেই পথেই দেহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন ।’ ‘তিনি এই দেহে নখাগ্রপর্যন্ত প্রবিষ্ট হইলেন ।’ ‘আকাশাদি ভূতবর্গ সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন ।’ ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা পরব্রহ্মেরই দেহাদি উপাধিসম্বন্ধ প্রদর্শন করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, ব্রহ্ম স্বরূপত নির্বিশেষই সত্য, তাহার ভেদ কেবল জলসূর্যাদির ত্রায় মায়া রূপ উপাধির সহিত সম্বন্ধবশতঃ সংঘটিত হয়, ইহাই ঐ প্রসঙ্গের উপসংহারে বলিয়াছেন । ১১

অপিচ, বাহ্যার্য ব্রহ্মবিদ বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহাদের অহুভবও জগৎপ্রপঞ্চের বাধক অর্থাৎ মিথ্যাত্বে প্রমাণ । কারণ, আত্মা যে, নিশ্চাপঞ্চ ( নির্বিশেষ ), তাহা তাঁহাদের প্রত্যক্ষীকৃত রহিয়াছে । শ্রুতি তাহাদের ঐরূপ অহুভব প্রদর্শন করিয়া থাকেন—‘যে অবস্থায় জ্ঞানী পুরুষের সমস্ত ভূতই আত্মা হইয়া যায় অর্থাৎ আত্মস্বরূপে প্রতিভাত হয় । সেই একত্বদর্শী তদবস্থায় মোহই বা কি, শোকই বা কি ? একত্বদর্শীর নিকট ভেদসাপেক্ষ শোক মোহ স্থান

নাস্তীতি।” “এবং নির্বাণ-মহুশাসনম্।” “যত্র বা অত্রদিব শ্রাৎ, তত্রাত্তোহশ্রৎ  
পশ্চেৎ ॥” “যত্র ত্বশ্র সৰ্বমাত্মৈবাহভূৎ, তৎ কেন কং পশ্চেৎ ॥”

“যদেতদদৃশ্যতে মূৰ্ত্তমেতজ্জ্ঞানাত্মনস্তব।

ভ্রান্তিজ্ঞানেন পশ্যন্তি জগজ্জপমযোগিনঃ ॥

যে তু জ্ঞানবিদঃ শুদ্ধচেতসস্তেহখিলং জগৎ।

জ্ঞানাত্মকং প্রপশ্যন্তি তজ্জপং পারমেশ্বরম্ ॥

নিদাঘোহপ্যুপদেশেন তেনাদ্বৈতপরোহভবৎ।

সৰ্বভূতাত্তশেষেণ দদর্শ স তদাত্মনঃ।

তথা ব্রহ্ম ততো মুক্তিমবাপ পরমাং দ্বিজ।

অত্রাত্মব্যতিরেকেণ দ্বিতীয়ং যো ন পশ্যতি।

ব্রহ্মভূতঃ স এবাহ বেদশাস্ত্র উদাস্ততঃ ॥”

ইত্যেবং শ্রুতিস্মৃতিযুক্তিতোহনুভবতশ্চ প্রপঞ্চ্য বাধিতত্বাদত্যন্তবিলক্ষণা-  
নামসদৃশরূপাণং মধুরতিক্রম্বেতপীতানামপি পরম্পরাধ্যাসদর্শনাদ্ অমূৰ্ত্তে-  
হপ্যাকাশে তলমলিনতাদ্যধ্যাসদর্শনাদ্ আত্মানাত্মনোরত্যন্তবিলক্ষণয়োর্মূর্ত্তা

পায় না।’ ‘আত্মাকে জানিলে আর কিছু জ্ঞাতব্য থাকে না।’ ‘নিষ্কাণের  
এইরূপ উপদেশ।’ ‘যখন অত্রের মত থাকে, অর্থাৎ ভেদ দর্শন থাকে,  
তখনই অত্রে অত্ৰকে দেখে। আর যখন ইহার (জানীর) সমস্তই  
আত্মস্বরূপে প্রতিভাত হয়, তখন কে কাহার দ্বারা কাহাকে দেখিবে?  
তখন দ্রষ্টৃ-দৃশ্য-দর্শন-ব্যবহার বিলুপ্ত হইয়া যায়। [স্মৃতিশাস্ত্রও বলিতেছে—]  
'হে ভগবন, এই যে, মূৰ্ত্ত (আকারসম্পন্ন) জগৎ দেখা যাইতেছে, ইহা কেবল  
জ্ঞানময় যে তুমি, তোমাকে না জানার ফল, যোগজ জ্ঞানবিহীন  
পুরুষেরা ভ্রান্তিজ্ঞানের বশে তোমাকে না দেখিয়া জগৎ দেখে। কিন্তু যাহারা  
শুদ্ধচিত্ত জ্ঞানী, তাহারা সমস্ত জগৎ সেই জ্ঞানাত্মক পরমেশ্বরের রূপ বলিয়া  
দর্শন করেন। নিদাঘও (তন্মামক ব্যক্তিও) সেই উপদেশের ফলে অদ্বৈত-  
পরায়ণ হইয়াছিলেন। হে দ্বিজবর, তিনি সমস্ত ভূতবর্গকে আত্মস্বরূপ দর্শন  
করিয়াছিলেন, অনন্তর ব্রহ্ম দর্শন করেন, তাহার পর পরামুক্তি (নির্বাণ) লাভ  
করেন। যে ব্যক্তি জগতে আত্মাতিরিক্ত দ্বিতীয় কিছু দর্শন না করে, বেদশাস্ত্রে  
তিনি ব্রহ্মভূত বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।’ এই জাতীয় শ্রুতি, স্মৃতি, যুক্তি ও  
অনুভব অনুসারে যেহেতু জগৎপ্রপঞ্চ বাধিত, যেহেতু অত্যন্ত বিসদৃশ ও বিরুদ্ধ-  
স্বভাব মধুর তিক্তাদি রসের এবং স্বৈতপীতাদি বর্ণের পরস্পর অভেদাধ্যাস দেখিতে  
পাওয়া যায়, এবং যেহেতু নিরাকার আকাশেও তল-মলিনত্বাদি ধর্মের অধ্যাস  
বা আরোপ দৃষ্ট হয়, সেই হেতুই মূর্ত্তামূর্ত্তরূপে (সাকার ও নিরাকার ভাবে)  
অত্যন্ত বিলক্ষণরূপ আত্মা ও অনাত্মা দেহাদিরও অধ্যাস সম্ভবপর হয়, এইজন্ত এবং

মূর্ত্তয়োরপি তথা সন্তুবাং, স্থূলোহং কৃশোহমিতি দেহাত্মনোরধ্যাসা-  
নুভবাং—

“হস্তা চেম্মত্তে হস্তং হতশ্চেম্মত্তে হতম্ ।

উভৌ ভৌ ন বিজানীতো নাযং হস্তি ন হত্তে ॥”

ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিদর্শনাৎ “য এবং বেত্তি হস্তারম্ ।” “প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি”  
ইতি স্মৃতিদর্শনাচ্চ অধ্যাসস্ত প্রহাণাত্মৈকত্ববিদ্যা প্রতিপত্তয়ে উপনিষদা-  
রভ্যাতে ॥ ১২

‘আমি স্থূল আমি কৃশ’ ইত্যাদিকপে ঐ উভয়ের অধ্যাস অনুভবসিদ্ধ বলিয়া,—  
আর ‘হস্তা যদি আপনাকে বধ করিতে ইচ্ছুক মনে করে, এবং হত পুরুষও যদি  
আপনাকে, হত বলিয়া মনে করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাহারা উভয়েই  
আত্মাকে জানে না, কারণ আত্মা হনন ক্রিয়ার কর্ত্তাও নহে, এবং কৰ্ম্মও নহে,  
ইত্যাদি প্রমাণ দৃষ্টে এবং ‘যে ইহাকে হস্তা বলিয়া জানে,’ ‘প্রকৃতিকর্ত্তৃক  
ক্রিয়মাণ’ ইত্যাদি স্মৃতিপ্রমাণ অনুসারেও জানা যায় যে, আত্মা ও অনাত্মার  
অধ্যাস অবশ্য স্বীকার্য্য, সেই অধ্যাস অপনয়নের জন্ত এবং আত্মার একত্ববিজ্ঞান  
লাভের উদ্দেশ্যে এই উপনিষৎ শাস্ত্র আরম্ভ হইতেছে । ১২



শান্তিপাঠঃ ।

ওঁ পূৰ্ণমদঃ পূৰ্ণমিদং পূৰ্ণাং পূৰ্ণমুদচ্যতে ।

পূৰ্ণস্ত পূৰ্ণমাদায় পূৰ্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু সহ বীৰ্য্যং কৰাবাবহৈ ।

তেজস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ ॥

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

ওঁ হরিঃ ওঁ ॥

॥ ওঁ পরমাত্মনে নমঃ ॥

ওঁ ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি—কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতাঃ ।

সরলার্থঃ । প্রথম্য শ্রুতপাদ্যঃ স্মৃতা শঙ্করভাষিতম্ । শ্বেতাশ্বতর-সদ্বাখ্যা  
সরলাখ্যা বিতন্ততে ॥ [ ব্রহ্মবাদিন ঋষয়ঃ মিলিতাঃ সন্তঃ অত্রোক্তং প্রপঞ্চঃ ।  
প্রশ্নপ্রকরানাহ—ব্রহ্মবাদিন ইত্যাদি । ] ব্রহ্মবাদিনঃ ( ব্রহ্মবদনশীলা ঋষয়ঃ ) বদন্তি  
( মিলিতাঃ সন্তঃ পরস্পরং পৃচ্ছন্তি— ) হে ব্রহ্মবিদঃ, কারণং ( কারণতয়া প্রসিদ্ধং )  
ব্রহ্ম কিং ? ( কিংলক্ষণম্ ? ) অথবা ব্রহ্ম কিং কারণম্ ? ( নিমিত্তং, উপাদানং,  
উভয়াশ্রয়কং বা ? ) [ ইত্যেকঃ প্রশ্নঃ ] । কুতঃ ( কস্মাৎ কারণবিশেষাৎ ) [ বয়ং ]  
জাতাঃ ( উৎপন্নাঃ ) স্ম ( ভবেম ) ? [ উৎপন্নাস্চ ] কেন ( কারণবিশেষেণ )  
জীবাম ( জীবনং ধারয়াম ) ? [ অন্তকালে ] ক ( কুত্র ) চ সংপ্রতিষ্ঠাঃ ( স্থিতিং  
লভেমহি ) ? কেন ( শক্তিবিশেষেণ ) অধিষ্ঠিতাঃ ( পরিচালিতাঃ সন্তঃ ) স্বথ-  
তরেষু ( হৃৎথেষু, বদ্য স্বথেষু ইতরেষু হৃৎথেষু চ ) ব্যবস্থায় ( নিয়মং ) বক্তামহে  
( অল্পসরাম ) ? [ ইত্যপরে চত্বারঃ প্রশ্না বিচার্যবিষয়াঃ ] ।

ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ একদা একত্রিত হইয়া পরস্পর জিজ্ঞাসা করিলেন—  
হে ব্রহ্মবাদিগণ, জগৎকারণ ব্রহ্ম কি প্রকার ? অথবা ব্রহ্ম জগতের কিরূপ  
কারণ ?—নিমিত্ত কারণ ? উপাদান কারণ ? অথবা নিমিত্ত-উপাদান উভয়  
কারণ ? [ এই একটি প্রশ্ন ] । আমরা কোথা হইতে জন্মিয়াছি ? জন্মের  
পর কাহার সাহায্যে জীবিত আছি ? বিনাশের পর কোথায় যাইয়া স্থিতি  
লাভ করিব ? এবং কাহার দ্বারা পরিচালিত হইয়া সুখ-দুঃখভোগের নিয়মাধীন  
হইয়া চলিতেছি ? [ এই চারিটি অপর প্রশ্ন ] ॥১১॥

শাক্তরভাষ্যম্ । ব্রহ্মবাদিনো বদন্তীত্যাदि श्वेताश्वतराणाम् मन्त्रোपनिषৎ ।  
तत्रा अलग्रह्णं वृत्तिरारभ्यते । ब्रह्मवादिनो बदन्तीत्यादि । ब्रह्मवादिनः ब्रह्मवदनशीलाः  
सर्वे सन्त्य बदन्ति—किं कारणं ब्रह्म । किमिति श्रुतपविषयोऽयं प्रश्नः । अथवा  
कारणं ब्रह्म ?—अशेषिं कालादि—कालस्यभाव इति ब्रह्माणम् ? अथवा किं  
कारणं ब्रह्म—सिद्धिरूपमपादानभूतं किमित्यर्थः ? अथवा वृत्तति वृत्तयति

## জীবাম কেন ক চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ ।

তন্মাত্ৰাচ্যতে পরং ব্রহ্মেতি শ্রুতৌব নির্বচনান্নিমিত্তোপাদানয়োৰ্ভয়োৰ্কা প্রশ্নঃ—  
কিং কারণং ব্রহ্মেতি । কিং ব্রহ্ম কারণং? আহোস্থিং কালাদি? অথবা  
অকারণমেব? কারণত্বেহপি কিং নিমিত্তম্? উতোপাদানম্? অণবোভয়ম্?  
তদ্বা কিংলক্ষণমিতি বক্ষ্যমাণপরিহারানুরূপেণ তদ্ব্যেগ্যবৃত্ত্যা বা প্রশ্নে—হপি সংগ্রহঃ  
কর্তব্যঃ, প্রশ্নাপেক্ষত্বাৎ পরিহারস্ত । কুতঃ স জ্ঞাতাঃ—কুতো বয়ং কার্যাকরণ-

ভাষ্যানুবাদঃ—“ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি” ইত্যাদি উপনিষদ্ হইতেছে  
শ্বেতাশ্বতরশাখীয় মন্ত্রোপনিষদ্ ( ১ ) । আমরা তাহার অনতি বিস্তীর্ণ বৃত্তি  
( ব্যাখ্যা ) আরম্ভ করিতেছি—

ব্রহ্মবাদিনো বদন্তীত্যাदि । ব্রহ্মবাদিগণ—যাহারা ব্রহ্মবিষয়ক আলোচনায়  
তৎপর, তাহারা সকলে মিলিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—পরস্পর জিজ্ঞাসা  
করিতে লাগিলেন—হে ব্রহ্মবিদগণ, [ আপনারা বলুন, ] জগৎকারণ ব্রহ্ম  
কিরূপ? অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপ কি প্রকার? এটী ব্রহ্মের স্বরূপবিষয়ক প্রশ্ন ।  
অথবা, জগতের কারণ কি ব্রহ্ম? কিংবা কাল প্রভৃতি? যাহা “কালঃ স্বভাবঃ”  
ইত্যাদি বাক্যে বলা হইবে । অথবা, ব্রহ্ম কোন কারণ?—স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্ম কি  
জগতের উপাদান কারণ? অথবা, যেহেতু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন, এবং [ অপরকেও ]  
বর্দ্ধিত করেন, সেই হেতু পর ব্রহ্ম ( নিরতিশয় ব্রহ্ম ও সকলের বৃদ্ধির কারণ )  
বলা হয়, স্বয়ং শ্রুতিই এইরূপ নাম নির্বাচন করিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝা যায়  
যে, ইহা নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ বিষয়ক প্রশ্ন, অথবা তদুভয় সম্বন্ধেই  
প্রশ্ন । প্রশ্নের আকার এইরূপ—ব্রহ্ম কি নিমিত্ত কারণ? অথবা উপাদান  
কারণ? কিংবা নিমিত্ত ও উপাদান উভয় প্রকার কারণ? [ উক্ত বিভিন্ন  
পক্ষানুসারে “কিং কারণং ব্রহ্ম” এই বাক্যোক্ত প্রশ্নের বিশ্লেষণ এইরূপ— ]  
জগতের কারণ কি ব্রহ্ম? অথবা কাল ও স্বভাব প্রভৃতি? অথবা ব্রহ্ম আদৌ  
কারণই নয়? আর কারণ হইলেও নিমিত্ত কারণ? কিংবা উপাদান কারণ?  
অথবা উভয় কারণই? এবং তাহার লক্ষণই বা কি? পরে এই সকল প্রশ্নের  
যে রূপ পরিহার করা হইবে, তদনুসারে প্রশ্নের মধ্যেও একত্রে বা পৃথক্  
পৃথক্ রূপে [ কতক বিষয়গুলি ] সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে, কারণ, প্রশ্ন ও  
পরিহার একরূপ হওয়া আবশ্যিক, অর্থাৎ প্রশ্নের অনুরূপই উত্তর হইয়া  
থাকে । ১

( ১ ) কৃষ্ণ গজুর্কেদের বহু শাখা আছে । তন্মধ্যে একটি শাখার নাম  
‘কঠ’ । কঠ শাখার মন্ত্রভাগেও কতকগুলি উপনিষদ্ আছে, ব্রাহ্মণভাগেও  
আছে । আলোচ্য উপনিষদ্ থানা যে, কঠশাখীয় মন্ত্রভাগের অন্তর্গত, তাহাই  
এখানে ভাষ্যকার ‘মন্ত্রোপনিষদ্’ কথায় বলিয়া দিয়াছেন ।



অধিষ্ঠিতাঃ কেন স্মৃতেতরেষু

বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্ ॥১।১॥

বস্তু জাতাঃ? স্বরূপেণ জীবানামুৎপত্তাদাসম্ভবাৎ । তথা চ শ্রুতিঃ “ন জায়তে ত্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ ।” “জীবাণেতৎ বাব কিলেদং ত্রিয়তে, ন জীবো ত্রিয়তে” ইতি, “জরামৃত্যু শরীরত্ব”, “অবিনাশী বা অরেহ্যমাআনুচ্ছিত্ত্বিধর্ম্মা” ইতি । তথা চ স্মৃতিঃ—“অজঃ শরীরগ্রহণাৎ স জাত ইতি কীর্ত্যতে” ইতি । কিঞ্চ, জীবানাম কেন—কেন বা বয়ং সৃষ্টাঃ সন্তো জীবাম? ইতি স্থিতিবিষয়ঃ প্রশ্নঃ । স্ব চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ প্রলয়কালে স্থিতাঃ । অধিষ্ঠিতা নিয়মিতাঃ কেন স্মৃতেতরেষু স্মৃৎদুঃখেণু—বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্—হে ব্রহ্মবিদঃ, স্মৃৎদুঃখেণু ব্যবস্থায় কেনাধিষ্ঠিতাঃ সন্তোহনুবর্ত্তামহ ইতি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়নিয়মহেতুঃ কিমিতি প্রশ্নসংগ্রহঃ ॥ ১ । ১ ॥

[ দ্বিতীয় প্রশ্ন—“কুতঃ স জাতাঃ”—দেহেন্দ্রিয়াদিসম্পন্ন আমরা কোথা হইতে জন্মিচ্ছি? নিত্য জীবাত্মার স্বরূপঃ ( স্বাভাবিক ভাবে ) উৎপত্তি প্রাপ্তি সম্ভব হয় না, এইজ্ঞা [ ‘বয়ং’ অর্থে দেহেন্দ্রিয়াদিসম্পন্ন—দেহী বৃত্তিতে হইবে । ] সেইরূপ শ্রুতিও আছে—‘বিশেষদর্শী পুরুষ জন্মেও না, মরেও না ।’ ‘জীব-পরিত্যক্ত এই শরীর মরে, কিন্তু জীব মরে না ।’ ‘জরা ও মৃত্যু শরীরের ধর্ম্ম ।’ ‘অরে মৈত্রেয়ি, এই আত্মা অবিনাশী ও অনুচ্ছেদ্য অর্থাৎ বিনষ্ট না হওয়াই ইহার স্বভাব ।’ সেইরূপ স্মৃতিবাক্যও আছে—‘জন্মরহিত আত্মাই শরীরগ্রহণ বশতঃ ‘জাত’ বলিয়া উক্ত হয় ।’

আরও এক প্রশ্ন—আমরা সৃষ্ট হইয়া কাহার দ্বারা জীবন ধারণ করি? এটা স্থিতিবিষয়ক প্রশ্ন । তাহার পর, প্রলয়কালে আমরা কোথায় স্থিতি লাভ করি? এবং কাহার দ্বারা নিয়মিত ( পরিচালিত ) হইয়া আমরা স্মৃৎদুঃখ-ব্যবস্থার অনুসরণ করিয়া থাকি? ( ২ ) ॥ ১।১ ॥

( ২ ) তাৎপর্য্য এই যে, জগতে স্মৃৎ ও দুঃখের বিভাগ চিরপ্রসিদ্ধ । স্মৃৎ সকলেরই প্রিয়, এবং দুঃখ সকলেরই অপ্রিয় । স্মৃৎ চায় না, বা দুঃখ চায়, এমন জীব জগতে নাই । তথাপি লোক যে, দুঃখের পথে পদার্পণ করে, নিশ্চয়ই ইহার পশ্চাতে কোন এক মহাশক্তির ইঙ্গিত বা প্রেরণা আছে । জিজ্ঞাসা হইল—সেই মহাশক্তিটা কে ?

কালঃ স্বভাবো নিয়তিৰ্যদৃচ্ছা

ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্য ।

সংযোগ এবাং ন হ্যাত্মাভাবা-

দাত্মাপ্যনীশঃ সুখদুঃখহেতোঃ ॥১১২॥

**সন্ন্যাসার্থঃ ।** [সম্প্রতি ব্রহ্মকারণবাদং ত্বেতিতুং তৎপ্রতিপক্ষভূতান্ বাগাদীন নিরাকরোতি কালইত্যাদিনা ।]

কালঃ ( সৰ্বভূতানাং পরিণামহেতুঃ ) যোনিঃ ( কারণং ) ? তথা স্বভাবঃ ( পদার্থানাং কার্যনিয়ামিকা শক্তিঃ ) যোনিঃ ? নিয়তিঃ ( পূণ্যপাপাশ্রয়কং প্রাক্কনং কৰ্ম ) [ যোনিঃ ] ? অথবা যদৃচ্ছা ( আকস্মিকী প্রাপ্তিঃ ), ভূতানি ( পৃথিবাদীনি ), পুরুষঃ ( বিজ্ঞানাত্মা—জীবঃ ), [ এতেষামন্ততমং প্রত্যেকং বা ] যোনিঃ ( কারণং ) ? ইতি চিন্ত্য ( চিন্তনীয়ং, নৈব কারণমিতি ভাবঃ ) । তথা এবাং ( কালাদীনং ) সংযোগঃ ( সংঘাতঃ সংঘেলনং ) তু ( অপি ) ন [ যোনিঃ ] ; [ কৃতঃ ? ] আত্মাভাবাৎ ( এতদধ্যাক্ষত্বে চেতনশ্চ- আনো বিত্তমানত্বাদিত্যর্থঃ ) । [ তহি আত্মৈব কারণমন্ত ? নেতাহ ] সুখদুঃখ- হেতোঃ ( পূণ্যপাপাশ্রয়কং কৰ্মণঃ ) অনীশঃ ( অপ্রভুঃ—কৰ্মণপরতন্ত্রঃ ) আত্মা ( জীবঃ ) অপি [ ন যোনিঃ ] । [ কালাদীনামচেতনত্বাৎ অচেতনপ্রবৃত্তে- চেতনাধীনত্বাৎ এতদন্ততমশ্চ তৎসংযোগশ্চ বা নৈব মূলকারণত্বম্, তথা কৰ্ম্মাধী- নতয়া চেতনশ্চাপি জীবাত্মনঃ নৈব মূলকারণত্বমন্তব ইত্যাদিঃ ] ॥১১২॥

**মূলানুবাদ ।** [সম্প্রতি ব্রহ্মকারণবাদ দৃঢ় করিবার অভিপ্রায়ে কাল- প্রভৃতির কারণতাবাদ খণ্ডন করিতেছেন—] সর্ববস্তুর বিকারকাদ্রী কাল, স্বভাব ( নিয়মিত বস্তুশক্তি ) নিয়তি, যদৃচ্ছা ( আকস্মিক ঘটনা ), পৃথিবাদি ভূতবর্গ ও পুরুষ ( জীবাত্মা ), ইহাদের প্রত্যেকটী বা কোন একটী মূল কারণ কি না, তাহা চিন্তনীয় অর্থাৎ ইহারা মূল কারণ নহে। ইহাদের পরস্পর সংযোগও কারণ নহে; কেন না, ইহাদের কার্যে চেতন আত্মার সাহায্য অপেক্ষিত। এইরূপ চেতন আত্মাও যখন স্বীয় সুখদুঃখের হেতুভূত পুণ্য ও পাপ কৰ্ম্মের অধীন, তখন সেও মূল কারণ হইতে পারে না ॥১১২॥

**শাক্তরভাষ্যম্ ।** ইদানীং কালাদানি ব্রহ্মকারণবাদ-প্রতিপক্ষভূতানি বিচারবিষয়েন দর্শয়তি—কালঃ স্বভাব ইতি । যোনিশব্দঃ সম্বধ্যতে । কালো যোনিঃ কারণং ত্বাৎ । কালো নাম সৰ্বভূতানাং বিপরিণামহেতুঃ । স্বভাবঃ— স্বভাবো নাম পদার্থানাং প্রতিনিয়তা শক্তিঃ—অয়েরৌক্যমিব । নিয়তিঃ অবিষমপূণ্যপাপলক্ষণং কৰ্ম, তদ্বা কারণম্ ? যদৃচ্ছা আকস্মিকী প্রাপ্তিঃ । ভূতানি

**ভাষ্যানুবাদ ।** এখন [ তৃতীয় শ্রুতিতে ] ব্রহ্মকারণবাদের অর্থাৎ ব্রহ্মই জগতের মূল কারণ, এই সিদ্ধান্তের বিরোধী বাদসকল বিচার্য বিষয়রূপে

আকাশাদীনি বা যোনিঃ । পুরুষো বা বিজ্ঞানাত্মা যোনিঃ । ইতি ইথ্যুক্তপ্রকারেণ  
কিং যোনিরिति চিন্ত্যা চিন্ত্যাং নিরূপণীয়ম্ । কেচিদ্ যোনিশব্দং প্রকৃতিং  
বর্ণয়ন্তি । তস্মিন্ পক্ষে কিংকারণং ব্রহ্মেতি পূর্বোক্তং কারণপদমত্রাপ্যনুসন্ধেয়ম্ ।

প্রদর্শন করিতেছেন—‘কালঃ স্বভাব’ ইত্যাদি । মূলে উক্ত ‘যোনি’ শব্দটী  
প্রত্যেকের সঙ্গে সম্বন্ধ হইবে । [ যোনি অর্থ—কারণ । ] জগতের মূল কারণ কি  
কাল ? অথবা স্বভাব ? কিংবা নিয়তি ? অথবা যদৃচ্ছা ? না, আকাশাদি ভূতবর্গ ?  
কিংবা পুরুষ ? এই বিষয়ে চিন্তা করিতে হইবে, বিচার দ্বারা সত্য নিরূপণ করিতে  
হইবে । এখানে যাহা দ্বারা সর্বভূতের বিপরীতাম ‘বা রূপান্তর সংঘটিত হয়,  
তাহার নাম কাল । স্বভাব অর্থ—পদার্থগত নির্দিষ্ট শক্তি, যেমন অগ্নিব উষ্ণতা ।  
নিয়তি অর্থ—পুণ্যপাপাত্মক কর্ম্ম । যদৃচ্ছা অর্থ—আকস্মিক সংঘটন ।  
ভূত—আকাশাদি পঞ্চভূত । পুরুষ অর্থ—বিজ্ঞানাত্মা বুদ্ধিপ্রধান জীবাশ্মা ।  
কেহ কেহ এখানে যোনিশব্দের সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি বা অব্যক্ত অর্থ বর্ণনা করেন ।  
সে পক্ষে প্রথমোক্ত ‘কারণ’ শব্দটী আকর্ষণ করিয়া ‘যোনি’ শব্দের সহিত  
মিলিত করিতে হইবে, [ যোনি—সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি, তাহা কারণ কি ? ]

অতঃপর কাল ও স্বভাব প্রভৃতির অকারণভাব প্রদর্শন করিতেছেন—  
“সংযোগ এযাম্” ইত্যাদি । তাৎপর্য্য এই যে, [ প্রথমে প্রশ্ন হইল যে, ] কাল  
ও স্বভাব প্রভৃতির প্রত্যেকে কারণ ? অথবা উহাদের সমূহ বা সমষ্টি কারণ ? কাল  
প্রভৃতির প্রত্যেকে কারণ হইতে পারে না, কেন না, তাহা প্রত্যাবিরুদ্ধ । ব্যব-  
হার ক্ষেত্রে দেখা যায়, দেশকাল প্রভৃতি সংহত ( মিলিত ) হইয়াই কার্য্যকরণে  
সমর্থ হয়, অসংহত ভাবে নহে ; এবং কাল প্রভৃতির সংযোগও কারণ নহে,  
অর্থাৎ কাল প্রভৃতি জড়পদার্থগুলি পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইলেই যে, কার্য্য  
সম্পাদন করিতে পারে, তাহাও নহে ; কারণ, সমূহ বা সংহতিমাত্রই পরার্থ—  
পরের উপকার সাধনই সম্মিলিত ভাবের প্রধান প্রয়োজন ; কাজেই সংযোগ বা  
সংহতি হয়—সেই প্রধানের শেষ ( অঙ্গ), আর যাহার উদ্দেশ্যে সংহত হয়, সে হয়  
শেষী ( অঙ্গী বা প্রধান ) । আত্মাই ঐ সংযোগের শেষীরূপে যখন বিত্তমান রহি-  
য়াছে, তখন অস্বতন্ত্র ( পরাধীন ) জড়সংযোগ কখনই নিয়মিতভাবে সৃষ্টিস্থিতি-  
প্রলয়রূপ কার্য্য সাধনে সমর্থ হইতে পারে না (৩) । ভাল, তাহা হইলে আত্মা ত

( ৩ ) তাৎপর্য্য এই যে, জগতে যাহা কিছু সংহত—পরস্পরের সংযোগ-  
সম্বিত, সে সমস্তই পরার্থ—পরের উপকার বা অপকার সাধনই তাহার মুখ্য  
উদ্দেশ্য । গৃহ, শয্যা ও আসন প্রভৃতি তাহার উদাহরণ । গৃহ প্রভৃতি  
বস্তুগুলি সংহত—কতকগুলি অবয়বের সম্মিলনে সম্ভূত ; অথচ সে সমস্তই চেতন  
মহুশ্যাদির উপকারে পরিসমাপ্ত, নিজের কোন প্রকার উপকারের অপেক্ষা রাখে  
না । এইরূপ কাল প্রভৃতির সংযোগজ সংঘাতও নিশ্চয়ই পরার্থ হইবে, সেই পর  
বস্তুটী অসংহত হওয়া আবশ্যক, নচেৎ অনবস্থাদোষ ঘটে । সেই অসংহত  
বস্তুই আত্মা । আত্মার উপকারার্থই জড়ের সংঘাত হইয়া থাকে । এই কারণে  
পরাধীন সংযোগকে মূল কারণ বলা অসঙ্গত হয় ।

## তে ধ্যানযোগানুগতা অপশব্দ

তত্র কালাদীনাম কারণত্বং দর্শয়তি—সংযোগ এষামিত্যাदिना । • অমর্থঃ—  
কিং কালাদীনি প্রত্যেকং কারণং ? উত তেষাং সমূহঃ ? ন চ প্রত্যেকং  
কালাদীনাং কারণত্বং সম্ভবতি, দৃষ্টবিরুদ্ধত্বাৎ । দেশকালনিমিত্তানাং সংহ-  
তানামেব লোকে কার্য্যকরত্বদর্শনাৎ । ন চাপ্যেবাং কালাদীনাং সংযোগঃ  
সমূহঃ কারণম্ । সমূহস্ত সংহতেঃ পরার্থত্বেন শেষত্বেন শেষিণ আত্মনো বিद्यমানত্বাদ-  
স্বাতন্ত্র্যাৎ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়নিয়মলক্ষণ-কার্য্যকরণত্বাযোগাৎ । আত্মা তর্হি কারণং  
ত্বাদেব, অত অহ—আত্মাপ্যনীনঃ স্বখঃখহেতোরिति । আত্মা জীবোহপ্য-  
নীনঃ অস্বতন্ত্রো ন কারণম্ । অস্বাতন্ত্র্যাদেব চাত্মনোহপি সৃষ্টাদিহেতুত্বং ন  
সম্ভবতীত্যর্থঃ । কথমনীনত্বম্ ? স্বখঃখহেতোরঃ স্বখঃখহেতুভূতস্ত পুণ্যাপুণ্য-  
লক্ষণস্ত কর্ম্মণো বিদ্যমানত্বাৎ, কর্ম্মপরবশত্বেনাস্বাতন্ত্র্যাচ্চ । ত্রৈলোক্যসৃষ্টিস্থিতি-  
নিয়মে সামর্থ্যাৎ ন বিজ্ঞত এবৈত্যর্থঃ । অথবা স্বখঃখাদিহেতুভূতস্তাধ্যাত্মিকাদি-  
ভেদভিন্নস্ত জগতোহনীনো ন কারণম্ ॥ ১১২ ॥

নিশ্চয়ই কারণ হইতে পারে ? তত্ত্বতরে বলিতেছেন—আত্মাত্মনীন ইত্যাদি । অস্বা-  
ধীন ( অনীনঃ ) আত্মা—জীবাাত্মাও কারণ নহে । অস্বাতন্ত্র্যনিবন্ধনই জীবাাত্মাব  
পক্ষেও সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যের কাবণ হওয়া সম্ভবপর হয় না । জীবাাত্মার অস্বাতন্ত্র্য  
কেন ? যেহেতু স্বখঃখেব কারণ—পুণ্য ও পাপ কর্ম্ম বিদ্যমান রহিয়াছে ; সেই  
হেতুই জীব কর্ম্মপরবশ ; কর্ম্মপরবশ বলিয়াই স্বতন্ত্র নহে ; সেই কারণেই ষথানিয়মে  
ত্রিলোকের সৃষ্টি ও সংরক্ষণাদি কার্য্যে তাহার সামর্থ্য নাই । অথবা, আধ্যাত্মিক,  
আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক জগৎই জীবের স্বখঃখ-হেতু । অস্বাধীন জীব  
কখনই আপনার স্বখঃখপ্রদ জগতের কারণ হইতে পারে না । [ জীব কারণ  
হইলে আপনার স্বখপ্রদ করিয়াই জগৎ সৃষ্টি করিত, তৎপ্রদ করিত না ] ॥১১২॥

সরলার্থঃ । [ তে চৈবাং কালাদীনাং কারণত্বং নিরাকৃত্যপি মূলকারণং  
নিকপথিতুমপারয়ন্তঃ ধ্যানযোগেন তদ্ বুঝিরে ইত্যাহ—তে ধ্যানেত্যাদি ] ।

তে ( ব্রহ্মবাদিনঃ ) ধ্যানযোগানুগতাঃ ( ধ্যানমেব যোগঃ, তৎ অনুগতাঃ  
তত্রনিরতাঃ সন্ত ইত্যর্থঃ ), স্বপুণৈঃ ( সম্বরজস্তমোভিঃ, তৎকার্য্যৈঃ বুদ্ধাদিভিক্ষা )  
নিগূঢ়াং ( আবৃত্তাং—ততো বিবেকেন গ্রহীতুমশক্যাং ) ; দেবাত্মশক্তিং ( দেবস্ত স্বয়ং  
প্রকাশমানস্ত ) আত্মনঃ ( পরমাত্মনঃ ) শক্তিং ( কার্য্যকারিণীং মায়াং ঈশ্বরাদীন-  
মিতি ভাবঃ ), অপশব্দ ( কারণমিতি বিজ্ঞাতবস্ত্বঃ ) । যঃ একঃ তানি ( উক্তানি )  
কালাত্মযুক্তানি ( কালাদি-পুরুষপর্য্যস্তানি ) নিখিলানি কারণানি ( কারণরূপেণ  
বিতর্কিতানি ) অধিষ্ঠিতি ( পরিচালয়তি ), [ তস্ত শক্তিমিত্যাশয়ঃ ] ॥১১৩॥

মূলানুবাদ । সেই সকল ব্রহ্মবাদী [ তর্ক দ্বারা মূল কারণ নিরূপণে  
অসমর্থ হইয়া ] ধ্যানস্থ হইলেন । সেই ধ্যানযোগের সাধায্যে স্বপ্রকাশ  
পরমাাত্মার স্বপুণাবৃত শক্তিকে কারণ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন । যে এক বস্তু  
( পরমাাত্মা ) কাল হইতে আত্মাপর্য্যস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ কারণসমূহকে পরিচালিত করেন,  
[ তাহার শক্তিকে দর্শন করিয়াছিলেন ॥ ১১৩ ॥

## দেবাত্মশক্তিঃ স্বগুণৈর্মিগূঢ়াম্ ।

শাক্তরভাষ্যম্ । এবং পক্ষান্তরাণি দ্বিরাঙ্কতা প্রমাণান্তরাগোচরে বস্তুনি  
প্রকাস্তরমপশ্চাত্তো ধ্যানযোগানুগমেন পরমমূল কারণং স্বয়মেব প্রতিপেদিরে—  
ইত্যাহ—তে ধ্যানযোগেতি । ধ্যানং নাম চিত্তৈক্যাগ্ৰাং, তদেব যোগঃ—  
যুক্ত্যতেহেনেনেতি ধ্যাতব্যস্বীকারোপাধঃ, তমহুগতাঃ সমাহিতা অপশ্চন্ দৃষ্টবন্তঃ  
দেবাত্মশক্তিমিতি । পূর্বোক্তমেব প্রশ্নসমুদায়পরিহাৰাণাং সূত্রম্ উত্তরত্র প্রত্যেকং  
প্রপঞ্চয়িষ্যতে । তত্রায়ং প্রশ্নসংগ্রহঃ—কিং ব্রহ্ম কারণং ? আহোশ্বিং কালাদি ?  
তথা কিং কারণং ব্রহ্ম ? আহোশ্বিং কার্য্যকারণবিলক্ষণম্ ? অথবা কারণং বা  
অকারণং বা ? কারণত্বেহপি কিমুপাদানম্ ? উত নিমিত্তম্ ? অথবোভয়কারণং ?  
ব্রহ্ম কিংলক্ষণং ? অকারণং বা ব্রহ্ম কিংলক্ষণমিতি । তত্রায়ং পরিহারঃ—ন  
কারণং, নাপ্যকারণং, ন চোভয়ং, নাপ্যুভয়ং, ন চ নিমিত্তং, ন চোপাদানং,  
ন চোভয়ম্ । এতদ্বক্তব্যং ভবতি—অদ্বিতীয়স্ত পরমাত্মনো ন স্বতঃ কারণত্বম্  
উপাদানত্বং নিমিত্তত্বঞ্চ । ১

ভাষ্যানুবাদ ।—তাহারা সম্ভাবিত পক্ষসমূহ এইরূপে খণ্ডন করিয়া অত্  
কোনও প্রশ্নের অবিষয়, অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি কোন প্রশ্নে যাহাকে জানিতে  
পারা যায় না, সেই মূল কারণ বস্তুটী জানিবার আর উপায়ান্তর না  
দেখিয়া ধ্যানযোগের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন । তখন তাহারা নিজেরাই  
মূল কারণ বুঝিতে পারিলেন, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—তে ধ্যান-  
যোগেতি ।

ধ্যান অর্থ চিত্তের একাগ্রতা ( একই বিষয়ে চিত্ত-প্রবণতা ), তাহাই যোগ  
অর্থাৎ পোষ বস্তু আয়ত্ত করিবার উপায় । যাগ দ্বারা চিত্তসংযোজন করা যায়,  
তাহাই যোগশব্দের অর্থ ; [ সূত্রায়ং ধ্যানও যোগমধ্যে পরিগণ্য ] । তাহারা সেই  
ধ্যানযোগের অনুগত—সমাহিত ( সমাধিযুক্ত ) হইয়া [ জগতের মূল কারণরূপে ]  
দেবাত্ম-শক্তিকে দর্শন করিলেন । পূর্বে কথিত প্রশ্ন-পরিহারের সূত্ররূপে যাহা  
উক্ত হইয়াছে, ইতঃপর তাহাই এক একটী করিয়া বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইবে ।  
সেই উক্তিগুলির সংক্ষেপার্থ এইরূপ—প্রথম প্রশ্ন—ব্রহ্মই কারণ অথবা কাল  
প্রভৃতি কারণ ? দ্বিতীয় প্রশ্ন—ব্রহ্ম কি কারণ ? না—কার্য্য-কারণভাব-  
রহিত ? তৃতীয় প্রশ্ন—ব্রহ্ম কি কারণ ? না—অকারণ ? চতুর্থ প্রশ্ন—কারণ  
হইলেও, উপাদান কারণ ? কিংবা নিমিত্ত কারণ ? অথবা উভয় কারণ ?  
পঞ্চম প্রশ্ন—ব্রহ্ম কারণ হইলেই বা তাহার লক্ষণ ( স্বরূপ ) কিরূপ ? আর  
অকারণ হইলেই বা তাহার লক্ষণ কিরূপ ? এই সকল প্রশ্নের পরিহার বা  
সমাধান এইরূপ—ব্রহ্ম কারণ নয়, অকারণও নয়, উভয়রূপও নয়, অনুভয়রূপও  
নয়, এবং তিনি নিমিত্ত নয়, উপাদানও নয়, অথবা উভয়াত্মকও নয় । এই  
কথা বলা হইতেছে যে, অদ্বিতীয় পরমাত্মার ( পর ব্রহ্মের ) স্বরূপতঃ কারণতা বা  
উপাদান-নিমিত্ততাব কিছুই নাই । ১ সে সমস্তই ঔপাধিক । ১

## যঃ কারণানি নিখিলানি তানি

যহুপাধিকমন্ত কারণত্বাদি, তদেব কারণং নিমিত্তমুপপাদ্য তদেব প্রযোজকং নিষ্কণ্ড দর্শয়তি—দেবায়ুশক্তিমিতি । দেবন্ত ত্যোতনাদিক্তন্ত মায়িনো মহেশ্বরন্ত পরমাত্মন আত্মভূতামস্বতন্ত্রাং—ন সাংখ্যপরিকল্পিতপ্রধানাদিবৎ পৃথগ্ভূতাং স্বতন্ত্রাং শক্তিং কারণমপশ্যন্ত । দর্শয়িষ্যতি চ—

“মায়ান্ত প্রকৃতিং বিজ্ঞান্মায়িনন্ত মহেশ্বরম্ ॥” ইতি

তথা ব্রাহ্মে—“এষা চতুর্বিংশতিভেদভিন্না মায়ী পরা প্রকৃতিস্তৎসমুখা ।”

• তথা চ— “ময়াধাক্ষেপ প্রকৃতিঃ সৃজতে সচরাচরং ।” ইতি

স্বপ্তৈঃ প্রকৃতিকার্যভূতৈঃ পৃথিব্যাদিভিঃচ নিগূঢ়াং সংবৃতাম্, কার্যাকাষেণ কারণাকারন্তাভিহৃত্যং কার্য্যং পৃথকস্বরূপেণোপলব্ধমুযোগ্যামিত্যর্থঃ । তথা চ প্রকৃতিকার্য্যং গুণানাং দর্শয়তি ব্যাসঃ—“সবৎ রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ” ইতি । কোহসৌ দেবঃ ? যন্তেষু বিশ্বজননী শক্তিরভ্যুপগমাতে ? ইত্যত্রাহ—যঃ কারণানীতি । যঃ কারণানি নিখিলানি তানি পূর্বোক্তানি কালায়ুক্তানি কালায়ুভ্যাং যুক্তানি কালপুরুষসংযুক্তানি স্বভাবাদিনি ‘কালঃ

যে উপাধিসহযোগে ব্রহ্মের কারণত্বাদি ঘটে, বস্তুতঃ তাহাই নিমিত্ত কারণ; একথা সমর্থনপূর্বক তাহারই প্রযোজকতা পৃথক্ করিয়া দেখাইতেছেন—“দেবায়ুশক্তিম্” ইত্যাদি । স্বপ্রকাশ ময়াধীশ্বর পরমেশ্বর পরমাত্মার আত্মভূতা—অস্বতন্ত্রা, কিন্তু সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত প্রধান বা প্রকৃতির ত্যায় স্বতন্ত্রা নহে, পরন্তু পরমেশ্বরের অধীনা শক্তিকে (মায়াকে) তাহার কারণরূপে দর্শন করিয়াছিলেন । [ এই দৃষ্টা শক্তি যে মায়ী, তাহা ] ‘মায়াকে প্রকৃতি (জগৎকারণ) বলিয়া জানিবে, এবং মায়ীকে (মায়ায়ুক্তকে) মহেশ্বর বলিয়া জানিবে’ এই বাক্যে প্রদর্শিত হইবে । ব্রহ্মপুর্বাণে কথিত আছে—“মহত্ত্ব প্রভৃতি চতুর্বিংশতি ভাগে বিভক্ত । এই মায়াই পরা প্রকৃতি ।” এং [ ভগবান্ ও বলিয়াছেন— ] ‘প্রকৃতি (মায়ী) আমার অধ্যাক্ষতায় (প্রেরণার ফলে) চরাচর সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকেন ।’ [ সেই শক্তিটী ] স্বপ্তে সত্ত্বরজস্তমোনাংমক স্বকীয় গুণে ও স্বীয় কার্য্য (প্রকৃতিজাত) পৃথিব্যাদি দ্বারা নিগূঢ়া অর্থাৎ আবৃত বা আচ্ছাদিতা । কারণমাত্রই স্বীয় কার্য্য দ্বারা আবৃত থাকে, কারণের আকারটী কার্য্যের আকারে লুক্কায়িত থাকে; সেই কারণে কার্য্যবস্ত হইতে কারণ বস্তুটিকে পৃথক্ করিয়া ধরিতে পারা যায় না । গুণসমূহ যে, প্রকৃতিজাত, তাহা বেদব্যাঙ্গ দেখাইয়াছেন—“সব্ধ, রজঃ ও তমোগুণ প্রকৃতি হইতে সম্ভূত” ইত্যাদি ।

[ পূর্বে যে ‘দেবায়ুশক্তি’ বলা হইয়াছে, ] এই দেবতাটী কে ? বাহার এই বিশ্ব-জননী শক্তি স্বীকার করা হইতেছে ? তদ্বত্তরে বলিতেছেন—“যঃ কারণানি” ইত্যাদি । যে এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা পূর্বোক্ত কালায়ুক্ত—কাল ও আত্মসং-কৃত অর্থাৎ কাল ও পুরুষসমন্বিত “কালঃ স্বভাবঃ” ইত্যাদি মন্ত্রোক্ত সমস্ত

স্বভাবঃ' ইতিমন্তোক্তাশ্চিহ্নিষ্ঠতি নিয়ময়তি একোহদ্বিতীয়ঃ পরমাশ্চা, তস্ত  
শক্তিং কারণমপশ্চম্ভিত্তি বাক্যার্থঃ । ২

অথবা দেবায়শক্তিং দেবতায়না ঈশ্বররূপেণাবস্থিতাং শক্তিং । তথা চ—

“সর্বভূতেষু সর্বাশ্বান্ যা শক্তিরপরা তব ।

গুণাশ্রয়া নমস্তস্তৈ শাস্ততায়ৈ পরেশ্বর ॥

যাহতীতাহগোচরা বাচাৎ মনসাং চাবিশেষণা ।

জ্ঞানদ্যানপরিচ্ছেত্তা তাং বন্দে দেবতাং পরাম্ ॥” ইতি

প্রপঞ্চয়িত্বাতি স্বভাবাদীনাং কারণভ্রমজ্ঞানশ্চৈব কারণত্বং “স্বভাবমেক  
কবয়ো বদন্তি” ইত্যাদি। “মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ ।” “একো ব্রহ্মো ন  
দ্বিতীয়োহবতস্তে ।” “একো বর্ণো বহুধা শক্তিয়োগাৎ” ইত্যাদি। স্বগুণৈরীশ্বরগুণৈঃ  
সর্বজ্ঞাদিভির্বিধা সদ্ভাদিভিনিগূঢ়াং কার্য্যকারণবিনিখুক্তপূর্ণানন্দাদ্বিতীয়ব্রহ্মাখ-  
নৈবানুপলভ্যমানাম্ । কোহসৌ দেবঃ ? যঃ কারণানীত্যাди পূর্ববৎ । অথবা  
দেবস্ত পরমেশ্বরত্বাত্মভূতাং তু জগদ্বদয়স্থিতিলয়হেতুভূতাং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাশ্চিক্কা  
শক্তিমিতি । তথাচোক্তম্—

“শক্তয়ো যস্ত দেবস্ত ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাশ্চিক্কাঃ ।” ইতি ।

“ব্রহ্মবিষ্ণুশিবা ব্রহ্মন্ প্রধানা ব্রহ্মণক্তয়ঃ ।” ইতি চ ।

স্বগুণৈঃ সত্ত্বরজস্তমোভিঃ । সত্ত্বেন বিষ্ণুঃ, রজগা ব্রহ্মা, তমসা মহেশ্বরঃ,

কারণের অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ ঐ সকল কারণকে যিনি যথানিয়মে পরিচালিত করেন,  
তঁাহার শক্তিকে দর্শন করিয়াছিলেন । ইহা হইল উক্ত বাক্যের প্রকৃত অর্থ । ২

উক্ত বাক্যের অর্থ প্রকার অর্থ এইরূপ—[ দেবায়শক্তিং— ] দেবাত্মা—  
প্রকাশময় আত্মা—পরমেশ্বর, তদ্রূপে অবস্থিতা শক্তিকে [ দর্শন করিলেন ] ।  
এ বিষয় প্রমাণ এই—‘হে সর্বাশ্বান্ ( সর্বায় ) পরমেশ্বর, তোমার যে, সর্বভূতে  
অবস্থিত গুণাশ্রিত অপরা শক্তি, সেই চিরন্তন শক্তির উদ্দেশে নমস্কার । যাহা  
বাক্যের অতীত, এবং মনের অগোচর, এবং জ্ঞান ও ধ্যানগম্য নির্বিশেষে  
পরাদেবতা, তাহাকে বন্দনা করি ।’ ইত্যাদি । আর স্বভাবাদি যে, কারণ  
নহে, অজ্ঞানই মূল কারণ, তাহা শ্রুতিই ‘কোন কোন কবি স্বভাবকে কারণ  
বলেন,’ ‘মায়ী ( পরমেশ্বর ) এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন,’ ‘এক ব্রহ্মই আছেন,  
দ্বিতীয়ের অপেক্ষা করেন না ।’ ‘এক বর্ণ [ যেমন ] শক্তিবলে অনেক বর্ণ  
সৃষ্টি করেন’ ইত্যাদি ইত্যাদি বাক্যে বিবৃত করিবেন । [ স্বগুণৈঃ ] ঈশ্বরীয়  
সর্বজ্ঞাদি সত্ত্বধর্ম দ্বারা নিগূঢ়া, অর্থাৎ কার্য্য-কারণ ভাব রহিত পূর্ণ আনন্দ-  
স্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপে যাহার উপলব্ধি হয় না, [ এমন শক্তিকে দর্শন  
করিয়াছিলেন ] । এই দেব কে ? [ উত্তর— ] যিনি কারণ সমূহকে ইত্যাদি ।  
ইহার অর্থ পূর্বানুরূপ । অথবা দেবশব্দবাচ্য পরমেশ্বরের আত্মভূতা এবং জগতের  
উৎপত্তি স্থিতি ও লয়ের হেতুভূতা ব্রহ্ম-বিষ্ণু শিবাশ্চিক্কা শক্তিকে ।—সেইরূপ  
উক্তিও আছে—‘ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব যে দেবের শক্তি ।’ হে ব্রহ্মান্, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও  
শিব যাহার শক্তি’ ইত্যাদি । স্বগুণ অর্থ—সদ্ভাদি গুণ, তন্মধ্যে সত্ত্বগুণে বিষ্ণু,  
বজ্রোণ্ডে ব্রহ্মা এবং তমোগুণে মহেশ্বর ( শিব ), ইহার। সদ্ভাদিগুণ সত্ত্ব

সম্বাদ্যপাদিসম্বন্ধাৎ স্বরূপেণ নিরূপাধিকপূর্ণানন্দাদ্বিতীয়ব্রহ্মাণ্মনৈবানুপলভ্যমানাঃ পরশ্চৈব ব্রহ্মণঃ সৃষ্টাদিকার্য্যং কূৰ্ব্বন্তোহবস্থাভেদমাশ্রিত্য—শক্তিতেদব্যবহারঃ, ন পুনস্তত্ত্বভেদমাশ্রিত্য । তথা চোক্তম্—

“সর্গস্থিতাস্ত্যকারিণীং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবায়িকাম্ ।

স সংজ্ঞাং যাতি ভগবানেক এব জনাৰ্দ্দিনঃ ॥”

ইতি প্রথমমীশ্বরাত্মনা মায়িক্রুপেণাবতিষ্ঠতে ব্রহ্ম । স পুনশ্চ ত্ত্বিক্রুপেণ ত্রিধা ব্যবতিষ্ঠতে । তেন চ রূপেণ সৃষ্টিস্থিতিসংহারনিয়মনাদি কার্য্যং কৰোতি । তথা চ শ্রুতিঃ পরম শক্তিদ্বারৈণ নিয়মনাদিকার্য্যং দর্শয়তি—“লোকানীশত ঈশনীতিঃ প্রত্যজ্ঞনাস্তিষ্ঠতি সৎকোপ, অন্তকালে সংসৃজ্য বিশ্বা ভূবনানি গোপাঃ” ইতি । ঈশনীভির্জননীতিঃ পরমশক্তিভিরিতি বিশেষণাৎ । “ব্রহ্মবিষ্ণু-শিবা ব্রহ্মন্ প্রধানা ব্রহ্মশক্তয়ঃ ।” ইতি স্মৃতেঃ পরমশক্তিভিরিতি পরদেবতানাং গ্রহণম্ । ৪

অথবা দেবাত্মশক্তিমিতি—দেবশ্চ আত্মা চ শক্তিঃ চ যন্ত পরম ব্রহ্মণোহবস্থা-ভেদাঃ, তাং প্রকৃতিপুরুষেশ্বরানাং স্বরূপভূতাং ব্রহ্মরূপেণাবস্থিতাং পরাংপরতরাং শক্তিং কারণমপশুন্নিতি । তথাচ ত্রয়াণাং স্বরূপভূতং প্রদর্শয়িষ্যতি—

বশতই উপলব্ধির বিষয় হন, কিন্তু স্বরূপতঃ উপাধিশূন্য পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপে উপলব্ধিগোচর হন না, না হইয়া পরব্রহ্মেরই করণীয় সৃষ্টি স্থিতি সংহার কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন । উক্ত প্রকার অবস্থাভেদেই ইহাদের ভেদব্যবহার, কিন্তু তত্ত্বভেদ ( বস্তুভেদ ) অনুসারে নহে । সেইরূপই উক্তি আছে—‘সেই একই ভগবান্ জনাৰ্দ্দিন সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয় কার্য্যে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন ।’ ব্রহ্ম প্রথমতঃ মায়াসম্বন্ধবশে ঈশ্বররূপে অবস্থান করেন । তিনিই পুনরায় মূর্তি ধারণ করিয়া তিন প্রকারে ( ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবরূপে ) অবস্থান করেন । সেই মূর্তিরূপে তিনি সৃষ্টি স্থিতি সংহার ও পরিচালনাদি কার্য্য করিয়া থাকেন । সেইরূপ শ্রুতিও—ব্রহ্মের শক্তি দ্বারা নিয়মনাদি ( পরিচালনাদি ) কার্য্য প্রদর্শন করিতেছে—‘পরমেশ্বর জননানুকূল পরাশক্তির সাহায্যে সমস্ত জগৎ শাসন করেন, রক্ষা করেন এবং অন্তকালে সংহার করেন,’ এখানে ঈশনী অর্থ—জয় হেতু পরমা শক্তি ; সেই শক্তি দ্বারা—বিশেষিত করায় [ বুঝা যায় যে, ব্রহ্মই শক্তি দ্বারা সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্য নিয়মিত করিয়া থাকেন ] ।

‘হে ব্রহ্মন্, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, ইহারা ব্রহ্মের প্রধান শক্তি’ এই স্মৃতি বাক্যানুসারে বুঝা যায় যে, শ্রুতিকথিত ‘পরমা শক্তি’ শব্দে পর দেবতার ( পরমাত্মারই ) গ্রহণ, [ অন্তের নহে ] । ৪

অথবা [ ‘দেবাত্মশক্তিং’ কথার অর্থ এইরূপ— ] দেব, আত্মা ও শক্তি যে পর ব্রহ্মের অবস্থাভেদ, প্রকৃতি পুরুষ ও ঈশ্বরের স্বরূপভূতা, অথচ ব্রহ্মরূপে অবস্থিতা পরাংপরতরা ( সর্বোত্তম ), সেই শক্তিকে কারণরূপে দর্শন করিয়াছিলেন । ব্রহ্ম যে, প্রকৃতি, পুরুষ ( আত্মা ) ও ঈশ্বর এই তিনের স্বরূপভূত, তাহা—



“ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ ।” “ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ” ইতি । স্বগুণৈব্রহ্মণরতঃ প্রকৃত্যাদিবিশেষণৈরুপাধিভিনিগূঢ়াং । তৎ চ দর্শয়িষ্যতি “একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ” ইতি । “তৎ হৃদংশং গূঢ়মমুপ্রবিষ্টম্ ।” “যো বেদ নিহিতং গুহ্যায়াম্ ।” “ইহৈব সন্তং ন বিজানন্তি দেবাঃ” ইতি শ্রুতাস্তরম্ । যঃ কারণানীতি পূর্ববৎ । ৫

অথবা দেবাত্মনো দ্বোতনাশ্রয়ঃ প্রকাশস্বরূপস্ত জ্যোতিষাং জ্যোতীকপস্ত প্রজ্ঞানবনস্বরূপস্ত পরমাত্মনো জগদ্রদয়স্থিতিলয়নিয়মনবিষয়াং শক্তিং সামর্থ্যমপশ্নয়িতি, স্বগুণৈঃ স্বাষ্টিভূতৈঃ সর্বজ্ঞসর্বশিত্বাদিভিন্নিগূঢ়াং তত্ত্ববিশেষরূপেণাবস্থিতত্বাং স্বরূপেণ শক্তিমাশ্রয়ণামুপলভ্যমানাম্ । তথা চ মানাস্তরবেত্তাং শক্তিং দর্শয়িষ্যতি—

“ন তস্ত কার্য্যং করণঞ্চ বিজ্ঞতে, ন তৎসমশ্চাত্ত্যধিকশ্চ দৃশ্যতে ।

পরাস্ত শক্তির্বিবিধৈব শ্রয়তে স্বাভাবিকৌ জ্ঞানবলক্রিয়া চ” ইতি ॥

সমানমত্বং । কারণং দেবাত্মশক্তিমিতি প্রশ্নে পরিহারে চ যে যে পক্ষভেদাঃ

ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরিতা, এই ত্রিতয়ায়ক পূর্বোক্ত ব্রহ্মকে মনন করিয়া, যখন এই তিনকে ব্রহ্মরূপে লাভ করে, ইত্যাদি বাক্যে প্রদর্শন করিবেন । [ এ পক্ষে ] স্বগুণৈঃ অর্থ—ব্রহ্ম-পরতন্ত্র প্রকৃতিপুঙ্খ প্রভৃতি উপাধি দ্বারা নিগূঢ়া । সেইরূপ প্রদর্শনও কারবেন । যথা—‘একই দেব ( ব্রহ্ম ) সর্বভূতে গূঢ় ( আবৃত আছে )’ ইতি । অত্র শ্রুতিও আছে ‘সর্বভূতে অনুশ্রুত হৃদয়-গুহ্যানিহিত ( প্রচ্ছন্ন ), অতএব হৃদংশং ( সহজ দৃশ্য নয়, এমন ) তাহাকে যিনি জানেন । এখানেই ( দেহেই ) বিজ্ঞমান ব্রহ্মকে দেবতাগণ জানেন না ।’ “যঃ কারণানি” ইহার অর্থ পূর্ববৎ । ৫

অথবা ( দেবাত্মশক্তি শব্দের অত্র প্রকার অর্থ প্রদর্শিত হইতেছে— ) ] দেব অর্থ প্রকাশমান, আত্মা অর্থ স্বরূপ, স্তূতরাং অর্থ হইতেছে যে, ] দেবাত্মা দ্বোতনাশ্রয় অর্থাৎ প্রকাশস্বরূপ, যিনি জ্যোতির জ্যোতিঃ প্রজ্ঞানবন পরমাত্মার সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় মিয়ামিকা শক্তি অর্থাৎ পরমাত্মার তাদৃশ সামর্থ্য দর্শন করিয়াছিলেন । স্বগুণসমষ্টি শক্তিময় পরমাত্মার সর্বজ্ঞত্ব সর্বনিয়ন্তৃত্বাদি বাষ্টি ধর্ম দ্বারা নিগূঢ়া, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ ভাবে প্রকটিত হওয়ায় শুদ্ধ শক্তিরূপে যাঁহার উপলব্ধি হয় না, [ সেই শক্তিকে ] । দেখ, পারমেশ্বর শক্তি যে একমাত্র শব্দগম্য, তাহা নিজেই প্রদর্শন করিবেন ? যথা—‘তাঁহার ( পরমাত্মার ) কার্য্য ( দেহ ), করণ ( ইন্দ্রিয় ) নাই, তাঁহার সমান বা অধিকও দেখা যায় না । তাঁহার নানাপ্রকার পরাশক্তি এবং স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানপ্রভাবের কার্য্য শ্রবণ-গোচর হয় মাত্র, অর্থাৎ শ্রবণ ভিন্ন অত্র কোনও প্রমাণে জানা যায় না ।’ এ পক্ষে অত্রাশ্রয় অংশের ব্যাখ্যা পূর্বের মত । ‘কারণ’ও ‘দেবাত্মশক্তি’ ঘটত প্রশ্ন ও পরিহার উপলক্ষে যতগুলি পক্ষ ( অর্থ ভেদ ) সম্ভাবিত হয়, সে সমস্তই সংক্ষেপে

কালান্নযুক্তান্নধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥ ১১৩ ॥

তমেকেনেমিং ত্রিবৃতং মোড়শান্তং •

শতাব্দীরং বিংশতিপ্রত্যরাভিঃ ।

অক্টকৈঃ ষড়্ভিক্ৰিশ্বরূপৈকপাশং

ত্রিমার্গভেদং দ্বিনিমিত্তৈকমোহম্ ॥ ১১৪ ॥

প্রদর্শিতান্তে সর্বৈ সংগৃহীতাঃ । উত্তরত্র সর্বেষাং প্রপঞ্চনাং, অপ্রত্যুতস্ত প্রপঞ্চনা-  
যোগাৎ প্রশ্নোত্তরদর্শনাচ্চ, সমাসব্যাসধারণশ্চ চ বিদ্বষামিষ্টত্বাৎ । তথাচোক্তম্  
“ইষ্টং হি বিদ্বষাং লোকে সমাসব্যাসধারণম্” ইতি । তথা চ প্রশ্নান্তরে সৰুৎশ্রুতশ্চ  
গোপামিতি পদশ্চ ব্যাখ্যাভেদঃ শ্রুতৈব প্রদর্শিতঃ—“অপশ্যং গোপামিত্যাহ ।  
‘প্রাণা বৈ গোপা ইতি । অপশ্যং গোপামিত্যাহ । অসৌ বা আদিত্যো গোপা  
ইতি ।” “অপ কস্মাদ্ভ্যতে পরং ব্রহ্ম” ইত্যারভ্য “বুংহতি বুংহয়তি তস্মাদ্ভ্যতে  
পরং ব্রহ্ম” ইতি সৰুৎশ্রুতশ্চ ব্রহ্মপদশ্চ নিমিত্তোপাদানরূপেণাখভেদঃ শ্রুতৈব  
দর্শিতঃ ॥ ১১৩ ॥

সংগ্রহ করা হইল। [এ সকল অর্থ কল্পপোল কল্পিত নহে, কারণ,]  
পরে এ সমস্ত কথাই বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে; অথচ অপ্রস্তাবিত বিষয়ের  
বিস্তৃতি বিধান যখন হইতেই পাঁরে না, [তখন বুঝিতে হইবে যে, উল্লিখিত  
পক্ষগুলি শ্রুতির অভিপ্রেত, আমাদের কল্পিত নহে] । ‘জগতে প্রতিপাদ্য  
বিষয়ের সংক্ষেপে ও বিস্তৃত ভাবে অবধারণ করা, অর্থাৎ প্রথমে সংক্ষেপে বলিয়া  
পরে তাহারই সবিস্তারে বর্ণনা করা বিদ্বান্ লোকদিগের অভিমত,’ এই উক্তি  
অনুসারে জানা যায় যে, সংক্ষেপ-বিস্তারে তত্ত্ব নির্ধারণ করা জ্ঞানিগণের অভি-  
প্রেত । অত্র শ্রুতিতেও এইরূপ আছে । সেখানে একবারমাত্র উক্ত একই  
‘গোপা’ কথার বহুপ্রকার অর্থ স্বয়ং শ্রুতিও প্রদর্শন করিয়াছেন । যথা—  
“অপশ্যং গোপামিত্যাহ”—এ কথার অর্থ একবার বলিলেন—“প্রাণা বৈ গোপা”  
প্রাণ সমূহই গোপা । পুনরায় “অবশ্যং গোপাং” এই কথারই অর্থ করিলেন—  
‘এই আদিত্যই গোপা’ ইতি । অত্র আবার “কস্মাদ্ভ্যতে ব্রহ্ম ইতি ?” এইরূপে  
আরম্ভ করিয়া বলিলেন—যেহেতু নিজে বুদ্ধি পান, এবং অপরের বুদ্ধি কারক,  
সেই হেতু ব্রহ্মকে ‘পর ব্রহ্ম’ সৰ্ব্বাপেক্ষা মহৎ বলা হইয়া থাকে ইতি । এখানেও  
শ্রুতি নিজেই একবার মাত্র শ্রুত ‘ব্রহ্ম’ শব্দের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান  
কারণরূপে অর্থভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন । [এখানে বুদ্ধি পান (বুংহতি) পক্ষে  
নিমিত্ত কারণ, আর বুদ্ধি করান (বুংহয়তি) পক্ষে উপাদান কারণ বলা  
হইয়াছে] ॥ ১ । ৩ ॥



রূপত্বং, অমায়িকেন সত্যজ্ঞানানন্দাদ্বিতীয়রূপত্বক সমাসেন ঐত্যর্থাত্ম্যমভিহিতম্ । ইদানীং তমেব সৰ্ব্বাঙ্গানং দর্শয়তি কার্যাকারণয়োঃনত্বপ্রতিপাদনেন । “বাচ্যরন্তগং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্” ইতি নির্দর্শনেনাদ্বিতীয়া-পূর্বানপর-নেতিনেত্যাত্মকবাগগোচরাশনায়াত্মসংশ্লিষ্টপ্রত্যক্ষমিতভেদ-চিৎসদানন্দ-ব্রহ্মাত্মং প্রদর্শয়িতুমনাঃ প্রকৃত্যেব প্রপঞ্চভ্রাস্ত্রামবস্থাং প্রাপ্তস্য পরব্রহ্মণ ঈশ্বর-অনঃ সৰ্ব্বজ্ঞত্বাপহতপাপাদিক্রপেণ দেবতাত্মনা ব্রহ্মাদিক্রপেণ কার্যাদিক্রপেণ বৈশ্বানরাদিক্রপেণ চ মোক্ষোপেক্ষিতশুদ্ধার্থাং “স যদি পিতৃলোককামঃ” ইতি বিবৈশ্বর্যার্থার্থং “মাং বা নিত্যং শকরং বা প্রয়াতি ।” ইত্যাদি দেবতা-সাম্যজ্ঞাপ্রাপ্তার্থাং বৈশ্বানরপ্রাপ্তার্থাৎকোপাসনার্থামশেষলৌকিকবৈদিককৰ্ম্মপ্রসিদ্ধিং দর্শয়তি চ । যদি কার্যাকারণরূপেণ স্বরূপেণ চিৎসদানন্দাদ্বিতীয়ব্রহ্মাত্মনা চ ব্যব-স্থিতং ন ত্রাং, তদা ভোগ্যভোকৃনিয়ন্ত্রভাবে সংসার-মোক্ষয়োঃরতাব এব ত্রাং ।

ভাস্ক্যানুবাদ :—প্রথম মন্ত্রোক্ত “দেবায়শক্তিং” ও “যঃ কারণানি নিখিলানি কালাত্মনা যুক্তানি অধিষ্ঠিত্তি একঃ” এই দুইটা প্রতিবাক্যের যথোক্ত প্রকার ব্যাখ্যা দ্বারা সংক্ষেপতঃ বলা হইল যে, এক অদ্বিতীয় পরমাত্মাই স্বরূপে (চৈতন্যরূপে) নিমিত্ত কারণ, এবং শক্তিরূপে (মায়াপ্রাধাত্তে) উপাদান কারণ । তিনিই আবার মায়িকরূপে (মায়্যা দ্বারা উপহিত ভাবে) ঈশ্বর, দেবতা ও সৰ্ব্বজ্ঞত্বাদি শব্দবাচ্য হন, আর অমায়িকরূপে (মায়্যাসম্বন্ধশূন্য শুদ্ধ চৈতন্যরূপে) এক অদ্বিতীয় সত্য জ্ঞান আনন্দরূপে প্রতিভাত হন । এখন কার্য ও কারণের অনন্তত্ব বা অভিন্নত্ব প্রতিপাদন দ্বারা সেই পরমাত্মারই সৰ্ব্বাঙ্গতাব প্রদর্শন করিতেছেন । ‘বিকার (কার্য বস্তু) ঘটপটাদি কেবল বাক্যারক্ক নামমাত্র, মৃত্তিকাই সত্য’ এই উক্তম উদাহরণ দ্বারা সমর্থিত যে, পর ব্রহ্মের অদ্বিতীয় (দ্বিতীয়বহিত—এক), কার্য-কারণতাবশূন্য ‘নেতি নেতি’ রূপে সৰ্ব্বনিষেধাত্মক, এবং বাক্যের অগোচর, ক্ষুধাতৃষ্ণাবিবর্জিত, সৰ্ব্বপ্রকার ভেদবহিত সংচিৎ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মাত্মতাব (ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ), তাহা প্রতিপাদন করিতে অভিলাষী হইয়া—প্রকৃতি দ্বারা ভ্রান্তিময় অবস্থা প্রাপ্ত পরব্রহ্মের উপাসনার জন্ত যত প্রকার লৌকিক ও বৈদিক কৰ্ম্মপদ্ধতি প্রসিদ্ধ আছে, তাহা প্রদর্শন করিতেছেন । বিশেষ এই যে, মোক্ষোপযোগী চিন্তাশুদ্ধির জন্ত তাহাকে সৰ্ব্বজ্ঞত্ব নিষ্পাপত্বাদিশুণ্ণশূন্য ঈশ্বর ভাবে, নানাবিধ ঐশ্বর্য্য (ভোগসম্পদ) পাইবার উদ্দেশ্যে তাহাকে দেবতাভাবে ব্রহ্মারূপে কিংবা ইন্দ্রচন্দ্রাদিরূপে, অথবা ‘আমাকে বা শকরকে প্রাপ্ত হয়’ ইত্যাদি প্রমাণাত্মসারে দেবতার সহিত সাম্যজ্ঞাপ্রাপ্তির আশায়, অথবা বৈশ্বানরত্ব লাভের জন্ত বৈশ্বানররূপে তাহার উপাসনা করিয়া থাকে । পরমাত্মা কার্যাকারে অবস্থানকালেও যদি স্বরূপে—অদ্বিতীয় সংচিৎ আনন্দ ব্রহ্মভাবে বিদ্যমান না থাকে, তাহা হইলে ভোকৃভোগ্যতাবের অভাব হয়, অর্থাৎ

অধিকারিণোহ ভাবেন সাধনভূতস্ত প্রপঞ্চস্তাভাবাৎ । তৎরূপদাতৃশেষস্তরস্তাভাবাৎ ।  
তথা সংসারাদিভূতমীশ্বরং দর্শয়তি—সংসারমোক্ষস্থিতবন্ধহেতুরিতি । তথা চ  
সংসারমোক্ষয়োঁরভাব এব স্তাৎ, তৎসিদ্ধার্থং প্রপঞ্চাদ্যবস্থানং দর্শয়তি—

“একং পাদং নোৎক্ষিপতি সলিলাদ্ধংস উচ্যত্ন ।

স চেদবিন্দদানন্দং ন সত্যং নানৃত্যং ভবেৎ ॥”

সনৎসৃজাতেহপি “একং পাদং নোৎক্ষিপতি”—ইত্যাদি । তথা চ শ্রুতিঃ  
“পাদোহস্ত বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্তামৃতং দিবি” ইতি । ১

তত্র প্রথমেন মস্ত্রেণ সর্স্বাস্থানং ব্রহ্মচক্রং দর্শয়তি, দ্বিতীয়েন নদীরূপেণ ।  
তমেকেতি । য একঃ কারণানি নিখিলানি অধিষ্ঠিত্তি, তমেকেনেমি—যোনিঃ  
কারণম্ অব্যাকৃতাকাশং পরমব্যোম মায়া প্রকৃতিঃ শক্তিঃ তমোহবিদ্যা ছায়া  
অজ্ঞানং অনৃত্যং অব্যক্তমিত্যেবমাদিশকৈরভিন্নপ্যমানা একা কারণাবস্থা নেমিরিব

কে কোন বিষয় ভোগ করিবে, ইহার নিয়ামক থাকে না, নিয়ামক  
না থাকিলে সংসার ও মুক্তি উভয়েরই অভাব হইতে পারে । আর  
অধিকারের নিয়ম না থাকায় অধিকারীরও অভাব হইতে পারে । অধিকারীর  
অভাবে সাধন জগতেরও বিলোপ চইবার সম্ভাবনা ; কারণ, সাধনোচিত  
ফলদাতা ঈশ্বরের অভাবে, কে সে ফলের ব্যবস্থা করিবে ? ঈশ্বরই  
যে, সংসারাদি লাভের হেতু, তাহা ‘ঈশ্বরই সংসার, মোক্ষ, স্থিতি ও বন্ধের  
হেতু’ এই শাস্ত্রবাক্য প্রদর্শন করিতেছে । ঈশ্বরের অভাবে সংসার ও মোক্ষ  
উভয়েরই অভাব হইতে পারে । সংসার ও মোক্ষ সিদ্ধির জন্তই জগৎপ্রপঞ্চের  
স্থিতি, তাহা নিয়লিখিত বাক্যও প্রদর্শন করিতেছে—‘হংস যখন জল হইতে  
উড্ডয়ন করে, তখন একটা মাত্র চরণ উপরে উঠায় না, অর্থাৎ উভয় পা-ই  
উৎপেক্ষণ করে, এইরূপ সেই সাধক যদি আনন্দ লাভ করে, অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ  
প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার সত্য মিথ্যা দুই থাকে না ।’ সনৎসৃজাত পর্কেও  
“একং পাদং নোৎক্ষিপতি” ইত্যাদি বচনটা পঠিত আছে । সেইরূপ শ্রুতিও  
আছে—‘তাহার ( ব্রহ্মের ) একপাদ হইতেছে এই বিশ্বপ্রপঞ্চ, আর তাহার  
তিন পাদ ( অংশ ) অমৃতময় স্বপ্রকাশরূপে রহিয়াছে, অর্থাৎ জগতের বাহিরে  
আছে’ । ১

পরবর্তী দুইটা মস্ত্রে মধ্য প্রথম মস্ত্রে সর্স্বাস্থক ব্রহ্মচক্ররূপে ( ব্রহ্মাণ্ডচক্র-  
রূপে ), আর দ্বিতীয় মস্ত্রে তাহাকেই নদীরূপে প্রদর্শন করিতেছেন—“তম্  
একেনেমি” ইত্যাদি । যে এক পরমাত্মা সমস্ত কারণের অধিষ্ঠাতা, তিনিই  
একেনেমি । যোনি, কারণ, অব্যাকৃত, আকাশ, পরম ব্যোম, মায়া, প্রকৃতি,  
শক্তি, তমঃ অবিজ্ঞা, ছায়া, অজ্ঞান, অনৃত্য ও অব্যক্ত ইত্যাদি শব্দে যাহার উল্লেখ  
করা হয়, তাহাই জগতের কারণাবস্থা বা বীজভাবাপন্ন তাহাই একেনেমি—( রথ-

নেমিঃ সৰ্বাধারো যন্তাধিষ্ঠাতুরদ্বিতীয়স্ত পরমাত্মনঃ, তমেকনেমিঃ । ত্রিবৃতং—  
ত্রিভিঃ সম্বরজন্তুমোভিঃ প্রকৃতিগুণৈবৃতম্ । ষোড়শকো বিকারঃ পঞ্চ ভূতাত্মেকা-  
দশেদ্রিয়াণি অস্তেহবসানং বিস্তারসমাপ্তিস্থান্নানঃ, তং ষোড়শান্তম্ । অথবা  
প্রশ্নোপনিষদি “যস্মিন্নেতাঃ ষোড়শকলাঃ প্রভবন্তি” ইত্যারভ্য “স প্রাণাৎ শ্রদ্ধাম্”  
ইত্যাদিনা প্রোক্তা নামান্তাঃ ষোড়শকলা অবসানং যন্তেতি । অথবা একনেমি-  
মিতি কারণভূতাব্যাকৃতাবস্থাহতিহিতা । তৎকার্য্যসমষ্টিভূতবিরাট্‌সুত্রদ্বয়ং, তদ্ব্যষ্টি-  
ভূত-ভূবাদিচতুর্দশভূবনানি অস্তেহবসানঃ যন্ত প্রপঞ্চাত্মনামবস্থিতস্ত, তং  
ষোড়শান্তম্ । শতাক্ষারং—পঞ্চাশৎ প্রত্যয়ভেদা বিপর্য্যায়শক্তিভূষ্টিসিদ্ধ্যাখ্যা অরা  
ইব যন্ত, তং শতাক্ষারম্ । ২

চক্রের প্রান্তভাগ(নেমি) নেমির গ্রায় সকলের আশ্রয়স্বরূপ যাহার—যে অদ্বিতীয়  
অধিষ্ঠাতা (পরিচালক) পরমাত্মার, তিনিই একনেমি । ত্রিবৃতং—প্রকৃতির  
সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণের দ্বারা আবৃত (দর্শনের অযোগ্য) ।  
ষোড়শান্তম্—পঞ্চভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়, এই ষোড়শ প্রকার প্রাকৃতিক বস্তু যে  
পরমাত্মার অন্ত—অবসান অর্থাৎ বিস্তারের পরিসমাপ্তিস্থান, তিনি ষোড়শান্ত ।  
অথবা ‘যাহাতে এই ষোড়শ কলা প্রতিষ্ঠা লাভ করে’ এই হইতে আরম্ভ করিয়া  
‘তিনি প্রাণ সৃষ্টি করিলেন, প্রাণ হইতে শ্রদ্ধা সৃষ্টি করিলেন’ ইত্যাদিরূপে  
প্রশ্নোপনিষদে উক্ত প্রাণ হইতে নামপর্য্যন্ত ষোড়শ কলা (৪) । যাহার অন্ত—অব-  
সান-স্থান, [তিনি ষোড়শাৎ] । অথবা এখানে ‘একনেমি’ কথায় জগতের মূলকারণ  
অব্যাক্তাবস্থা অভিহিত হইয়াছে । অব্যাক্তাবস্থা অব্যাকৃতাবস্থা ও বীজাবস্থা একই  
অর্থ । অব্যাকৃত বীজাবস্থা হইতে উৎপন্ন—তাহারই ব্যাক্তাবস্থা—সমষ্টিভূত বিরাট  
ও সূত্রাত্মা এই দুই, এবং ইহারই ব্যষ্টিভূত পৃথিব্যাदि চতুর্দশ ভূবন, প্রপঞ্চরূপে  
বিদ্যমান এই সমস্ত যে-পরমাত্মার অন্ত—অবসান, তিনি ষোড়শান্ত ।

শতাক্ষারং—বিপর্য্যায়, অশক্তি, ভূষ্টি ও সিদ্ধি নামক পঞ্চাশটী ( শতের অর্দ্ধ )  
প্রত্যয়ভেদ ( বিভিন্নপ্রকার জ্ঞান ) আরের গ্রায় যাহার, তিনি শতাক্ষার ।  
[রণচক্রের শলাকার নাম ‘অর’] । [পঞ্চাশ প্রকার প্রত্যয়ভেদ যথা—]  
বিপর্য্যায় জ্ঞান পাঁচ প্রকার—তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র, ও অন্ধতামিস্র ।  
অষ্টাবিংশতি রকম অশক্তি, নয় প্রকার ভূষ্টি, আট প্রকার সিদ্ধি, এ সকলের  
সমষ্টিতে প্রত্যয়ভেদ বা বুদ্ধিবিভাগ পঞ্চাশ প্রকার । ২

( ৪ ) প্রশ্নোপনিষদে ষষ্ঠ প্রশ্নে ষোড়শ কলার কথা আছে । সেখানে—  
প্রাণ, শ্রদ্ধা, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মনঃ, অন্ন ( ভোগ্য  
বস্তু ), বীজ, তপস্তা, মন্ত্র, কর্ম ( যজ্ঞাদি ), লোক ( স্বর্গলোক প্রভৃতি ), ও নাম  
এই ষোড়শ প্রকার বস্তুর ‘কলা’ নামে অভিহিত করা হইয়াছে । ‘কলা’ অর্থ—  
কং—ব্রহ্ম লীয়তে আচ্ছাদিতে যয়া, সা কলা । কং—ব্রহ্ম, যাহা দ্বারা লীন  
( আচ্ছাদিত হয় ) তাহার নাম কলা ।

পঞ্চ বিপর্যয়ভেদাঃ—তমো মোহো মহামোহস্তামিশ্রো হৃদ্যতামিশ্র ইতি ।  
 অশক্তিরষ্টাবিংশতিধা তুষ্টির্বধা । অষ্টধা সিদ্ধিঃ । এতে পঞ্চাশৎ প্রত্যয়ভেদাঃ ।  
 তত্র তমসো । ভেদোহষ্টবিধঃ । অষ্টম প্রকৃতিধনাত্ম্যু আত্মপ্রতিপত্তিবিষয়-  
 ভেদেনাষ্টবিধত্বপ্রতিপত্তেঃ । মোহস্ত চাষ্টবিধো ভেদঃ । অনিমাশক্তিশ্রোহঃ ।  
 দশবিধো মহামোহঃ । দৃষ্টান্তশ্রবিকশকাদিবিষয়েষু পঞ্চম পঞ্চম অভিনিবেশো  
 মহামোহঃ । দৃষ্টান্তশ্রবিকভেদেন তেষাং দশবিধত্বম্ । তামিশ্রোহষ্টাদশবিধঃ ।  
 দৃষ্টান্তশ্রবিকেষু দশম বিষয়েষষ্টবিধৈর্দৈবৈর্দৈবৈঃ প্রযতমানস্ত তদসিদ্ধৌ যঃ ক্রোধঃ,  
 স তামিশ্রোহ্ভবীয়তে । অন্ধতামিশ্রোহপাষ্টাদশবিধঃ । অষ্টবিধৈবৈবৈ দশম  
 বিষয়েষু ভোগ্যভেনোপস্থিতেষু অর্দ্ধভুক্তেষু মৃত্যুনা হ্রিয়মাণস্ত যঃ শোকো জায়তে—  
 মহতা ক্রেশেনৈতে প্রাপ্তাঃ, ন চৈতে ময়োপভুক্তাঃ, প্রত্যাসন্নশচায়ং মরণকাল ইতি,

পূর্বোক্ত-তমঃ আবার আট প্রকার । অনাত্মা ( জড় ) প্রকৃতি আট ভাগে  
 বিভক্ত, সেই অনাত্মা আট প্রকার প্রকৃতিতে লোকের আত্মবুদ্ধি হইয়া থাকে,  
 [ ইহা তমঃ ভ্রমঃ ] । তমের বিষয় আট প্রকার হওয়ার মোহকেও আট প্রকার  
 ধরা হয় । মোহও আট প্রকার । অনিমা প্রভৃতি ঐশ্বর্য আট প্রকার, স্তূতরাং  
 তজ্জনিত মোহও আট প্রকার ( ৫ ) । মহামোহ দশ প্রকার । কারণ, ঐহিক  
 ও পারলৌকিক যে, দশ প্রকার শব্দাদি বিষয়, তদ্বিষয়ে যে, অভিনিবেশ  
 ( আসক্তিবিশেষ ), বিষয়-ভেদানুসারে তাহাও দশ প্রকার । তামিশ্র অষ্টাদশ  
 প্রকার । কেন না, অনিমাশ্রি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য দ্বারা দৃষ্ট ও আত্মশ্রবিক অর্থাৎ  
 ঐহিক ও পারলৌকিক শব্দাদি দশ প্রকার বিষয় আয়ত্ত করিতে যত্নবীল ব্যক্তির  
 সিদ্ধি লাভে বাধা ঘটিলেই ক্রোধের সঞ্চার হয়, সেই ক্রোধই তামিশ্র নামে কথিত  
 হইয়া থাকে । অন্ধতামিশ্রও অষ্টাদশ প্রকার । অষ্ট প্রকার ঐশ্বর্য ও দশ  
 প্রকার বিষয় ( শব্দাদি ভোগ্যরূপে উপস্থিত হইবার পর পর, কিংবা অর্দ্ধভুক্ত  
 অবস্থায় কোন ব্যক্তি যদি মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবার মত হয়, তাহা হইলে ঐ  
 ব্যক্তির হৃদয়ে যে, শোক উপস্থিত হয়—আমি বহু ক্রেশে এই সকল বিষয় প্রাপ্ত  
 হইয়াছি, অথচ এ সকল বিষয় আমি ভোগ করিতে পারিলাম না, আমার মরণ

( ৫ ) অনিমাশ্রি অষ্ট ঐশ্বর্য এই—

“অনিমা লম্বিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা ।

ঈশিত্বং চ বশিত্বং চ যত্র কামাবসারিতা ॥”

অনিমা অর্থ—পরমাণুর স্থায় সূক্ষ্ম হওয়া । লম্বিমা—তুলার মত লঘু হওয়া ।  
 প্রাপ্তি—হস্ত দ্বারা চন্দ্রমণ্ডল স্পর্শ করিতে পারা । প্রাকাম্য—ইচ্ছার ব্যাঘাত  
 না হওয়া । মহিমা—পর্বতের স্থায় মহত্ব লাভ করা । ঈশিত্ব—প্রভুত্ব । বশিত্ব—  
 সকলকে বশে রাখিতে পারা । যত্র কামাবসারিতা—কোন প্রকারেও ইহার ব্যাঘাত  
 না হওয়া ।

সোহঙ্কতামিস্র ইত্যাচ্যতে । বিপর্যয়ভেদা ব্যাখ্যাতাঃ । অশক্তিরষ্টাবিংশতিধোচ্যতে । একাদশেঞ্জিরাণাং অশক্তয়ঃ মুকত্ববধিরত্বপ্রভৃতয়ো বাহ্যঃ । অন্তঃকরণস্থ পুরুষার্থযোগ্যতাত্ত্বানাং বিপর্যয়েধ নবধা অশক্তিঃ । দ্বিকীনাং 'বিপর্যয়েণাষ্টধা অশক্তিঃ । ৩

তুষ্টিবধা । প্রকৃত্যুপাদানকালভাগ্যাখ্যাশ্চতস্রঃ, বিষয়োপরমাং পঞ্চ । কশ্চিৎ প্রকৃতিপরিজ্ঞানাং কৃতার্থোহস্মীতি মন্বতে । অতঃ পুনঃ পারিত্রাজ্য-লিঙ্গং গৃহীত্বা কৃতার্থোহস্মীতি মন্বতে । অপরঃ পুনঃ প্রকৃতিপরিজ্ঞানেন কিং? আশ্রমাদ্যুপাদানেন বা কিং? বহুনা কালেনাবশ্যং মুক্তির্ভবতীতি মন্বা পরিতুষ্পতি । কশ্চিৎ পুনশ্চত্বতে—বিনা ভাগ্যেন ন কিঞ্চিদপি প্রাপ্যতে, যদি মমাস্তি ভাগ্যং, ততো ভবত্যেবাত্ৰৈব মোক্ষ ইতি পরিতুষ্পতি । বিষয়াণাম্ অর্জনমশক্যমিতি উপরম্য তুষ্পতি । শক্যতে দ্রষ্টুমার্জিতুমর্জিতস্ত রক্ষণমশক্য-

কাল নিকটবর্তী, এইরূপে যে, পরিদেবনা, তাহার নাম অঙ্কতামিস্র । এই পর্য্যন্ত বিপর্যয়ভেদ ব্যাখ্যাত হইল । এখন আটাদশ প্রকার অশক্তিভেদ প্রদর্শিত হইতেছে—[ অশক্তি দুই প্রকার—বাহ্য ও অন্তর, [ তন্মধ্যে ] পঞ্চ কর্ষোল্লিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন, এই একাদশ ইন্দ্রিয়ের যে, মুকত্ব, বধিরত্ব ও অন্ধত্ব প্রভৃতি অশক্তি, তাহা বাহ্য, আর অন্তঃকরণের যে, পুরুষার্থ লাভের ( ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রাপ্তির ) যোগ্যতারূপ তুষ্টি, তাহার বৈপরীত্যে অন্তর অশক্তি নয় প্রকার । আবার দ্বিকির বৈপরীত্যেও অশক্তি আট প্রকার [ সমষ্টিতে অশক্তি—২৮ ] । ৩

তুষ্টি নয় প্রকার—প্রকৃতি, উপাদান, কাল ও ভাগ্য, এই চারি প্রকার, আর বিষয়ের ভোগনিবৃত্তিতে পাঁচ প্রকার । যথা—১। কেহ মনে করে—প্রকৃতি-তত্ত্ব যখন জানিয়াছি, তখন আমি কৃতার্থ হইয়াছি, আমার আর কিছুই করণীয় নাই । [ ইহা প্রকৃতিনামক তুষ্টি ] ; ২। অন্ত্রে আবার সন্ন্যাস-চিহ্ন ( দণ্ড কমণ্ডলু প্রভৃতি ) গ্রহণ করিয়াই, আমি কৃতার্থ হইয়াছি বলিয়া মনে করে । ইহা উপাদাননামক তুষ্টি । ৩। অপরে আবার মনে করে—প্রকৃতি-তত্ত্ব জানিলেই বা কি হবে, আর আশ্রমাদি ( সন্ন্যাসাদি ) গ্রহণেই বা কি হবে, কাল পূর্ণ হইলে অবশ্যই মুক্তি হইবে, ইহা মনে করিয়া কেহ কেহ পরিতুষ্ট থাকে । ইহা কালনামক তুষ্টি । ৪। কেহ মনে করে—ভাগ্য দ্ব্যতীত কিছুই পাওয়া যায় না, যদি ভাগ্যে থাকে, তবে আমার ইহ জন্মেই মুক্তি হইবে । ইহা ভাবিয়াই তুষ্ট থাকে । [ ইহা ভাগ্যনামক তুষ্টি ] । অভিমত বিষয় উপার্জন করা বড় দুষ্কর, এই মনে করিয়া কেহ বিরত হইয়া সমস্ত থাকে । কেহ বা বিষয় অর্জন করা ও পর্য্যবেক্ষণ করা সম্ভবপর হইলেও উহা রক্ষা করা দুষ্কর, এই মনে করিয়া বিষয় পরিত্যাগপূর্বক পরিতুষ্ট



মিতি উপরম্য পরিতুষ্টতি। সাতিশয়তাদিদোষদর্শনেনোপরম্যাপরম্ভত্বম্ভতি।

বিষয়াঃ সূত্ররামেবাভিলাষং জনয়ন্তি, ন চ তত্তোগাভ্যাসে তৃপ্তিরূপজায়তে।

“ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।

হবিষা কৃষ্ণবস্ত্রে ব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥” ইতি।

তদ্বাদলমেনে ন পুনঃপুনরসন্তোষকারণেনোপভোগেন, ইত্যেবং সঙ্গদোষদর্শনাহপরম্য কশ্চিং তুষ্টতি। নানুপহত্যা ভূতান্যাপভোগঃ সম্ভবতি। ভূতোপঘাতভোগাচ্চাধন্যঃ। অধর্ম্মাররকাদিপ্রাপ্তিরিতি হিংসাদোষদর্শনাং কশ্চিৎপরম্য তুষ্টতি। প্রকৃত্যাদানকালভাগ্যাশ্চংসঃ, বিষয়ানামার্জনরক্ষণবিষয়দোষসঙ্গহিংসাদোষাং পঞ্চ তুষ্টয়ঃ, ইতি নব তুষ্টয়া ব্যাখ্যাতে। ৪

সিদ্ধয়োহভিধীয়ন্তে—উঃ শব্দোহধ্যয়নমিতি তিস্রঃ সিদ্ধিঃ। দুঃখবিঘাতাশ্চত্বঃ। সুহৃৎপ্রাপ্তির্দানমিতি সিদ্ধিদ্বয়ম্। উঃ—তত্ত্বং জিজ্ঞাসমানস্ত উপদেশমস্তুরেণ জন্মাস্তরসংস্কারবশাৎ প্রকৃত্যাদিবিষয়ং জ্ঞানমুৎপত্ততে, সেয়মূহো নাম প্রথমা সিদ্ধিঃ। শব্দো নাম অভ্যাসমস্তুরেণ শ্রবণমাত্রাদ্ যজ্ঞজ্ঞানমুৎপত্ততে, সা দ্বিতীয়া সিদ্ধিঃ। অধ্যয়নং নাম শাস্ত্রাভ্যাসাদ্ যজ্ঞজ্ঞানমুৎপত্ততে, সা ত্রয়ী। অপরে আবার বিষয়ভোগে সাতিশয়ত্ব দোষ ( নানাধিক্য দোষ ) দর্শন করিয়া, তাহা হইতে বিরত হইয়া পরিতোষ লাভ করে। কেহ কেহ বা, বিষয় সকল কেবলই ভোগপিপাসা বৃদ্ধি করে, পুনঃ পুনঃ বিষয়ভোগেও তৃপ্তি জন্মে না; কেন না—‘কাম্য বিষয় সংভোগে কখনও কাম ( ভোগতৃষ্ণা ) প্রশমিত হয় না, বরং যত সংযোগে অগ্নির তায় [ বিষয় ভোগে কামনা ] আরও অধিক বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।’ অতএব বারংবার অসন্তোষজনক বিষয়ভোগে প্রয়োজন নাই—এইরূপে আসক্তি দোষ দর্শনের ফলে বিষয়বিরতি মাত্রে সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। কেহ আবার, কোন ভূতের ( প্রাণীর ) পীড়া না দিয়া উপভোগ সম্ভব হয় না; প্রাণি পীড়নপূর্ব্বক ভোগে অধর্ম্ম হয়, অধর্ম্মে নরক প্রাপ্তি ঘটে, এই ভাবে হিংসাদোষ দর্শন করত কেহ কেহ ভোগ হইতে বিরত হইয়া সন্তোষ লাভ করে। প্রকৃতি, উপাদান, কাল ও ভাগ্যানামক পূর্ব্বোক্ত চার, আর বিষয়ের অর্জ্জনে, রক্ষণে, বিষয়-দোষ-দর্শনে, সঙ্গ ও ভূত হিংসার দোষ দর্শনের ফলে পাঁচ, সমষ্টিতে নয় পকার তৃপ্তি ব্যাখ্যাত হইল। ৪

এখন সিদ্ধি বলা হইতেছে—উহ, শব্দ ও অধ্যয়ন এই তিন, দুঃখবিঘাত অর্থাৎ ত্রিবিধ দুঃখের হানি তিন, এবং সুহৃৎপ্রাপ্তি ও দান এই দুই, [ সমষ্টিতে আট প্রকার সিদ্ধি ]। তন্মধ্যে উহ—তত্ত্বজিজ্ঞাস ব্যক্তির যে, গুরুপদেশ ব্যতিরেকেও জন্মান্তরবীণ সংস্কার বশে প্রকৃতিপ্রভৃতি বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে, তাহা উহনামক প্রথম সিদ্ধি। শব্দ অর্থ—বিনা অভ্যাসেও—পুনঃ পুনঃ অনুশীলন ব্যতিরেকেও কেবল শব্দশ্রবণমাত্রে যে, জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাহা শব্দনামক দ্বিতীয় সিদ্ধি। অধ্যয়ন অর্থ শাস্ত্রানুশীলনের ফলে যে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়,

তৃতীয়া সিদ্ধিঃ। আধ্যাত্মিকত্বাধিভৌতিকত্বাধিদৈবিকত্ব ত্রিবিধদ্রুত্বং ব্রূদামাং  
শীতোষ্ণাদিজ-দ্রুত্বং দহিষ্ণোত্তিতিক্ষোৰ্ণজ্জ্ঞানমুৎপত্ততে, তত্শাধ্যাত্মিকাদিভেদাৎ  
সিদ্ধৈবৈবিধ্যম্। সূহৃদং প্রাপ্য যঃ সিদ্ধিচ্ছানন্ত, সা সূহৃৎপ্রাপ্তিরাম সিদ্ধিঃ।  
আচার্য্য-হিতবস্ত্রপ্রদানেন বা সিদ্ধির্নিদ্যায়াঃ, সা দানং নাম সিদ্ধিঃ। এবমষ্টবিধা  
সিদ্ধিৰ্ব্যাখ্যাতা। এবং বিপর্যয়াশক্তি তুষ্টিসিদ্ধ্যাখ্যাঃ পঞ্চাশৎ প্রত্যয়ভেদা  
ব্যাখ্যাতাঃ। এবং ব্রাহ্মপুৰাণে কল্পোপনিষদ্ব্যাখ্যানপ্রদেশে ষষ্টিতন্ত্রাব্যাখ্যে পঞ্চাশৎ  
প্রত্যয়ভেদাঃ প্রতিপাদিতাঃ।

• অথবা “পঞ্চাশচ্ছক্তিরূপিণঃ” ইতি পুরাণং যঃ শক্তয়ঃ পুরাণে স্বরূপভেদাভিমতাঃ,  
পঞ্চাশচ্ছক্তয়ঃ অত্র ইব যন্ত, তৎ শতাব্দীরম্। বিংশতিপ্রত্যয়াঃ—দশেচ্ছিয়ানি,  
তেষাঞ্চ বিষয়া শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ-বচনাদানবিহরণোৎসর্গানন্দাঃ। পূর্বোক্তা-  
নামরাণাং প্রত্যয়া যেষ প্রতিবিধীয়ন্তে কৌলকাঃ অরাণাং দাঢ্যায়, তে প্রত্যয়া  
উচ্যন্তে, তৈঃ প্রত্যরৈবুক্তং। অষ্টকৈঃ ষড়্ভিযুক্তমিতি যোজনীয়ম্।

“ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।

অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টমা ॥”

তাঃ অধ্যয়ননামক তৃতীয় সিদ্ধিঃ। দ্রুত্ব ত্রিবিধ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও  
আধিদৈবিক। এই তিন প্রকার দ্রুত্ব উপেক্ষা করিতে পারিলে, শীতোষ্ণাদি  
দ্বন্দ্বজ দ্রুত্ব সহ্য করিবার ক্ষমতা—তিতিক্ষা উপস্থিত হয়, তদবস্থায় তাহার যে  
জ্ঞান উদিত হয়, তাহা আধ্যাত্মিকাদি-বিভাগ হইতে জাত বলিয়া দ্রুত্ব-বিষয়াখ্যা  
সিদ্ধিও তিন প্রকার। সূহৃদং অর্থাৎ সমধর্মী লোকপ্রাপ্তির ফলে যে, জ্ঞান সিদ্ধি  
(জ্ঞানোৎপত্তি) হয়, তাহা সূহৃৎপ্রাপ্তিনামক সিদ্ধি। আচার্য্যকে (জ্ঞান-  
দাতাকে) তাহার প্রিয় বস্ত্র দান করিয়া যে, বিদ্যাসিদ্ধি (বিদ্যালাভ), তাহা  
দাননামক সিদ্ধি। এইরূপে আট প্রকার সিদ্ধি বর্ণিত হইল। ব্রহ্মপুরাণে  
কল্প-উপনিষদের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। সেখানে এই প্রকারে অর্থাৎ  
বিপর্যয়াশক্তি তুষ্টি ও সিদ্ধির কথিতপ্রকার বিভাগানুসারে পঞ্চাশ প্রকার  
প্রত্যয়ভেদ বর্ণিত হইয়াছে।

অথবা (পঞ্চান্তরে ‘শতাব্দীর’ কথাই অর্থ এইরূপ)। “পঞ্চাশৎ-শক্তিরূপিণঃ।”  
এই পুরাণ-বচনে যে পঞ্চাশটি শক্তি তাহার স্বরূপভূত বলিয়া অভিহিত হইয়াছে,  
সেই পঞ্চাশটি শক্তি বাহার অরহানীয়, তিনি শতাব্দীর; (তাহাকে—)। পূর্বোক্ত  
অম্ব বা চক্রশলাকাসমূহের দৃঢ়তা রক্ষার জন্য যে সমস্ত কৌলিক বা খিল সংযোজিত  
হয়, সে সকলকে ‘প্রত্যর’ বলা হয়। এখানে দশ ইঞ্জিয়, এবং উহাদের বিষয়—  
শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, ও বচন, গ্রহণ, বিচরণ (চলা ফেরা), মলত্যাগ, ও  
আনন্দ, এই দশ—সমষ্টিতে এই বিংশতিপ্রকার প্রত্যয়বুক্ত। আর ছয় প্রকার  
অষ্টকযুক্ত। তন্মধ্যে ১। ভূমি, জল, অনল (তেজঃ), বায়ু, আকাশ, মনঃ, বুদ্ধি

পঞ্চশ্রোতোহস্বং পঞ্চযোন্ত্যগ্রবক্রাং

পঞ্চপ্রাগোশ্মিং পঞ্চবুদ্ধাদিমূল্যাম্ ।

পঞ্চাবর্তাং পঞ্চদুঃখৌষবেগাম্

পঞ্চাশদ্ভেদাং পঞ্চপর্ব্বামধীমঃ ॥ ১।৫ ॥

ইতি প্রকৃতাষ্টকম্ । ত্বচ্চক্ষ্মমাংসরুধিরমেদোহস্থিমজ্জাশুক্ৰাণি ধাতুষ্টকম্ । অগ্নিমাটৌশ্বৰ্ঘ্যাষ্টকম্ । ধৰ্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বৰ্য্যাধৰ্ম্মজ্ঞানাবৈরাগ্যানৈশ্বৰ্য্যাখ্যা-ভাবা-ষ্টকম্ । ব্রহ্মপ্রজাপতিদেবগন্ধৰ্ব্বযক্ষরাক্ষসপিতৃপিশাচা দেবাষ্টকম্ । অষ্টাবান্ধ-শুণা জ্ঞেয়াঃ—দয়া সৰ্ব্বভূতেষু, ক্ষান্তিরননুয়া, শোচমনায়াসো মঙ্গলমকার্পণ্য-মস্পৃহেতি শুণাষ্টকং ষষ্ঠম্ । এতৈঃ ষড়্ভিষুক্তং । বিশ্বকটৈকপাশং—স্বৰ্গপুত্রান্না-ত্মাদিবিষয়ভেদাং বিশ্বরূপং, বিশ্বরূপো নানারূপঃ একঃ কামাখ্যঃ পাশোহস্তেতি বিশ্বকটৈকপাশং । ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মজ্ঞানমার্গভেদা অস্তেতি ত্রিমার্গভেদম্ । দ্বয়োঃ পুণ্য-পাপয়োনিমিত্তৈকমোহো দেহেল্লিয়মনোবুদ্ধিজাত্যাদিদ্বন্দ্বান্নান্নাভিমানোহস্তেতি দ্বিনিমিত্তৈকমোহম্ । অপশুশ্লিতি ক্রিয়াপদমনুবর্ততে । অধীম ইত্যন্তরমন্ত্রসিদ্ধং বা ক্রিয়াপদম্ ॥ ১।৪ ॥

ও অহংকার, এই আটটি প্রকৃতাষ্টক । ২।—ত্বচ্, চক্ষ্ম, মাংস, রুধির, মেদঃ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র, এই আটটি ধাতু-অষ্টক । ৩।—অগ্নিমা প্রভৃতি ঐশ্বৰ্য্যা এবং অধৰ্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্যা ও অনৈশ্বৰ্য্যা, এই আট প্রকার ভাবাষ্টক । ৫।—ব্রহ্মা, প্রজাপতি, দেব, গন্ধৰ্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পিতৃগণ ও পিশাচ, এই সকল দেবতা-ষ্টক । ৬।—আত্মার আট প্রকার শুণ—সৰ্ব্বভূতে দয়া, ক্ষমা, অননুয়া ( পরের সুখে বিষ না করা ), শোচ, অনায়াস, মঙ্গল, অকার্পণ্য, ও অস্পৃহা, এই সকল শুণাষ্টক, এই ছয় প্রকার অষ্টকযুক্ত । বিশ্বকটৈকপাশং—স্বৰ্গ, পুত্র ও অন্নাদি বিষয়ভেদে কামের বিশ্বরূপভাব বৃত্তিতে হইবে । বিশ্বরূপ—নানারূপ অর্থাৎ বিচিত্রাকার কাম বাহার এক ( অদ্বিতীয় ) পাশ ( বন্ধনরজ্জু ), তিনি বিশ্বকটৈকপাশ । ত্রিমার্গভেদং—ধৰ্ম্ম, অধৰ্ম্ম ও জ্ঞান, এই তিনটি বাহার পথভেদ অর্থাৎ বিচরণ-ক্ষেত্র । দ্বিনিমিত্তৈকমোহং—সুখ দুঃখ এই দুয়ের নিমিত্তই বাহার মোহ, তিনি দ্বিনিমিত্তৈকমোহ । দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি, ও জাতি প্রভৃতি অনান্ন-পদার্থে যে, আত্মাভিমান ( আত্মভ্রম ), তাহাই মোহ । [ একনেমি প্রভৃতি বিশেষণাবিত সেই শক্তিকে ] ‘দর্শন করিয়াছিলেন’ এই পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়ার সহিত ইহার সম্বন্ধ, অথবা পরবর্তী শ্রুতিতে যে, ‘অধীম’ ক্রিয়াপদ আছে, তাহার সহিত ইহার সম্বন্ধ ॥ ১।৪ ॥

সম্বলার্থঃ ।—[ অথেনাদীং তমেব নদীরূপেণ দর্শয়তি—পঞ্চৈতি ] । পঞ্চশ্রোতোহস্বং ( পঞ্চশ্রোতাংসি চক্ষুঃপ্রভৃতীনি জ্ঞানেল্লিয়াণি অস্মুনি ( অস্মুতুল্যানি ) যন্তাঃ নন্তাঃ, তাং ), পঞ্চযোন্ত্যগ্রবক্রাং—পঞ্চভিঃ যোনিভিঃ

পঞ্চভূতৈঃ উগ্রাং দন্তরাং, বক্রাং কুটীলাং চ, পঞ্চপ্রাণোশ্মিৎ (পঞ্চ প্রাণাঃ কশ্মেজ্জিয়াণি বা উশ্ময়ঃ তরঙ্গাঃ যন্তাঃ, তাং), পঞ্চবুদ্ধাদিমূল্যং (পঞ্চানাং বুদ্ধীনাং চাক্ষুষাদিজ্ঞানানাং আদিঃ কারণং মনঃ, তদেব মূলং যন্তাঃ, তাং), পঞ্চাবর্তাং (পঞ্চ শব্দাদয়ো বিষয়াঃ আবর্তাঃ (জলভ্রমিক্রমাঃ) যন্তাঃ, তাং), পঞ্চদুঃখোঘবেগাং (পঞ্চ দুঃখানি গর্ভ-জন্ম-জরা-ব্যাধি-মরণজানি দুঃখানি ওঘবেগঃ শ্রোতোবেগঃ যন্তাঃ, তাং), পঞ্চপর্ক্যাং (পঞ্চ—অবিজ্ঞানিতারাগ-দেবান্তিনিবেশাঃ ক্লেশাঃ পর্ক্যাণি যন্তাঃ, তাং) এবং পঞ্চাশত্তেদাং (যথোক্ত-প্রকারপঞ্চাশত্তেদযুক্তাং, অথবা হ্রৎপদ্যস্থ পঞ্চাশদলমধ্যাবহিনীং তাং) অধীমঃ (বয়ং অরাম ইত্যর্থঃ) ॥১৫॥

মূলানুবাদ ১—[অতঃপর সেই কারণ বস্তুকে নদীরূপে বর্ণনা করিতেছেন—] চাক্ষুষাদি পাঁচ প্রকার জ্ঞানধারায়ুক্ত চক্ষুঃপ্রভৃতি পঞ্চেন্দ্রিয় যাহার জল, পঞ্চভূতরূপ যোনি দ্বারা যাহা উগ্র (ভীষণ—দন্তরা) ও বক্রা, পঞ্চ প্রাণ বা কশ্মেজ্জিয় যাহার তরঙ্গরাশি, পাঁচ প্রকার জ্ঞানের আদি কারণ মন যাহার মূল, শব্দ প্রভৃতি পাঁচ প্রকার বিষয় যাহার আবর্ত (জলভ্রমিস্থানীয়), গর্ভ, জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মরণজনিত দুঃখ যাহার শ্রোতোবেগ, এবং অবিজ্ঞা, অশ্রিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ, এই পঞ্চ ক্লেশ যাহার পর্ক, এইরূপে পঞ্চাশ প্রকার ভেদসম্পন্ন তাহাকে অরণ করিতেছি ॥১৫॥

শাক্ষরভাষ্যম্ ১—পূর্ষ চক্ররূপেণ দর্শিতম্, ইদানীং নদীরূপেণ দর্শয়তি—পঞ্চশ্রোতোহম্ ইতি । পঞ্চ শ্রোতাংসি চক্ষুরাদীনি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি অমুহানি যন্তান্তাং নদীং পঞ্চশ্রোতোহম্—অধীম ইতি সর্বত্র সম্ব্যতে । পঞ্চযোনিভিঃ কারণভূতৈঃ পঞ্চভূতৈরুগ্রাং বক্রাঞ্চ পঞ্চযোহন্যগ্রাবক্রাং । পঞ্চ প্রাণাঃ কশ্মেজ্জিয়াণি বাক্পাণ্যাদয়ো বা উশ্ময়ো যন্তান্তাং পঞ্চপ্রাণোশ্মিৎ । পঞ্চবুদ্ধীনাং চক্ষুরাদিজ্ঞানানাং জ্ঞানানামাদিঃ কারণং মনঃ, মনোবৃত্তিরূপত্বাং সর্বজ্ঞানানাং । মনো মূলং কারণং যন্তাঃ সংসারসরিতস্তাম্ । তথাচ মনসঃ সর্বহেতুত্বং দর্শয়তি ।

ভাষ্যানুবাদ ১—পূর্ব মন্ত্রে যাহাকে চক্ররূপে দেখান হইয়াছে, এখন তাহাকেই আবার নদীরূপে প্রদর্শন করিতেছেন—পঞ্চশ্রোতোহম্ ইতি । চক্ষুঃ-প্রভৃতি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় যাহার অমুহান (জলীয়) শ্রোতঃ, সেই পঞ্চশ্রোতোহম্ নদীকে [আমরা অরণ করি (জানি)] । ‘অধীমঃ’ (অরণ করি) এই ক্রিয়ার সম্বন্ধ সর্বত্র বুঝিতে হইবে । পঞ্চযোহন্যগ্রাবক্রাং—পাঁচটি যোনি অর্থাৎ কারণস্বরূপ পঞ্চভূত দ্বারা উগ্রা (ভীষণা) ও বক্রা । পঞ্চপ্রাণোশ্মিৎ—পঞ্চ প্রাণ (প্রাণ অপানাদি), অথবা পঞ্চকশ্মেজ্জিয় বাক্পাণি প্রভৃতি যাহার উশ্মি (ঢেউ), পঞ্চ বুদ্ধাদিমূল্যং—চক্ষুঃপ্রভৃতি পঞ্চ ইন্দ্রিয়জ্ঞান জ্ঞানের আদি—কারণ হইতেছে মনঃ ; কারণ, সমস্ত জ্ঞানই মনোবৃত্তির অধীন ; অতএব সেই মন যাহার—যে সংসার-নদীর মূল কারণ, তাহাকে । মমই যে সকলের মূল, তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—

সৰ্ব্বাজীবে সৰ্ব্বসংস্থে বৃহন্তে

অস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে ।

পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা

জুহুস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি ॥ ১৥৬ ॥

“মনোবিজৃষ্টিতং সৰ্বং যৎকিঞ্চিদং সচরাচরম্ ।

মনসো হমনীভাবে দ্বৈতং নৈবোপলভ্যতে ॥” ইতি ।

পঞ্চ শব্দাদয়ো বিষয়া আবর্তহানীয়াঃ তেনু বিষয়েষু প্রাণিনো নিমজ্জন্তীতি যস্তান্তাং পঞ্চাবতাম্ । পঞ্চ গৰ্ভদুঃখ-জন্মদুঃখ-জরাদুঃখ-ব্যাধিদুঃখ-মরণদুঃখানি এব ওষবেগো যস্তান্তাং পঞ্চদুঃখোষবেগান্ । অবিজ্ঞাহ্মিতারাগদেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশভেদাঃ পঞ্চ পৰ্বাণ্যস্তান্তাং পঞ্চপৰ্বাম্ ইতি ॥ ১৫ ॥

‘চরাচর যাহা কিছু, সে সমস্তই মনের কার্য্য ( মন হইতে প্রকটিত হয় ) । মনের যদি অমনীভাব হয় অর্থাৎ সংকল্পবিকল্পস্বভাব নষ্ট হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই দ্বৈত জগতের উপলব্ধি রহিত হয় ।’ পঞ্চাবর্তাং—শব্দাদি পাঁচ প্রকার বিষয় যাহার আবর্ত ( জলদ্রমিহানীয়া ), পঞ্চদুঃখোষবেগাং—গৰ্ভবাস, জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মরণ, এ সকল হইতে যে পাঁচ প্রকার দুঃখ হয়, তাহাই যাহার ওষবেগ ( শ্রোতোবেগ ), পঞ্চপৰ্বাং—অবিজ্ঞা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ, এই পাঁচ প্রকার ভাব যাহার পৰ্ব ( বুদ্ধিকারণ ), সেই সংসারনদীকে আমরা স্মরণ করিতেছি, অর্থাৎ আমরা তাহা অবগত আছি ॥ ১৫ ॥

**সরলার্থঃ** ।—[ ইদানীং জীবন্ত সংসারমোক্ষোপায়ো দর্শয়িতুমাহ— সৰ্ব্বাজীবে ইত্যাদি ] । হংসঃ ( হস্তি—সংসারং গচ্ছতীতি হংসঃ জীবঃ ) আত্মানং ( জীবাত্মানং ) প্রেরিতারং ( সৰ্ব্বনিয়ন্তারং পরমাত্মানং ) চ পৃথক্ ( ভিন্নং ) মত্বা ( অজ্ঞাহ্মিনী, অজ্ঞাহ্মমস্মীতি জ্ঞাত্বা ) সৰ্ব্বাজীবে ( সৰ্ব্বেষাং ভূতানাং জীবনোপায়ে ) সৰ্ব্বসংস্থে ( সৰ্ব্বেষাং সংস্থা স্থিতিঃ প্রলয়ো বা যত্র, তস্মিন্ ), বৃহন্তে ( বৃহতি অনাদিকালপ্রযুক্তে মহতি ) অস্মিন্ ব্রহ্মচক্রে ( ব্রহ্মণো বিবস্তে সংসারচক্রে শরীরে বা ) [ অনাদিত্বাং চক্রত্বমিত্যাশয়ঃ । ] ভ্রাম্যতে ( অবিদ্যাবশাৎ সুরনরাদিভাবেন বিপরिवর্ত্ততে ইতি ভাবঃ । ) [ অথবা যথোক্তবিশেষণে ব্রহ্মচক্রে, ( ব্রহ্মণঃ প্রকাশস্থানে শরীরে ) ভ্রাম্যতে ইত্যর্থঃ । ] [ মোক্ষোপায়-মাহ— ] তেন ( দৈবরেন ) জুহুঃ ( সেবিতঃ—দৈবরাশ্বনা আত্মানং জ্ঞাত্বা প্রীত্বমাণঃ সন্ ) ততঃ ( তস্মাৎ প্রীণনাৎ ) অমৃতত্বং ( মোক্ষং ) এতি ( প্রাপ্নোতি ) [ হংস ইতি শেষঃ । ] [ অথবা মোক্ষোপায়মাহ পৃথগিতি ] । পৃথক্ ( সংসারচক্রাৎ অন্তরূপং ) আত্মানং ( জীবাত্মানং ) চ ( এব—আত্মানমেব ) প্রেরিতারং ( সংসার-

প্রবর্তকং পরমেশ্বরং ) মজ্জা ( অভেদেন সাক্ষাৎকৃত্য ) ততঃ ( তস্মাৎ সাক্ষাৎ-  
কারাৎ হেতোঃ ) তেন ( পরমেশ্বরেণ ) ভূতঃ ( পরাৎ প্রীতিং প্রাপিতঃ ) অমৃতত্ব-  
মেতি ইতি পূর্ববৎ ] ॥ ১১৬ ॥

**মূলানুবাদ :**—[ অতঃপর সংসার ও মুক্তিলাভের কারণ প্রদর্শন  
করিতেছেন— ] হংস ( সংসারপথে গমন করে বলিয়া জীবাশ্মার নাম হংস ) ।  
আপনাকে ও সর্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরকে পৃথক্ মনে করায়, অর্থাৎ জীবাশ্মা ও পর-  
মাত্মায় ভেদদর্শন করার ফলে—সর্বভূতের জীবননির্বাহক ( ভোগভূমি ) ও  
সকলের আশ্রয়স্থান বা প্রলয়স্থান এই বৃহৎ ব্রহ্মচক্রে—অনাদিকাল হইতে  
প্রবৃত্ত এই সংসারচক্রে, অথবা স্থূল দেহে কেবলই ভ্রাম্যমান হয় । সেই হংসই  
আবার সেই পরমেশ্বরের সহিত অভিন্নরূপে দেবিত অর্থাৎ পরমাত্ম্যভাব প্রাপ্ত  
হইয়া অমৃতত্ব লাভ করে ( মুক্ত হয় ) । [ শ্রুতির শেখার্কের অল্পপ্রকার অর্থ  
এইরূপ— ] উক্ত ব্রহ্মচক্র হইতে পৃথক্ অর্থাৎ সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ আত্মাকেই  
প্রেরিতারূপে [ পরমেশ্বরভাবে মনন করিয়া অর্থাৎ উভয়ের অভেদ প্রত্যক্ষ  
করিয়া, সেই প্রত্যক্ষেরই ফলে অমৃতত্ব লাভ করে ] ॥ ১১৬ ॥

**শাক্তব্রহ্মভাষ্য :**—এবং তাবন্নদীকপেণ ব্রহ্মচক্রকপেণ চ কার্য্যাকারণাত্মকং  
ব্রহ্মসংপ্রপঞ্চমিহাভিহিতম্, ইদানীমগ্নিন্ কার্য্যাকারণাত্মকব্রহ্মচক্রে কেন বা সংসরতি,  
কেন বা মুচ্যত ইতি সংসারমোক্ষচেতু প্রদর্শনায়াহ—সর্কাজীব ইতি । সর্কেষামাজীব-  
নমগ্নিনিহিত সর্কাজীবে । সর্কেষাং সংস্থা সমাপ্তিঃ প্রলয়ো যগ্নিনিহিত সর্কবৎস্থে ।  
বৃহত্ত্বহগ্নিন্ হংসো জীবঃ । ইন্দ্ৰি গচ্ছত্যধ্বানমিতি হংসঃ । ভ্রাম্যতে অনাত্ম-  
ভূতদেহাদিমাত্মানং সত্ত্বমানঃ সুরনরতির্য্যগাদিভেদভিন্ন-নানাধোনিষু । এবং  
ভ্রাম্যমাণঃ পরিবর্তিত ইত্যর্থঃ । কেন হেতুনা নানাধোনিষু পরিবর্তিত ইতি,  
তত্রাহ—পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মজ্জতি । আত্মানং জীবাশ্মানং প্রেরিতার-

**ভাষ্যানুবাদ :**—কার্য্যাকারণভাবাপন্ন জগৎপ্রপঞ্চের সহিত ব্রহ্মতত্ত্ব  
পূর্বোক্ত প্রকারে নদীকপে ও ব্রহ্মচক্রকপে বর্ণিত হইয়াছে । কার্য্যাকারণভাবাপন্ন  
এই ব্রহ্মচক্রে জীব কি কারণে সংসারী হয়, আর কি উপায়েই বা মুক্ত হয়,—  
সংসার ও মুক্তিলাভের কারণ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—“সর্কাজীবে”  
ইতি । ষাঁহাতে সকল জীবের আজীব জীবনধারণ ( উৎপত্তি ) হয়, এবং ষাঁহাতে  
সকল জীবের সংস্থা—সমাপ্তি অর্থাৎ বিলয় হয়, এমন বৃহৎ এই সংসারচক্রে  
হংস—সংসারপথে গমনশীল জীব দেহেজগৎ প্রভৃতিকে আত্মা মনে করিয়া  
সুর, নর তির্য্যক্ ( পশুপক্ষি প্রভৃতি ) নানা ধোনিতে ভ্রমণ করিতে বাধ্য হয় ।  
এই প্রকারে ভ্রাম্যমাণ হইয়া যাতায়াত করিতে থাকে । কি কারণে নানা  
ধোনিতে ভ্রমণ করে, তদ্বত্তরে বলিতেছেন—“পৃথক্ আত্মানং প্রেরিতারং চ  
মজ্জা ।” অর্থাৎ জীবাশ্মাকে ও প্রেরিতা পরমেশ্বরকে পৃথক্ভাবে—“আমি অল্প,

ক্ষেত্রং পৃথগ্ ভেদেন মত্বা জ্ঞাত্বা—অত্ৰোহদাবত্ৰোহহমস্মীতি জীবৈশ্বর্যভেদদর্শনেন সংসারে পরিবর্ত্ত ইত্যর্থঃ । ১

কেন মুচ্যত ইতাহ—জুষ্টঃ সেবিতস্তেন ঈশ্বরেণ চিংসদানন্দাদিতীয়ব্রহ্মা-  
জ্ঞান—অঃ ব্রহ্মাস্মীতি সমাধানং কৃৎস্বৈত্যর্থঃ । তেনৈশ্বর্যসেবনাদমৃতত্বমেতি । যন্ত  
পূর্ণানন্দব্রহ্মরূপেণাশ্রানমবগচ্ছতি, স মুচ্যতে । যন্ত পরমায়ানোহত্মাশ্রানং  
জান্নাতি, স বধ্যত ইতি । তথা চ বৃহদারণ্যকে ভেদদর্শনশ্চ সংসারহেতুত্বং  
প্রদর্শিতম্—“য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি, স ইং সর্বং ভবতীতি, তস্মৈ হন  
দেবাশ্চনাভূত্যা ঈশতে । আত্মা হেযাং স ভবতি । অথ যোহজ্ঞাং দেবতামুপা-  
স্তেহত্ৰোসাবত্ৰোহহমস্মীতি, ন স বেদ, যথা পশুরেবং স দেবানাম্” ইতি ।

তথা চ ত্রীবিধুধর্ম্মে—

“পশুত্যাশ্রানমত্ৰস্ত যাবদৈ পরমায়ম্নঃ ।

তাবৎ স ভ্রাম্যতে জন্তুর্মোহিতো নিজকর্ম্মণা ॥

সংক্ষীণাশেষকর্ম্মা তু পরং ব্রহ্ম প্রাপশ্চতি ।

অভেদেনাশ্রানঃ শুদ্ধং শুদ্ধজ্ঞানকর্ম্মো ভবেৎ ॥” ইতি ॥১৬॥

আর তিনি অত্ৰ’ এই প্রকার ভিন্নভাবে মনে করিয়া—জানিয়া, অর্থাৎ জীবে ও  
ঈশ্বরে ঐরূপ ভেদ দর্শন করিয়া যাতায়াত করিয়া থাকে । ১ ।

কি কারণে মুক্ত হয় ? তদন্তরে বলিতেছেন—অদ্বিতীয় সংচিং আনন্দ-  
স্বভাব ব্রহ্মই আমি, এইরূপে সেবিত হইয়া অর্থাৎ ঐ ভাবে সমাধি করিয়া, সেই  
ঈশ্বরসেবনের ফলে অমৃতত্ব ( মুক্তি ) লাভ করে । অভিপ্রায় এই যে, যে জীব পূর্ণ  
আনন্দধন ব্রহ্মরূপে আপনাকে অবগত হয়, সে মুক্ত হয়, কিন্তু যে জীব আপনাকে  
পরমাত্মা হইতে অত্ৰ বলিয়া জানে, সে বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয় । দেখ, বৃহদারণ্যকোপ-  
নিষাদ ভেদদর্শনই সংসারের কারণরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে—“যে এইরূপ জানে  
যে, আমিই ব্রহ্ম, সে এই সর্বময় হয় । দেবগণও তাহার অনিষ্ট সাধনে সমর্থ  
হয় না । কেননা, সে তাহাদেরও আত্মস্বরূপ হয়, [ আত্মার অনিষ্টে কাহারও  
প্রবৃত্তি হইতে পারে না ] । আর যে লোক আমি অত্ৰ, আর আমার  
উপাস্ত্র দেবতা অত্ৰ, এই ভাবে অত্ৰ দেবতার অর্থাৎ পৃথক্ বুদ্ধিতে দেবতার  
উপাসনা করে, সে জানে না—সে অজ্ঞ, গৃহস্থের যেমন পশু, সেও দেবতা-  
গণের নিকট তেমনই—পশুতুল্য ।’ বিধুধর্ম্মেও সেইরূপ উক্তি রহিয়াছে—  
‘জন্তু ( অজ্ঞ লোক ) যে পর্য্যন্ত আপনাকে পরমাত্মা হইতে অত্ৰ বা পৃথক্  
দর্শন করে, সে পর্য্যন্ত সে নিজ কর্ম্মফলে বিমোহিত হইয়া সংসারে পরিভ্রমণ  
করে । কিন্তু যে লোক নিঃশেষরূপ কর্ম্মকর্ম্ম করত আপনার সঙ্গে অভিন্ন-  
রূপে বিস্তৃত পরব্রহ্ম দর্শন করে, সে নিজেও শুদ্ধ হয়, এবং তাহার মরণভয়ও  
চলিয়া যায়’ ॥ ১৬ ॥

উদগীতমেতৎ পরমন্তু ব্রহ্ম

তস্মিন্ভ্রয়ং সূপ্রতিষ্ঠাহক্ষরঞ্চ ।

অত্রান্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা

লীনা ব্রহ্মণি তৎপর্য যোনিমুক্তাঃ ॥১৭৭॥

**সরলার্থঃ** ।—এতৎ (পূর্বোক্তং) তু (পুনঃ) ব্রহ্ম (পরমাত্মা) উদগীতং (সকারণং প্রপঞ্চাৎ উদ্ধৃত্য—পৃথক্কৃত্য কথিতং) পরমং (সর্বোৎকৃষ্টমেবতার্থঃ) অক্ষরং (অবিনাশি চ) । তস্মিন্ (ব্রহ্মণি) ভ্রয়ং [সূপ্রতিষ্ঠং], [তথা প্রপঞ্চস্তাপি] সূপ্রতিষ্ঠা (শোভনা প্রতিষ্ঠা স্থিতিঃ) । [অথবা, তস্মিন্ ভ্রয়ং (সত্ত্ব-রজ-তমোগুণরূপং, ঋগাদিবেদত্রয়ং বা), তথা সূপ্রতিষ্ঠাঅক্ষরং (সর্ববেদবীজভূতং—অক্ষরং প্রণবচ্) [আশ্রিতমিতি শেষঃ] । ব্রহ্মবিদঃ অত্র (দেহে) অন্তরং (অন্নময়াদিকোষেভ্যঃ ভেদং), অথবা অত্র (ব্রহ্মণি) অন্তরং (প্রবেশদ্বারং) বিদিত্বা (জ্ঞানোপায়ং লক্ষ্য) তৎপর্য্যঃ (ব্রহ্মসাধনপর্য্যঃ সন্তঃ) ব্রহ্মণি লীনাঃ (একীভূতাঃ, অতএব) যোনিমুক্তাঃ (পুনর্জন্মরহিতাঃ) [ভবন্তি] ॥ ১৭৭ ॥

**মূলানুবাদ** ।—এই ব্রহ্ম জগৎপ্রপঞ্চ ও তৎকারণ অবিদ্যা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ বলিয়া বেদে বর্ণিত হইয়াছেন, এবং পরম ও অক্ষর (অবিকারী) বলিয়াও কথিত হইয়াছেন। তাঁহাতে ভোক্তা জীব, ভোগ্য জগৎ ও নিয়ন্তা পরমেশ্বর, এই তিন, অথবা ঋক্, যজুঃ, সাম, এই বেদত্রয় সূপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ব্রহ্মবিদ পণ্ডিতগণ, এই দেহে তাহার ভেদ অর্থাৎ তিনি দেহ হইতে ভিন্ন, ইহা অবগত হইয়া, অথবা এই ব্রহ্মে প্রবেশের দ্বারভূত উপযুক্ত সাধন উপলব্ধি করিয়া ব্রহ্মপরায়ণ হইয়া ব্রহ্মেতে বিলীন হন, এবং জন্মমাতনা হইতে মুক্ত হন ॥ ১৭৭ ॥

নহু তমেকযোনিমিত্যাদিনা সপ্রপঞ্চং ব্রহ্ম প্রতিপাদিতম্ । তথা চ সতি অহং ব্রহ্মাস্মিতি ব্রহ্মাশ্রুতিপত্তাবপি সপ্রপঞ্চশ্চৈব ব্রহ্মণ আত্মত্বোবাগমাৎ “তৎ যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি” ইতি সপ্রপঞ্চব্রহ্মপ্রাপ্তিরেব স্তাৎ । ততশ্চ প্রপঞ্চ-

**ভাষ্যানুবাদ** ।—আপত্তি হইতেছে যে, “তম্ একনেনমিৎ” ইত্যাদি মন্ত্রে ‘ব্রহ্মকে প্রপঞ্চসম্বিত বলা হইয়াছে। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ (আমি ব্রহ্ম) এইরূপে ব্রহ্ম ও আত্মার ঐক্য প্রতীতিস্থলেও প্রপঞ্চযুক্ত ব্রহ্মকেই আত্মারূপে অনুভব করা হয়। তাহা হইলে, ‘তাহাকে যে-যে ভাবে উপাসনা করা হয়, উপাসক সেই সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়’ এই শ্রুতি অনুসারে তাহাদের পক্ষে সপ্রপঞ্চ ব্রহ্ম প্রাপ্তিই হইতে পারে। তাহা হইলে,



শাপরিত্যাগায় মোক্ষসিদ্ধিঃ। ততশ্চ জুষ্টন্ততন্তেনামৃতত্বমেতীতি মোক্ষোপ-  
দেশোহমুপপন্ন এব, ইত্যশঙ্ক্যাহ—উদগীতমিতি। সপ্রপঞ্চং ব্রহ্ম যদি শ্রাৎ, ততো  
ভবত্যেব মোক্ষাভাবঃ। ন ত্বেতদস্তু। কস্যাৎ? যত উদগীতং উক্তৃত্য গীত-  
মুপদিষ্টং কার্য্যাকারণলক্ষণাৎ প্রপঞ্চাচ্ছেদাদৈষ্টঃ। ১

“অত্ৰদেব তদ্বিদিতাং দথো অবিদিতাং দধি।” “তদেব ব্রহ্ম যৎ বিদ্ধি নেদং  
যদিদমুপাসতে।” “অস্থূলমশ্বক্ষমস্পর্শং” “স এষ নেতি নেতীতি” “ততো যদুত্তর-  
তরম্।” “অত্ৰা ধর্ম্যাৎ।” “ন সন্ন চাসচ্ছিব এব” কেবলঃ। “তমসঃ পরঃ।”  
“যতো বাচো নিবর্ত্ততে।” “যত্র নাত্তৎ পশ্চতি নাত্তদ্বিজানাত্তি, স ভূমা।” “যোহ-  
শনায়্যপিপাসে শোকং মোহং জরামতোতি।” “অপ্রাণো হুমনাঃ শুদ্রো হক্ষরাৎ  
পরতঃ পরঃ।” “একমেবাদ্বিতীয়ম্।” “বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্।” “নেহ  
নানান্তি কিঞ্চন।” “একধৈবানুদ্রষ্টব্যম্।” ইত্যেবমাদিষু প্রপঞ্চাস্পৃষ্টমেব ব্রহ্মাব-  
গম্যত ইত্যর্থঃ। যত এবং প্রপঞ্চবর্জ্যরহিতং ব্রহ্ম, অতএব পরমম্ ব্রহ্ম। তু শঙ্কো-

তাহারা যখন প্রপঞ্চ পরিত্যাগ করিতে পারিল না, তখন তাহাদের পক্ষে প্রকৃত  
মোক্ষলাভ ও সিদ্ধ হইতে পারে না; অতএব “জুষ্টন্ততন্তেন” ইত্যাদি বাক্যোক্ত  
অমৃতত্ব প্রাপ্তির উপদেশ নিশ্চয়ই অমুপপন্ন হয়। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—  
“উদগীতম্” ইতি। [ আপত্তির খণ্ডন—] ব্রহ্ম যদি প্রকৃতপক্ষেই সপ্রপঞ্চ হইত,  
তাহা হইলে নিশ্চয়ই মোক্ষের অভাব বা অমুপপত্তি ঘটিত। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে  
তাহা নহে। কারণ? যেহেতু [ ব্রহ্ম ] উদগীত—যেহেতু বেদান্তশাস্ত্রে (উপনিষদে)  
কার্য্যাকারণভাবাপন্ন প্রপঞ্চ হইতে উদ্ধৃত করিয়া অর্থাৎ প্রপঞ্চ হইতে পৃথক্  
করিয়া উপদিষ্ট হইয়াছেন। ১

যথা—‘তিনি বিদিত হইতে অত্ৰ এবং অবিদিতেও বাহিরে’, ‘তুমি তাহাকে  
ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে, কিন্তু লোকে যাহাকে ‘ইদং’ বলিয়া প্রত্যক্ষ দৃশ্যভাবে উপাসনা  
করে, তাহাকে নহে।’ ‘তিনি স্থূল নহে, তিনি শব্দস্পর্শবিহীন।’ ‘সেই আত্মা ইহা  
নহে, ইহা নহে—সমস্ত প্রপঞ্চের অতীত’ ‘যাহা তাহারও পরবর্তী’, ‘যাহা ধর্মের  
অত্ৰ’, ‘যাহা সৎ নহে, অসৎ নহে, কেবলই মঙ্গলময়’, ‘তমোশুণের বা মায়ার  
অতীত’, ‘যাহার নিকট হইতে বাক্যসমূহ ফিরিয়া আইসে।’ ‘যাহাতে অত্ৰ  
কিছু দৃষ্ট হয় না, অত্ৰ কিছু জ্ঞাত হয় না, তাহাই ভূমা (পরম মহৎ), যিনি ক্ষুদ্রা  
পিপাসা, শোক মোহ, ভয় ও জরা অতিক্রম করেন’, ‘প্রাণ ও মনরহিত শুদ্র  
(শিশু) এবং অক্ষর ব্রহ্ম অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ’। ‘এক অদ্বিতীয়।’ ‘বিকার  
অর্থাৎ জগৎশীল পদার্থসমূহ কেবল বাক্যারব্দ নাম মাত্র’, ‘এই ব্রহ্ম কিছুমাত্র  
নানা—ভেদ নাই’, ‘একরূপেই দেখিতে হইবে’, ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে  
ব্রহ্মকে প্রপঞ্চ-সংস্পর্শরহিত বলিয়াই জানা যায়। যেহেতু ব্রহ্ম এই প্রকারে  
প্রপঞ্চবর্জ্যরহিত, অতএব ব্রহ্ম পরম। মূলের ‘তু’ শব্দটা ‘এব’ অর্থে প্রযুক্ত;

হবধারণে। পরমমেব উৎকৃষ্টমেব, সংসারধর্ম্মানান্বন্দিতত্বাৎ। উদগীতত্বেন ব্রহ্মণ উৎকৃষ্টত্বাৎ। “তৎ যথা যথোপাসতে” ইতি ত্রায়েন উৎকৃষ্টব্রহ্মোপাসনাৎ উৎকৃষ্টমেব ফলং মোক্ষাখ্যং ভবতোঁবেত্যভিপ্রায়ঃ। ২

নব্বেবং তর্হি ব্রহ্মণঃ প্রপঞ্চাসংসৃষ্টে প্রপঞ্চস্তাপি ব্রহ্মাসংসর্গাৎ সাক্ষ্যাবাদ ইব প্রপঞ্চস্তাপি পৃথক্ সিদ্ধত্বেন স্বতন্ত্রত্বাৎ “বাচারন্তণং বিকারো নামধেয়ম্” ইতি পারতন্ত্র্যাত্মাপগমেন মিথ্যাশ্রোপদেশপূর্ব্বকমদ্বিতীয়ব্রহ্মাশ্রোপদেশোহনুপপন্ন-শ্চেত্যাশঙ্ক্যাহ—তস্মিন্ভ্রমমিতি। যতপি ব্রহ্ম প্রপঞ্চাসংসৃষ্টং স্বতন্ত্রঞ্চ, তথাপি ‘প্রপঞ্চো ন স্বতন্ত্রঃ, অপি তু তস্মিন্বেব ব্রহ্মণি ত্রয়ং প্রতিষ্ঠিতং—ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারমিতি বক্ষ্যমাণং ভোগ্য ভোক্তৃ-নিয়ন্তৃলক্ষণম্। অজা হেকা ভোক্তৃ-ভোগ্যার্থযুক্তেতি—বক্ষ্যমাণং ভোক্তৃভোগ্যার্থরূপং চ, অত্রাশ্রয়ং ঐতিসিদ্ধং বিরটিম্ব্রাত্যাং কৃতনামরূপকর্ম্ম-বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞ-জাগ্রৎ-স্বপ্নমুশুপ্তিরূপস্বরূপং প্রতিষ্ঠিতং বজ্রমিব সর্পঃ। যত এতস্মিন্ সর্ব্বং ভোক্তৃাদিলক্ষণং প্রপঞ্চরূপং

সুতরাং অর্থ হইতেছে—ব্রহ্ম পরমই সর্ব্বোৎকৃষ্টই; কারণ, তিনি কোনপ্রকার সাংসারিক ধর্ম্মে আক্রান্ত নহে। অভিপ্রায় এই যে, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উদগীত বলিয়াই ব্রহ্ম উৎকৃষ্ট। উৎকৃষ্ট বলিয়াই তাহার উপাসনার ফলও উৎকৃষ্ট—মুক্তি। ২

ভাল, এইরূপ সিদ্ধান্ত হইলে, ব্রহ্ম যখন প্রপঞ্চের সহিত অনংসৃষ্ট—সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধরহিত, তখন প্রপঞ্চও নিশ্চয়ই ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধশূন্য। ফলে সাংখ্যানিদ্ভান্তের ত্রায় প্রপঞ্চকে স্বতঃসিদ্ধ স্বতন্ত্র বলিতে হইবে, তাহা হইলে বাচারন্তণ ঐতি অনুসারে প্রপঞ্চের পরতন্ত্রতা (ঈশ্বরাধীনতা) স্বীকারপূর্ব্বক যে, মিথ্যাশ্রোপদেশ, এবং ননুসারে যে, অদ্বিতীয় ব্রহ্মের জীবাভিন্নত্বের উপদেশ, তাহা উপপন্ন বা সম্ভব হইতে পারে না। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাহার সমাধানের জন্ত বলিতেছেন—তস্মিন্ ত্রয়মিতি। অভিপ্রায় এই যে, যদিও ব্রহ্ম প্রপঞ্চের সহিত অনংসৃষ্ট এবং স্বতন্ত্র, তথাপি জগৎপ্রপঞ্চ স্বতন্ত্র নহে। পরন্তু, ভোক্তা (জীব), ভোগ্য (প্রপঞ্চ) ও প্রেরিতা (ঈশ্বর), এই বলিয়া পরে যাহাদের নির্দেশ করা হইবে, সেই ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরিতা তিনই সেই ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত (বর্ত্তমান রহিয়াছে), [ কাজেই প্রপঞ্চ স্বতন্ত্র নহে ]। অথবা, পরবর্ত্তী ‘ভোক্তৃ-ভোগ্যার্থ-যুক্তা’ বাক্যোক্ত ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগ এই তিন, কিংবা ঐতি-প্রসিদ্ধ বিরটিপুরুষ ও ম্ব্রাত্যা (হিরণ্যগর্ভ) যাহা রচনা করিয়াছেন, সেই তিন—নাম, রূপ ও কর্ম্ম, অথবা বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ, কিংবা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও মুশুপ্তি, এই তিন [ সেই ব্রহ্মে ] বজ্রুতে সর্পের ত্রায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে (৬)।

( ৬ ) মূক্ষ শরীরের সমষ্টি-উপহিত চৈতন্তের নাম ম্ব্রাত্যা ও হিরণ্যগর্ভ। মূক্ষ শরীরের সমষ্টি-উপহিত চৈতন্তের নাম বিরটি ও বৈশ্বানর। মূক্ষ শরীরের

প্রতিষ্ঠিতম্, যত এতদ্বিন্ সৰ্ব্বং ভোক্তাদিলক্ষণং প্রপঞ্চরূপং প্রতিষ্ঠিতং, যত এবাস্ত ভোক্তাদিত্রয়ায়কস্ত প্রপঞ্চস্ত ব্রহ্ম স্প্রতিষ্ঠা শোভন-প্রতিষ্ঠা। ব্রহ্মণোহন্তস্ত চলনায়কত্বাৎ চলপ্রতিষ্ঠাহন্তত্। ব্রহ্মণোহচলত্বাদচল-প্রতিষ্ঠা। নম্বেবং তর্হি বিকারভূতপ্রপঞ্চাশ্রয়েন পরিণামিত্বাৎ দধ্যাদিবদনিত্যাং শ্রাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—অক্ষরক্ষেতি। যতপি বিকারঃ প্রপঞ্চাশ্রয়ঃ, তথাপি অক্ষরং—ন ক্ষরতীত্যক্ষরম্। চ শব্দোহবধারণে, অবিনাশ্চেব ব্রহ্ম। মাত্মাত্মকত্বাদ্বিকারস্ত, বিকারাশ্রয়েহব্যবিনাশ্চেব কূটস্থং ব্রহ্মাবতিষ্ঠত্ব ইত্যভিপ্রায়ঃ। মাত্মাত্মকত্বঞ্চ প্রপঞ্চস্ত পূর্বমেব প্রপঞ্চিতম্। তস্মাৎ সৰ্ব্বাত্মকত্বেহপি ব্রহ্মণঃ প্রপঞ্চস্ত মিথ্যাত্ম-কত্বেন ব্রহ্মণঃ প্রপঞ্চাসংসর্গাৎ পূর্ণানন্দব্রহ্মাত্মানং পশ্যতো মোক্ষাখ্যঃ পরম-পুরুষার্থো ভবতীত্যর্থঃ। ৩

যেহেতু ভোক্তা প্রভৃতি সমস্ত প্রপঞ্চ এই ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত, সেই হেতুই ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরিতা এই ত্রিতয়সমন্বিত প্রপঞ্চের ব্রহ্মই উত্তম প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। ব্রহ্ম ভিন্ন আর সমস্তই চলনাত্মক ( অ-স্থিরস্বভাব, স্মৃতরাং দে সকলে যে, প্রতিষ্ঠা বা স্থিতি, তাহাও চল অর্থাৎ চিরস্থায়ী নহে। ব্রহ্ম অচল, স্মৃতরাং তাহাতে প্রতিষ্ঠাও অচল। ভাল, একুপই যদি হয়, তাহা হইলে, ব্রহ্ম যখন বিকারাত্মক প্রপঞ্চের আশ্রয়, তখন ব্রহ্মেরও পরিণাম হওয়া সম্ভব; স্মৃতরাং পরিণামস্বভাব দধি প্রভৃতির আয় ব্রহ্ম ও অনিত্য হইতে পারে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—“অক্ষরং চ” ইতি। যদিও প্রপঞ্চ বিকারস্বভাব হউক, তথাপি তিনি অক্ষর—যাহা স্বভাবচ্যুত হয় না। মূলের চ-শব্দটি ‘এব’ অর্থে; স্মৃতরাং অর্থ হইতেছে যে, ব্রহ্ম অক্ষরই—নিশ্চয়ই অবিনাশী। কেননা, বিকার জিনিষটা মায়াাত্মক; যাহা মায়ায় পরিণাম, তাহাই বিকার-সম্পন্ন। ব্রহ্ম সমস্ত বিকার পদার্থের আশ্রয় হইয়াও অবিনাশী—কূটস্থরূপেই (নির্লিকার ভাবেই) অবস্থান করেন। ইহাই ঐ কথার অভিপ্রায়। প্রপঞ্চ যে, মায়ায়, তাহা পূর্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব ব্রহ্ম সৰ্ব্বাত্মক বা সৰ্ব্বাশ্রয় হইলেও, প্রপঞ্চ মিথ্যা—মায়ায় বলিয়াই তাহার সহিত ব্রহ্মের অ-সংসর্গ বা অসম্বন্ধ সম্ভবপর হয়, এবং তন্নিবন্ধনই এক অদ্বিতীয় পূর্ণ ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদদর্শী পুরুষের মোক্ষনামক পরম পুরুষার্থ লাভ সিদ্ধ হয়। ৩

বাষ্টি-উপহিত চৈতন্তের নাম তৈজস। স্থূল শরীরের বাষ্টি-উপহিত চৈতন্তের নাম তৈজস। স্থূল শরীরের বাষ্টি-উপহিত চৈতন্তের নাম বিশ্ব। অজ্ঞানসমষ্টি উপ-হিত চৈতন্তের নাম—জৈশ্বর (জগৎকারণ) ও অন্তর্ধ্যামী। আর অজ্ঞান-বাষ্টি-উপহিত চৈতন্তের নাম—প্রাজ্ঞ। জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থাদ্বয় লোক-প্রসিদ্ধ।

কথং তত্ৰাশ্রয়ানং পশ্যতো মোক্ষসিদ্ধিরিত্যত আহ—অত্রাশ্রিন্ অন্নময়া-  
নন্দময়াস্তে দেহে বিরাডাদ্যব্যাকৃতাশ্চে বা প্রপঞ্চে পূৰ্বপূৰ্বোপাধিপ্রবিলয়েনোত্ত-  
রোত্তরমপি অশনায়াদ্যসংস্পৃষ্টং বাটামগোচরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা, লীনা ব্রহ্মণি  
বিশ্বাত্ম্যপসংহারমুখেন লয়ং গতঃ—অহং ব্রহ্মাস্মীতি ব্রহ্মরূপেণৈব স্থিতা ইত্যর্থঃ ।  
তৎপরঃ সমাধিপরাঃ, কিং কুৰ্বন্তি ? যোনিযুক্তা ভবন্তি—গৰ্ভজন্মজরামরণ-  
সংসারভয়ামুক্তা ভবন্তীত্যর্থঃ । তথা চ যোগিযাজ্ঞবল্ক্যো ব্রহ্মান্নৈবাবস্থিতং  
সমাধিং দর্শয়তি—

“যদর্থমিদমবৈতমরূপং সৰ্বকারণম্ ।

আনন্দমমৃতং নিত্যং সৰ্বভূতেষবস্থিতম্ ॥

তদেবানন্তরীঃ প্রাপ্য পরমাত্মানমাত্মনাম্ ।

তস্মিন্ প্রলীয়তে আত্মা সমাধিঃ স উদাহৃতঃ ॥

ইন্দ্রিয়ানি বশীকৃত্য যমাদিশুণসংযুতঃ ।

আত্মমধ্যে মনঃ কুণ্ডাদাত্মানং পরমাত্মনি ॥

সেই আত্মদর্শীর মোক্ষসিদ্ধি কিরূপে হয়, তাহা বলিতেছেন—অন্নময় কোষ  
যাহার আদি, আর আনন্দময় কোষ যাহার অন্ত, ( ৭ ) সেই পঞ্চকোষাত্মক  
এই দেহে—অথবা বিরাট ( স্থূল সূষ্ট ) হইতে আরম্ভ করিয়া অব্যাকৃত ( অনভি-  
ব্যাক্ত প্রকৃতি ) পর্য্যন্ত স্থূল-সূক্ষ্মাত্মক প্রপঞ্চে পূৰ্ব পূৰ্ব উপাধিসংকল পর পর  
কারণে বিলীন করিয়া অশনায়াদি দ্বারা ( ক্ষুধা পিপাসা প্রভৃতি আস্তর ধর্ম দ্বারা )  
অসংস্পৃষ্ট, বাকোর অগোচর ব্রহ্মকে বিদিত হইয়া ব্রহ্মবিদ পুরুষগণ ব্রহ্মে লীন—  
বিশ্বতৈজসাদি বিভাগ সংকোচপূৰ্বক লয়প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম—এইভাবে  
ব্রহ্মরূপে অবস্থিত হইয়া তৎপর হন । ব্রহ্মাত্মবিষয়ে সমাধিসম্পন্ন হইয়া কি করেন ?  
না, যোনিযুক্ত হন, অর্থাৎ গৰ্ভবাস, জন্ম, জরা, মরণ ও সংসার ভয় হইতে বিমুক্ত  
হন । যোগী যাজ্ঞবল্ক্যও সেইরূপে ব্রহ্মাত্মভাবে অবস্থিতরূপ সমাধি প্রদর্শন  
করিতেছেন—

“জ্যোতির্ময় সৰ্বকারণ নিত্যানন্দ অমৃতরূপ এই অবৈত যাহার জন্ত সৰ্বভূতে  
বিদ্যমান রহিয়াছেন, অনন্তচিত্ত ব্যক্তি সেই সমাধি দ্বারা পরমাত্মাকে আত্মস্বরূপে  
প্রাপ্ত হইয়া নিজেও সেই পরমাত্মাতে বিলীন হয়, সেই লয়ই সমাধি নামে উক্ত ।  
যমনিয়মাদি যোগাদিসম্পন্ন পুরুষ ইন্দ্রিয় সমূহকে বশীভূত করিয়া মনকে আত্মাতে  
স্থাপন করিবে, সেই জীবাত্মাকে আবার পরমাত্মাতে স্থাপন করিবে । তখন নিজেই

( ৭ ) পঞ্চকোষ এইরূপ—স্থূলদেহ অন্নময় কোষ, কশ্মোল্লিয় সহকৃত পঞ্চপ্রাণ  
প্রাণময় কোষ, কশ্মোল্লিয় সহকৃত মনঃ মনোময় কোষ, জ্ঞানেন্দ্রিয় সহকৃত বুদ্ধি  
বিজ্ঞানময় কোষ, আর কারণশরীরে ( অজ্ঞানে ) প্রিয় মোদ প্রমোদ বৃত্তিযুক্ত  
সঙ্কলণ আনন্দময় কোষ ।

সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ

ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ ।

অনীশশচাত্মা বধ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ

জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সৰ্ব্বপাশৈঃ ॥১৮॥

**সরলার্থঃ** ১—[ অথেনানীং জীবেশ্বরয়োরোপাধিকং বিভাগং দর্শয়িত্বা পরমাত্মবিজ্ঞানাৎ মোক্ষং দর্শয়তি—সংযুক্তমিতি । ] সংযুক্তং ( পরস্পরং সম্বন্ধং ) ক্ষরং ( বিনাশি ), অক্ষরং ( অবিনাশি ) চ ব্যক্তাব্যক্তং ( বিকারজাতং ), [ ব্যক্তং ক্ষরং, অব্যক্তং অক্ষরমিতি সম্বন্ধঃ ] । এতৎ ( ব্যক্তাব্যক্তাত্মকং ) বিশ্বং ( জগৎ ) ঈশঃ ( পরমেশ্বরঃ ) ভরতে ( বিভর্তি ধারয়তীত্যর্থঃ ) । অনীশঃ ( অবিদ্যাপরবশঃ ) আত্মা ( জীবঃ ) ভোক্তৃভাবাৎ ( ভোক্তৃত্বাভিমানাৎ ) বধ্যতে ( সংসারবন্ধনং গ্রাপ্নোতি ) । দেবং ( স্বপ্রকাশং নিরুপাধিকং ) ব্রহ্ম অতিশ্রুত্যা ) জ্ঞাত্বা ( সাক্ষাৎকৃত্য ) সৰ্ব্বপাশৈঃ ( মটৈঃ অবিদ্যাকামকর্মাদিভিঃ পাশৈঃ বন্ধনহেতুভিঃ ) মুচ্যতে ( বন্ধনমুক্তো ভবতীতি ভাবঃ ) ॥ ১৮ ॥

**মূলানুবাদ** ১—পরস্পর সম্বন্ধভাবে বর্তমান ক্ষর ও অক্ষর ( বিনাশী ও চিরস্থায়ী ) ব্যক্তাব্যক্তময় অর্থাৎ কার্য-কারণাত্মক এই বিশ্বকে পরমেশ্বর পোষণ বা ধারণ করিয়া থাকেন । মায়ার অধীন জীবাত্মা ভোক্তৃভাব ( ভোগকর্তৃত্ব ) আরোপ করিয়া আবদ্ধ হয়, এবং স্বপ্রকাশ ( নিরুপাধিক ) ব্রহ্মকে জানিয়া কাম কর্মাদি সমস্ত বন্ধনপাশ হইতে বিমুক্ত হয় ॥ ১৮ ॥

পরমাত্মা স্বয়ং ভূত্বা ন কিকিচ্ছিস্তয়েত্ততঃ ।

তদা তু লীয়তে তস্মিন্ প্রত্যগাত্মগুণভিতে ।

প্রত্যগাত্মা স এব স্তাদিত্যুক্তং ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ ইতি ॥ ১৯ ॥

**শাক্তরভাষ্যম্** ১—নবদ্বিতীয়ে পরমাত্মগুণভূতপূর্ণগম্যমানে জীবেশ্বরয়োরপি বিভাগাভাবাৎ লীনা ব্রহ্মণি ইতি জীবানাং ব্রহ্মৈকত্বপরা লয়শ্রুতিরনুপপন্নেবেত্যা-

পরমাত্মভাব লাভ করিয়া তাহার পর আর কিছু চিন্তা করিবে না । তখন আত্মা ( জীবাত্মা ) অথশু ( নিরবয়ব ) প্রত্যক্ আত্মাতে ( পরমাত্মাতে ) লীন হয়, এবং সে নিজেই প্রত্যক্ আত্মা হইয়া যায়, একথা ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ বলিয়াছেন ।<sup>১</sup> ইতি ॥ ১৯ ॥

**ভাষ্যানুবাদ** ১ এখন আপত্তি এই যে, পরমাত্মাকে অদ্বিতীয় বলিয়া স্বীকার করিলে, জীবেশ্বর-বিভাগহীত থাকে না, জীবেশ্বর বিভাগ না থাকিলে জীবগণের ব্রহ্মৈকত্ববোধক 'লীনা ব্রহ্মণি' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য নিশ্চয়ই অনুপপন্ন

শব্দ্য ব্যবহারাবহায়াং জীবেশ্বররোপাধিতো বিভাগঃ দর্শয়িত্বা তদ্বিজ্ঞানাদমৃতত্বং দর্শয়তি—সংযুক্তমেতদ্বিতি । ব্যক্তং বিকারজাতং, অব্যক্তং কারণং, তদুভয়ং ক্ষরমক্ষরঞ্চ । ব্যক্তং ক্ষরং বিনাশি, অব্যক্তমক্ষরমবিনাশি, তদুভয়ং পরস্পরসংযুক্তং কার্য্যাকারণাভ্যকং বিশ্বং ভরতে বিভক্তিঃ ঈশঃ ঈশ্বরঃ । তথাচাহ ভগবান্—

“ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোহক্ষর উচ্যতে ।

উত্তমঃ পুরুষস্তত্ত্বঃ পরমায়েতাদাস্ততঃ ।

যো লোকত্রয়মাবিশ্ত বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥” ইতি ।

ন কেবলমীশ্বরো ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে, অনীশশ্চ, অনীশ্বরশ্চ স আত্মা অবিত্তা-  
তৎকার্য্যভূত-দেহেন্দ্রিয়াদিভির্কথ্যতে ভোক্তৃভাবাৎ । এতদ্ব্যক্তং ভবতি—পরস্পর-  
সংযুক্তব্যাপ্তিসমষ্টিরূপ ঈশ্বরঃ । তদ্ব্যপ্তিভূতদেহেন্দ্রিয়াত্মকোহনীশো জীবঃ । এবং  
সমষ্টিব্যাট্টাভ্যকশ্চেন জীবপরয়োরোপাধিকশ্চ ভেদশ্চ বিজ্ঞমানত্বাৎ, তদুপাধ্যুপাসনা-  
দ্বারেন নিরুপাধিকমীশ্বরং জ্ঞাত্বা মুচ্যত ইতি ভোক্তৃদ্বৈত্বক্যবাদে নাহুপপন্নং  
কিঞ্চিদ্বিদ্যত ইতি । তথাচোপাধিকমেব ভেদং দর্শয়তি ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—

বা অনর্থকং হইয়া পরে । এই প্রকার আশঙ্কা করিয়া [ তৎপরিহারার্থ ] জীবেশ্বর-  
বিভাগের ঔপাধিক্য কখনপূর্ব্বক পরমাত্মবিজ্ঞানে অমৃতত্বলাভ প্রদর্শন  
করিতেছেন—“সংযুক্তমেতৎ” ইতি ।

ব্যক্ত অর্থ প্রকৃতির বিকার বা কার্য্যবর্গ, অব্যক্ত অর্থ—কারণ ( বিকারের  
উপাদান ), এতদুভয় ক্ষর ও অক্ষর, তন্মধ্যে ব্যক্ত হইতেছে ক্ষর—বিনাশী,  
আর অব্যক্ত হইতেছে অক্ষর—অবিনাশী । এই উভয়ই পরস্পর সংযুক্ত, ( কার্য্য-  
কারণভাবশূন্য হইয়া উহারা থাকে না । ) ঈশ্বর ( পরমেশ্বর ) কার্য্যাকারণভাবাপন্ন  
এই বিশ্বকে ( জগৎ ) ভরণ করেন । ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপ বলিয়াছেন—

‘সমস্ত ভূতকে বলে ক্ষর, আর কূটস্থ ব্রহ্মকে বলে অক্ষর । এতদতিরিক্ত  
হইতেছেন উত্তম পুরুষ ( পুরুষোত্তম ), যিনি ঈশ্বররূপে ত্রিলোকের অন্তরে  
থাকিয়া তাহা ধারণ ও পোষণ করিতেছেন ।’ তিনি যে, ঈশ্বররূপে কেবল ভরণই  
করেন, তাহা নহে, পরন্তু তিনি অনীশ—অনীশ্বরভাবাপন্ন জীবাত্ত্মারূপে অবিদ্যা  
ও অবিত্তাজনিত দেহেন্দ্রিয়াদি দ্বারা ভোক্তৃভাব অবলম্বন করিয়া সংসারে বদ্ধও  
হন । এই কথা বলা হইতেছে যে, পরস্পরসংযুক্ত ব্যাপ্তি সমষ্টি যাহার উপাধি,  
তিনি ঈশ্বর, আর কেবল ব্যাপ্তি যাহার উপাধি, তিনি অনীশ্বর জীব । এইরূপে  
দেখা যায়, জীব ও পরমেশ্বরের ভেদ কেবল সমষ্টি ও ব্যাপ্তিরূপ উপাধিকৃত । এই  
প্রকার ঔপাধিক ভেদ বিদ্যমান থাকায়, প্রথমে ঐ উপাধিযোগে উপাসনা করিতে  
হয়, এইরূপ সোপাধিক উপাসনা দ্বারা যোগ্যতা লাভের পর নিরুপাধিক পরমেশ্বর  
বিষয়ে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি হয় ; সুতরাং জীবও  
পরমাত্মার একত্ব সিদ্ধান্ত পক্ষে কিছুই অহুপপন্ন বা অসঙ্গত হইতেছে না । ভগবান্  
যাজ্ঞবল্ক্য এইরূপ ঔপাধিক ভেদই প্রদর্শন করিতেছেন—

“আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিশু পৃথগ্ ভবেৎ ।

তথাত্মৈকো হ্যনেকশ্চ জলাধারেষিবাংশুমান্ ॥”

তথা চ শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মে—“পরাত্মনো মনুষ্যেন্দ্র বিভাগো হজ্ঞানকল্পিতঃ ।

ক্ষয়ে তস্তাত্মপরয়োর্বিভাগাতাব এব হি ॥

আত্মা ক্ষেত্রজসংজ্ঞোহ্যং সংযুক্তঃ প্রাকৃতৈশ্চ গৈঃ ।

তৈরেব বিগতঃ শুদ্ধঃ পরমাত্মা নিগততে ॥

অনাদিদম্বন্ধবত্যা ক্ষেত্রজোহ্যমবিভায়া ।

যুক্তঃ পশ্চতি ভেদেন ব্রহ্ম ত্বাত্মনি সংস্থিতম্ ॥”

তথা চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—“বিভেদজনকে হজ্ঞানে নাশমাত্যন্তিকং গতে ।

আত্মনো ব্রহ্মণো ভেদমসত্ত্বং কঃ করিষ্যতি ॥”

তথা চ বাশিষ্ঠে যোগশাস্ত্রে প্রশ্নপূর্ব্বকং দর্শিতম্—

“যত্বাত্মা নিঃশূর্ণঃ শুদ্ধঃ সদানন্দোহজরোহমরঃ ।

সংসৃতিঃ কশ্চ তাত শ্রান্মোকো বাহবিভায়া বিভো ॥

ক্ষেত্রনাশঃ কথং তস্য জায়তে ভগবন্, যতঃ ।

যথাবৎ সর্ব্বমেতন্মে বক্তুমুইসি সাম্প্রতম্ ॥”

‘একই আকাশ যেমন ঘটাদি উপাধিতে পৃথক্ পৃথক্ হইয়া থাকে, এবং বিভিন্ন জলাধারে একই সূর্য্য বেরূপ [ বিভিন্নাকারে প্রকাশ পায়, ] সেইরূপ একই আত্মা [ উপাধিভেদে ] অনেক হয় ।’ বিষ্ণুধর্ম্মেও সেইরূপ আছে—‘হে মানবেন্দ্র, পরমাত্মা ও জীবাত্মার বিভাগ কেবল অজ্ঞানকল্পিত, সেই অজ্ঞানের ক্ষয় হইলে পর জীব ও পরমাত্মার বিভাগও বিলুপ্ত হয় । আত্মা প্রকৃতিজাত গুণের ( ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতির ) সহিত সংযুক্ত হইয়া এই ক্ষেত্রজ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় । পুনরায় সেই সকল গুণের সহিত বিমুক্ত হইলে শুদ্ধ নিঃশূর্ণ পরমাত্মা নামে কথিত হয় । এই ক্ষেত্রজ ( জীব ) অনাদিকাল হইতে সম্বন্ধবতী অবিভার সহিত সংযুক্ত হইয়া আত্মহ ব্রহ্মকেও ভিন্ন ( জীব হইতে পৃথক্ ) দর্শন করে ।’ বিষ্ণুপুরাণেও সেইরূপ আছে—জীবাত্মা ও পরমাত্মার ‘ভেদজনক অজ্ঞান আত্যন্তিক বিনাশ প্রাপ্ত হইলে, আত্মা ও ব্রহ্মের মধ্যে যে, অসত্য ভেদ দৃষ্ট হয়, তাহা আর কে জন্মাইবে ? কেহই নহে ।’

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণেও সেইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে । [ রামচন্দ্র বাশিষ্ঠদেবের নিকট প্রশ্ন করিতেছেন—] হে বিভো, আত্মা যদি নিঃশূর্ণ ও জরামরণবর্জিত শুদ্ধ সদানন্দস্বরূপ হয়, তাহা হইলে সংসার ( জন্মমরণাদিভোগ ) হয় কাহার ? বিভা দ্বারা মোক্ষই বা হয় কাহার ? হে ভগবন্, প্রশ্নাণোন্মুখ জ্ঞানীর আত্যন্তিক দেহ নাশই বা কি প্রকারে জানা যায় ? আপনি আগাকে ইহা যথাযথভাবে বলিতে সমর্থ, অর্থাৎ বলুন ।’

বশিষ্ঠঃ— “তত্ত্বৈব নিত্যশুদ্ধস্ত সদানন্দময়াশ্বনঃ ।

অবচ্ছিন্নস্ত জীবস্ত সংস্থিতিঃ কীর্ত্যতে বৃধৈঃ ॥

এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ ।

একথা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ ॥

ভ্রান্ত্যাক্রুটঃ স এবাত্মা জীবসংজ্ঞঃ সদা ভবেৎ ॥”

তথা চ ব্রাহ্মে পুরাণে পরতত্ত্ববোপাধিকং জীবাদিভেদং দর্শয়তি—কথং

‘তত্হো’পাধিকভেদেন বন্ধমক্তাদিব্যবস্থেত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তপূর্ব্বকং ব্যবস্থাং দর্শয়তি—

“একস্ত সূর্য্যো বহুধা জলাধারেষু দৃশ্যতে ।

আভাতি পরমাত্মা চ সর্ব্বোপাদিষু সংস্থিতঃ ॥

ব্রহ্ম সর্ব্বশরীরেষু বাহ্যে চাভ্যন্তরে স্থিতম্ ।

আকাশমিব ভূতেষু বুদ্ধাবাত্মা ন চাত্মথা ॥

এবং সতি যন্না বুদ্ধ্যা দেহোহহমিতি মত্ততে ।

অনাত্মাত্মাতা ভ্রান্ত্যা সা স্মাৎ সংসারবন্ধিনী ॥

সর্ব্বৈর্ককলৈর্হীনস্ত শুদ্ধো বুদ্ধোহজরোহমরঃ ।

প্রশান্তো ব্যোমবদ্যাপী চৈতন্যাত্মা স কৃতঃপ্রভঃ ॥

তদন্তরে বশিষ্ঠ বলিতেছেন—“সেই নিত্যশুদ্ধ ( সর্ব্বদা নির্দোষ ) সদানন্দ-ময় আত্মাই যখন অবিচ্ছিন্ন দ্বারা অবচ্ছিন্ন ( আবৃত ) হইয়া জীবসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহারই সংসার হয়, এ কথা বুধগণ বলিয়া থাকেন। একই ভূতাত্মা ( সত্য আত্মা—ব্রহ্ম ) প্রত্যেক ভূতে অবস্থান করায় জলপ্রতিবিম্বিত চন্দ্রের ত্রায় একরূপে ও বহুরূপে দৃষ্ট হয়। সেই পরমাত্মাই ভ্রান্তিযুক্ত হইয়া জীবসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।’ ব্রহ্মপুরাণেও পরব্রহ্মেরই উপাধিকল্পিত জীবাদি বিভাগ প্রদর্শন করিতেছেন—তাহা হইলে, উপাধিক ভেদাত্মসারেই বা বন্ধ-মোক্ষের ব্যবস্থা ( বিভাগনিয়ম ) হয় কিরূপে? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিতেছেন—‘একই সূর্য্য যেমন বিভিন্ন জলাধারে বহু-প্রকার দৃষ্ট হয়, পরমাত্মাও তেমন সমস্ত উপাধিতে অবস্থান করত [ বিভিন্ন-কারে ] প্রকাশ পাইয়া থাকেন। ব্রহ্মই সর্ব্ব শরীরে ভিতরে বাহিরে বিদ্যমান রহিয়াছেন। আকাশ যেরূপ পঞ্চ ভূতের মধ্যে অবস্থান করে, আত্মাও তেমন বুদ্ধিতে অবস্থিত হয়, অত্থা নহে। বুদ্ধিতে আত্ম-বিকাশই যখন সত্যসিদ্ধান্ত, তখন অনাত্মাতে আত্মভ্রান্তিরূপ যে বুদ্ধি দ্বারা দেহকে ‘অহং’ ( আমি ) মনে করে, সেই বুদ্ধিই সংসার-বন্ধের কারণ। সর্ব্বপ্রকার বিকল্পরহিত আত্মা কিন্তু শুদ্ধ, বুদ্ধ, অজর, অমর, প্রশান্ত, আকাশের ত্রায় ব্যাপক, নিত্য প্রকাশমান চৈতন্য-



ধূমাত্রধূলিভিক্ষ্যাম যথা ন মলিনীকৃতৈ ।  
 প্রাকৃতৈতরপরামৃষ্টো বিকারৈঃ পুরুষস্তথা ॥  
 যথৈকস্মিন ঘটাকাশে তলৈধূমাদিভির্যুতে ।  
 নাশ্চ মলিনতাং যাস্তি দূরস্থাঃ কৃতচিৎ কচিৎ ॥  
 তথা হৃদৈরনৈকৈস্ত জীবৈ চ মলিনীকৃতৈ ।  
 একস্মিন্নাপরে জীবা মলিনাঃ সস্তি কৃতচিৎ ॥”

তথা চ শুকশিষ্যো গোড়পাদাচার্য্যঃ—

“যথৈকস্মিন ঘটাকাশে রজোধূমাদিভির্যুতে ।  
 ন সর্বে সম্ভূজ্যন্তে তদ্বজ্জীবাঃ স্খাদিভিঃ ॥” ইতি ।

তস্মাদদ্বিতীয়ে পরমাশ্রুত্যাধিতো জীবেশ্বরয়োজীবানাঞ্চ ভেদব্যবস্থায়ঃ  
 সিদ্ধহান্ন বিস্তুদ্ধসম্বোপাধেরীশ্বরতাবিস্তুদ্ধোপাধি-জীবগত। সূখদুঃখমোহাজ্ঞানাদয়ঃ ।

তথা চ ভগবান্ পরাশরঃ—

“জ্ঞানাস্বকস্তাহমলসম্বরাশেরপেতদোষস্ত সদা স্মৃটস্ত ।

কিং বা জগত্যস্তি সমস্তপুংসামজ্ঞাতমস্তান্তি হৃদি স্থিতস্ত” ॥ ইতি ।

নাপি জীবাস্তরগতসূখদুঃখমোহাদিনা জীবাস্তরস্ত বদ্ধস্ত মুক্তস্ত বা সম্বন্ধঃ ।

স্বরূপ । আকাশ যেকপ ধূম, মেঘ ও ধূলিরাশি দ্বারা মলিনীকৃত হয় না, সেইরূপ  
 পুরুষও ( আত্মাও ) প্রাকৃত বিকারে সংস্পৃষ্ট হয় না । একটা ঘটাকাশ জল  
 ও ধূমাদি দ্বারা আবৃত হইলেও দূরবর্তী অপর ঘটাকাশ সকল যেমন  
 কোথাও কখনও মলিনতা প্রাপ্ত হয় না, তেমনি এক জীব সূখদুঃখাদি  
 বচ বন্ধভাবে দ্বারা মলিনীকৃত হইলেও অপর জীবগণ কখনও মলিন  
 হয় না ।’

শুকদেবের শিষ্য গোড়পাদ আচার্য্যও সেইরূপই বলিয়াছেন—“একটা ঘটাকাশ  
 যেমন ধূলি ও ধূমরাশি দ্বারা সংস্পৃষ্ট হইলে, অপর ঘটাকাশ সকল তদ্বারা লিপ্ত হয়  
 না, ঠিক সেইরূপ সকল জীবও স্খাদি দ্বারা স্পৃষ্ট হয় না ।’ অতএব অদ্বিতীয়  
 পরমাশ্রুতে উপাধিদ্বারা জীবেশ্বর-বিভাগ এবং জীবসমূহের ভেদব্যবহার সিদ্ধ  
 হইতেছে । এইরূপ উপাধিক ভেদব্যবহার থাকাতোই অশুদ্ধ অর্থাৎ অবিজ্ঞো-  
 পাধিক জীবগত সূখ দুঃখ মোহ ও অজ্ঞান প্রভৃতি দোষনিচয় বিস্তুদ্ধ সম্বো-  
 পাধিসম্পন্ন পরমেশ্বরে সংক্রামিত হয় না । ভগবান্ পরাশরও সেইরূপ  
 বলিয়াছেন—“নিম্নলি সত্ত্বগুণের আকর, নিত্য নির্দোষ, সদা প্রকাশ স্বভাব  
 এবং সমস্ত পুরুষের হৃদয়ে অবস্থিত জ্ঞানস্বরূপ এই পরমাশ্রুত জগতে অবিজ্ঞাত  
 কি আছে ?” [ যেমন জীবগত সূখদুঃখাদির সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ হয় না,  
 তেমনি ] এক জীবের সূখদুঃখাদির সহিত বদ্ধ বা মুক্ত অপর কোন জীবের  
 সম্বন্ধ হয় না, অর্থাৎ এক জীবের সূখদুঃখে অপর কোন জীবই সুখী বা দুঃখী হয়

জাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশনীশা-

বজা হেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা ।

অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপো হকর্তা

ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ ॥১১৯॥

**সরলার্থঃ** ।—[ ইদানীং জীবেশ্বরয়োঃ সাক্ষ্য-বৈরূপ্যে ভাবদাহ—জাজ্ঞৌ ইতি । ] দ্বৌ ( জীবেশ্বরৌ ) জাজ্ঞৌ ( দৈশ্বর্যঃ স্তঃ সর্বজঃ, জীবঃ অজঃ অল্পজঃ ইত্যাদিশব্দঃ ), অজ্ঞৌ ( জন্মরহিতৌ ), দৈশনীশৌ ( দৈশঃ—প্রভুঃ দৈশ্বর্যঃ, অনীশঃ জীবঃ ) । একা ( অত্রা মায়া ) ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা ( ভোক্তৃঃ জীবন্ত ভোগ্যসম্পাদনে নিযুক্তা ) । আত্মা ( জীবঃ স্বরূপতঃ ) অনন্তঃ ( দেশ-কালাদিপরিচ্ছেদশূন্যঃ ) বিশ্বরূপঃ ( বিশ্বং রূপং যন্ত, সঃ ) অকর্তা হি ( ভোগাদি-কর্তৃত্বরহিত এব ) । যদা ত্রয়ং ( জীবেশ্বরব্রহ্মতত্ত্বং ) ব্রহ্মং ( ব্রহ্ম ) ইতি বিন্দতে ( লভতে বিজানাতি ), [ তদা বীতশোকঃ ভবতীতি শেষঃ । ] ॥ ১১৯ ॥

**মূলানুবাদঃ** । [ এখন জীব ও দৈশ্বরে প্রভেদ ও সাম্য প্রদর্শন করিতেছেন । ] দৈশ্বর্য ও জীব, উপাধি উভয়ে স্ত ও অজ্ঞ অর্থাৎ দৈশ্বর্য সর্বজ, আর জীব অল্পজ, উভয়েই অজ জন্মরহিত, দৈশ্বর্য দৈশ—সকলের প্রভু, আর জীব অনীশ অর্থাৎ নিজের উপরেও প্রভুত্বহীন । একমাত্র অজ প্রকৃতি বা মায়া ভোক্তার ভোগ্যসম্পাদনে নিযুক্তা, অর্থাৎ একমাত্র প্রকৃতিই জীবের ভোগ্যসম্পাদনের জন্ত ভোগ্য বস্তু সৃষ্টি করিয়া থাকে । নানাদেহে নানাপ্রকার নামে পরিচিত ( বিশ্বরূপ ) আত্মা স্বরূপতঃ অনন্ত ও অকর্তাই, যখন সে ভোক্তা ভোগ্য ও ভোগ এই তিনকে, অথবা জীব দৈশ্বর্য ও প্রকৃতিকে ব্রহ্মভাবে দর্শন করে, [ তখন সর্ব পাশ হইতে বিমুক্ত হয় । ] ॥ ১১৯ ॥

উপাধিতো ব্যবস্থায়াঃ সম্ভবাৎ । অত একমুক্তৌ সর্বমুক্তিরিতি ভবতুক্তস্ত চোক্তস্থানবকাশঃ ॥ ১১৮ ॥

**শাক্ষরভাষ্যম্** ।—কিঞ্চিদমপরং বৈলক্ষণ্যমিত্যাহ—জাজ্ঞৌ দ্বাবিতি । ন কেবলং ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে দৈশঃ, নাপানীশঃ সন্ বধ্যতে জীবঃ, অপি তু জাজ্ঞৌ—

না । কেন না, উপাধি দ্বারাষ্ট এইরূপ ব্যবস্থা সম্ভবপর হয় । এই কারণেই তুমি যে, আপত্তি করিয়াছিলে, একের মুক্তিতেই সকলের মুক্তি হয় না কেন ? সে আপত্তিরও অবকাশ হয় না ॥ ১১৮ ॥

**ভাষ্যানুবাদঃ** । জীব ও দৈশ্বরে আরও যে, বৈলক্ষণ্য আছে, তাহা প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—“জাজ্ঞৌ দ্বৌ” ইতি । দৈশ্বর্য যে, কেবল ব্যক্ত ও অব্যক্ত জগতের পোষণ করেন, আর জীব যে, অনীশ অর্থাৎ মায়ার অধীন হইয়া কেবলই

জ্ঞ ঈশ্বরঃ, অজ্ঞো জীবঃ, তৌ অজ্ঞৌ জন্মাদিরহিতৌ, ব্রহ্মণ এবাবিকৃতত্ব জীবৈশ্বর্যানাবস্থানানং ।

তথা চ শ্রুতিঃ ।—“পুরুষচক্রে দ্বিপদঃ পুনঃচক্রে চতুষ্পদঃ ।

পুরুঃ স পক্ষী ভূত্বা পুরুঃ পুরুষ আবিশৎ ॥” ইতি ।

“একস্তথা সৰ্বভূতাস্তরাণ্যামি রূপং রূপং প্রতিক্রপো বহিঃশচ ॥” ইতি চ ।

ঈশানীশৌ ছান্দসং হৃষিকম্ । ১

নষদৈতবাদিনো যদি ভোক্তৃভোগ্যালক্ষণপ্রপঞ্চসিদ্ধিঃ শ্রাৎ, তদা সৰ্বেশঃ পরমেশ্বরঃ । অনীশো জীবঃ । সৰ্বজ্ঞঃ পরমেশ্বরঃ । অসৰ্বজ্ঞো জীবঃ । সৰ্বকৃৎ পরমেশ্বরঃ । অসৰ্বকৃৎ জীবঃ । সৰ্বভূৎ পরমেশ্বরঃ । দেহাদিভূজীবঃ । সৰ্বাণ্যামি পরমেশ্বরঃ । অসৰ্বাণ্যামি জীবঃ । বিশেষার্থ্য আপ্তকামঃ পরমেশ্বরঃ । অশেষার্থ্যোহনাপ্তকামো জীবঃ । সৰ্বতঃ পাণিঃ সহস্রশীর্ষা, নিত্যোহনিত্যানাম্ ইত্যাদিনা জীবৈশ্বর্যোক্তির্লক্ষণব্যবহারসিদ্ধিঃ শ্রাৎ । ন তু ভোক্তৃপ্রপঞ্চ-সিদ্ধিরন্তি, স্বতঃ কূটস্থাপরিণাম্যাদ্বিতীয়স্ত বস্তুনো ভোক্তৃপ্রপঞ্চত্বাভাবাৎ । নাপি পরতঃ, ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্ত ভোক্তৃপ্রপঞ্চহেতুভূতস্ত বস্তুস্তরসম্ভাবে

সংসারে আবদ্ধ থাকে, তাহা নহে, পরন্তু উহার উভয়ে যথাক্রমে জ্ঞ ও অজ্ঞ—ঈশ্বর জ্ঞ (সৰ্বজ্ঞ), আর জীব অজ্ঞ (অসৰ্বজ্ঞ), তাহার উভয়েই অজ্ঞ জন্মাদিরহিত । কেন না, অবিকৃত ব্রহ্মই জীবরূপে ও ঈশ্বররূপে অবস্থান করেন । সেইরূপ শ্রুতি এই—‘প্রথমে তিনি দ্বিপদ ও চতুষ্পদ পূব ( বাস গৃহ ) নির্মাণ করিলেন । তিনিই পক্ষী হইয়া অর্থাৎ পক্ষী যেমন কুলায়ে প্রবেশ করে, ঠিক তেমনই, তিনি পুরুষরূপে দেহ-গৃহে প্রবেশ করিলেন ।’ ‘সেইরূপ সৰ্বভূতের অন্তরাণ্যামি এক পরমেশ্বরও প্রত্যেক রূপানুসারে বিভিন্ন রূপ ( আকার বা ভাব ) প্রাপ্ত হন ।’ বৈদিক নিয়মানুসারে ‘ঈশানীশৌ’ পদের আকার হৃষ হইয়া ‘ঈশানীশৌ’ হইয়াছে । ১

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, অদ্বৈতবাদীর মতে যদি ভোক্তৃ-ভোগ্যাঙ্ক প্রপঞ্চের অস্তিত্বসিদ্ধি হয়, তাহা হইলেই—পরমেশ্বর সৰ্বেশ্বর, আর জীব অনীশ ( অপ্রভু ), পরমেশ্বর সৰ্বজ্ঞ, আর জীব অসৰ্বজ্ঞ, পরমেশ্বর সৰ্বকর্তা, আর জীব তদ্বিপরীত, পরমেশ্বর সকলের ভরণকারী, জীব কেবল দেহপোষক, পরমেশ্বর সৰ্বাণ্যামি, জীব তদ্বিপরীত, পরমেশ্বর সৰ্বৈশ্বৰ্য্যসম্পন্ন ও আপ্তকাম, আর জীব অশেষার্থ্যসম্পন্ন ও অনাপ্তকাম, এবং “সৰ্বতঃ পাণিঃ” “সহস্রশীর্ষাঃ” “নিত্যো নিত্যানাং” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের ভেদব্যবহার সিদ্ধ হইতে পারে সত্য, কিন্তু ভোক্তৃভোগ্যাঙ্কপ্রপঞ্চের অস্তিত্বই ত অসিদ্ধ ; কারণ, স্বভাবতই বাহ্য কূটস্থ অপরিণামী ( নির্বিকার ) অদ্বিতীয় বস্তু ( ব্রহ্ম ), তাহার ত ভোক্তৃভাব প্রভৃতি ধর্ম স্বাভাবিক নহে । অপর বস্তুর সহযোগেও যে, ব্রহ্মের ভোক্তৃত্বাদি

দ্বৈতহানিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—অজ্ঞা হেকা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তেতি । ভবেদয়মীশ্বর-  
রাজ্যবিভাগঃ, যদি প্রপঞ্চাসিদ্ধিরেব ত্রাৎ, সিধ্যাত্যেব প্রপঞ্চঃ । হি  
যস্মদ্বন্দ্বার্থে । যস্মাদজ্ঞা প্রকৃতির্ন, জায়তে ইত্যজ্ঞা সিদ্ধা প্রসবধশ্চিগী ।  
“অজ্ঞামেকাম্” “মায়াস্তু প্রকৃতিং বিভ্রাৎ ।” “ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে ।”  
“মায়া পরা প্রকৃতিঃ ।” “সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ।” ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধা বিগ্ৰহজননী  
দেবাত্মশক্তিরূপেকা স্ববিকারভূত-ভোক্তৃভোগভোগ্যার্থশ্রুত্যা ঈশ্বরনিকট-  
বত্তিনী কিংকুরীণাহবতিষ্ঠতে । তস্মাৎ সোহপি মায়ী পরমেশ্বরে মায়াপাধি-  
সন্নিবেশ্তদ্বানিব কার্যভূতৈর্দেহাদিভিস্তদদেব, বিভক্তকুরী বিভক্ত ঈশ্বরাদিরূপেণাব-  
তিষ্ঠতে । তস্মাদেকস্মিন্নেকরসে পরমেহভ্যুপগম্যমানেহপি জীবৈশ্বর্যাদিসব-  
লোকিক-বৈদিকসর্বভেদব্যবহারসিদ্ধিঃ । ২

ন চ তয়োর্কৃত্ত্বস্তরস্ত সন্তাবাদ্ দ্বৈতবাদপ্রসক্তিঃ, মায়ায়া অনির্বাচ্যত্বেন  
বস্তুত্বাযোগাৎ । তথাহ—

হইবে, তাহাও নহে; কারণ, ভোক্তৃপ্রভৃতি জন্মাইতে পারে, জগতে ব্রহ্মাতিরিক্ত  
এমন কোন বস্তুই নাই । ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তু থাকিলেও অদ্বৈতবাদের ব্যাঘাত ঘটে,  
এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—“অজ্ঞা হেকা” ইত্যাদি । একথার অভিপ্রায় এই যে,  
এই ঈশ্বরাদি বিভাগের অভাব অবশ্যই হইত, যদি প্রপঞ্চ নিশ্চয়ই অসিদ্ধ হইত ।  
বাস্তবিক ত তাহা নহে; কারণ, প্রপঞ্চসিদ্ধি স্থনিশ্চিত । মূলের ‘হি’ শব্দটা  
হেতু অর্থে প্রযুক্ত । যেহেতু জগৎপ্রসবিনী অজ্ঞা—জন্মরহিত প্রকৃতি প্রমাণসিদ্ধ,  
অর্থাৎ “অজ্ঞামেকাং” “মায়াং তু প্রকৃতিং বিভ্রাৎ” “ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ  
ঈয়তে” “মায়া পরা প্রকৃতিঃ” “সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া” ইত্যাদি শ্রুতি স্মৃতি প্রমাণ-  
সিদ্ধা জগজ্জননী দেবাত্মশক্তিরূপা এক অজ্ঞা নিজেরই বিকার বা পরিণামাত্মক  
ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগসম্পাদনরূপ প্রয়োজন সাধনে ব্যাপ্তা এবং ঈশ্বরের  
নিকটবত্তিনী হইয়া কিংকরূপে ( দাসীভাবে ) অবস্থান করে, সেইহেতু মায়া-  
পাধিযুক্ত সেই ঈশ্বর মায়ারূপ উপাধির সান্নিধ্যবশতঃ নিজেও যেন সেই রকমই  
হন, মায়া কার্য্য দেহাদির সান্নিধ্যবশতঃ যেন দেহের মতই এবং বিভক্ত পদার্থের  
সহযোগ থাকায় নিজেও বিভক্ত প্রপঞ্চের ত্রায় পৃথক্ হইয়াই যেন ঈশ্বরপ্রভৃতি  
ভাবে অবস্থান করেন । সেই কারণেই পরমাত্মাকে অনেকাংশরহিত অথও  
বলিয়া স্বীকার করিলেও, লোকবেদপ্রসিদ্ধ জীবৈশ্বর্যাদি ভেদব্যবহার সমস্তই  
সিদ্ধ হয় । ২ ।

পরমাত্মার অতিরিক্ত মায়া রূপ স্বতন্ত্র বস্তুর স্বীকার করায় যে, দ্বৈতবাদ  
সম্ভাবিত হয়, তাহাও বলিতে পার না ; কারণ, মায়া সৎ বা অসৎরূপে অনির্বাচ্য;  
সুতরাং তাহার বস্তুত্ব ( সত্যতা ) নাই ( ৭ ) । একথা অত্রো বলিয়াছে ‘হে ভগ-

( ৭ ) সদসৎরূপে অনির্বাচ্য বলিবার অভিপ্রায় এই যে, যাহা সৎ, তাহা

“এয়া হি ভগবন্মায়া সদসব্যক্তিবর্জিতা” ইতি । যস্মাদজৈব ভোক্তাদিরূপা, তস্মাৎ তৎস্বীকৃতস্ত মিথ্যাসিদ্ধবস্ত্ত্বাসম্ভবাৎ অনস্তুচায়া । চণকোহবধারণে, অনস্তু এবাত্মা । অশ্রান্তঃ পরিচ্ছেদঃ দেশতঃ কালতো বস্তুতোহপি ন বস্তুত- ইতি । বিশ্বরূপো বিশ্বমশ্ৰৈব রূপমিতি, পরশ্রাবিশ্বরূপত্বাৎ । “বাচারম্ভগৎ বিকারো নামধেয়ম্” ইতি । রূপস্ত রূপিব্যাতিরেকেণাভাবাৎ বিশ্বরূপত্বাদপ্যানস্ত্যং সিদ্ধমিত্যর্থঃ । হি শব্দো যস্মাদর্থঃ । যস্মাৎ বিশ্বরূপবৈশ্বরূপাৎ লক্ষণং পরমাশ্রয়ঃ” ইত্যেবমাদিভিরাশ্রয়নো বিশ্বরূপত্বমিত্যর্থঃ । যত এবানন্তো বিশ্বরূপ আত্মা, অতএব অকর্ত্তা কর্ত্ত্বাদিসংসারধর্ম্মরহিত ইত্যর্থঃ । কদৈবমনন্তো বিশ্বরূপঃ কর্ত্ত্বাদিসকলসংসারধর্ম্মবর্জিতো মুক্তঃ পূর্ণানন্দাদ্বিতীয়ব্রহ্মরূপেণৈবাবতিষ্ঠতে, ইত্যত্রাহ—ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতদ্বিতি । ত্রয়ং ভোক্তা-ভোগ্য-ভোগ্যরূপম্ ।

বন, এই মায়া সদসৎ-ব্যক্তিবর্জিত, অর্থাৎ মায়া সৎ-পদার্থরূপেও ব্যক্ত নয়, এবং অসৎ-রূপেও ব্যক্ত নয়,—সদসৎরূপে নিরূপণের অযোগ্য । যেহেতু অজাই (মায়াই) ভোক্তা ও ভোগ্যাদিরূপে অবস্থিত, সেই হেতুতেই অজাকল্পিত বস্তুমাত্রই মিথ্যা—অসত্য, কাজেই আত্মা অদ্বিতীয় অখণ্ড । ‘চ’ অর্থ অবধারণ । যেহেতু দেশ কাল ও বস্তু দ্বারা ইহার অন্ত—পরিচ্ছেদ (সীমা) হয় না, সেই হেতু আত্মা অনস্তুই । [ সেই আত্মাও ] বিশ্বরূপ অর্থাৎ বিশ্ব (জগৎ) উঁহারই রূপ বা বিকাশ ; কারণ, পরমাশ্রয় কখনই বিশ্বরূপ নহে (বিশ্বাকারে পরিণত নহে) । পরমাশ্রয় বিকার মাত্রই যখন বাকারূপ নামমাত্র—সত্য নহে, এবং রূপ বা আকৃতি যখন রূপী (আকৃতিমান) হইতে পৃথক্ বা স্বতন্ত্র নহে, তখন বিশ্বরূপ বলিয়াই আত্মা অনস্তু (অসীম) । মূলের হি শব্দটা ‘যস্মাৎ’ অর্থে । যেহেতু বিশ্বরূপ-বৈশ্বরূপাই পরমাশ্রয় স্বরূপ বলিয়া অত্র উক্ত হইয়াছে, সেই হেতুই পরমাশ্রয় বিশ্বরূপত্বও সিদ্ধ হয় । যেহেতু বিশ্বরূপ আত্মা অনস্তু, সেই হেতুই অকর্ত্তা—সংসারশুলভ কর্ত্ত্বাদি ধর্ম্মরহিত । আত্মা কোন সময়ে অনস্তু বিশ্বরূপ এবং কর্ত্ত্বাদি সর্ব্বপ্রকার সংসারধর্ম্মবর্জিত মুক্ত ও পূর্ণ আনন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মভাবে অবস্থান করে ? তত্ত্বত্তরে বলিতেছেন—“ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ” ইতি । ত্রয়—ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগ এই তিন । উক্ত তিনই মায়াময়, সেই

কখনও বিনষ্ট বা রূপান্তরিত হয় না, সৎ বস্তু চিরকাল একই রূপে থাকে । অজা প্রকৃতির পরিণাম ও বিলয় যখন প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তখন উহাকে সৎ বলিতে পারা যায় না, পক্ষান্তরে অসতের যখন কোনরূপ কার্য্যকারিতাই সম্ভবপর হয় না, আকাশ-কুন্ডলের ত্রায় কেবল কথামাত্র, অথচ জগৎ যখন ঐ প্রকৃতিরই ফল, তখন উহাকে অসৎ বলিতে পারা যায় না । এইজন্যই উহাকে অনির্বাচ্য বলিতে হয় । অনির্বাচ্য মাত্রই অবস্তু অসত্য ।

ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ

ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ ।

তস্মাভিধানাদ্ যোজনাং তত্ত্বতাবাদ্-

ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ ॥১১১০॥

**সরলার্থঃ** । ইদানীং প্রকৃতিপরমেশ্বরয়োর্বৈলক্ষণ্যমুক্তা, তদ্বিজ্ঞানাদ-  
মৃতত্বপ্রাপ্তিং দর্শয়তি—ক্ষরমিত্যাदि । ক্ষরং ( বিকারশীলং সর্বং জগৎ ) প্রধানং  
( প্রকৃতিঃ, তৎপরিণামরূপত্বাৎ জগতঃ ) । অক্ষরং ( অবিনাশি আত্মা জীবঃ ) অমৃতং  
( মরণরহিতং ব্রহ্মরূপমিত্যর্থঃ ) । হরঃ ( অবিজ্ঞানাদেঃ সংসারবীজস্ত হরণাৎ হরঃ )  
একঃ দেবঃ ( পরমেশ্বরঃ ) ক্ষরাত্মানো ( প্রকৃতি পুরুষো ) ঈশতে ( ইষ্টে—শাসনেন  
নিয়ময়তি ) । তস্মা ( দেবস্মা ) ভূয়ঃ ( পুনঃ পুনঃ ) অভিধানাৎ ( সম্যক্ চিন্তনাৎ ),  
যোজনাৎ ( মনোনিবেশনাৎ ), তত্ত্বতাবাৎ ( অহং ব্রহ্মাস্মীতি প্রতিবোধাৎ ) অন্তে  
( প্রারব্ধভোগাবসানে, যদা ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানবেগায়াৎ ) বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ ( সুখদুঃখ-  
মোহান্বকসর্বপ্রপঞ্চনিবৃত্তিঃ ভবতি—মুচ্যতে ইতি ভাবঃ ) ॥ ১১১০ ॥

**মূলানুবাদঃ**—প্রধান অর্থাৎ জগৎপ্রকৃতি ক্ষর বিনাশশীল, আর মরণ-  
রহিত ( জীবাত্মা ) অক্ষর ( পরব্রহ্মস্বরূপ ) । সংসারের বীজভূত অবিজ্ঞানদোষ-  
হরণকারী এক ( অদ্বিতীয় ) দেব পরমাত্মা উক্ত ক্ষর ও আত্মাকে নিয়মিত  
করেন । সেই পরমাত্মার পুনঃ পুনঃ অভিধান, তাহাতে চিন্তনযোগজন এবং  
আমি ব্রহ্ম এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পর প্রারব্ধ কর্মের ফলভোগ শেষ হইলে  
বিশ্বমায়ার—সুখদুঃখমোহময় সংসারপ্রপঞ্চের নিবৃত্তি হয় ॥ ১১১০ ॥

মায়াশ্রকবাদধিষ্ঠানভূত-ব্রহ্মব্যতিরেকেণ নাস্তি, কিন্তু ব্রহ্মৈবেতি যদা বিন্দতে,  
তদা নিবৃত্তিনিখিলবিকল্প-পূর্ণানন্দাদ্বিতীয়ব্রহ্মভাক্ কর্তৃত্বাদিসকলসংসারধর্মবর্জিতো  
বীতশোকঃ কৃতকৃত্যোহবতিষ্ঠত ইত্যর্থঃ । অথবা জ্ঞাজ্ঞাজাত্যক-জীবেশ্বর-  
প্রকৃতিরূপজ্ঞঃ ব্রহ্ম যদা বিন্দতে লভতে, তদা মুচ্যত ইতি । ব্রহ্মমিতি  
মকারান্তম্ । “ব্রহ্মমেতু মাং মধুমেতু মাং” ইতিবৎ ছান্দগম্ ॥১১১১॥

কারণে আশ্রয়ভূত ব্রহ্মব্যতিরেকে উহাদের সত্তা নাই, উহারা অসৎ, ব্রহ্মই  
একমাত্র সৎ, ইহা যখন জানে, সেই সময় সর্বপ্রকার ভেদবুদ্ধিবর্জিত, পূর্ণ  
আনন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মভাবাপন্ন হয়, এবং তখন কর্তৃত্বাদি সংসারধর্মবর্জিত,  
শোকশূণ্য ও কৃতকৃত্যভাবে অবস্থান করে । অথবা জ্ঞ, অজ্ঞ ও অজ্ঞা, কিংবা জীব,  
ঈশ্বর ও প্রকৃতি, এই তিনকে যখন ব্রহ্মভাবে লাভ করে, তখন মুক্ত হয় মূলে  
'ব্রহ্মম্' শব্দটী মকারান্ত ( ব্রহ্ম-শব্দের ঞায় 'ব্রহ্মম্' শব্দও আছে ) । 'ব্রহ্মম্ আমাকে  
প্রাপ্ত হউন, মধুম্ আমাকে প্রাপ্ত হউক,' ইত্যাদি শব্দের ঞায় ইহাও বেদপ্রসিদ্ধ  
শব্দ ॥ ১১১১ ॥

জ্ঞাত্বা দেবং সর্বপাশাপহানিঃ

ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ ।

তস্মাহভিধানাত্তীয়ং দেহভেদে

বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবল আপ্তকামঃ ॥ ১১১১ ॥

**শাক্তরভাষ্যম্ ।**—জীবেশ্বরয়োর্বিভাগং দর্শয়িত্বা তদ্বিজ্ঞানাদমৃতত্বং দর্শিতং, ইদানীং প্রধানেশ্বরয়োর্বৈকলক্ষণ্যং দর্শয়িত্বা তদ্বিজ্ঞানাদমৃতত্বং দর্শয়তি—  
 ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরং হর ইতি । অবিজ্ঞাদেহরপাং পরমেশ্বরো হরঃ । অমৃতঞ্চ তদক্ষরং চ অমৃতাক্ষরম্, অমৃতং ব্রহ্মৈব ঈশ্বর ইত্যর্থঃ । স ঈশ্বরঃ ক্ষরান্মানো প্রধান-  
 পুরুষো ঈশতে ঈশ্ঠে, দেব একশ্চিৎসদানন্দাদিতীয়ঃ পরমাত্মা । তস্মৈ পরমাত্মানোহ-  
 ভিধানাং, কথং ? যোজন্যাং—জীবানাং পরমাত্মসংযোজন্যাং, তত্ত্বভাবাদহং  
 ব্রহ্মাশ্রীতি, ভূয়শ্চাসক্লং অস্তে প্রারব্ধকর্মাশ্চ, যদ্বা স্বাত্মজ্ঞাননিষ্পত্তিরন্তঃ, তস্মিন্  
 স্বাত্মজ্ঞানোদয়বেলায়াং, বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ—সুখদুঃখমোহাত্মকশেষপ্রপঞ্চরূপ-  
 মায়ানিবৃত্তিঃ ॥ ১১১০ ॥

**ভাষ্যানুবাদ ।** এ পর্য্যন্ত জীব ও ঈশ্বরের বিভাগ প্রদর্শন করিয়া তদ্বি-  
 য়ক বিজ্ঞানে অমৃতত্ব প্রাপ্তি প্রদর্শিত ( বর্ণিত ) হইয়াছে । এখন প্রকৃতি ও  
 ঈশ্বরের বিভাগ প্রদর্শন ও তদ্বিজ্ঞানে অমৃতত্ব প্রাপ্তি বর্ণিত হইতেছে—“ক্ষরং  
 প্রধানমমৃতাক্ষরং হরঃ” । পরমেশ্বর অবিদ্যাাদি হরণ করণে বলিয়া হর-শব্দ-  
 বাচ্য । যাহা অমৃত, তাহাই অক্ষর, [ উভয়ের মিলনে হইল—অমৃতাক্ষর ) ।  
 অর্থ এই যে, অমৃতময় ব্রহ্মই ঈশ্বর । চিৎসদানন্দ অদিতীয় সেই এক দেবতা—  
 পরমাত্মা পরমেশ্বর ক্ষরস্বভাব প্রধান ও পুরুষকে শাসন করেন অর্থাৎ যথাযথ-  
 ভাবে নিয়মিত করেন । সেই পরমাত্মার অভিধ্যানে ( চিন্তার ফলে ), [ অভি-  
 ধ্যান ] কি প্রকারে ? না, যোজনে, অর্থাৎ জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে সংযোজিত  
 করায় এবং আমিহ ব্রহ্ম, এইরূপ তত্ত্ববোধ উপস্থিত হইলে, পুনঃ পুনঃ এই সকল  
 কর্ম অমুষ্ঠিত হইলে, অস্তে প্রারব্ধ কর্ম শেষ হইলে পর, অথবা অন্ত অর্থ—আত্ম-  
 জ্ঞানের পরিসমাপ্তি, তাহা হইলে অর্থাৎ যে সময় আত্মজ্ঞান সমুদিত হয়, ঠিক  
 সেই সময়েই বিশ্বমায়ার নিবৃত্তি হয়, অর্থাৎ সুখদুঃখমোহাত্মক সমস্ত সংসার-  
 রূপ মায়ার নিবৃত্তি হয় ॥ ১১১০ ॥

**সম্বলার্থঃ ।** ইদানীং ব্রহ্মবিষয়কয়োঃ জ্ঞান-ধ্যানয়োঃ ফলভেদং দর্শয়তি—  
 জ্ঞাত্বেতি । দেবং ( প্রকাশময়ং পরমাত্মানং ) জ্ঞাত্বা ( অয়মহমশ্রীতি সাক্ষাদমু-  
 ভূয় স্থিতস্ত সাধকস্ত ) সর্বপাশাপহানিঃ ( সর্বেষাং পাশানাং অবিজ্ঞানানাং ) অপ-  
 হানিঃ ( বিনাশঃ ), তথা ক্লেশৈঃ ( অবিজ্ঞাদিভিঃ ) ক্ষীণৈঃ ( ক্ষয়ংগতৈঃসৃষ্টিঃ )

জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ ( অবিজ্ঞানমূলকয়ো জননমরণয়োঃ প্রকর্ষণেণ বিনাশঃ [ ভবতীতি শেষঃ । ইদং তাবৎ জ্ঞানফলমুক্তং, অথ ধ্যানফলমুচ্যতে— ] তন্ত্ৰ ( পরমাত্মনঃ ) অভিধানাৎ ( অমুচিস্তানাৎ ) দেহভেদে ( স্থূলদেহপাতে সতি ) তৃতীয়ং ( বিশ্ব-বৈরাজ্যাপেক্ষয়া তৃতীয়ং ) বিবৈশ্বর্য্যং ( সবিশেষকার্য্যব্রহ্মরূপং ) [ অমৃত্যু, ক্রমেণ ] আপ্তকামঃ ( সৰ্ব্বকামপরিসমাপ্তিঃ প্রাপ্তঃ সন্ ) কেবলঃ ( নির্বিশেষব্রহ্মভাবং প্রাপ্তো ভবতি, মুচ্যতে ইত্যশয়ঃ । ) [ অয়ং ভাবঃ—পরমাত্মানম্ অহমিতি বিজানতঃ পুরুষস্ত প্রথমং অবিজ্ঞারূপ-পাশকয়ো ভবতি, তৎক্ষণে চ কারণক্ষয়াৎ জন্মমরণয়োঃ সাক্ষাৎ নিবৃত্তিঃ জীবমুক্তির্ভবতীতি । ধ্যানিনাং পুনঃ—তদভিধানাৎ প্রথমং প্রারক্তভোগসমাপ্তৌ দেহপাতঃ, অনন্তরং বিবৈশ্বর্য্যালক্ষণকার্য্যব্রহ্মলোকে গমনং, তদনন্তরং সৰ্ব্বকামসমাপ্তিপূৰ্ব্বকং কৈবল্যং—মুক্তির্ভবতি । ততশ্চ জ্ঞানাৎ সাক্ষাৎ কৈবল্যাভাতঃ, ধ্যানাৎ পুনঃ ক্রমেণেতি জ্ঞান-ধ্যানয়োঃ ফলভেদইত্যশয়ঃ । ] ॥ ১ । ১১ ॥

**মূলানুবাদ ।** [ অতঃপর জ্ঞান ও ধ্যানের ফলভেদ প্রদর্শিত হইতেছে— ] সেই পরমাত্মাকে জীবাত্মার সহিত অভিন্নরূপে জানিলে সাধকের সমস্ত বন্ধনপাশ অর্থাৎ বন্ধনের হেতুভূত অবিজ্ঞাদি দোষ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় । ঐ অবিজ্ঞাদি ক্রেশ ক্ষয়-প্রাপ্ত হইলে জন্ম ও মৃত্যু নিবৃত্ত হয়, অর্থাৎ জন্মমরণের প্রধান কারণ অবিজ্ঞা, সেই অবিজ্ঞার ক্ষয়ে পুনরায় আর জন্ম-মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে না, সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মুক্তি—জীবমুক্তি হয় । আর যাহারা তাহার অভিধান বা অমুচিস্তন করে, তাহারা [ প্রারক্তভোগ শেষ হইলে পর ] প্রথম সৰ্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্যময় তৃতীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মলোক লাভ করে, পরে আপ্তকাম হইয়া কৈবল্য লাভ করিয়া থাকে অর্থাৎ তাহারা ক্রমমুক্তি লাভ করে ] ॥ ১১ ॥

**শাক্তরভাষ্যম্ ।**—ইদানীং তদ্বিদগুদ্যায়িনশ্চ তজ্জ্ঞানধ্যানকৃতং ফলভেদং দর্শয়তি—জ্ঞাত্বেতি । জ্ঞাত্বা দেবময়মহমস্মীতি । সৰ্ব্বপাশাপহানিঃ । পাশরূপাণাং সৰ্ব্বেষামবিজ্ঞাদীনামপহানিঃ । ক্ষৌণেরবিজ্ঞাদিভিঃ ক্রৈশেষতঃ-

**ভাষ্যানুবাদ ।** যাহারা তাহাকে চিন্তা করে—জানে, আর যাহারা তাহাকে ধ্যান করে, এখন তাহাদের উভয়ের জ্ঞান ও ধ্যানকৃত ফলভেদ প্রদর্শন করিতেছেন—জ্ঞাত্বেতি । আমিই এই দেব, এইরূপে দেবকে ( পরমাত্মাকে ) জানিয়া অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে অভিন্নরূপে জানিলে, সৰ্ব্বপাশের হানি হয়, অর্থাৎ অবিদ্যা প্রভৃতি যে সমস্ত কারণে বন্ধন ঘটে, সেই অবিদ্যা প্রভৃতি জীবের পাশ স্বরূপ, জ্ঞানোদয়ে সে সমস্ত পাশ বিধ্বস্ত হইয়া যায় । অবিদ্যাপ্রভৃতি ক্রেশরাশি ( ৮ ) ক্ষৌণ হইলে পর, অবিদ্যামূলক জন্মমৃত্যুর প্রহাণি হয়,—দুঃখের

( ৮ ) ক্রেশ পাতঞ্জলের মতে পাঁচ প্রকার—“অবিজ্ঞান্মিতারাগদ্বेषাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্রেশাঃ ।” অবিজ্ঞা—অনাত্মা-দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি । অস্মিতা—আত্মা ও বুদ্ধিকে এক বলিয়া মনে করা । রাগ—সুখাভিলাষ । দ্বেষ—দুঃখ বিষয়ে অনিচ্ছা । অভিনিবেশ—মরণত্রাস ।



কার্যভূত জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ জননমরণাদিহঃখহেতুবিনাশঃ । জ্ঞানফলং প্রদর্শিতম্ । ১

ধ্যানে কিঞ্চিৎ ক্রমমুক্তিরূপং বিশেষমাক্র—তত্ত্ব পরমেশ্বরত্যাভিধানাদ্ দেহ-  
ভেদে শরীরপাতোত্তরকালমচ্ছিন্নাদিনা দেবযানপথো গচ্ছা পরমেশ্বরসাম্যজ্ঞাং গতস্ত  
তৃতীয়ং বিরাক্তরূপাপেক্ষয়া অব্যাকৃতপরমব্যোমকারণেশ্বরবস্থং বিৈশ্বশ্রীলক্ষণং  
ফলং ভবতি । স তদনুভূয় তত্রৈব নির্বিশেষমাত্মনং জ্ঞাত্বা কেবলো নিরন্তরমন্তে-  
শ্রী-তদ্রূপাধিসিদ্ধিরব্যাকৃতপরমব্যোমকারণেশ্বরাত্মকতৃতীয়াবস্থং বিৈশ্বশ্রীলক্ষণং  
আপ্তকাম আস্তকামঃ পূর্ণানন্দাদ্বিতীয়ব্রহ্মরূপোহবতিষ্ঠতে । এতদ্রূপং ভবতি—  
সমাগদর্শনস্ত তথাভূতবস্তুরবিষয়ত্বেন নির্বিশেষপূর্ণানন্দাদ্বিতীয়ব্রহ্মবিষয়ত্বাৎ বিজ্ঞানা-  
নন্তরমবিজ্ঞাতব্যকার্যপ্রহাণেন পূর্ণানন্দাদ্বিতীয়ব্রহ্মস্বরূপোহবতিষ্ঠতে । ধ্যানস্ত পুনঃ  
সহস্রা ন নিরাকারে বুদ্ধিঃ প্রবর্তত ইতি—সবিশেষব্রহ্মবিষয়ত্বাৎ ‘তৎ যথা যথোপাসতে’  
ইতি জ্ঞায়েন সবিশেষবিৈশ্বশ্রীলক্ষণব্রহ্মপ্রাপ্ত্যা বিৈশ্বশ্রীলক্ষণমুভূয় নির্বিশেষপূর্ণা-  
নন্দব্রহ্মাত্মনং জ্ঞাত্বা কেবলাত্মকামোহবাগ্নিশেষপুমর্থো যুক্তো ভবতি । ২

নিদানভূত জন্ম ও মরণ প্রভৃতি অনর্থগুলির প্রণাশ ঘটে। ইহা জ্ঞানের ফল  
প্রদর্শিত হইল, ধ্যানের ফল পরে বলা যাইতেছে ] । ১

ধ্যানের ফলে কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে। ধ্যানের ফল ক্রমমুক্তি, তাহা  
বলিতেছেন। সাধক সেই পরমেশ্বরের অভিধানের ফলে ( একাগ্রচিত্তে ধ্যান  
করিলে, ) দেহপাতের ( মরণের ) পরক্ষণে অচ্ছিন্নাদিক্রমে দেবযান পথে গমন  
করিয়া পরমেশ্বরের সাম্যজ্ঞা লাভ করেন, অনন্তর তৈজস ও বিরাক্ত পুরুষ  
অপেক্ষা তৃতীয় অবস্থা অর্থাৎ অপ্রকট কারণরূপী ঈশ্বররূপ বিৈশ্বশ্রী  
( সর্বেশ্বররূপ ) ফল প্রাপ্ত হন। তিনি সেখানে সেই পরমৈশ্বর্যপদ উপভোগ  
করিয়া নির্বিশেষ পরমাত্মাকে অবগত হইয়া কেবল হন—তখন সর্বপ্রকার  
ঈশ্বর্য ও তদনুযায়ী ফলসিদ্ধি এবং পূর্ণপ্রাপ্ত পরম ব্যোমরূপী ঈশ্বরাত্মক  
তৃতীয়াবস্থারূপে অবস্থান করেন অর্থাৎ তখন তার সমস্ত কাম আত্মাতে  
পরিসমাপ্ত হয় এবং পূর্ণ আনন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপে অবস্থান করেন।  
অভিপ্রায় এই যে, যথার্থ বস্তুই তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় হয়; অতএব অবিশেষ পূর্ণ  
আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মই তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় হয়, সেই কারণেই তত্ত্বদর্শন হইলে পর  
অবিজ্ঞা ও অবিজ্ঞাকার্য্য সকল শ্রগষ্ট হইয়া যায়, কাজেই তখন এক অদ্বিতীয় পূর্ণ  
আনন্দময় ব্রহ্মরূপে অবস্থান ঘটে। ধ্যানবুদ্ধি কখনও নিরাকার বিষয়ে সহজে  
প্রবৃত্ত হয় না, কাজেই সবিশেষ বা সগুণ ব্রহ্মবিষয়ে প্রথমে ধ্যান করিতে হয়।  
ঐরূপ ধ্যানে ‘তাহাকে যেমন যেমন ভাবে উপাসনা করে, তেমনই ফল পায়,’ এই  
শ্রুতিকথিত নিয়মানুসারে বিশ্ব-ঈশ্বর্য্যাত্মক সবিশেষ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়; সেই বিৈশ্ব-  
শ্রী অনুভব করিয়া পরে নির্বিশেষ পূর্ণ আনন্দময় ব্রহ্মাত্মাকে অবগত হয়,  
তাহার ফলে কেবল—পরম পুরুষার্থ মুক্তি প্রাপ্ত হয় । ২

তথা শিবধর্মোক্তরে জ্ঞানধ্যানয়োর্বিবৈধার্থালক্ষণং কেবলাত্মাপ্রকামলক্ষণক  
ফলং দর্শয়তি—

“ধ্যানাদৈশ্বর্যমতুলাৈশ্বর্যং সুখমুত্তমম্ ।

জ্ঞানেন তৎ পরিত্যজ্য বিদেহো মুক্তিমাশ্ৰুয়াৎ” ॥ ইতি ।

তথা চ দহরাদিসবিশেষ-সমুপোপাদকানাং “স যদি পিতৃলোককামো ভবতি, স কল্পাদেবাত্ম পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠতি” ইত্যাদিনা বিবৈশ্বর্যালক্ষণং ফলং দর্শয়তি ।  
তথা চ প্রশ্নোপনিষদি—“যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেনোগিতোত্যে নৈবাক্ষরেণ পরম-  
পুরুষমভিধায়ীত, স তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নঃ” ইত্যাদিনা পরমপুরুষমভিধায়তো-  
হচ্চিরাদিমার্গোপদেশপূর্ব্বকম্ “স এতশ্চাজ্জীবনাতঃ পরাৎ পরং পুরিশয়ং পুরুষ-  
মীক্ষতে” ইতি ব্রহ্মলোকং গতস্ত তত্রৈব সমাগদর্শনলাভং দর্শয়িত্বা “তমোক্ষারেণৈ-  
বায়তনেনাবেতি বিদ্বান্, যন্তচ্ছাস্তমজরমমৃতমভয়ং পরং চেতি” ইতি সমাগদর্শনে-  
ন মোক্ষ উপদিষ্টঃ—“তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি” ইতি বিহৃষোহচ্চিরাদিগমনং  
বিনা ইহৈবামৃতত্বপ্রাপ্তিং দর্শয়তি । “অথাকাময়মানঃ” ইত্যারভ্য “ন তন্ত প্রাণা  
উৎক্রানস্তি, ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপোতি” ইত্যাদিনা বিনৈবোৎক্রান্তিং বিহৃষো মোক্ষ

শিবধর্মোক্তরেও এইরূপই ধ্যানের ফল বিবৈশ্বর্য, আর জ্ঞানের ফল আশু-  
কামত্ব প্রদর্শন করিতেছেন—“ধ্যানের ফল—অতুল ঐশ্বর্য, ঐশ্বর্যের ফল উত্তম  
সুখ। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা ধ্যানলব্ধ ঐশ্বর্য ও সুখ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিদেহ হইয়া  
মুক্তিলাভ করিবে।” এইরূপ—“সে যদি পিতৃলোকপ্রিয় হয়, তবে ইহার  
ইচ্ছামাত্রেই পিতৃগণ উপস্থিত হন” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে প্রদর্শিত হইয়াছে যে,  
দহরবিদ্যাপ্রভৃতি উপাসনায় যাহারা রত, তাহাদের বিবৈশ্বর্য-প্রাপ্তিরূপ ফল  
লাভ হয়। প্রশ্নোপনিষদও ‘যে লোক ত্রিমাত্রাত্মক ভূমি এই প্রণবাক্ষররূপে  
পরম পুরুষের ধ্যান করে, সে লোক তেজোময় সূর্যের সহিত মিলিত হয়’  
ইত্যাদি বাক্যে পরম পুরুষের ধ্যানকারী ব্যক্তিদিগের (মৃত্যুর পর গমনের  
জগৎ) অচ্চিরাদি পথের উপদেশ করিয়া ‘সেই লোকই হৃদয়স্থ পরাৎপর পুরুষকে  
দর্শন করে’ এই বাক্যে আবার ব্রহ্মলোকগামী ব্যক্তির সেখানেই (ব্রহ্মলোকেই)  
তত্ত্বজ্ঞানলাভের, বা ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার-লাভের কথা বলিয়াছেন, এবং তৎপরেই  
আবার ‘বিদ্বান্ (জ্ঞানী) পুরুষ এই ওঙ্কাররূপ আলম্বনের সাহায্যেই—তঁাহাকে  
প্রাপ্ত হন, যিনি জরামরণভয়রহিত শাস্ত্র পরম ও সর্বশ্রেষ্ঠ (ব্রহ্ম)।’ এই বাক্যে  
সম্যক জ্ঞানে মোক্ষ-ফল-প্রাপ্তি উপদিষ্ট হইয়াছে। অতএব ‘তাহাকে (আত্মাকে)  
এইরূপে জানিলে ইহলোকেই অর্থাৎ বর্তমান দেহেই অমৃতত্ব লাভ করে’ এই  
বাক্যে অচ্চিরাদিপথে গমন ব্যতিরেকেও ইহলোকেই জ্ঞানীর মুক্তিলাভ  
প্রদর্শিত হইয়াছে। ‘পক্ষান্তরে, যিনি কামনারহিত নিকাম’ এইরূপে বাক্যারম্ভের  
পর ‘তাহার (জ্ঞানীর) প্রাণ আর উৎক্রমণ করে না, অর্থাৎ এই দেহ হইতে  
আর লোকান্তরে প্রস্থান করে না, তিনি ব্রহ্মভাবে উদ্ভূত হইয়া ব্রহ্ম লাভ করেন’

উপদিষ্টঃ । “উদম্মাৎ প্রাণাঃ ক্রামন্ত্যাহো নেতি ? নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ”  
ইতি প্রশ্নপূর্বকমুৎক্রান্ত্যভাবো দর্শিতঃ । তথা চ ব্রাহ্মে পুরাণে জীবমুক্তিং গত্যা-  
ভাবং চ দর্শয়তি—

“যস্মিন্ কালে স্বমাত্মানং যোগী জানাতি কেবলম্ ।

তস্মাৎ কালাৎ সমারভ্য জীবমুক্তো ভবেদসৌ ॥

মোক্ষস্ত নৈব কিঞ্চিং স্তাদত্ৰ গমনং কচিৎ ।

স্থানং পরার্কমপরং যত্র গচ্ছন্তি যোগিনঃ ॥

অজ্ঞানবন্ধভেদস্ত মোক্ষো ব্রহ্মলয়স্থিতি ॥”

তথা লৈঙ্গে বিদ্রুষো জীবমুক্তিং দর্শয়তি—

“ইহ লোকে পরে চৈব কর্তব্যং নাস্তি তস্ত বৈ ।

জীবমুক্তো যতস্তস্মাৎ ব্রহ্মবিৎ পরমার্থতঃ ॥”

শিবধর্মোত্তরে—“বাস্তাত্যয়েহপি কর্তব্যং কিঞ্চিদস্ত ন বিদ্যতে ।

ইহৈব স বিমুক্তঃ স্তাৎ সম্পূর্ণঃ সমদর্শনঃ ॥”

তস্মাদুপাসকো দেহাদ্রুৎক্রম্যাচ্চিরাদিনা দেবযানেন বিবৈশ্বর্ধ্যাৎ এক্ষ প্রাপ্য  
বিবৈশ্বর্ধ্যমমুভূয় তত্রৈব কেবলং প্রত্যন্তমিতভেদ-পূর্ণানন্দাধিভীষত্রক্ষাত্মানং জ্ঞাত্বা

ইত্যাদি বাক্যেও জ্ঞানীর পক্ষে উৎক্রমণ ব্যতিরেকেই মুক্তি উপদিষ্ট হইয়াছে ।  
‘ইহার ( জ্ঞানীর ) দেহ হইতে প্রাণ সকল কি উৎক্রমণ করে ? অথবা করে না ?  
[এতদন্তরে] যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—না—উৎক্রমণ করে না,’ এই স্থানেও  
প্রশ্নপূর্বক উৎক্রমণের অভাব দেখান হইয়াছে । ব্রহ্মপুরাণেও সেইরূপেই  
জীবমুক্তি ও লোকান্তরগতির অভাব প্রদর্শন করিতেছেন—

যোগী যে সময়ে আপন আত্মাকে কেবল অর্থাৎ বুদ্ধিপ্রবৃত্তির সম্পর্করহিত  
শুদ্ধস্বরূপ জানিতে পারে, সেই সময় হইতেই তিনি জীবমুক্ত হন । ধ্যানযোগীরা  
যে সকল উত্তম স্থানে গমন করে, মুক্ত পুরুষের সে সকল স্থানের কোথাও গমন  
হয় না । মোক্ষ অর্থ—অজ্ঞান-বন্ধনের ছেদন ও ব্রহ্মে বিলয় অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত  
মিলিয়া যাওয়া । লিঙ্গপুরাণেও জ্ঞানীর জীবমুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে ‘যিনি  
পরমার্থ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ, তিনি জীবমুক্ত ; ইহলোকে বা পরলোকে তাহার কিছুমাত্র  
কর্তব্য নাই ।’ শিবধর্মোত্তরে কথিত আছে—‘জ্ঞানীর যখন সমস্ত কামনা বিনষ্ট  
হইয়া যায়, তখন তাহার পক্ষে আর কিছুই কর্তব্য নাই । সর্বত্র সমদর্শী  
পরিপূর্ণাত্মা সেই ব্যক্তি ইহলোকেই বিমুক্ত হয় ।’

অতএব বুঝিতে হইবে, উপাসক পুরুষ ( দেহপাতের পর ) দেহ হইতে  
উদ্ধগামী হইয়া দেবযাননামক অচিরাদিপথে সর্বৈশ্বর্ধ্যময় ব্রহ্মলোকে গমন  
করে, সেই ঐশ্বর্ধ্য ভোগ করিয়া সেখানেই সর্বপ্রকার ভেদবর্জিত পরিপূর্ণ  
আনন্দস্বরূপ বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া কেবল আপ্তকাম অর্থাৎ মুক্ত হয় ।

কেবলাত্মকামো মুক্তো ভবতি বিদ্বান্ । নির্কিংশেষপূর্ণানন্দাদিতীয়ব্রহ্মবিজ্ঞানাদশেষ-  
গন্তৃগন্তব্যগমনাদিভেদপ্রত্যস্তময়াহিনৈবোৎক্রান্তিং দেবযানং চ ব্রহ্মজ্ঞানসমনস্তরং  
জীবমুক্তো ব্রহ্মজ্ঞানসমনস্তরং ব্রহ্মানন্দমুভূয়াত্তরতিরাত্ত্বতৃপ্ত আত্মনৈবাস্তঃসুখোহ-  
স্তরারামোহস্তর্জ্যোতিরাত্ত্বক্রীড় আত্মরতিরাত্ত্বমিথুন আত্মানন্দ ইহৈবস্বারাজ্যে ভূমি  
শ্বে মহিম্যামৃতোহবতিষ্ঠতে । তদ্বৈতুত্বাদ্বাহ্যবিষয়পরিত্যাগেন ব্রহ্মণ্যাধায় বাঞ্ছনঃকায়  
নিষ্পাণ্ডং শ্রৌতস্মার্তলক্ষণং কৰ্ম কৃত্বা বিমুক্তসংহো বোগাক্রাণ্ডো ভূত্বা শমাদিসাধন-  
সম্পন্নঃ ।

“যোগী যুজীত সততমাশ্রানং রহসি স্থিতঃ ।

একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥

এবং যুজন্ সদাশ্রানং যোগী বিগতকাম্বঃ ।

স্বপ্নেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্রুতে ॥

সর্বভূতসুমাশ্রানং সর্বভূতানি চাশ্রয়ি ।

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ।

সমং পশুন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্ ।

ন হিনস্ত্যাশ্রনাশ্রানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥” ইতি স্মৃতেঃ ॥ ১১১১ ॥

নির্কিংশেষ পূর্ণ আনন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধি করার ফলে তাহার গন্তা  
(গমন কর্তা), গন্তব্য ও গমন প্রভৃতি সর্বপ্রকার ভেদ বিলুপ্ত হইয়া যায়; সেই  
कारणे সেই জীবমুক্ত পুরুষ দেবযানপথে না যাইয়াই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া  
ব্রহ্মানন্দ অরুভব করিবার পর, আত্মাতেই তাহার রতি, তৃষ্ণা, ক্রীড়া ও স্বপ্নের  
উদয় হয়, আনন্দ, আরাম ও জ্যোতিঃ (প্রকাশ) অন্তরে প্রকটিত হয়, এবং  
এখানেই স্বমহিমাময় ভূমি স্বারাজ্যে মুক্তভাবে অবস্থান ঘটে। এই অবস্থা লাভ  
করিতে হইলে বিষয়াশক্তি পরিত্যাগপূর্বক শ্রুতিস্মৃতিবিহিত কায়িক বাটিক ও  
মানসিক সমস্ত কৰ্ম ব্রহ্মে সমর্পণ করিয়া অমুষ্ঠান করিতে হয়, এবং শমনমাদি  
সাধনসম্পন্ন হইয়া সত্ত্বগুণি লাভপূর্বক যোগাক্রান্ত হইতে হয়। [এ কথা ভগবানও  
বলিয়াছেন—] ‘যোগী পুরুষ দেহ ও মন সংযত করিয়া এবং আশীঃ—(অনাগত  
প্রিয় বস্তু প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা) ও পরদ্রব্যপ্রতিগ্রহ-পরিত্যাগপূর্বক নির্জন স্থানে  
একাকী সর্বদা আত্মযোগ অমুণীলন করিবে। যোগী এই ভাবে নিরন্তর  
আত্মযোগ অভ্যাস করিতে করিতে সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া অনায়াসে  
আত্মাস্তিক ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। যাহার চিত্ত সর্বদা যোগযুক্ত,  
তিনি সর্বত্র সমদর্শী হন, এবং আপনাকে সর্বভূতে ও সর্বভূতকে আপনাতে  
বিহুমান দর্শন করেন। যিনি ঈশ্বরকে সর্বত্র সমভাবে বর্তমান দর্শন করেন,  
তিনি নিজে নিজকে হত করেন না, অর্থাৎ আপনার নিত্য অপলাপ করেন না,  
তাহার ফলে পরাগতি (মুক্তি) লাভ করেন।’ ইত্যাদি স্মৃতিবচনও এ বিষয়ে  
প্রমাণ ॥ ১১১১ ॥

এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থম্,  
 নাতঃ পরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ ।  
 ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা  
 সৰ্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ ॥ ১১১২ ॥

**সরলার্থঃ** । নিত্যং ( সৰ্বদা ) এব ( নিশ্চয়ে ) আত্মসংস্থং ( স্বাত্মনি বর্তমানং স্বাত্মস্বরূপমিত্যর্থঃ ) এতৎ ( ব্রহ্ম ) জ্ঞেয়ং ( বেদিতব্যম্ ), অতঃ ( অত্যাং ব্রহ্মণঃ ) পরং ( অত্যাং ) কিঞ্চিৎ ( কিমপি ) হি ( নিশ্চয়ে ) বেদিতব্যং ( জ্ঞাতব্যং ) ন ( নাস্তি ) [ পরমাত্মবিজ্ঞানেনৈব সৰ্ববিজ্ঞাননিষ্পত্তিরিতি ভাবঃ । ] [ জ্ঞানপ্রকার উচ্যতে ] ভোক্তা ( জীবঃ ), ভোগ্যং ( সৰ্বং জগৎ ), প্রেরিতারং ( অন্তর্ধামিণং ) চ, এতৎ ত্রিবিধং সৰ্বং ব্রহ্মং প্রোক্তং ( কথিতম্ ) । এতৎ ত্রয়ং ব্রহ্মৈবেতি বিজ্ঞেয়মিতি ভাবঃ । [ অত্র ব্রহ্মম্ ইতি মকারান্তং পদম্ ] ॥ ১১১২ ॥

**মূলানুবাদ** । সৰ্বদাই আত্মপ্রতিষ্ঠ আত্মস্বরূপে অবস্থিত এই ব্রহ্মকে জানিবে, [ এই ব্রহ্মই একমাত্র জ্ঞাতব্য ], ইহার অতিক্রান্ত আর কিছু জ্ঞাতব্য নাই । [ কিরূপে জানিতে হইবে, তাহা বলিতেছেন ] ভোক্তা—জীব, ভোগ্য—জগৎ ও প্রেরিতা—ঈশ্বর, পুরুষোক্ত এই তিনই ব্রহ্ম, এইরূপে জানিতে হইবে । ] ॥ ১১১২ ॥

**শাক্তরভাষ্যম্** ।—যস্মাজ্জ্ঞানানন্তরং পরমপুরুষার্থসিদ্ধিঃ, তস্মাৎ এতজ্জ্ঞেয়মিতি । এতৎ প্রকৃতং কেবলাত্মাকাশব্রহ্মরূপং, নিত্যং নিয়মেন জ্ঞেয়ং । কিমত্রাত্মসংস্থং ? ন—স্বাত্মসংস্থং জ্ঞেয়ং, নানাত্মনি বাহে । শ্রয়তে চ—

“তমাত্মস্থং যেন্নপশুন্তি ধীরা-

ন্তেষাং শান্তিঃ শাস্ত্বতী নেতরেষাম্ ॥” ইতি ।

তথা চ শিবধর্মোক্তরে যোগিনামাত্মনি স্থিতিঃ—

**ভাষ্যানুবাদ** ।—যেহেতু তত্ত্বজ্ঞানের পরই মুক্তিরূপ পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়, সেই হেতু প্রস্তাবিত এই কেবল ( বিশুদ্ধ ) আত্মাকাশস্বরূপ ব্রহ্মকে নিত্য—নিয়মপূর্বক জানিবে । ভাল, তাহাকে কি অত্যাংস্থ—অত্যাং অবস্থিতরূপে জানিতে হইবে ? না,—আত্মসংস্থ—আত্মস্বরূপে অবস্থিত জানিতে হইবে, কিন্তু বাহু—অনাত্ম পদার্থে অবস্থিতরূপে নহে । এ কথা বেদেও শ্রুত হয়—‘যে সকল ধীর ব্যক্তি আত্মসংস্থ তাহাকে ( পরমাত্মাকে ) নিয়ত দর্শন করেন, তাহাদেরই শাস্ত ( অবিনশ্বর ) শান্তি হয়, অপর সকলের হয় না ।’ ইতি । শিবধর্মোক্তরেও এইরূপেই যোগিগণের আত্মাতে অবস্থানের কথা বর্ণিত আছে—

“শিবমাত্মনি পশুস্তি প্রতিমাস্ত ন যোগিনঃ ।  
 আত্মস্থং যঃ পরিত্যজ্য বাহিঃস্থং যজ্ঞতে শিবম্ ।  
 হস্তস্থং পিণ্ডমংসজ্যপলিহাৎ কুর্পরমাত্মনঃ ।  
 সর্বত্রাবস্থিতং শাস্তং ন পশুস্তীহ শঙ্করম্ ।  
 জ্ঞানচক্ষুর্নিহীনত্বাদন্ধঃ সূর্য্যং যথোদিতম্ ।  
 যঃ পশ্যেৎ সর্বগং শাস্তং তত্ত্বাধ্যাত্মস্থিতঃ শিবঃ ।  
 আত্মস্থং যে ন পশুস্তি তীর্থৈর্ মার্গস্তি তে শিবম্ ।  
 আত্মস্থং তীর্থমংসজ্য বাহিঃস্থীর্থাদি যো ব্রজেৎ ।  
 করস্থং স মহারত্নং তাত্কা কাচং বিমার্গতি ॥” ১

অথবা এতদ্বদরোক্ষং প্রত্যগাত্মরূপং, তন্নিত্যমবিনাশি স্তে মহিম্নি স্থিতং ব্রহ্মৈব জ্ঞেয়ম্ । কস্মাৎ ? হি শব্দো যস্মাদর্থো । যস্মান্নাতঃপরং বেদিতব্যমস্তি কিঞ্চিদপি । শ্রুতে চ বৃহদারণ্যকে—“তদেতৎ পদনৌয়মশ্চ সর্বত্র যদয়মাত্মা” ইতি । কথমেতজ্জ্ঞেয়মিত্যাহ—ভোক্তা জীবঃ, ভোগ্যমিতরং, সর্ব্বৎপ্রেরিতান্তর্যামী পরমেশ্বরঃ । তদেতল্লিবিধং প্রোক্তং ব্রহ্মৈবেতি । ভোক্তাশ্চেষভেদ-

‘যোগিগণ শিবকে ( পরমাত্মাকে ) আত্মাতে দর্শন করেন, কিন্তু প্রতিমাতে নহে । যে লোক আত্মস্থ শিবকে পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে ( প্রতিমা প্রভৃতিতে ) শিবের অর্চনা করে, সে লোক হস্তস্থিত অন্নগ্রাস পরিত্যাগ করিয়া নিজের হস্ত-মূল লেহন করুক, অর্থাৎ শিবকে আত্মস্বরূপে চিন্তা না করিয়া বাহিরে প্রতিমা প্রভৃতিতে চিন্তা করা, আর হাতের গ্রাস ফেলিয়া শূণ্য হস্ত লেহন করা উভয়ই তুল্য । অন্ধ যেমন আকাশে উদ্ভিত সূর্য্যকে দেখিতে পায় না, তেমনই অজ্ঞ লোকও জ্ঞানচক্ষু না থাকায়, জগতে সর্বত্র বিद्यমান শঙ্করকে দেখিতে পায় না । যিনি শিবকে সর্বত্র বিद्यমান প্রশান্তরূপে দেখিতে পান, শিব তাহারই আত্মাতে অবস্থিত ( প্রকাশমান ) হন । স্বশরীরস্থ তীর্থ পরিত্যাগ করিয়া যে লোক বাহিরের নানা তীর্থ গমন করে, [ বুঝিবে, ] সে লোক হাতের মহারত্ন পরিত্যাগ করিয়া—কুচের অব্বেষণ করিতেছে । ১

অথবা (উক্তবাক্যের অশ্রু প্রকার অর্থ এই) ‘এতদ্’—এই যে সাক্ষাৎ অমৃতব-গোচর আত্মতত্ত্ব, তাহা নিত্য অর্থাৎ বিনাশরহিত স্বমহিমপ্রতিষ্ঠ ব্রহ্ম বলিয়াই জানিতে হইবে । কারণ? যেহেতু এতদতিরিক্ত আর কিছু বেদিতব্য ( জ্ঞাতব্য ) নাই । বৃহদারণ্যকেও শ্রুত আছে—‘তাহা এই সমস্ত জীবের গন্তব্য স্থান, যাহা আত্মা ।’ ইহাকে কিরূপে জানিতে হইবে? তদ্বস্তুরে বলিতেছেন—ভোক্তা—জীব, ভোগ্য—জীবভিন্ন সমস্ত ( জড় পদার্থমাত্র ), প্রেরিতা—অন্তর্যামী পরমেশ্বর, উক্ত এই তিন পদার্থ ব্রহ্মই । ইহার অভিপ্রায় এই যে, ভোক্তা ও ভোগ্যাদি সমস্ত প্রপঞ্চভেদ নিরস্ত করিয়া নির্বিশেষ ব্রহ্মকে আত্মরূপে জানিবে । কাবধেয় গীতায়

বহুৈর্যথা যোনিগতস্য মূর্তি-

ন দৃশ্যতে নৈব চ লিঙ্গনাশঃ ।

স ভূয় এবেক্কনযোনিগৃহ-

স্তদ্বোভয়ং বৈ প্রণবেন দেহে ॥ ১১১৩ ॥

সরলার্থঃ । যথা যোনিগতস্ত ( স্বকারণভূতকাষ্ঠাশ্রিতস্ত ) বহুঃ (অগ্রেঃ) মূর্তিঃ ( দহনাস্বকং স্থূলং রূপং ) ন দৃশ্যতে ( চক্ষুর্গ্রাহ্যং ন ভবতি ) । তস্ত ( বহুঃ ) লিঙ্গনাশঃ ( লিঙ্গস্ত রূপস্ত দাহোক্ষাদেঃ বিনাশঃ ) চ ( অপি ) ন এব [ ভবতীতি শেষঃ । ] সঃ ( বহিঃ ) এব ( নিশ্চয়ে ) ভূয়ঃ ( পুনঃ ) ইক্কনযোনি-গৃহঃ ( ইক্কনং—কাষ্ঠং এব যোনিঃ কারণং—আশ্রয়ো যন্ত, তেন—মনেন গৃহঃ-চক্ষুর্গ্রাহ্যঃ ) [ ভবতি ] । তৎ উভয়ং বা ( ইব—তদুভয়মিব ) [ বহিঃস্থানীয় আত্মা ] দেহে ( অধরারণিস্থানীয়ে ) প্রণবেন ( উত্তরারণিস্থানীয়েন ) [ মথনস্থানীয়েন মনেন গ্রাহ্যঃ ভবতীতি শেষঃ । ] ॥ ১১১৩ ॥

মূলানুবাদ । অগ্নির যোনি বা উৎপত্তিস্থান কাষ্ঠ । সেই কাষ্ঠগত অগ্নির স্বরূপ যেমন চক্ষুদ্বারা দেখা যায় না, এবং তাহার লিঙ্গ (অনুমাণক) দাহোক্ষাদিরও বিনাশ হয় না, অর্থাৎ কাষ্ঠেতে যেমন অগ্নির স্থূল স্বরূপ দুই ভাবই বিদ্যমান থাকে, অথচ চক্ষুর্গ্রাহ্য মাত্র হয় না । সেই অগ্নিই আবার ইক্কনযোনি অর্থাৎ অগ্ন্যাংগাদক কাষ্ঠ ঘর্ষণে চক্ষুর্গ্রাহ্য হয়, ঠিক তেমনই বহিঃ ও বহিঃস্থানীয় আত্মাও এই দেহে প্রণব দ্বারা মনন করিলে অনুভবগম্য হয় । [ এখানে দেহ—অধরারণি, প্রণব—উত্তরারণি, মনন—মথন, আর আত্মা বহিঃস্থানীয় বুদ্ধিতে হইবে ] ॥ ১১১৩ ॥

প্রপঞ্চবিলাপনেনৈব নির্কিংশেষং ব্রহ্মাত্মানং জানীয়াদিত্যর্থঃ । তথাচোক্তং কাবষেয়গীত্যাগ্—

“তাক্সা সর্কবিকল্পাংশ্চ স্বাত্মাহং নিশ্চলং মনঃ ।

কৃত্বা শান্তো ভবেদ্যোগী দগ্ধেক্কন ইবানলঃ ॥”

তথা চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—“তশ্চৈব কল্পনাহীনস্বরূপগ্রহণং হি যৎ ।

মনসা ধ্যাননিষ্পাত্তঃ সমাধিঃ সোহভিধীয়তে ॥” ইতি ॥ ১১১২ ॥

সেইরূপই কথিত আছে—‘যোগী পুরুষ সমস্ত বিকল্প ( ভেদবুদ্ধি ) পরিত্যাগপূর্ব্বক মনকে আশ্রয় করিয়া, কাষ্ঠ দগ্ধ করিয়া অগ্নি যেরূপ শান্ত হয়, সেইরূপ শান্ত হইবে অর্থাৎ রাগদ্বেষাদিকৃত সমস্ত উদেগ হইতে বিমুক্ত হইবেন ।’ শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও সেইরূপ আছে—‘ধ্যাননিষ্ঠ ব্যক্তির মনের দ্বারা যে, সেই পরমেশ্বরেরই কল্পনা-বিহীন—নির্কিংশেষ স্বরূপের গ্রহণ, তাহাই সমাধি নামে কথিত হয় ॥’ ১১১২ ॥

**শাক্ষরভাষ্যম্** :—ইদানীম্ “ওমিত্যোতেনৈবাক্ষরেণ পরম্পুরুষমভিধা-  
য়ীত ।” “ওমিত্যাত্মানং যজ্ঞীত ।” “ওমিত্যাত্মানং ধ্যায়ীত” ইতি ঋতে:  
আত্মানমবিশ্য পরাভিধ্যানে প্রণবন্ত নিয়মাদভিধ্যানাক্ষতেন প্রণবং দর্শয়তি—  
বহ্নের্থথেতি । বহ্নের্থথা যোনিগতস্ত অরণিগতস্ত মূর্তিঃ স্বরূপং ন দৃশ্যতে মথনাং  
প্রাক্, নৈব চ লিপ্তস্ত হৃদ্মদেহস্য বিনাশঃ । স এবারণিগতোহগ্নিভূয়ঃ পুনঃ  
পুনরিক্তনযোনিনা মথনেন গৃহ্যঃ । যোনিশকোহত্র কারণবচনঃ । ইক্কনেন  
কারণেন পুনঃ পুনর্মথনাকৃষ্ণঃ । তদ্ব্যভয়ং । ইবার্থো বাশবঃ । তচ্চোভয়ং  
তদ্ব্যভয়মিব মথনাং প্রাক্ ন গৃহ্যতে, মথনেন চ গৃহ্যতে । তদ্ব্যভয়া বহ্নিস্থানীয়ঃ  
প্রথবেনোত্তরারণিস্থানীয়েন মথনাদগৃহ্যতে—দেহে অধরারণিস্থানীয়ে ॥ ১১১৩ ॥

**ভাষ্যানুবাদ** :—অতঃপর, ‘ওম্’ এই অক্ষর দ্বারা পরমপুরুষ পরমাত্মাকে  
ধ্যান করিবে, ‘ওম্’ ইত্যাকার ধ্যান করত আত্মবিষয়ে যোগ করিবে। ‘ওম্  
ইত্যাকারে আত্মার ধ্যান করিবে’ ইত্যাদি ঋতিপ্রামাণ্যানুসারে জানা যায় যে,  
পরমাত্মার অবেষণে ধ্যান করিতে হইলে প্রণবের ধ্যানও একটী অপরিহার্য  
অঙ্গ ; সেই কারণে এখন অভিধ্যানের অঙ্গরূপে প্রণবের নির্দেশ করিতেছেন—  
‘বহ্নের্থথা’ ইত্যাদি ।

বহ্নি যতক্ষণ নিজের উৎপত্তিস্থান অরণিতে ( কাঠেতে ) অবস্থান করে  
ততক্ষণ প্রজ্জ্বলিত হইবার পূর্বপর্য্যন্ত যেমন তাহার মূর্তি—স্বরূপ ( জলনায়ক  
ভাব ) দেখা যায় না, এবং তাহার লিপ্তনামক হৃদ্মদেহেরও ( বহ্নিলিঙ্গ ধূম  
উদ্ভাপ্রভৃতিরও ) বিনাশ হয় না, ( কেবল অদৃশ্য থাকে মাত্র ) । কেন না, সেই  
কাঠগত অগ্নিই আবার পুনঃ পুনঃ স্বেতপত্তিস্থান ইক্কন দ্বারা মথন ( ঘর্ষণ )  
করিলে গৃহ্য—গ্রহণযোগ্য—দর্শনযোগ্য হয় । এখানে ‘যোনি’ শব্দের অর্থ—  
কারণ, সূত্ররূপ অর্থ হইতেছে যে, ইক্কনরূপ কারণ দ্বারা পুনঃ পুনঃ মথনে  
গ্রহণযোগ্য হয় । “তদ্ বা উভয়ং” এ স্থলে বা-শব্দটী ইবার্থে ( সাদৃশ্যবাচক ) । বহ্নি  
ও তাহার লিপ্ত এতদ্ব্যভয়ের ত্রায় [ আত্মাও ] মথনের পূর্বে অন্ততবযোগ্য হয়  
না, পরন্তু মথনের পর গ্রহণযোগ্য হয় । আভপ্রায় এই যে, বহ্নিস্থানীয় আত্মাও  
উত্তরারণিস্থানীয় প্রণব দ্বারা মথন—মনন করিলে অধরারণিস্থানীয় এই দেহেই  
অনুভূত হইয়া থাকে ( ৯ ) ॥ ১১১৩ ॥

( ৯ ) কাঠ সাধারণতঃ অগ্নির যোনি আশ্রয় ও উৎপত্তিস্থান । যান্ত্রিকগণ  
দুই খণ্ড কাঠ ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করেন । ঐ দুই খণ্ড কাঠের  
উর্গের খণ্ডকে বলে উত্তরারণি, আর নীচের খণ্ডকে বলে অধর অরণি । ঐ  
দুই খণ্ড কাঠের ঘর্ষণে যেমন কাঠগত অদৃশ্য অগ্নিও দৃশ্য হয়, তেমনি প্রণবকে  
উত্তর অরণি করিয়া আর দেহকে অধর অরণি করিয়া ধ্যান করিলে এই দেহেই  
পরমাত্মাও প্রকাশ পায় ।



স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবক্ষোত্তরারণিম্ ।

ধ্যান-নির্ম্মথনাভ্যাসাদ্ দেবং পশ্চেন্নিগূঢ়বৎ ॥ ১১১৪ ॥

তিলেষু তৈলং দধিনীব সর্পি-

রাপং শ্রোতঃস্বরণীষু চাগ্নিঃ ।

এবমাত্মানি গৃহ্যতেহসৌ

সত্যেনৈনং তপসা যোহনুপশ্চতি ॥ ১১১৫ ॥

**সরলানুবাদ্** । [দষ্টান্তার্থং প্রকৃতার্থে যোগ্যতুমাচ্—স্বদেহমতি।] স্বদেহং ( স্বশ্রু যোগিনঃ শরীরং ) অরণিঃ ( অধরারণিঃ ) তথা প্রণবং চ ( অপি ) উত্তরারণিঃ ) কৃত্বা ধ্যাননির্ম্মথনাভ্যাসাৎ ( ধ্যানং চিন্তনমেব নিম্মথনং, তস্মৈ অভ্যাসাৎ পোনঃপোনং সেবনাৎ ) দেবং ( স্বপ্রকাশং আত্মানং ) নিগূঢ়বৎ ( পূর্ব্বোক্তং বহুমিব প্রচ্ছন্নং ) পশ্চৎ ( সাক্ষাৎ কুর্যাদিত্যর্থঃ ) ॥ ১ । ১৪ ॥

**সরলানুবাদ্** । ইদানীং মন্ত্রদ্বয়েন দর্শনপ্রকাবমাচ্—‘তিলেষু’ ইত্যাদি। যঃ সত্যেন ( সত্যনিষ্ঠয়া ) তপসা ( তপস্তয়া চ ) সর্বব্যাপিনং ক্ষীরে অর্পিতং ( সর্বাত্মনা অবস্থিতং ) সর্পিঃ ( ঘৃতম্ ) ইব [ স্থিতং ] আত্মবিজ্ঞা-তপোমূলং ( আত্মবিজ্ঞা চ তপঃ চ মূলং দর্শনকারণং যশ্চ, তৎ ) উপনিষৎপরং ( উপনিষদাং তাৎপর্য্যবিষয়ং ) তং ব্রহ্ম ( ব্রহ্মাভিন্নতয়া ) এনং আত্মানং অনুপশ্চতি ( নিরন্তরং চিন্তয়তি, [ তেন কত্রী ] তিলেষু [ পীড়নেন ] তৈলং ইব, দধিনি ( দধি ) সর্পিঃ ( ঘৃতমিব ) শ্রোতঃস্র ( অন্তঃ প্রবাহেষু ) [ খননেন ] আপঃ ( জলানি ইব ), অরণীষু ( কাষ্ঠেষু ) [ ঘর্ষণেন ] অগ্নিঃ [ ইব ] এবং ( যথোক্তদুষ্টান্তবদেব ) অসৌ আত্মা আত্মনি

**মূলানুবাদ্** । যোগী পুংস্ব নিজে দেহকে নিম্ন অবগি ও প্রণবকে উত্তর অরণি ( উপরের কাষ্ঠগুণ ) কল্পনা করিয়া পুনঃপুনঃ ধ্যানরূপ মথনের সাহায্যে স্বপ্রকাশ পরমাত্মাকে [ পূর্ব্বোক্ত ] নিগূঢ় অগ্নির স্থায় দর্শন করিবে ॥ ১ ॥ ১৪ ॥

**মূলানুবাদ্** । আত্মবিজ্ঞা ও তপস্তাই ব্রহ্মলাভের মূল বা কারণ, এই জন্ত ব্রহ্মকে ‘আত্মবিজ্ঞা-তপোমূল’ বলা হয়। ব্রহ্মই সমস্ত উপনিষদের রহস্য, এবং দুগ্ধে অবস্থিত ঘূতের স্থায় সর্বত্রাবস্থিত ও সর্বব্যাপী আত্মা। যিনি এই সর্বব্যাপী আত্মাকে সত্যনিষ্ঠা ও তপস্তাদ্বারা অনুধ্যান করেন, তিনি—[ নিম্পীড়নের

**শাক্তরভাষ্যম্** ।—তদেব প্রপঞ্চয়তি স্বদেহেতি । স্বদেহমরণিং কৃত্বা অধরারণিং, ধ্যানমেব নিম্মথনং, তস্মৈ নিম্মথনস্যাত্মাসাদ্ দেবং জ্যোতীরূপং প্রপশ্চেন্নিগূঢ়াঘিবৎ ॥ ১১১৪ ॥

**ভাষ্যানুবাদ্** । পূর্ব্বোক্ত বিষয়ই বিস্তারপূর্ব্বক বলিতেছেন—স্বদেহম ইতি । যোগী আপনার দেহকে অরণি—অধরারণি ( নিম্নের কাষ্ঠগুণস্থানীয় ) করিয়া, এবং ধ্যানকে নিম্মথনস্থলবর্তী করিয়া, সেই ধ্যানরূপ নিম্মথনের পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠান করতঃ দেবকে—জ্যোতির্ম্ময় আত্মাকে নিগূঢ় অগ্নির স্থায় দর্শন করিবে ॥ ১ । ১৪ ॥

সর্বব্যাপিনমাত্মানং ক্ষীরে সর্পিরিবার্পিতম্ ।

আত্মবিজ্ঞাতপোমূলং তদ্রক্ষোপনিষৎপরম্ ।

তদ্রক্ষোপনিষৎ পরমিতি ॥ ১।১৬ ॥

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎসু প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥

( স্বস্বরূপে ) [ ধ্যান-নির্মলগণ্যভ্যাসঃ ] গৃহ্যতে ( প্রত্যক্ষীক্রিয়তে । তদ্রক্ষোপনিষৎ পরং ইতি দ্বিরুক্তিরধ্যায়সমাপ্তার্থা ॥ ১ ॥ ১৫-১৬ ॥

• ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ব্যাখ্যানঃ প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বারা ] তিলমধ্যগত তৈলের দ্বারা, [ মগনের দ্বারা ] দধিগত ঘূতের দ্বারা, [ খননের দ্বারা ] নদীর ভূগর্ভস্থ স্রোতোজলের দ্বারা, এবং [ ঘর্ষণের দ্বারা ] অরণিমধ্যগত অগ্নির দ্বারা এই আত্মাকে আত্মাতেই দেখিতে পান। অধ্যায়-সমাপ্তি সূচনার জন্ত “তদ্রক্ষোপনিষৎপরং” কথাটাই দ্বিকল্পিত করা হইয়াছে ॥ ১ ॥ ১৫-১৬ ॥

• ইতি প্রথমোধ্যায়ের মূলান্তবাদ ॥ ১ ॥

**শাক্ষরভাষ্যম্ ।**—উক্তশাখন্তু দ্রুতিয়ে দৃষ্টান্তান্ বহুন্ দর্শয়তি—তিলে-  
ষিতি । তিলেষু যন্তুপীড়নেন তৈলং গৃহ্যত, দধিনি মগনেন সর্পিরিব । আপঃ  
স্রোতঃস্ব নদীষু ভূখননেন । অরণিষু চাঘ্নিগণনেন । এবমাত্মানি স্বাত্মনি  
গৃহ্যতে অসৌ—মনেননাভূতদেহাদিষু অনময়াদ্যাশেষোপাধিপ্রবিলাপনেন নির্কি-  
শেষে পূর্ণানন্দে স্বাত্মশ্চেবাবগম্যত ইত্যর্থঃ । কেন তর্হি পুরুষোপাত্মা আত্মশ্চেব  
গৃহ্যত ইত্যতআহ—সত্যেন যথাভূতহিতার্থবচনেন ভূতহিতেন । “সত্যং ভূতহিতং  
প্রোক্তম্” ইতি স্মরণাৎ । তপসা ইচ্ছিয়মনসামৈকাগ্র্যলক্ষণেন । “মনসশ্চেচ্ছিয়াণাক্ষ  
ঐকাগ্র্যং পরমন্তপঃ” ইতি স্মরণাৎ । এনমাত্মানং যোহনুপশ্নতি ॥ ১।১৫ ॥

**শাক্ষরভাষ্যম্ ।**—কথেনেনান্তপশ্নতীত্যত আহ সর্বব্যাপীতি । সর্বং প্রকৃত্যা-  
দিবিশেষাত্মং ব্যাপ্যাবস্থিতং, ন দেহেন্দ্রিয়াত্মাত্মানাত্ৰাবস্থিতনাত্মানং । ক্ষীরে  
সর্পিরিব সারহেন, নিরন্তরতয়া আত্মহেন সর্বব্যাপিতম্ আত্মবিজ্ঞাতপোমূলং  
কারণম্ । শ্রীয়ে চ—“এস হেব সাধু কশ্ব কারয়তি” । “দদাগি বুদ্ধিযোগং তং  
যেন মামুপযাস্তি তে” ইতি । অথবা আত্মবিজ্ঞাত তপশ্চ যশ্চাত্মলাভে মূলং  
হেতুরিতি । তথা চ শ্রুতিঃ—“বিজ্ঞানামৃতমশ্নতে” “তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব” ইতি  
চ । ব্রক্ষোপনিষৎপরং উপনিষদ্ব্যমিশ্রিতং পবং শ্রেয়ইতি । যঃ সত্যাদিসাধনসংযুক্ত  
এনং সর্বব্যাপিনমাত্মানং ক্ষীরে সর্পিরিবার্পিতং আত্মবিজ্ঞাতপোমূলং তদ ব্রক্ষো-  
পনিষৎপরং অনুপশ্নতি, সর্বগতং ব্রহ্মাদর্শিনা আত্মশ্চেব গৃহ্যতে, নাসত্যাদিশুক্তেন  
পরিচ্ছিন্নব্রহ্মানুগম্যাত্মানা । শ্রীয়ে চ—“সত্যেন লভ্যন্তপসা হেব আত্মা, সমা-  
জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্যেণ নিত্যম্ ।” “ন যেসু জিহ্মনমৃতং ন মায়া চ” ইতি । দ্বির্বচন-  
মধ্যায়পরিসমাপ্ত্যর্থম্ ॥ ১।১৬ ॥

ইতি শ্রীমদৌষধিভগবৎপূজ্যপাদশিষ্ণু-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎ-

প্রণীতে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ব্যাখ্যে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

**ভাষ্যানুবাদ** । উল্লিখিত বিষয়ের দৃঢ়তা সম্পাদনের জন্ত বহু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—তিলেয় ইত্যাদি। যেমন তিলের মধ্যস্থ তৈল যন্ত্র-নিষ্পীড়নে গৃহীত হয়—দর্শনযোগ্য হয়, দধিগত সর্পিঃ ( দূত ) যেমন মথন দ্বারা ( গৃহীত হয় ), ভুগননে যেমন অন্তঃস্রোতা নদীতে জল দৃষ্ট হয়, এবং মথন দ্বারা যেমন ( ঘর্ষণ দ্বারা ) অরণীতে ( কাষ্ঠেতে ) অগ্নি প্রকটিত হয়, তেমনই মননদ্বারা অর্থাৎ আত্মাক্রমে কল্পিত দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিতে অন্নময়কোষ প্রভৃতি যে সমস্ত উপাধি আছে, সে সমস্তের বিলয় সাধন করিয়া, নিক্রিশেষ পূর্ণানন্দময় স্বীয় আত্মাতে সেই পরমাত্মা গৃহীত ( সাফাংকৃত ) হয় । কিরকম পুরুষ কি উপায়ে আত্মাতে আত্মার সাফাংকার করে? তত্ত্বতরে বলিতেছেন, সত্যনিষ্ঠা অর্থাৎ প্রাণিগণের হিতকর যথার্থ-ভাষণ, স্মৃতিশাস্ত্রে ভূতহিতকে ‘সত্য’ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। সেই সত্য বচন এবং ‘মন ও ইন্দ্রিয়গণের যে, একাগ্রতা, তাহাই পরম তপশ্চা’ এই স্মৃতিবাক্যোক্ত ইন্দ্রিয় ও মনের একাগ্রতারূপ তপশ্চা, এতদুভয় উপায়ে যে পুরুষ এই আত্মাকে নিরন্তর দর্শন করে, অর্থাৎ তদ্বিষয়ে অন্তর্ধান করে। [ সেই পুরুষই ঐ ভাবে আত্মাতে আত্মদর্শন করিয়া থাকে ] ॥ ১ ॥ ১৫ ॥

**ভাষ্যানুবাদ** । কি প্রকারে ইহাকে ( আত্মাকে ) নিরীক্ষণ করে, তাহা বলিতেছেন—“সর্বব্যাপিনঃ” ইত্যাদি

**সর্বব্যাপী**—প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া স্থল মহাভূত পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তু ব্যাপিয়া অবস্থিত, কিন্তু কেবল দেহেন্দ্রিয়াদি অধ্যাত্ম বিষয়ে অবস্থিত নহে, এবং ক্ষীরের মধ্যে দূত ( নবনীত ) যেমন সার বস্তুরূপে অবস্থান করে, ঠিক তেমনই সকলের সারভূত আত্মাক্রমে অবস্থিত, আত্মবিজ্ঞা ( আত্মজ্ঞান ) ও তপশ্চার মূল অর্থাৎ ঐ উভয় পাইবার কারণ, কেননা, শ্রুতি বলিতেছেন—‘ইনিই উত্তম কর্ম করান,’ [ ভগবান্ বলিয়াছেন—] ‘আমি তাহাকে সেইরূপ বুদ্ধিসৌগ দান করি, যাহাতে তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়’ ইতি। অথবা, আত্মবিজ্ঞা ও তপশ্চাই যাহার স্বরূপ জানিবার মূল অর্থাৎ হেতু, তিনিই—আত্মবিজ্ঞা-তপোমূল। শ্রুতি বলিয়াছেন—‘বিদ্যা দ্বারা অমৃত বা মোক্ষ লাভ করে’, ‘তপশ্চা দ্বারা ব্রহ্মকে অবগত হও’। আর ‘ব্রহ্মোপনিষৎপর, অর্থাৎ ইহাতেই পরমশ্রের ( মুক্তি ) নিষয় ( বিদ্যমান আছে ), এমন আত্মাকে ( দর্শন করেন )। [ এবাক্যের সারার্থ এই যে, ] যে ব্যক্তি উক্ত সত্যাদি সাধনসমূহ অধিগত হয়, সে ব্যক্তি আত্মবিদ্যা-তপোমূল, ব্রহ্মোপনিষৎপর এই আত্মাকে ক্ষীণে অবস্থিত দ্রবের ত্রায় সর্বব্যাপীরূপে নিরন্তর দর্শন করে। একাত্মদর্শী পুরুষ আত্মাতেই সেই সর্বগত ব্রহ্ম দর্শন করিতে সমর্থ হন, কিন্তু অসত্যাদিগুণ ও অন্নময়াদিরূপে পরিচ্ছিন্ন দেহে আত্মবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি সমর্থ হয় না। কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—‘সত্যনিষ্ঠা, তপশ্চা, ব্রহ্মচর্যা ও সংযুক্তান ( তত্ত্বজ্ঞান ) দ্বারা এই আত্মাকে সর্বদা লাভ করিতে পারা যায়, কিন্তু যাহাদের হৃদয়ে কুটিলতা বা অনাজ্জব, অনৃত অসত্য ও ছল বিद्यমান আছে, তাহারা লাভে সমর্থ হয় না’ ইত্যাদি। অধ্যায়সমাপ্তি জ্ঞাপনের জন্ত “ব্রহ্মোপনিষৎপরঃ” কথার দ্বিকৃতি করা হইয়াছে ॥ ১ ॥ ১৬ ॥

ইতি প্রথম অধ্যায়ের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

## দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

যুজ্ঞানং প্রথমং মনস্তদ্বায় সবিতা ধিয়ঃ । .

অগ্নেজ্যোতির্নিচায্য পৃথিব্যা অধ্যভরত ॥ ২॥১ ॥

সম্বলানুবাদঃ । [ প্রথমেহধ্যায়ে পরমাশ্ৰদধনোপায়ত্বেন ধ্যানমুক্তম্ । ইদানীং তদপেক্ষিত-সাপনবিধানায় দ্বিতীয়োহধ্যায় আবভাতে । তত্র প্রথমং সবিতারং প্রার্থয়তে যুজ্ঞান ইতি । ] সবিতা ( জগৎপ্রসবিতা স্রষ্টাঃ ) [ ধ্যানযোগে প্রবৃত্তস্তমম ] মনঃ ( অন্তঃকরণ ) প্রথমং যুজ্ঞানঃ ( পরমাত্মনি সংযোজয়ন্ ) আগ্নেঃ ( চক্ষুরাদীনামিন্দ্রিয়ানামনুগ্রাহকানাং দেবানাং ) জ্যোতিঃ ( বস্তু-প্রকাশনসামর্থ্যং ) নিচায্য ( বাহ্যবিষয়াদুপাস্রজ্য ) তদ্বায় ( আত্মতত্ত্ব-প্রকাশনায় ) ধিয়ঃ ( বুদ্ধিবৃত্তীঃ জ্ঞানানি ) পৃথিব্যাঃ অপি ( অধিকে পরিণামরূপে অগ্নিন্ শরীরে ইত্যর্থঃ ) অভরৎ ( অহরৎ—অহবত্ব ইত্যর্থঃ ) ॥ ১ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদঃ । [ যোগী ধ্যানারম্ভকালে সবিতাপ নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, ] সবিতা ( ধ্যানে প্রবৃত্ত আমার ) মনকে প্রথমে পরমাত্মার সহিত সংযোজিত করুন, পশ্চাৎ ইন্দ্রিয়ের অনুগ্রাহক অগ্নিপ্রভৃতি দেবতাব প্রকাশন-সামর্থ্য বিচার করিয়া অর্থাৎ তাঁহাদের প্রকাশনশক্তি বাহ্য বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া তত্ত্বপ্রকাশনের নিমিত্ত আমার বুদ্ধিভিত্তিকে পৃথিব্য বাতিবে এই দেহে অহরণ করুন । অভিপ্রায় এই যে, প্রথমে আমার মনকে পরমাত্মবিষয়ে নিয়োজিত করুন । অনন্তর ইন্দ্রিয়ের অপিদেবতাগণের প্রকাশশক্তি শব্দাদি বিষয় হইতে নিবৃত্ত করুন, তাহার পর বাতাইতে আত্মতত্ত্ব-চিন্তাসম্পন্ন হইতে পারি, তাহার জগৎ বুদ্ধিবৃত্তিকেও পার্থিব চিন্তা হইতে সরাইয়া শব্দোপযোগে আত্মবিষয়ে স্থাপন করুন ॥১॥১॥

শাক্তরভাস্তম্ ।—ধ্যানমুক্তং ধ্যাননির্মগ্ননাভ্যাসাদ্ দেবং পশ্চৈম্মিগৃঢ়-বদিতি পরমাশ্ৰদধনোপায়ত্বেন । ইদানীং তদপেক্ষিতসাপনবিধানাথ দ্বিতীয়োহধ্যায় আরম্ভ্যতে । তত্র প্রথমং তৎসিদ্ধার্থঃ সবিতারমাশাস্তে—যুজ্ঞান ইতি । যুজ্ঞানঃ প্রথমং মনঃ—প্রথমং ধ্যানারম্ভে মনঃ পরমাত্মনি সংযোজনীয়ং, ধিয় ইতরানপি প্রাণান্, “প্রাণা বৈ ধিয়ঃ” ইতি শ্রুতেঃ । অথবা ধিয়ঃ বাহ্যবিষয়ঃ জ্ঞানানি । কিমর্থম্ ? তদ্বায় তত্ত্বজ্ঞানায় সবিতা ধিয়ো বাহ্যবিষয়জ্ঞানাং অগ্নেঃ জ্যোতিঃ প্রকাশং নিচায্য দৃষ্ট্বা পৃথিব্যা অপি অগ্নিন্ শরীরে অভরত হারহৎ । এতচ্ছবৎ ভবতি—জ্ঞানে প্রবৃত্তস্তমম মনঃ বাহ্যবিষয়জ্ঞানাদুপসংস্রজ্য পরমাত্মশ্ৰেয় সংযোজয়িতুগনুগ্রাহকদেবতাত্মনামগ্নাদীনং যং সর্ববস্তুপ্রকাশনসামর্থ্যং, তৎ সর্ব-মন্মহাগাদিষু সম্পাদয়েৎ সবিতা, যৎপ্রসাদাদবাধ্যতে যোগ ইত্যর্থঃ । অগ্নিশব্দ ইতরাসামপ্যনুগ্রাহক দেবতানামুপলক্ষণার্থঃ ॥ ২॥১ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ । ইতঃ পূর্বে প্রথমোধ্যায়ে “ধ্যাননির্মগ্ননাভ্যাসাৎ” ইত্যাদি বাক্যে পরমাত্ম-দর্শনের উপায়রূপে ধ্যানের কথা বলা হইয়াছে । এখন

যুক্তেন মনসা বয়ং দেবস্ত সবিভুঃ সবে ।

স্ববর্ণেয়ায় শক্ত্যা ॥ ২১২ ॥

সরলানুবাদ । বয়ং দেবস্ত সবিভুঃ সবে সতি ( অনুনত্যাং সত্যাং ) যুক্তেন ( সবিভা পরমাত্মনি সংযোজিতেন ) মনসা স্ববর্ণেয়ায় ( স্বর্গপ্রাপ্তিহেতুভূতায় ধ্যান-কর্ম্মণে ) শক্ত্যা ( যথাশক্তি ) [ প্রবক্তং কুর্ম ইতিশেষঃ ] ॥২১২॥

মূলানুবাদ । আমরা প্রকাশমান সবিভার অনুমতিক্রমে পরমাত্মায় সংযোজিত মনের সাহায্যে পরমাত্মপ্যানের হেতুভূত ধ্যানকার্য্যে যথাশক্তি প্রবৃত্ত করিতেছি ॥২১২॥

শাক্তরভাষ্যম্ ।—যুক্তেনেতি । যদা তদ্বায় মনো যোজয়ন্তুগ্রাহক-শক্ত্যাপানেন দেহোল্লিয়দাচ্যং বর্ণোতি, তদা যুক্তেন সবিভা পরমাত্মনি সংযোজিতেন মনসা বয়ং তস্ত দেবস্ত সবিভুঃ সবেহন্তুজায়াং সত্যাং স্ববর্ণেয়ায় স্বর্গ-ধ্যানের উপযোগী সাধনসমূহ নির্দেশের জন্ত দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হইতেছে । সেই ধ্যানসিদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রথমতঃ সবিভার নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে—“যুজ্ঞানঃ” ইত্যাদি ।

“যুজ্ঞানঃ প্রথমং মনঃ” অর্থাৎ প্রথমতঃ প্যানের প্রারম্ভে মনকে এবং “ধিয়ঃ”—অপরাপর প্রাণকেও ( ইন্দ্রিয়কেও ) পরমাত্মাতে সংযোজিত করিতে হইবে । ‘প্রাণসমূহই ধী’ এই ঋগ্বেদে প্রাণ অর্থেও ‘ধী’ শব্দ পঠিত হইয়াছে । অথবা ‘ধিয়ঃ’ অর্থ বাহ্য পদার্থবিষয়ক জ্ঞানসমূহ । কিসের জন্ত ?—পরমাত্ম-বিষয়ে সংযোজনের উদ্দেশ্য কি ? তত্ত্ব-জ্ঞানের জন্ত । সবিভা ( সূর্য্যদেব ) ( ইন্দ্রিয়সিদ্ধি-দেবতাগণের ) জ্যোতিঃপ্রকাশ অর্থাৎ বস্তুপ্রকাশনসামর্থ্য দর্শন করিয়া তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত উহা বাহ্য বিষয় বিজ্ঞান হইতে পৃথিবীর উৎকৃষ্ট বস্তু এই শব্দেবে আত্মরূপ করিয়াছেন ( সংস্থাপন করুন ) । এই কথা বলা হইতেছে যে, আমি জ্ঞানান্তরীণনে প্রবৃত্ত হইয়াছি । [ এ সময়ে সবিভা ] আমার মনকে বাহ্য বিষয়সম্পর্কিত জ্ঞান হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া, পরমাত্মাতে সংযোজিত করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রিয়সমূহের অনুগ্রাহক অগ্নি-প্রভৃতি দেবতার সে, সর্ববস্তু প্রকাশ করিবার শক্তি আছে, সেই সমস্ত শক্তি আমার বাক প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে সন্নিবেশিত করুন, বাহার প্রসাদে আমার যোগসিদ্ধি অধিগত হইবে । এখানে অগ্নি-শব্দটী অপরাপর ইন্দ্রিয়দেবতারও উপলক্ষণ ( বোধক ) (১) ॥ ২। ১ ॥

(১) জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ, এ সমস্তই ইন্দ্রিয়-পদবাচ্য । প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই কার্য্যশক্তি নিয়মিত করিবার জন্ত এক একটা দেবতা আছে । ঐ সকল দেবতাকে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা বলে । বাগিন্দ্রিয়ের দেবতা হইতেছেন—অগ্নি । এখানে মূলে কেবল অগ্নির মাত্র নামোল্লেখ আছে, অত্ৰ কোনও দেবতায় নাম নাই । অত্ৰাত্ৰ দেবতাকেও ঐ অগ্নি-শব্দে ধরিয়া লইতে হইবে । এই জন্ত উপলক্ষণ কথা বলা হইয়াছে ।

যুক্তায় মনসা দেবান্ সুবর্ষ্যাতো ধিয়া দিবম্ ।

বৃহজ্জ্যোতিঃ করিষ্যতঃ সবিতা প্রসুবাতি তান্ ॥ ২৥৩৥

**সরলানুবাদ** । সবিতা যুক্তায় (যোজয়িত্বা) মনসা সুবঃ (স্বঃ—ব্রহ্মানন্দঃ) যতঃ (গচ্ছতঃ) তান্ (পূর্বোক্তান্) দেবান্ (মনঃপ্রভৃতীনি করণানি, তদধি-দৈবতানি চ) ধিয়া (সম্যক্ জ্ঞানেন) বৃহৎ (মহৎ) জ্যোতিঃ (প্রকাশাশ্রকং ব্রহ্ম) করিষ্যতঃ (অনুভবিত্যতঃ তৎসমর্থান্) প্রসুবাতি (অনুজানাতু করোতু ইতিষ্যাবৎ ॥২৥৩৥

• **মূলানুবাদ** । সবিতৃদেব [আমায়] মনকে পরমাত্মায় সংযোজিত করিয়া পরমাত্মাভিগম্য সেই দেবগণকে অর্থাৎ মন ও ইন্দ্রিয়গণকে বিবেকবুদ্ধির সাহায্যে বৃহৎজ্যোতিঃ (প্রকাশময়) ব্রহ্মানুভবের উপস্থিত করুন। অতিপ্রায় এই যে, সবিতাব অনুগ্রহে আমাব ইন্দ্রিয়গণ বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া আত্মার স্বরূপপ্রকাশে সমর্থ হউক ॥২৥৩৥

প্রাপ্তিহেতুভূতায় ধ্যানকর্ষণে যথাসামর্থ্যং প্রযতামহে । পরমাত্মাবচনোহং স্বর্গশব্দঃ, তৎপ্রকরণং, তত্ত্বৈব সুখরূপহাং, তদংশহাচ্চেতরশ্চ সুখশ্চ । তথা চ ঋগ্ভিঃ—“এতশ্চৈবানন্দস্তাত্তানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি” ইতি ॥ ৩৥২ ॥

**শাকরভাষ্য**—যুক্তায়েতি। পুনরপি সোহপ্যেবং কবোদ্বিতি প্রার্থনা । যুক্তায় যোজয়িত্বা দেবান্ মনসাধীন করণানি, তেবাং বিশেষণম্ সুবঃ স্বর্গঃ সুখং পূর্ণানন্দব্রহ্ম, যত ইতি দ্বিতীয়াবহবচনম্, পূর্ণানন্দব্রহ্ম গচ্ছতঃ, ন শব্দাদিবিষয়ান্ । পুনরপি বিশেষণান্তবং—সম্যাদর্শনেন দিবং ত্বোতনবতাবং চৈতৈকবসং বৃহৎ মহৎ ব্রহ্ম জ্যোতিঃ প্রকাশং করিষ্যতঃ পূর্ণানন্দব্রহ্মাবিদ্রবিত্যতঃ । অত্র দ্বিতীয়াবহ-বচনম্ । সবিতা প্রসুবাতি তান্—তানি করণানি । যথা করণানি দিময়েভ্যো নিবৃত্তানি আত্মাভিযুগ্মানি আত্মপ্রকাশমেব কুর্যাৎ, তথাত্মজানাতু সবিতে-তর্থঃ ॥ ২৥৩ ॥

**ভাষ্যানুবাদ** । “যুক্তেন” ইতি । সাধক যখন তত্ত্বজ্ঞান লাভের নিমিত্ত মনঃসংযোজনপূর্বক অনুগ্রাহক (ইন্দ্রিয়াদিছাতা) দেবতাগণের শক্তি-সঞ্চারের ফলে দেহ ও ইন্দ্রিয়ের দৃঢ়তা সম্পাদন করেন, তখন পরমাত্মাবিশয়ে যুক্ত—সংযোজিত মনের সাহায্যে সেই সবিতৃদেবের অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে পর, সুবর্গের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ সুবর্গের পদবাচ্য পরমাত্মার প্রাপ্তি বিষয়ে উপায়স্বরূপ ধ্যান-কার্য্যে আমরা যথাসক্তি যত্ন করিব। এখানে ‘সুবর্গের’ শব্দের অর্থ পরমাত্মা, কারণ, ইহা পরমাত্মার প্রকরণে পণ্ডিত, এবং পরমাত্মাই প্রকৃত সুখ, অত্যাশ্রয় সুখ তাহারই অংশ মাত্র। ঋগ্ভিঃ বলিতেছেন—‘অত্যাশ্রয় প্রাপিসকল এই আনন্দেরই মাত্রা বা অংশ মাত্র উপভোগ করিয়া থাকে’ ইত্যাদি ॥ ২ ॥ ২ ॥

**ভাষ্যানুবাদ** । নিম্নোল্লিখিত ক্রিয়া সম্পাদনের নিমিত্ত পুনর্বার সবিতার নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে । সবিতা [ আত্মাকে ] মনের সহিত

যুঞ্জতে মন উত যুঞ্জতে ধিয়ো-

বিপ্রা বিপ্রশ্চ বৃহতো বিপশ্চিতঃ ।

বি হোত্রা দধে বয়ুনাবিদেক

ইন্মহী দেবশ্চ সবিতুঃ পরিত্বৃতিঃ ॥ ২৥৪ ॥

সম্বলানুবাদ । [ এবমন্তজানতস্তশ্চ সবিতুঃ স্তুতিঃ কর্তব্য ইত্যাহ [ যে ] বিপ্রাঃ (ব্রাহ্মণাঃ) মনঃ যুঞ্জতে, ধিয়ঃ (অপরাতপি করণাণি) যুঞ্জতে (পরমাত্মনি যোজয়ন্তি), [ তৈঃ বিপ্রৈঃ ] বায়ুনাবিং (প্রজ্ঞানবিং, সর্বশ্চ সাক্ষিভূতইত্যর্থঃ । ) একঃ (অদ্বিতীয়ঃ) [ যঃ দেবঃ ] হোত্রাঃ (হোতৃসাধ্যাঃ ক্রিয়াঃ) বিদধে (বিধত্তে), [ তশ্চ ] বিপ্রশ্চ (ব্যাপকশ্চ) বৃহতঃ (মহতঃ) বিপশ্চিতঃ (সর্বদর্শিনঃ) দেবশ্চ (প্রকাশমভাবশ্চ) সবিতুঃ ইং (ইখং) মহতী পরিত্বৃতিঃ (স্তুতিঃ) [ কর্তব্য ইত্যাহ শেষঃ ] ॥২৥৪॥

মূলানুবাদ । সবিতৃদেব এই প্রকারে অনুমতি প্রদান করায় বিশেষভাবে তাহার স্তুতি করা আবশ্যক, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—[ যে সকল ] বিপ্র মন ও ইন্দ্রিয়গণকে পরমাত্মাতে সংযোজিত করেন, [ তাহাদের ] যিনি সর্বজ্ঞ সর্বসাক্ষী এবং সমস্ত ব্রহ্মাদি ক্রিয়ার প্রবর্তক (বিধাতা), সেই ব্যাপক মহৎ ও সর্বদর্শী সবিতৃদেবের বিশেষভাবে স্তুতি করা আবশ্যক ॥২৥৪॥

শাক্তরত্নাশ্চনুঃ—তশ্চৈবমন্তজানতো মহতী পরিত্বৃতিঃ কর্তব্যেত্যাহ—যুঞ্জতে ইতি । যুঞ্জতে যোজয়ন্তি যে বিপ্রা মনঃ, উত যুঞ্জতে ধিয়ঃ—ইত্যন্যাপি করণাণি । ধীহেতুহাং কবণেষু ধীশব্দপ্রয়োগঃ । তথা চ শ্রুতান্তরম্ “যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা মহ” ইতি । বিপ্রশ্চ বিশেষণ ব্যাপ্তশ্চ বৃহতো মহতো বিপশ্চিতঃ সর্বজ্ঞশ্চ দেবশ্চ সবিতুশ্চ মহতী পরিত্বৃতিঃ কর্তব্য । কৈঃ ? বিপ্রৈঃ । পুনরপি বিশিনষ্টি—বি হোত্রা দধে । হোত্রাঃ ক্রিয়া যো বিদধে, বয়ুনাবিং প্রজ্ঞাবিং সর্বজ্ঞানাং সাক্ষিভূত এবোহদ্বিতীয়ঃ । যে বিপ্রা মন আদিকরণাণি বিষয়েভ্য উপসংহৃত্যত্মনো যোজয়ন্তি, তৈর্বিপ্রশ্চ বৃহতো বিপশ্চিতো মহতী পরিত্বৃতিঃ কর্তব্য । হোত্রা বিদধে বয়ুনাবিদেকঃ সবিতা ॥ ২৥৪ ॥

সংযোজিত করিয়া দেবগণকে অর্থাৎ মনপ্রভাত ইন্দ্রিয়গণকে প্রকাশময়—একমাত্র চৈতন্যস্বরূপ স্বর্গ-শব্দবাচ্য স্বরূপী পূর্ণ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মগামী করণ । এবং উহার বাহাতে শব্দস্পর্শাদি বিষয়ের দিকে না যায়, এবং সম্যক্জ্ঞান দ্বারা (তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে) বাহাতে বৃহৎ (মহৎ) প্রকাশাত্মক পূর্ণ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে আবিষ্কার করিতে পারে, তাহাদিগকে সেইরূপ করুন । ইন্দ্রিয়গণ বাহাতে শব্দাদি বিষয় ইহতে বিমুখ হইয়া এবং আত্মাভিমুখ হইয়া আত্মাকে প্রকাশ করে, সাবতা সেইরূপ করুন ॥ ২ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ । সেই সবিতা এই ভাবে অহুজ্ঞা প্রদান করায় বিশেষরূপে তাহার স্তুতি করা আবশ্যক, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—যুঞ্জতে

যুজে বাং ব্রহ্ম পূৰ্ব্বাং নমোভি-

ৰ্বিল্লোক এতু পথ্যেব সূরেঃ ।

শৃণুন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা-

আ যে ধামানি দিব্যানি তস্যুঃ ॥ ২৥৫ ॥

**সরলার্থঃ** । [ হে করণ-তদনুগ্রাহকৌ, ] বাং ( যুবয়োঃ সম্বন্ধি—প্রকাশ্যং ) পূৰ্ব্বাং ( পূৰ্বে ভবং শাস্ত্রতমিতি যাবৎ ) ব্রহ্ম যুজে ( অহং সমাদদে সমাধি-বিষয়ং করোমি ), নমোভিঃ ( নমস্কারৈঃ ) সূরেঃ ( পণ্ডিতস্ত ) পথি এব ( সম্মার্গে এব ) বিল্লোকঃ ( বিশেষেণ স্তুতিঃ ) এতু ( ভবতু ) । যে দিব্যানি ( প্রকাশময়ানি ) ধামানি ( স্থানানি ) আ তস্যুঃ ( অধিষ্ঠিত্যু ), [ তে ] বিশ্বে ( সৰ্ব্বে ) অমৃতস্য ( হিরণ্যগৰ্ভাঙ্ঘ্রনঃ ব্রহ্মণঃ ) পুত্রাঃ শৃণুন্তু [ মম শ্লোকবচনমিতি শেষঃ ] ॥২৥৫॥

**মূলানুবাদ** । [ হে করণবর্ণ ও তদমিষ্টাতৃ দেবগণ, ] তোমাদিগকে শাস্ত্রতত্ত্বের সহিত সংযোজিত বা সমাহিত করিতেছি । নমস্কার দ্বাৰা আমার শ্লোক বা স্তুতিগান বিস্তৃত হউক । যাহা বা দিব্যধামসকল অধিকার করিয়া রহিয়াছেন, হিরণ্যগৰ্ভসম্ভূত সেই বিশ্বেদেবগণ [ আমার সেই স্তুতিগান ] শ্রবণ করুন ॥২৥৫॥

**শাকরভাষ্যম্** ।—কিঞ্চ, যুজে বামিতি । যুজে বাং সমাদদে বাং যুবয়োঃ করণানুগ্রাহকয়োঃ সম্বন্ধি প্রকাশ্যত্বেন তৎপ্রকাশিতং ব্রহ্মৈত্যর্থঃ । অথবা বামিতি বহুবচনার্থে, যুজ্যাকং কারণভূতং ব্রহ্ম, পূৰ্ব্বাং চিরন্তনং যুজে সমাদদে । নমোভিন্নমস্কারৈশ্চিৎপ্রণিধানাদিভিঃ । এষ এবং সমাদদানস্ত মম শ্লোকঃ ইত্যাদি । যে সকল বিষয়ে মনকে সংযোজিত করেন, এবং অপরাপর ইন্দ্রিয়কেও [ ধিয়ঃ ] সংযোজিত করেন, সেই বিশ্বেব বিপ্র—বিশেষরূপে পরিব্যাপ্ত, বৃহৎ—মহৎ ও বিপশিৎ অর্থাৎ সৰ্ব্বজ্ঞ দেবতা সবিতার মহতী স্তুতি করা আবশ্যক । পুনশ্চ সেই সবিতাকেই বিশেষ করিয়া বলা হইতেছে যে, যিনি বয়ুনাভিৎ—প্রজ্ঞা-ভিজ্ঞ অর্থাৎ সৰ্ব্বজ্ঞতানিবন্ধন সকলের সাক্ষিস্বরূপ ও অদ্বিতীয় ; সেই সবিতাই সমস্ত হোত্র ক্রিয়া অর্থাৎ হোতৃসাধ্য যজ্ঞাদি ক্রিয়া বিধান করিয়া থাকেন ( সম্পাদন করেন ) । সংক্ষিপ্তার্থ এই যে, যে সকল বিপ্র মনঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় বর্গকে বিভিন্ন বিষয় হইতে প্রত্যাহরণপূর্বক আত্মাতে যোজিত করেন, তাহাদের সৰ্ব্বব্যাপী বৃহৎ বিপশিৎতের ( সৰ্ব্বজ্ঞ সবিতার ) স্তুতি করা উচিত । সৰ্ব্বজ্ঞানের সাক্ষীরূপী এক—অদ্বিতীয় সবিতা দেবই হোমাদি ক্রিয়া নিষ্পাদন করিয়া থাকেন । উপবে যে, ‘ধিয়ঃ’ শব্দের ‘করণানি’ ( ইন্দ্রিয়গণ ) অর্থ করা হইল, তদ্বিশেষে ‘যখন পঞ্চ জ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক মনের সহিত অবস্থান করে’ এই শ্রুত্যান্তর-বাক্যই প্রমাণ । [ এখানে ইন্দ্রিয়কে জ্ঞান বলা হইয়াছে । জ্ঞান ও ধী একই বস্তু ; সূতরাং ‘ধিয়ঃ’ কথায় ইন্দ্রিয়রূপ অর্থ করা অগ্রায় হয় নাই ] ॥ ২ ॥ ৪ ॥



অগ্নির্ঘত্রাভিমথ্যতে বায়ুর্ঘত্রাধিরুধ্যতে ।

সোমো যত্রাতিরিচ্যতে তত্র সঞ্জায়তে মনঃ ॥ ২৥৬ ॥

**সুত্রানুগ্রহঃ** । [সবিতৃপ্রার্থনামস্তুরেণ যোগপ্রবৃত্তস্ত কৰ্ম্মণ্যেব প্রবৃতি-  
ত্বীকীয়া ভবতীত্যত আহ—অগ্নির্ঘত্রেতি ।

যত্র ( যস্মিন্ যজ্ঞাদিরূপে কৰ্ম্মণি ) অগ্নিঃ অভিমথ্যতে ( অরণিমথনেনোৎ-  
পাত্ততে ), যত্র বায়ুঃ ( প্রাণবায়ুঃ ) অধিরুধ্যতে ( প্রাণায়ামেণ নিরুধ্যতে ),  
যত্র চ সোমঃ অতিবিচ্যতে ( আধিকোন প্রবর্ততে ), তত্র ( তথাবিধে কৰ্ম্মণি )  
মনঃ সংজায়তে ( মনঃপ্রবৃতির্ভবতীত্যর্থঃ ) ॥২৥৬॥

**মূলানুবাদ** । [যে ব্যক্তি সবিতার প্রার্থনা না করিয়া—তাঁহার অনুমতি  
না লইয়া যোগে প্রবৃত্ত হয়, তাহার যোগপ্রবৃতি ফলতঃ ভোগজনক  
কৰ্ম্মানুষ্ঠানেই পরিণত হয় । এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—]

যাহাতে অগ্নি মথিত হয়, যাহাতে বায়ু নিরুদ্ধ হয় অর্থাৎ প্রাণায়াম করিতে  
হয়, এবং যাহাতে যজ্ঞীয় সোম অধিকমাত্রায় হয়, সেইরূপ কৰ্ম্মেতে মন যায় অর্থাৎ  
তাদৃশ কৰ্ম্মানুষ্ঠানেই তাহার প্রবৃতি ঘটে ॥২৥৬॥

কান্তিত্বা এতু বিবিধমেতু পথোব স্থবে: পথি সন্মার্গে । অথবা পথ্যা কীৰ্ত্তি-  
রিত্যেতৎকাং প্রার্থনারূপং শৃণুত্ব বিধে অমৃতস্ত ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ সুরাশ্বনো হিবণ্য-  
গর্ভস্য । কে তে ? যে ধামানি দিব্যানি দিব্যভবাতাত্ত্ববধিতীৰ্ত্তস্তি ॥ ২৥৫ ॥

**শাক্তরভাষ্যম্** ।—যজ্ঞানঃ প্রথমং মন ইত্যাদিনি সবিত্রাদিপ্রার্থনা প্রতি-  
পাদিতা । যন্ত পুনঃ প্রার্থনামকুৰ্ব্বা তৈরননুজ্ঞাতঃ সন্ যোগে প্রবর্ততে, স ভোগ-  
হেতৌ কৰ্ম্মণ্যেব প্রবর্তত ইত্যাহ—অগ্নির্ঘত্রেতি । অগ্নির্ঘত্রাভিমথ্যতে আধানাদৌ ।  
বায়ুর্ঘত্রাধিরুধ্যতে প্রবর্গ্যাদৌ । সবিত্রা প্রেরিতঃ শব্দমভিব্যক্তং করোতি ।  
সোমো যত্র দশাপবিত্রাৎ পূর্য্যামাণোহিতিরিচ্যতে, তত্র ক্রতো সঞ্জায়তে মনঃ ॥২৥৬॥

অগ্নির্ঘত্রাভিমথ্যত ইত্যত্রাপরা ব্যাখ্যা । অগ্নিঃ পরমাত্মা, অবিদ্যাতৎ-  
কাংশ দাহকত্বাৎ । উক্তঞ্চ—“অহমজ্ঞানজং তমঃ । নাশয়াম্যাত্মভাবস্টো জ্ঞান-  
দীপেন ভাস্বতা” ইতি । যত্র যস্মিন্ পুরুষে মথ্যতে স্বদেহমরণং ক্লেশেত্যাদিনি  
পূর্ব্বোক্তধ্যাননিষ্পথনে, বায়ুর্ঘত্রাধিরুধ্যতে শব্দমব্যক্তং করোতি, রেচকাদি-  
করণাৎ । সোমো যত্রাতিবিচ্যতেহনেকজন্মসেবয়া, তত্র তস্মিন্ যজ্ঞদানতপঃ-  
প্রাণায়ামসমাধিবিশুদ্ধাস্তঃকরণে সঞ্জায়তে পরিপূর্ণানন্দা দ্বিতীয়ব্রহ্মাকারং মনঃ  
সমুৎপত্ততে, নাহত্রাহশুদ্ধাস্তঃকরণে । উক্তঞ্চ—

“প্রাণায়ামবিশুদ্ধাত্মা যস্মাৎ পশুতি তৎ পরম্ ।

‘তস্মান্নাতঃ পরং কিঞ্চিৎ প্রাণায়ামাদিতি শ্রুতিঃ ।

অনেকজন্মসংসারচিতে পাপসমুচ্চয়ে ।

তৎক্ষীণে জায়তে পুংসাং গোবিন্দাভিমুখী মতিঃ ॥

জন্মান্তরসংশ্রেষু তপোজ্ঞানশমাদিভিঃ ।

নরাণাং ক্ষীণপাপানাং কৃষ্ণে ভক্তিঃ প্রজায়তে ॥”

তস্মাৎ প্রথমং যজ্ঞাত্তষ্ঠানং, ততঃ প্রাণায়ামাদি, ততঃ সমাধিঃ, ততো  
বাক্যার্থজ্ঞাননিষ্পত্তিঃ, ততঃ কৃতকৃত্যতেতি ॥ ২৮ ॥

**ভাষ্যানুবাদ ।** আরও ; “যুজে বাম্” ইত্যাদি [ হৈ করণবর্ণ ও তদনুগ্রাহক দেবতাগণ, ] তোমরা যে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছ, আমি নমস্কার দ্বারা অর্থাৎ চিত্তপ্রাণিদানাদি দ্বারা, সেই পূর্ববর্তী—চিরন্তন ব্রহ্মে সমাধি করিতেছি, অথবা তোমাদিগকে তাঁহাতে নিলিত করিতেছি । অথবা ‘বাং’ পদটী দ্বিতীয়ার বহুবচনান্ত । তোমাদের—করণবর্ণ ও দেবতাগণের কারণস্বরূপ চিরন্তন ব্রহ্মে আমি সমাধি করিতেছি [ জ্ঞানভিন্নরূপে চিন্তা করিতেছি ] । সংপথে বর্তমান বিজ্ঞব্যক্তির হ্রাস এইরূপে সমাধিকাবী আমার এই শ্লোক—যাহা আমি স্তুতিরূপে কীর্তন করিব, তাহা বিবিধ ভাব ( বিস্তৃতি ) লাভ করুক । অথবা ব্রহ্ম-স্তুতি-প্রকাশক “পথ্যা কীর্তিঃ” অর্থাৎ বাক্য—অমৃতের—মরণ রহিত ব্রহ্মের দেবরূপী হিরণ্যগর্ভের পুত্র বিশ্বদেবগণ—যাহাবা দিব্যধাম সমূহ—স্বর্গীয় স্থান সকল অধিকার করিয়া রহিয়াছেন ॥ ২ ॥ ৫ ॥

**ভাষ্যানুবাদ ।** “যুজ্ঞানঃ প্রথমং মনঃ” ইত্যাদি মস্ত্রে সবিতৃপ্রভৃতির প্রার্থনা উক্ত হইয়াছে, কিন্তু যে লোক প্রার্থনা না করিয়া এবং তাঁহাদের অনুমতি প্রাপ্ত না হইয়া যোগ-সাধনায় প্রবৃত্ত হয়, [ বৃথিতে হইবে, ] সে লোক প্রকৃত পক্ষে ভোগসাধন—যাহা দ্বারা বিষয়-ভোগ পাওয়া যায়, সেই রকম কর্মেই প্রবৃত্ত হয়, ( যোগে নহে ), এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—“অগ্নির্ষজ্জ” ইত্যাদি । যাহাতে আধানাদি নিমিত্তে ( অগ্নিচয়নের জন্ত ) অগ্নিকে গণন করিতে হয়, অর্থাৎ অগ্নি-উৎপাদনের জন্য কাষ্ঠ ঘর্ষণ করা হয়, যাহাতে প্রবর্গাদি কার্য্যে ( বায়ু স্তুতি প্রভৃতি কার্য্যে ) বায়ু নিরোধ করা হয়, তেজোময় সবিতার প্রেরণায় শব্দের অভিব্যক্তি ( স্পষ্ট উচ্চারণ ) হয়, এবং যাহাতে—পবিত্র সোম দশাপবিত্র হইতে অতিরিক্ত হয় ( অধিক হইয়া পড়ে ), সেই ক্রতুতে—যজ্ঞে তাহার মন যায় । অভিপ্রায় এই যে, সবিতৃপ্রার্থনাহীন ব্যক্তি যোগ-সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেও তাহার মন যোগে নিরত না হইয়া অগ্নি প্রভৃতি-সাধ্য কৰ্ম্মানুষ্ঠানের দিকেই ধাবিত হয় ॥

অথবা “অগ্নির্ষজ্জাতিমথ্যতে” এই মন্ত্রের অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা এইরূপ—অগ্নি অর্থ—পরমাত্মা ; কারণ, অবিজ্ঞা ও অবিজ্ঞাকার্য্য পরমাত্মজ্ঞানে দগ্ধ হয় । এ কথা অগ্নত্রেও উক্ত আছে ‘আমিই ( পরমাত্মা—ভগবান্ ) জীবের অন্তঃকরণে অবস্থিত হইয়া উজ্জ্বল জ্ঞান-দীপ দ্বারা অজ্ঞানসমুত্তমঃ ( অন্ধকার ) বিনাশ করি ।’ যাহাতে—যে পুরুষে মণ্ডিত হয়, অর্থাৎ “স্বদেহং অরণিং কুয়া” ইত্যাদি বাক্যে পূর্বে উক্ত ধ্যানরূপ মহান দ্বারা মণ্ডিত হয়, বায়ু যাহাতে অধিরুদ্ধ হয়, স্নায়ু ও রেচকাদি ক্রিয়া সম্পাদন দ্বারা অব্যক্ত শব্দ উৎপাদন করে, এবং বহুজন্মের সাধনায় সোম যেখানে অতিরিক্ত হয়, যজ্ঞ দান তপস্যা প্রাণায়াম ও সমাধি দ্বারা বিশুদ্ধতাবাপন্ন সেই অন্তঃকরণে পরিপূর্ণ আনন্দময় অদ্বিতীয় ব্রহ্মাকারে মন সমুৎপন্ন হয় অর্থাৎ সেইরূপ অন্তঃকরণেই যোগোপযোগী মনসম্পন্ন হয়, কিন্তু অগ্নত্রে—অশুদ্ধ অন্তঃকরণে নহে । এ কথা অগ্নত্রেও উক্ত আছে—

সবিতা প্রসবেন জুষেত ব্রহ্ম পূৰ্ব্যম্ ।

তত্র যোনিং কৃণুসে নহি তে পূৰ্ব্বমক্ষিপৎ ॥ ২৥৭ ॥

**সরলার্থঃ**—[ যস্মাৎ সবিতুরমুজ্জাতস্তত্ত্ব ভোগজনকে কৰ্ম্মণ্যেব প্রবৃতিঃ স্তাৎ, তস্মাৎ—] প্রসবেন (শস্যাত্মুৎপত্তি-কারণেন) সবিত্রা (করণেন) পূৰ্ব্যং (পূৰ্ব্বতনং নিত্যং) ব্রহ্ম জুষেত (সেবেত—উপাসীতে-তার্থঃ)। তত্র (তস্মিন্ ব্রহ্মণি) যোনিং (নিষ্ঠাং—সমাধিং) কৃণুসে (কুরুষ)। [ তৎফলমাহ—] তে (এবং কুৰ্ব্বতঃ তব) পূৰ্ত্তং (স্মার্ত্তং কৰ্ম্ম) নহি (নৈব) অক্ষিপৎ (ক্ষেপণং সংসারবন্ধং মা কার্ষাদিত্যর্থঃ) ॥ ২৥৭ ॥

**মূলানুবাদ**। যেহেতু সবিতার আজ্ঞা গ্রহণ ব্যতীত যোগপ্রবৃত্ত ব্যক্তির ভোগজনক কৰ্ম্মেই প্রবৃতি হয়, [সেই হেতু—] যোগী জগৎপ্রসবকারী সবিতার সাহায্যে নিত্য ব্রহ্মের উপাসনা করিবে, এবং সেই ব্রহ্মবিষয়ে সমাধি করিবে। [তাহা হইলে] অনুষ্ঠিত পূৰ্ত্ত (স্মৃতিবিহিত) কৰ্ম্ম সংসার-বন্ধনের কারণ হইবে না ॥ ২৥৭ ॥

**শাক্তরভাষ্যম্**।—সবিত্রেতি। যস্মাদনমুজ্জাতস্তত্ত্ব ভোগহেতোঃ কৰ্ম্মণ্যেব প্রবৃতিঃ, তস্মাৎ সবিত্রা প্রসবেন সত্ত্বপ্রসবেনেতি যাবৎ। জুষেত সেবেত ব্রহ্ম পূৰ্ব্যং চিরন্তনম্। তস্মিন্ ব্রহ্মণি যোনিং নিষ্ঠাং সমাধিলক্ষণং কৃণুসে কুরুষ। এবং কুৰ্ব্বতো মম কিং ততো ভবতীত্যাহ নহি ত ইতি। ন হি তে পূৰ্ত্তং স্মার্ত্তং কৰ্ম্ম, ইষ্টং শ্রোতঞ্চ কৰ্ম্মাক্ষিপন্ ন পুনর্ভোগহেতোৰ্কথ্যুতি। জ্ঞানাগ্নিনা সবীজস্ত দগ্ধস্যাহ। উক্তঞ্চ—“যধেষিকাতুলমগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েত, এবং হাস্ত সর্কে পাণানঃ প্রদূয়েন্তে” ইতি। “জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ককৰ্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা” ইতি চ ॥ ২৥৭ ॥

যেহেতু প্রাণায়াম দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত পুরুষ সেই ব্রহ্মপদ দর্শন করিয়া থাকেন, সেই হেতু শ্রুতি বলিতেছেন—‘এই প্রাণায়াম অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ সাধন কিছু নাই। সংসারে অনেক জন্ম-পরম্পরাক্রমে সঞ্চিত পাপসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, তবেই পুরুষের গোবিন্দাভিমুখে মতি জন্মে। সহস্র সহস্র জন্মে তপস্বী জ্ঞান ও সমাধি সাধনা দ্বারা মানুষের পাপক্ষয় হইলে পর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি জন্মে।’ অতএব প্রথমে যজ্ঞাদি কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান, অনন্তর প্রাণান্বামাদি সাধন, পরে সমাধিসিদ্ধি, তদনন্তর ‘তত্ত্বমসি’ প্রভৃতি মহাবাক্যার্থবোধ, তাহার পর কৃত-কৃত্যভাব বা মুক্তি হইয়া থাকে ॥ ২ ॥ ৬ ॥

**ভাষ্যানুবাদ**। যেহেতু সবিতার অনুমতি ব্যতিরেকে যোগপ্রবৃত্ত পুরুষের ভোগজনক কৰ্ম্মেই প্রবৃতি হয়, সেই হেতু যোগী, যিনি সত্ত্বসম্পদ প্রসব করেন (উৎপাদন করেন) তাহার সাহায্যে সেই চিরন্তন (নিত্য) ব্রহ্মের সেবা করিবে, এবং সেই ব্রহ্ম বিষয়ে সমাধি—চিন্তের একাগ্রতাক্রপ যোনি অর্থাৎ নিষ্ঠা স্থাপন করিবে। [যদি মনে কর] একপ করিলে আমার

ত্রিরূপতং স্থাপ্য সমং শরীরং  
হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশা ।  
ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্  
শ্রোতাংসি সৰ্ব্বাণি ভয়াবহানি ॥২৥৮॥

**সমুন্নতম্** । স [ ইদানীং “যোনিং কৃৎসে” ইত্যত্রোক্তম্ সমাধেঃ প্রকারং দর্শয়তি “ত্রিরূপতম্” ইতি । ] [ বিদ্বান্ ] শরীরং ত্রিরূপতং ( ত্রীণি বক্ষোঃ গ্রীবাশিরাংসি উন্নতানি যস্মিন্ ), ( তং ) সমং ( অবক্রং চ ) স্থাপ্য ( স্থাপয়িত্বা ), মনসা ( করণেন ) ইন্দ্রিয়াণি ( চক্ষুঃ প্রভৃতীনি ) হৃদি ( হৃদয়ে ) সন্নিবেশা ( সমাক্ নিয়ম্য ) ব্রহ্মোড়ুপেন ( ব্রহ্ম এব উড়ুপংগ্ৰবঃ, তেন ) ভয়াবহানি ( তির্ঘ্যাগাদি-যোনি-জন্মহেতুভ্যাং তয়ংকরাণি ) শ্রোতাংসি ( পুনরারব্ধিসংক্ষণানি অবিদ্যাকাম-কর্মাदीনি ) প্রতরেত ( অতিক্রামেং সংসারসরিতঃ পারং গচ্ছেদিত্যা-শয়ঃ ) ॥ ২৥৮॥

**মুন্নানুবাদ** । যোগতত্ত্ববিদ পুরুষ বক্ষঃ, গ্রীবা ও মস্তক, এই অংশত্রয় সমুন্নত করিয়া অর্থাৎ কুঞ্চিত বা বক্রভাবে পন্ন না করিয়া শরীরকে সমস্তত্রয়ায় সরলভাবে স্থাপন করিয়া, এবং মনের সাহায্যে ইন্দ্রিয়গণকে হৃদয়মধ্যে সন্নিবেশিত ( নিরুদ্ধ ) করিয়া ব্রহ্মরূপ উড়ুপ দ্বারা অর্থাৎ প্রাণরূপ ভেলার সাহায্যে ভয়জনক সমস্ত সংসারশ্রোত উত্তীর্ণ হইবেন ॥২৥৮॥

**শাক্ষরভাষ্যম্** ।—তত্র যোনিং কৃৎস ইত্যুক্তং, কথং যোনিকরণ-মিত্যাশঙ্ক্য তৎপ্রকারং দর্শয়তি—ত্রিরূপতমিতি ।

ত্রীণ্যন্নতানি উরোগ্রীবাশিরাংসি উন্নতানি যস্মিন্ শরীরে, তং ত্রিরূপতং, সংস্থাপ্য সমং শরীরং, হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশা সন্নিয়ম্য, ব্রহ্মোড়ুপস্তরণ-সাধনং, তেন ব্রহ্মোড়ুপেন । ব্রহ্মশব্দং প্রণবং বর্ণয়ন্তি । তেনোড়ুপস্থানীয়েন প্রণবেন, কাকাক্ষিবহুভয়ত্র সঞ্চ্যতে । তেনোপসংহৃত্য তেন প্রতরেত অতি-ক্রমেং বিদ্বান্—শ্রোতাংসি সংসারসরিতঃ স্বাভাবিকাবিদ্যাকামকর্মপ্রবর্তিতানি ভয়াবহানি শ্রেততির্ঘ্যাগুর্দ্ধপ্রাপ্তিকরাণি পুনরাবৃত্তিভাজি ॥ ২৥৮ ॥

লাভ কি? তদন্তরে বলিতেছেন “নহি তে” ইতি । [ এইরূপ করিলে ] স্মৃতিবিহিত পূর্ত্ত কর্ম এবং শ্রুতিবিহিত ইষ্ট ( যাগ যজ্ঞাদি ) কর্ম আর তোমায় ক্ষেপণ করিবে না, অর্থাৎ পুনরায় ভোগের জন্ত তোমাকে আর আবদ্ধ করিবে নহ ; কারণ, তখন জ্ঞানরূপ অগ্নি দ্বারা বীজ অবিদ্যার সহিত সমস্ত কর্ম দগ্ধ হইয়া যায় । শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, ঈশ্বিকার ( শরত্বণের ) তুলা যেমন অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া দগ্ধ হয়, এইপ্রকার এই জ্ঞানীরও সমস্ত পাপ-পুণ্য কর্ম ভস্মীভূত করে ইতি ॥২৥৭॥

**শাক্তরত্নাশোভিতা**—প্রাণায়ামক্ষয়িতমনোমলস্য চিত্তং ব্রহ্মণি স্থিতং ভবতীতি প্রাণায়ামো নিদিষ্টতে। প্রথমং নাড়ীশোধনং কর্তব্যম্। ততঃ প্রাণায়ামেহধিকারঃ। দক্ষিণনাসিকাপুটমঙ্গুলাধঃস্থিত্য বামেন বায়ুং পূরয়েদ্ যথা-শক্তি। ততোহনন্তরমুৎসৃজ্যেৎ দক্ষিণেন পুটেই সমুৎসৃজেৎ। সব্যমপি ধারয়েৎ। পুনর্দক্ষিণেন পূরয়িত্বা সব্যেন সমুৎসৃজেদ্ যথাশক্তি। ত্রিঃপঞ্চ-কৃত্বো বৈবমভ্যস্ততঃ সর্বনচতুষ্টয়মপররাত্রে মধ্যাহ্নে পূর্বরাত্রেহন্ধাত্রে চ পক্ষান্ মাসাদিশুদ্বিভবতি। ত্রিবিধঃ প্রাণায়ামঃ—রেচকঃ পূরকঃ কুস্তক ইতি।  
তদেবাহ—

আসনানি সমভ্যস্য বাঙ্জিতানি যথাবিধি।  
প্রাণায়ামং ততো গার্গি, জিতাসনগতোহভ্যাসেৎ।  
মৃদ্বাসনে কুশান্ সমাগাস্ত্রীর্ধ্যায়তমেব চ।  
লম্বোদরঞ্চ সম্পূজ্য ফলমোদকভক্ষণৈঃ।  
তদাসনে স্থথাসীনঃ সব্যে ন্যাস্যেতরং করম্।  
সমগ্রীবশিরাঃ সম্যক্ স্পৃশ্যতাস্যঃ স্তনিশ্চলঃ।  
প্রাণমুখোদমুখো বাপি নাসাগ্রতন্তলোচনঃ।  
অতিভুক্তমভুক্তঞ্চ বর্জয়িত্বা প্রযত্নতঃ।  
নাড়ীসংশোধনং কুর্যাদুক্তমার্গেণ যত্নতঃ।  
বুধা ক্লেশো ভবেৎ তন্ত তচ্ছোধনমকুর্ততঃ।  
নাসাগ্রে শশভূদ্বীজং চন্দ্রাতপবিতানিতম্।  
সপ্তমস্ত তু বর্গস্ত চতুর্থং বিন্দুসংযুতম্।  
বিশ্বমধ্যস্থমালোক্য নাসাগ্রে চক্ষুর্ঘ্রী উতে।  
ঈড়য়া পূরয়েদ্বায়ুং বাহুং দ্বাদশমাত্রিকৈঃ।  
ততোহগ্নিং পূর্ববদধ্যায়েৎ স্তব্রজ্জ্বলাবলীযুতম্।  
কৃষষ্ঠং [ রেফং চ ] বিন্দুসংযুক্তং শিথিমণ্ডলসংস্থিতম্।  
ধ্যায়েদ্বিরেচয়েদ্বায়ুং মন্দং পিঙ্গলয়া পুনঃ।  
পুনঃ পিঙ্গলয়াপূর্য ব্রাণং দক্ষিণতঃ স্তবীঃ।  
তদ্বিরেচয়েদ্বায়ুমিড়য়া তু শনৈঃ শনৈঃ।  
ত্রিচতুর্কংসরঞ্চাপি ত্রিচতুর্শ্বাসমেব বা।  
গুরুণোক্তপ্রকারেণ রহস্ত্রেবং সমভ্যাসেৎ।  
প্রাতর্শ্রাদ্যন্ধিনে সায়াং স্নাত্বা ষট্ কৃত্ব আচরেৎ।  
সন্ধ্যাং কশ্ম কষ্টেবং মধ্যরাত্রেহপি নিত্যশঃ।  
নাড়ীশুদ্ধিমবাপ্নোতি তচ্চিহ্নং দৃশ্যতে পৃথক্।  
শরীরলঘুতা দাপ্তির্জরান্নিবিবর্দ্ধনম্।  
নাদাভিব্যক্তিরিত্যেতল্লিঙ্গং তচ্ছুদ্ধিহচনম্।  
শুদ্ধান্তি ন জপৈস্তে চ স্পর্শশুদ্ধিরহেতবঃ।  
প্রাণায়ামং ততঃ কুর্যাজ্জৈচপূরককুস্তকৈঃ।  
প্রাণাপানসমাযোগঃ প্রাণায়ামঃ প্রকীর্তিতঃ।

প্রণবজ্যোত্মকং গার্গি, রেচপূরককুন্তকম্ ।  
 তদেতৎ প্রণবং বিদ্ধি তৎস্বরূপং ব্রবীম্যহম্ ।  
 যশ্চেনাদৌ স্বরঃ প্রোক্তো বেদান্তেষু প্রতিষ্ঠিতঃ ।  
 তয়োঃ স্তং তু যদগার্গি, বর্ণপঞ্চকপঞ্চমম্ ।  
 রেচকং প্রথমং বিদ্ধি দ্বিতীয়ং পূবকং বিদ্বঃ ।  
 তৃতীয়ং কুন্তকং প্রোক্তং প্রাণায়ামস্ত্রিবাঙ্গকম্ ।  
 ত্রয়াণাং কারণং ব্রহ্ম ভারূপং সৰ্বকারণম্ ।  
 রেচকঃ কুন্তকো গার্গি, সৃষ্টিস্থিত্যাঙ্গকাবুভৌ ।  
 পূরকস্তথ সংহারঃ কারণং যোগিনামিহ ।  
 পূরয়েৎ ষোড়শৈশ্ব্যত্রৈরাপাদতলগম্যকম্ ।  
 মাত্রৈর্দ্বাত্রিংশকৈঃ পশ্চাদ্বেচয়েৎ স্তমমাহিতঃ ।  
 সম্পূর্ণকুন্তবদ্বায়োনিশ্চলং মূর্ধ্নিদেশতঃ ।  
 কুন্তকং ধারণং গার্গি, চতুষ্টয়া তু মাত্রয়া ।  
 ঋষয়স্ত বদন্ত্যন্ত্রে প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ।  
 পবিত্রভূতাঃ পূতাত্মাঃ প্রভঞ্জনজয়ে বতাঃ ।  
 তত্রাদৌ কুন্তকং কুত্বা চতুষ্টয়া তু মাত্রয়া ।  
 রেচয়েৎ ষোড়শৈশ্ব্যত্রৈরাপাদেনৈকেন স্তম্ভরি ।  
 তয়োঃ চ পূরয়েদ্বায়ুঃ শনৈঃ ষোড়শমাত্রয়া ।  
 প্রাণশ্রায়মনস্তেবং বশং কুর্ধ্যাজ্জয়ী বশঃ ।  
 পঞ্চ প্রাণাঃ সমাখ্যাতা বায়বঃ প্রাণমাশ্রিতাঃ ।  
 প্রাণো মুখাতমন্তেষু সৰ্ব্বপ্রাণভূতাঃ সদা ।  
 ওষ্ঠনাসিকয়োর্মধ্যে হৃদয়ে নাভিমণ্ডলে ।  
 পাদাঙ্গুষ্ঠাশ্রিতং চৈব সৰ্ব্বাঙ্গেষু চ তিষ্ঠতি ।  
 নিত্যং ষোড়শসঙ্খ্যাভিঃ প্রাণায়ামং সমভ্যসেৎ ।  
 মনসা প্রাথিতং বাতি সৰ্বপ্রাণজয়ী ভবেৎ ।  
 প্রাণায়ামৈর্দেহেন্দোষান্ ধাবণাভিচ্চ কিল্বিশান্ ।  
 প্রত্যাহারাচ্চ সংসর্গং ধ্যানেনানীশ্ববান্ শুণান্ ।  
 প্রাণায়ামশতং স্নাত্বা যঃ কৰোতি দিনে দিনে ।  
 মাতাপিতৃগুরুয়োহপি ত্রিভির্কর্মৈর্কর্যপোহতি ॥২৮॥

**ভাষ্যানুবাদঃ** । ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবার কথা বলা হইয়াছে । কি প্রকারে ব্রহ্মনিষ্ঠ হইতে হইবে, সেই আকাজক্ষায় তাহার প্রাণালী প্রদর্শন করিতেছেন “ত্রিকল্পতম্” ইত্যাদি ।

শরীরের বক্ষঃ ( উরঃ ) গ্রীবা ও মস্তক, এই তিনটা অংশ বাহাতে উন্নত হয়, এমনভাবে সমন্বয়ে শরীর সংস্থাপন করিয়া এবং মনের সাহায্যে মন ও চক্ষুপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়সকলকে হৃদয়ে সন্নিবেশিত করিয়া, ব্রহ্মই উড়ুপ—  
 সংসার-সাগর-সমুত্তরণের উপায় ( ভেলা ), সেই ব্রহ্মোড়ুপ দ্বারা । আচার্য্যগণ ব্রহ্ম শব্দের প্রণব-অর্থও বর্ণনা করিয়া থাকেন । কাকাক্ষিত্রায়ে এই

প্রাণান্ প্রপীড়্যেহ সংযুক্তচেষ্ঠঃ

ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছসীত ।

দুষ্কান্ধযুক্তমিব বাহ্মেনং

বিদ্বান্ মনো ধারয়েতাপ্রমত্তঃ ॥২৥৯॥

**সম্বলানার্থঃ।** অথেনানীং প্রাণায়ামপ্রকারো নির্দিষ্টতে “প্রাণান্” ইত্যাদিনা । ইহ ( যোগমার্গে প্রবৃত্তঃ ) সংযুক্তচেষ্ঠঃ ( সম্যক্ যুক্তা নিয়মিতা চেষ্ঠা প্রণতো যশ্চ, তথাবিধঃ ), অপ্রমত্তঃ ( সাবধানঃ মন ) [ পঞ্চ ] প্রাণান্ ( প্রপীড়্য ( পূরক কুস্তক-রেচকক্রমেণ প্রাণ-সংযমং কৃত্বা ) প্রাণে ক্ষীণে ( দুর্বলতাং গতে সতি ) নাসিকয়া উচ্ছসীত ( স্বাসং ত্যজেৎ ) । তথা দুষ্টান্ধযুক্তং ( অবশীভূতা-শ্বযুক্তং ) বাহ্মং ( রথ-নিয়ন্তারং ) ইব এনং ( মনঃ ) ধারয়েত ( মূর্ত্তিবিশেষে মনো ধারণাং কুর্যাৎ ) ॥ ২৥৯ ॥

**মূলানুবাদঃ।** এই যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত বিদ্বান্ পুরুষ সংযুক্তচেষ্ঠে হইয়া অর্থাৎ যোগশাস্ত্রবিহিত নিয়মে আহারবিহারাদি কার্যে নিয়মযুক্ত থাকিয়া, এবং মনোযোগী থাকিয়া প্রাণবায়ু প্রপীড়ন অর্থাৎ পূরক ও কুস্তক করিয়া প্রাণ ( মন ) শক্তিক্ষয়ে দুর্বল হইলে পর নাসিকা দ্বারা স্বাস ত্যাগ করিবে । অনন্তর দুষ্ট অশ্বযুক্ত রথের সারথির ন্যায় [ স্বভাবচঞ্চল ] এই মনকে ধারণ করিবে অর্থাৎ কোন এক ধোয়বস্তুতে মনঃ স্থাপন করিবে ॥২৥৯॥

**শাক্তরভাষ্যম্।**—তদেতদাহ প্রাণানিত্যাদিনা । প্রাণান্ প্রপীড়্যে যুক্তো নাত্যন্ত ইতি শ্লোকোক্ত প্রকারেণ সংযুক্তাচেষ্ঠা যশ্চ স সংযুক্তচেষ্ঠঃ । ক্ষীণে শক্তিহীনা তন্মতং গতে মনসি নাসিকায়্যাঃ পুটাভ্যাং শনৈঃ শনৈরুৎসৃজেৎ, ন মুখেন । বায়ুং প্রতিষ্ঠাপ্য শনৈর্নাসিকয়োৎসৃজেদতি । উদাত্তাশ্বযুতং রথনিয়ন্তারমিব মনেন মনো ধারয়েতাহপ্রমত্তঃ প্রণিহিতাত্মা চ ॥২৥৯॥

একই ব্রহ্ম-শব্দের সন্নিবেশ ও প্রতারণ উভয় স্থলেই সম্বন্ধ হইয়াছে । [ তদনুসারে অর্থ হইতেছে ] উড়ুপস্থানীয় সেই প্রণবের সাহায্যে ইন্দ্রিয়গণকে হৃদয়েসন্নিবেশ করিয়া, তাহা দ্বারাই প্রতারণ করিবে, অর্থাৎ স্বাভাবিক অবিদ্যা ও তৎসুলক কাম-কর্মাদি-সমুৎপাদিত প্রেত, তিথ্যক্ ( পশু পক্ষী ) প্রভৃতি-উত্তমাদম্ যোনিতে জন্মের নিদান এবং পুনঃপুনঃ জন্মররণময় সংসার-নদীর ভয়াবহ স্রোতঃ-সমূহ অতিক্রম করিবে ॥২৥৯॥

**ভাষ্যানুবাদঃ।** প্রাণায়াম দ্বারা বাহ্যর মনের মল ( রাগাদি ) ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাহারই মন ব্রহ্মে স্থিরতা লাভ করে, এই কারণে এখন প্রাণায়াম নির্দেশ করা হইতেছে—প্রথমতঃ নাতীশোধন করিতে হয়, পরে প্রাণায়ামে অধিকার জন্মে । অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা নাসিকার দক্ষিণ পুট ( ভাগ ) চাপিয়া ধরিয়া, বাম পুট দ্বারা যথাশক্তি বায়ু পূরণ করিবে,

অর্থাৎ বায়ু অকর্ষণ করিবে। তাহার পর (কুন্তক করিবার পর) বাম নাসাপুট চাপিয়া ধরিয়া দক্ষিণ নাসাপুট ছাড়িয়া উঠা দ্বারা বায়ু পরিত্যাগ করিবে। পুনরায় দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা যথাশক্তি বায়ু পূরণ করিয়া পূর্বের জায় বাম নাসিকাপুটে বায়ু রেচন করিবে। যে লোক চারি সবনে (চারি সময়ে) শেষ রাত্রে, মধ্যাহ্নে, পূর্বরাত্রে (রাবির প্রথম ভাগে) ও অর্দ্ধরাত্রে এইভাবে প্রাণায়াম অভ্যাস করে, তাহার একপক্ষ কালের মধ্যে বা এক মাসের মধ্যে বিত্তুদ্ধি হইয়া থাকে। প্রাণায়াম তিন প্রকার বা তিনভাগে বিভক্ত—রেচক, পূরক ও কুন্তক। পাসিগণ তাহাই বলিয়াছেন—

হে গার্গি, যোগী প্রথমতঃ নিজের অভিমত আসন সকল যথাবিধি অভ্যাস করিয়া অনন্তর আপনাব আয়ত আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে। কোমল আসনে কুশ ও মৃগচর্ম উত্তমরূপে আস্তরণ করিয়া ফল ও মোদকময় নৈবেদ্য দ্বারা লব্ধদেবের (গণেশের) অর্চনা করিয়া, সেই আসনে সুখোপবিষ্ট হইয়া বাম বরের উপর দক্ষিণ কর স্থাপনপূর্বক গ্রীবা ও শির সমোন্নত করিয়া নিশ্চলভাবে বসিবে, পরে মুখ মুদিত কবিয়া পূর্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া নাসিকার অগ্রভাগে চক্ষু স্থাপন করিবে, অর্থাৎ নাসাগ্রে স্থিরদৃষ্টি হইবে। অতি ভোজন ও একেবারে অভোজন যত্বপূর্বক বর্জন করিবে। যথোক্ত নিয়মানুসারে যত্নসহকারে নাড়ীশোধন করিবে। যে লোক নাড়ীশোধন না করিয়াই যোগাভ্যাসে রত হয়, তাহার বৃথা পরিশ্রমমাত্র লাভ হয়। চন্দ্র-কিরণোজ্জ্বল চন্দ্রবীজ (ঈ) এবং বর্গের সপ্তম ও চতুর্থ বর্গকে (২ ও ৩) বিন্দু সংযুক্ত করিয়া নাসাগ্রে চক্ষুদ্বয় স্থাপন করিয়া ইড়া নাড়ীদ্বারা দ্বাদশমাত্রা ক্রমে বাহ্য বায়ু পূরণ করিবে। তাহার পর উজ্জ্বল শিখাসমূহসমন্বিত অগ্নিব ধ্যান করত বিন্দু সংযুক্ত রেফ্ (ব) জপ করিতে করিতে ধীরে ধীরে পিঙ্গলা নাড়ীপথে নিরুদ্ধ বায়ু বিরেচন করিবে (ত্যাগ করিবে)। পুনরায় পিঙ্গলা নাড়ীপথে দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা বায়ু পূরণ করিয়া ইড়ানাড়ীদ্বারা অগ্নে অগ্নে বায়ু বিরেচন করিবে। গুরু উপদেশক্রমে এইভাবে তিন চারি বৎসর বা তিন চার মাস এইরূপ নিরঞ্জন স্থানে প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে। প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সায়াংসময়ে প্রানের পর ছয়বার করিয়া প্রাণায়াম করিবে, কিন্তু সন্ধ্যা প্রভৃতি নিত্য কর্ম অগ্রে করিয়া লইবে। মধ্যরাত্রেও প্রতাহ এইরূপ করিবে, তাহা হইলে নাড়ীশুদ্ধি সম্পন্ন হইবে। নাড়ীশুদ্ধি হইলে, তাহার পৃথক পৃথক চিহ্ন প্রকাশ পাইয়া থাকে। প্রথমে শরীরের লঘুতা (জড়তা নাশ), দীপ্তি (উজ্জ্বলতা), জঠরাগ্নিবৃদ্ধি (ক্ষুধাবোধ), এবং অস্পষ্ট ধ্বনি নামক নবদেহ দেহমধ্যে অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। এই সকল চিহ্নই যোগীব নাড়ীশুদ্ধির পরিচায়ক। বহু জপেও নাড়ীশুদ্ধি হয় না; কারণ, উহার নাড়ীশুদ্ধির কারণ বা উপায় নহে। অতএব রেচক পূরক ও কুন্তকরূপ প্রাণায়াম করিবে। প্রাণ ও অপানের যে সংযোগ, তাহাই প্রাণায়াম নামে কথিত হয়।

হে গার্গি, প্রণবই অ্যাস্কক অর্থাৎ রেচক পূরক ও কুন্তক এই তিনই প্রণব স্বরূপ। আমি সেই প্রণবের স্বরূপ বর্ণনা কবিত্তেছি, তুমি তাহা অবধারণ কব।



বেদের আদিতে যে স্বরবর্ণ ( অকার ) উপদিষ্ট হইয়াছে, এবং বেদের অন্তেও যে স্বরবর্ণ ( উকার ) অবস্থিত আছে, তদ্ব্যবহারে অন্তে যে, পঞ্চম বর্ণের ( প বর্ণের ) পঞ্চম বর্ণ ( ম্ ) [ এই অ+উ+ম্ এর সমবায়ে প্রণব অক্ষর ( ঔম্ ) নিষ্পন্ন হইয়াছে ]। প্রথমে রেচক ( বায়ু ভাগ ), দ্বিতীয় পূরক, এবং তৃতীয় হইতেছে কুন্তক, এই ত্রিতয়াঙ্ক ( তিনের সমষ্টি ) হইতেছে প্রাণায়াম। সর্বকারণ জ্যোতির্শ্রয় ব্রহ্ম উক্ত তিনের ( রেচক পূরক ও কুন্তকের ) কারণ। হে গার্গি, রেচক ও কুন্তক হইতেছে সৃষ্টি ও স্থিতিরূপ, আর পূরক হইতেছে সংহাররূপী; ইহাই যোগীগণের সিদ্ধির কারণ। হে গার্গি, প্রথমে ষোড়শ (১৬) মাত্রাক্রমে পূরক করিবে, মন্তক হইতে পাদতলপর্য্যন্ত সে বায়ুর স্পর্শানুভূতি হইবে, পরে চৌষটি মাত্রায় কুন্তক করিবে, তখন পূর্ণ কুন্তের ত্রায় বায়ু নিশ্চল, ভাবে মন্তকভাগে স্থিরতা লাভ করে, তাহাব পর দ্বাদশ মাত্রাক্রমে খুব সাবধানে নিরুদ্ধ বায়ুর রেচন করিবে।

হে স্কন্দরি, অপর একশ্রেণীর ঋষি আছেন, যাহারা প্রাণায়ামে তৎপর, পবিত্রচিত্ত এবং অস্ত্র শুদ্ধি করিয়া বায়ুজয়ে রত, তাহারা বলিয়া থাকেন, প্রথমে এক নাসাপুটে চৌষটি মাত্রায় কুন্তক করিয়া পশ্চাৎ ষোড়শমাত্রায় অপর নাসা-পুটে রেচক করিবে। পুনরায় ষোড়শ মাত্রাক্রমে অল্পে অল্পে ঐ উভয় নাসা-পুটের দ্বারা পূরক করিবে। এইরূপে প্রাণ-সংযমন বশীভূত করিয়া প্রাণজয়ী হইবে।

প্রাণ পাঁচপ্রকার বিখ্যাত, দৈহিক বায়ু এই প্রাণকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রাণই সমস্ত প্রাণিদেহে সর্বপ্রধান। সেই প্রাণ ওষ্ঠ ও নাসিকার মধ্যস্থলে, হৃদয়ে ও নাভিমণ্ডলে, এমন কি পায়ের অঙ্গুষ্ঠান্থলিতে পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিয়া সর্বক্ষেত্রে অবস্থান করে। ষোড়শসংখ্যক মাত্রায় প্রত্যহ প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে। তাহার ফলে মনোব প্রাণনাশ্রয়ী সমস্ত বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়; এবং সমস্ত প্রাণকে জয় করিতে সমর্থ হয়। প্রাণায়ামে রাগদ্বৈষাদি দোষ দূর্য্য করিবে। ধারণা দ্বারা সংকীর্ণ পাপরাশি বিনাশ করিবে, এবং প্রত্যাহারদ্বারা সংসর্গজ পাপ দূর্য্য করিবে, আব ধ্যানের (১২) দ্বারা অনীশ্বর-ভাব বিনষ্ট করিবে। যে লোক স্নান করিয়া প্রত্যহ একশত সংখ্যক প্রাণায়াম করে, সে লোক যদি পিতৃ-মাতৃ-গুরুহত্যাকারীও হয়, তথাপি তিনবৎসরে পাপমুক্ত হয় ॥\*

“প্রাণান্ প্রপীড্য” ইত্যাদি বাক্য এই কথাই ব্যক্ত করিতেছেন—এই যোগমার্গে প্রবৃত্ত ব্যক্তি প্রাণ পীড়ন করিয়া অর্থাৎ প্রাণসংযমন করিয়া [ গীতায় উক্ত ] “নাত্যন্ততঃ” ( অধিক ভোজনকারীর যোগসিদ্ধি হয় না। ) ইত্যাদি

(১২) প্রত্যাহার অর্থ—বহির্মুখ ইন্দ্রিয়গণকে অন্তর্মুখ করা। ধারণা অর্থ—“দেশবন্ধশ্চিত্তশ্চ ধারণা”। চিত্তকে কোন এক ধ্যেয় বিষয়ে বলপূর্ব্বক আবদ্ধ করিয়া রাখা। ধ্যানঅর্থ—একই ধ্যেয় বিষয়ে মনের একাকার চিন্তা-প্রবাহ। “প্রত্যায়ৈকতানতা ধ্যানম্ ॥ (পাতঞ্জল দর্শন। ২।)

সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকা-

বিবর্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ ।

মনোহনুকূলে ন তু চক্ষুপীড়নে

গুহানিবাতাশ্রয়েণ প্রযোজয়েৎ ॥২॥১০॥

**সম্বলানুবাদঃ** । [ ইদানীং যোগসিদ্ধান্তকুলং স্থানং নির্দিশতি “সমে” ইতি । ]  
সমে (অবিষমে) শুচৌ (পুবিষ্মে) শর্করাবহ্নিবালুকাবিবর্জিতে (শর্করা—  
পুমাণখণ্ডানি) বহ্নিঃ—অগ্নিঃ, বালুকাঃ—মৃত্তিকাচূর্ণানি, তৈঃ বিবর্জিতে  
(দ্রুহিতে ইত্যর্থঃ), শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ (শব্দঃ কোলাহলধ্বনিঃ, জলাশ্রয়ঃ  
জলাশয়ঃ, [ আদি পদেন দংশমশকাদিসংগ্রহঃ ], তদাদিভিঃ চ ) [ বিবর্জিতে ]  
মনোহনুকূলে (মনঃপ্রসাদকরে), ন তু (ন পুনঃ) চক্ষুপীড়নে (চক্ষুঃ পীড়া-  
করে) [ এবং ভূতে ] গুহানিবাতাশ্রয়েণ (গুহায়াং যং নিবাতং বায়ুরহিতং  
আশ্রয়ণং আশ্রয়স্থানং, তস্মিন্ ) [ স্থিতি ] প্রযোজয়েৎ (যোগমতাসেৎ  
ইত্যর্থঃ) ॥২॥১০॥

**মূলানুবাদঃ** । [ এখন যোগসিদ্ধির অনুকূল স্থান নির্দেশ করিতেছেন ]  
যে স্থান সম অর্থাৎ (নিম্নোন্নতভাবরহিত), পবিত্র, প্রস্তুতাদির টুকরা,  
অগ্নি, বালুকা ও জনকোলাহলধ্বনিরহিত ও জলাশয়াদির অসন্নিহিত, এবং  
মনের অনুকূল বা প্রসন্নতাকারক ও চক্ষুর পীড়াদায়ক নহে, এবং তীব্র  
বায়ুসঞ্চালনশূন্য একরূপ গুহাপ্রভৃতি স্থানে যোগসাধনায় প্রবৃত্ত হইবে ॥২॥১০॥

**শাঙ্করভাষ্যম্** ।—সম ইতি । সমে নিম্নোন্নতরহিতে দেশে । শুচৌ  
শুদ্ধে । শর্করাবহ্নিবালুকাবিবর্জিতে । শর্করাঃ ক্ষুদ্রোপলাঃ, বালুকাস্তূচূর্ণম্ ।  
তথা শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ । শব্দঃ কলহাদিধ্বনিঃ, জলং সর্বপ্রাপ্যপভোগ্যম্ ।  
মণ্ডপ আশ্রয়ঃ । মনোহনুকূলে মনোরমে, চক্ষুপীড়নে প্রতিবাহুভিমুখে । ছান্দসো  
বিসর্গলোপঃ । গুহানিবাতাশ্রয়েণ গুহায়াং একান্তে নিবাতেন সমাশ্রিত্য প্রযোজয়েৎ  
প্রযুক্তীত চিত্তং পরমাত্মনি ॥২॥১০॥

নিয়মানুসারে বাহার চেষ্টা (যত্ন) সংযুক্ত অর্থাৎ উপযুক্তরূপে নির্বাহিত হয়,  
এরূপ হইয়া, প্রাণ—মন শক্তিক্ষয়ে ক্ষীণতা (দুর্বলতা) প্রাপ্ত হইলে পর,  
অল্পে অল্পে উভয় নাসাপট দ্বারা বায়ু ত্যাগ করিবে, কিন্তু মুখ দ্বারা নহে ।  
অভিপ্রায় এই যে, হৃদয়ে বায়ু নিবোধ করিয়া ঐ বায়ু ছই নাসারন্ধ্রের দ্বারা  
ত্যাগ করিবে, [ কিন্তু কখনও মুখ দিয়া বায়ু ত্যাগ করিবে না ] । এবং বিদ্বান  
পুরুষ অপ্রমত্তও প্রশিহিতচিত্ত হইয়া দুর্দমনীয় অশ্বযুক্ত রথচালক সারথির তায়  
মনকে মননের (ধ্যানের) দ্বারা ধারণ করিবে অর্থাৎ ধ্যেয় বিষয়ে স্থাপন  
করিবে ॥ ২০ ॥

**ভাষ্যানুবাদঃ** । [ কিরূপ স্থানে আসন করিবে, তাহা নির্দেশ  
করিতেছেন । ] সম—নিম্নোন্নতভাবরহিত, শুচি শুদ্ধ পবিত্র, শর্করাবহ্নিবালুকা

নীহারধূমার্কানিলানলানাং

খণ্ডোতবিদ্যুৎস্ফটিকশশীনাম্ ।

এতানি রূপাণি পুরঃসরাণি

ব্রহ্মণ্যভিব্যক্তিকরাণি যোগে ॥২॥১১॥

সম্রলার্থঃ । [ ইদানীং যোগাভ্যাসে রতস্ত সিদ্ধিসূচকানি যানি চিহ্নানি  
অভিব্যক্ত্যন্তে, তানি নির্দিষ্ট্যন্তে—নীহার ইত্যাদিনা । ] যোগে [ অনুরূপ্যমা-  
নসতি ] ব্রহ্মণি ( ব্রহ্মবিষয়ে ) অভিব্যক্তিকরাণি ( ব্রহ্মাভিব্যক্তিসূচকানি )  
নীহারঃ ( তুষারং ) ধূমঃ, অর্কঃ ( সূর্য্যঃ ), অনিলঃ ( বায়ুঃ ), অনলঃ ( অগ্নিঃ )  
চ, [ তেষাং, তথা ] খণ্ডোতঃ, বিদ্যুৎ, স্ফটিকঃ, শশী ( চন্দ্রঃ ) চ [ তেষাং ] এতানি  
রূপাণি পুরঃসরাণি ( অগ্রবর্ত্তানি ) [ ভবন্তি ] । [ যোগে প্রবৃত্তো যোগী যদি  
নীহারধূমাদীনাং রূপাণি সমক্ষং পশুতি, তদান্বনঃ যোগসিদ্ধিঃ ব্রহ্মসাক্ষাৎ-  
কাররূপামদূরবর্ত্তিনীং [ জানীয়াদিত্তি ভাবঃ ] ॥ ১ ॥ ১১ ॥

৷ন্দ । [ অতঃপব যোগাভ্যাসে রত ব্যক্তির ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-  
সূচক চিহ্নসকল নির্দিষ্ট হইতেছে ] । যোগাভ্যাসে রত ব্যক্তিব যখন ব্রহ্মসাক্ষাৎকার  
হইবার সময় উপস্থিত হয়, তাহার পূর্বে তুষার, ধূম, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি, খণ্ডোত  
( জোনাকী পোকা ) ও বিদ্যুৎ, স্ফটিক ও চন্দ্র, এই সকলের রূপ ( স্পর্শ ও  
জ্যোতিঃপ্রভৃতি ) প্রকাশ পাইতে থাকে ॥ ১ ॥ ১১ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । ইদানীং যোগমতান্ততোহভিব্যক্তিচিহ্নানি বক্ষ্যন্তে—  
নীহার ইত্যাদিনা । নীহারস্তুষাবঃ, তদ্বৎ প্রাণৈঃ সমা চিত্তবৃত্তিঃ প্রবর্ত্ততে,  
ততো ধূম ইবাভাতি, ততোহর্ক ইব, ততো বায়ুরিবাভাতি । ততো  
বহ্নিরিবাভ্যুক্ষো বায়ুঃ প্রকাশদহনঃ প্রবর্ত্ততে । বাহুবায়ুরিব সজ্জুভিতো  
বলবান্ বিজৃম্বতে । কদাচিৎ খণ্ডোতখচিত্তমিবাস্তরীক্ষমালক্ষ্যতে; বিদ্যুদিব  
রোচিষ্ণুরালক্ষ্যতে, কদাচিৎ স্ফটিকাক্রুতিঃ, কদাচিৎ পূর্ণশশিবৎ । এতানি  
রূপাণি যোগে ক্রিয়মাণে ব্রহ্মণ্যাবিক্রিয়মাণে নিমিত্তে পুরঃসরাণ্যগ্রগামীনি ।  
তদা পরমযোগসিদ্ধিঃ ॥ ২ ॥ ১১ ॥

বিবক্ষিত—শরীর। ক্ষুদ্র পান্যথওপ্রভৃতি, বালুকা—ঐ পান্যচূর্ণ, শব্দ—  
কলহ ( বগড়া ) প্রভৃতির ধ্বনি, জল—সর্বপ্রাণীর উপভোগের যোগ্য অর্থাৎ  
প্রাণীমাত্রই যে জল পান করিবার অধিকারী, এমন সাধারণ জল, আশ্রয়  
অর্থ—মণ্ডপ ( যাঁহাতে সর্বসাধারণে বাস করিতে পারে, এমন গৃহ ), এ সকল  
যেখানে না থাকে, এবং যাহা মনের অনুকূল অর্থাৎ মনেরম অথচ চক্ষুর  
পীড়াদায়ক নহে, এবং যেখানে প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত না হয়, এমন গুহা  
প্রভৃতি নির্জন স্থান আশ্রয় বরিয়া চিত্তকে পরমাত্মায় সংযোজিত করিবে ॥২॥১০॥

ভাষ্যমুবাদ । এখন “নীহার” ইত্যাদি বাক্যে—যোগাভ্যাসরত

পৃথ্যপ্তেজোহনিলথে সমুথিতে

পঞ্চাঙ্গকে যোগগুণে প্রবৃত্তে ।

ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ

প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্ ॥২॥১২

সরলার্থঃ । পৃথ্যপ্তেজোহনিলথে সমুথিতে (অভিব্যক্তে সতি), [এতদেব বিবৃণোতি—“পঞ্চাঙ্গকে যোগগুণে প্রবৃত্তে” ইতি] । পঞ্চাঙ্গকে (পঞ্চানাং পৃথিব্যাদীনাং গন্ধরসাদিকপে) যোগগুণে (যোগোক্তগুণে) প্রবৃত্তে (প্রকাশমানং সতি), [তদা] যোগাগ্নিময়ং (যোগাগ্নিনা দন্ধদোষবাশিঃ বিশুদ্ধমিত্যর্থঃ) শরীরং প্রাপ্তস্য তস্য যোগিনঃ রোগঃ (ব্যাধিঃ) ন, জরা (কায়শীর্ণতা) ন, মৃত্যুঃ (অকালমরণং চ) ন [ভবতীতি শেষঃ] ॥২॥১২॥

মূলানুবাদঃ । পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ অভিব্যক্ত হইলে পর অর্থাৎ যোগসিদ্ধিসূচক পঞ্চভূতের গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ, এই পাঁচপ্রকার গুণ যোগীর নিকট প্রকাশ পাইতে থাকিলে, যোগাগ্নি দ্বারা বিশোধিত বিমল দেহপ্রাপ্ত সেই যোগীর কোন ব্যাধি হয় না, এবং জরা ও মৃত্যু ভয় থাকে না, অর্থাৎ তাহার মৃত্যু নিজের ইচ্ছাবীন হয় ॥২॥১২॥

শাক্তরভাস্যম্ । পৃথীতি । পৃথ্যপ্তেজোহনিলথে পৃথিব্যাদীনি ভূতানি দ্বৈন্দ্বকবস্তাবেন নির্দিষ্টান্তে । তেষু পঞ্চসু ভূতেষু সমুথিতে—পঞ্চাঙ্গকে যোগগুণে প্রবৃত্ত ইত্যত্র ব্যাখ্যানম্ । কঃ পুনর্যোগগুণঃ প্রবর্ততে । পূর্বব্যাগন্ধঃ । তথাহৈত্যা রসঃ । এবমগ্ৰতঃ ॥ উক্তং—“জ্যোতিঃস্বৰ্গা স্পর্শবতী তথা রসবতী পরা । গন্ধবতাপরা প্রোক্তা চতুস্ত্রয় প্রবৃত্তয়ঃ ॥ আসাং যোগ-প্রবৃত্তীনাং যদেকাপি প্রবর্ততে । প্রবৃত্তযোগং তং প্রাহুর্যোগিনো যোগ-চিন্তকাঃ” ॥ ২ ॥ ১০ ॥

ব্যক্তির যোগসিদ্ধির পূর্বচিহ্নসকল বলা হইতেছে—নীহার অর্থ—তুষার, সেই তুষারের মত [মৃদুমনভাবে] চিত্তের বৃত্তি বা চিন্তাধারা হইতে থাকে । তাহার পর ধূমের তায় চিত্তবৃত্তি প্রবৃত্ত হয় । তাহার পর সূর্য্যের তায়, তদনন্তর বায়ুর তায় বৃত্তি প্রকাশ পায় । তাহার পর অগ্নির তায় অত্যুষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হয় । অর্থাৎ বাহিরের বায়ুর তায় বিক্ষোভিত প্রবল বায়ু প্রকাশিত হয় । কখনও বা আকাশমণ্ডল যথোত-খচিত্তে (জোনাকিপোকাঁয় শোভিতের মত) দেখা যায়, কখনও আবার দিহ্যুতের তায় উজ্জ্বল দৃষ্ট হয়, কখনও বা ক্ষটিকময় আকৃতি, কখনও আবার পূর্ণ চন্দ্রের মত দেখা যায় । যোগাত্তর্ষ্টানে নিরত থাকিলে ব্রহ্মস্বরূপের পূর্ববর্তী এই সকল চিহ্ন প্রকাশ পাইয়া থাকে । বুঝিতে হইবে, তখন যথার্থই যোগসিদ্ধি হইবে ॥ ২ ॥ ১১ ॥

লঘুত্বমারোগ্যমলোলুপত্বং

বর্ণপ্রসাদঃ স্বরসৌষ্ঠবঞ্চ ।

গন্ধঃ শুভো মূত্রপূরীষমল্লং

যোগপ্রবৃত্তিং প্রথমাং বদন্তি ॥২॥১৩॥

যথৈব বিশ্বং যুদয়োপলিপ্তং

তেজোময়ং ভ্রাজতে তৎ সুধাত্বং ।

সংস্কৃতার্থঃ । [ যোগিনঃ প্রথমা দিক্ধিকৃচ্যতে লঘুত্বমিত্যাदिना । ১ ] [ শরীবস্ত ] লঘুত্বং আরোগ্যং ( নীরোগভাবে ), [ মনসঃ ] অলোলুপত্বং ( ভোগাদিন্ লোভরাহিত্যং ), বর্ণপ্রসাদঃ [ বর্ণপ্রসাদঃ ] ( শরীরকান্তিঃ ), স্বরসৌষ্ঠবং ( মধুরস্বরত্বং ), শুভঃ ( প্রিয়ঃ ) গন্ধঃ, অল্লং মূত্র-পূরীষং ( মল-মূত্রয়োঃ অল্লত্বং ), [ ইমাং ] প্রথমাং যোগসিদ্ধিং বদন্তি [ যোগিন ইতি শেষঃ ] ॥ ২ ॥ ১৩ ॥

মূলানুবাদ । [ যোগসিদ্ধির প্রথম অবস্থা বলা হইতেছে ] শরীরের লঘুত্ব, যোগীনতা লোভনিবৃত্তি, উজ্জ্বল কান্তি, মধুর স্বর, সঙ্গন্ধ এবং মল-মূত্রের অল্লতা, এ সকলকে যোগীগণ যোগের প্রথমসিদ্ধি বলিয়া থাকেন ॥২॥১৩॥

শাক্তরত্নাশ্রমঃ । লঘুত্বমিতি । ন তস্মৈ যোগিনো রোগো ন জরা হ্রঃখমমানসং বা ভবতি । কস্মৈ প্রাপ্তস্ত যোগাগ্নিময়ং শরীরম্ । যোগাগ্নি-সংপ্লুষ্টদোষকলাপং শরীরং প্রাপ্তম্ । স্পষ্টমন্তং ॥ ২ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ । “পৃথী” ইত্যাদি । পৃথী ( পৃথিবী ), অপ্, তেজঃ, অনিল ( বায়ু ), ঋ—আকাশ, এই পঞ্চভূত সমুখিত হইলে পর, অর্থাৎ ধ্যান বলে স্ব স্ব কারণে বিলীন করা হইলে পর, এবং পঞ্চাত্মক অর্থাৎ পাঁচপ্রকার যোগগুণ বা যোগ বিভূতি প্রবৃত্ত হইলে পর [ যেমন ] গন্ধগুণযুক্ত পৃথিবীর গুণ—গন্ধ রসযুক্ত জলের গুণ রস, রূপযুক্ত তেজের গুণ রূপ, স্পর্শগুণসম্পন্ন বায়ুর গুণ স্পর্শ, এবং আকাশের গুণ শব্দ, এই সমুদয় গুণ তখন যোগীর নিকট, অভিব্যক্ত হইয়া থাকে । অন্তত্বেও একথা উক্ত আছে । যোগীর প্রবৃত্তি চারি প্রকার—জ্যোতিষতী, স্পর্শবতী, রসবতী, আর একটি গন্ধবতী । এই সকল যোগ প্রবৃত্তির ( যোগ-ফলের ) মধ্যে একটিও যদি কাহারও উপস্থিত হয়, তাহা হইলে যোগচিন্তাপরায়ণ যোগীগণ তাহাকে প্রবৃত্তযোগ ( প্রবৃত্তমাত্র যোগী ) বলিয়া থাকেন । সেই যোগীর রোগ থাকে না, জরা ( বার্দ্ধক্য ) হয় না, অথবা মৃত্যুও হয় না । কাহার ?—কোন যোগীব ? না, যিনি যোগাগ্নিময় শরীর প্রাপ্ত হইয়াছেন, অর্থাৎ যোগাগ্নি দ্বারা বাহার সমস্ত দোষ দগ্ধ হইয়াছে, এমন শরীর প্রাপ্ত হইয়াছেন, [ তাহার ] । অন্ত ( ত্রয়োদশ ) মন্ত্রের অর্থ স্পষ্ট ॥ ২ ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

তদ্বাত্ততৎ প্রসমীক্ষ্য দেহী

একঃ কৃতার্থো ভবতে বীতশোকঃ ॥২॥১৪॥

যদাত্ততৎ তু ব্রহ্মতৎ

দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ ।

অজং ধ্রুবং সর্বতদ্বৈর্বিষুন্ধং

জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ॥২॥১৫॥

সরলানুবাদ । বিষং ( সৌবর্ণং রাজতং বা পিণ্ডং ) [ পূর্বং ] মৃদয়া ( মৃত্তিকয়া ) উপলিপ্তং মলিনীকৃতং ) তং যথা এব ( নিশ্চয়ে ) সুধাস্তং ( অগ্ন্যাदिना সুধোতং বিমলীকৃতং সৎ ) তেজোময়ং ( তেজঃপুঞ্জমিব ) ভ্রাজতে ( দীপ্যতে ), একঃ ( কষ্টিদেব ) দেহী ( শরিরী ) তং ( আত্মতত্ত্বং ) প্রসমীক্ষ্য ( সাক্ষাৎকৃত্য ) বীতশোকঃ কৃতার্থঃ ( কৃতকৃত্যঃ ) ভবতে ( ভবতীত্যর্থঃ ) ॥২॥১৪॥

সরলানুবাদ । বীতশোকঃ স্তম্ভপাদয়িতুমাহ—যদেতি । ] যুক্তঃ ( যোগরতঃ পুরুষঃ ) যদা ( যস্মিন্ কালে ) তু দীপোপমেন ( দীপবৎ প্রকাশস্বভাবেন ) আত্মতত্ত্বেন ( আত্মস্বরূপতয়া ) ব্রহ্মতত্ত্বং ( ব্রহ্মস্বরূপং ) প্রপশ্যেৎ ( সাক্ষাৎ করেতি ), [ তদা ] অজং ( জন্মরহিতং ) ধ্রুবং ( নিক্রান্তবৎ ) সর্বতদ্বৈঃ

মূলানুবাদ । প্রথমে মৃত্তিকা-সংস্পর্শে মলিনীকৃত সুবর্ণপিণ্ড যেমন অগ্নিপ্রভৃতি দ্বারা বিশোধিত হইয়া তেজঃপুঞ্জরূপে দীপ্তি পায়, ঠিক তেমনই কোন কোন দেহীও সেই আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকায় কবিতা সর্বজুঃখমুক্ত কৃতার্থ হয় ॥ ২ ॥ ১৪ ॥

শাক্তরভাস্যম্ । কিঞ্চ, যথৈবেতি । যথৈব বিষং সৌবর্ণং রাজতং বা মৃদয়োপলিপ্তং মৃদাদিনা মলিনীকৃতং পূর্বং, পশ্চাৎ সুধাস্তং—সুধোত-মিত্যাশ্লিষ্মর্থে সুধাস্তমিতি ছান্দসম্ । অগ্ন্যাदिना বিমলীকৃতং তেজোময়ং ভ্রাজতে । তদ্বা তদেব আত্মতত্ত্বং প্রসমীক্ষ্য দৃষ্ট্বা একোহ দ্বিতীয়ঃ কৃতার্থো ভবতে বীত-শোকঃ । পরেধাং পাঠে তদ্বং সতত্ত্বং প্রসমীক্ষ্য দেহীতি । তত্রাপায়মে-বার্থঃ ॥ ২ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ । অপি চ, “যথৈব” ইত্যাদি । সুবর্ণময় বা রজতময় কোন একটা বিশ্ব ( বস্তু ) যেমন প্রথমে মৃত্তিকা বিলিপ্ত, অর্থাৎ মৃত্তিকা প্রভৃতি দ্বারা মলিনীকৃত হইলেও যেমন পশ্চাৎ উত্তমরূপে ধৌত হইয়া—অগ্নিপ্রভৃতি দ্বারা শোধিত মলরহিত হইয়া তেজোময় তেজঃপুঞ্জরূপে ( স্বরূপাবস্থায় ) শোভা পায় । ঠিক তেমনই যোগীও আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া শোকমুক্ত এক অদ্বিতীয় কৃতার্থ হন । “তত্ত্বং সতত্ত্বং প্রসমীক্ষ্য দেহী” এইরূপ পাঠেও উক্ত প্রকারই অর্থ হয় ॥ ২ ॥ ১৪ ॥

এষ হ দেবঃ প্রদিশোহনু সৰ্বাঃ

পূৰ্বে৷ হ জাতঃ স উ গৰ্ভে অন্তঃ ।

স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ

প্রত্যঙ্ জনাংস্তিষ্ঠতি সৰ্ব্বতোমুখঃ ॥২॥১৬॥

অবিজ্ঞা-তৎকাৰ্য্যৈঃ) বিমুক্তং ( তৎসম্বন্ধশূন্যং ) দেবং ( স্বপ্রকাশং পরমেশ্বরং )  
জ্ঞাত্বা সৰ্বপাঠৈঃ ( সৰ্বৈববিজ্ঞাদিবন্ধনৈঃ ) মুচ্যতে ( বিমুক্তো ভবতীত্যর্থঃ ) ॥২॥১৫॥

সম্বলানুবাদঃ । [ তদর্শনসম্ভাবনামাহ “এষহ” ইত্যাদিনা । ] এষ/  
( পূৰ্ব্বোক্তঃ ) দেবঃ ( পরমাত্মা ) হ সৰ্বাঃ প্রদিশঃ ( প্রাচ্যাত্মা দিশঃ ) অনু  
( লক্ষীকৃত্য ) পূৰ্ব্বঃ ( প্রথমঃ ত্রিগুণগর্ভরূপেণ ) জাতঃ ( হৃদয়রূপেণ  
উৎপন্নঃ ), সঃ ( পরমাত্মা ) উ ( এব ) গৰ্ভে অন্তঃ ( পঞ্চভূতাত্মকে ব্রহ্মাণ্ডোদর-

মূলানুবাদঃ । [ যোগী কিপ্রকারে বীতশোক হন, এখন তাহা  
বলিতেছেন— ] যুক্ত ( যোগসাধনার নিরত যোগী ) যে অবস্থায় দীপের স্থায়  
প্রকাশস্বভাব আত্মদর্শন করিয়া তদভিন্নরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব দর্শন করেন—প্রত্যক্ষ  
করেন, তখন তিনি জন্ম ও বিকারশূন্য এবং সৰ্ব্বপ্রকার জড়সম্পর্করহিত প্রকাশময়  
পরমাত্মাকে সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়া সৰ্ব্বপ্রকার অবিদ্যাবন্ধন হইতে বিমুক্ত  
হন ॥ ২ ॥ ১৫ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । কথং জ্ঞাত্বা বীতশোকো ভবতীত্যাহ—ষদেতি ।  
যদা যস্তামবস্থারিমাশ্রিতত্বেন সেনাশ্রুনা । কিং বিশিষ্টেন ? দীপোপমেন  
দীপস্থানীয়েন প্রকাশস্বরূপেণ ব্রহ্মতত্ত্বং প্রপণ্ডেৎ । তুশকোহবধারণে ।  
পরমাত্মানমাত্মনৈব জানীয়াদিত্যর্থঃ । উক্তঞ্চ—“তদাত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মাস্মি”  
ইতি । কৌদৃশম্ ? অগ্ন্যাদজায়মানম্, ক্রবং অপ্রচ্যুতস্বরূপং, সর্বতত্ত্বৈরবিজ্ঞাতং-  
কাৰ্য্যৈর্বিমুক্তং অসংস্পৃষ্টং জ্ঞাত্বা দেবং, মুচ্যতে সৰ্বপাঠৈরবিজ্ঞাদিভিঃ ॥২॥১৫॥

ভাষ্যানুবাদঃ । কি প্রকারে জ্ঞানলাভের পর বীতশোক ( শোক-  
মুক্ত ) হয়, তাহা বলিতেছেন—“যদা” ইতি । যুক্ত ( যোগী ) পুরুষ যে অবস্থায়  
ব্রহ্মতত্ত্বকে দীপোপম দীপতুল্য প্রকাশস্বভাব আত্মতত্ত্বের সহিত—স্বীয় আত্মার  
সহিত অভিন্নরূপেই দর্শন করে । তু-অর্থ অবধারণ—নিশ্চয় অর্থাৎ পরমাত্মাকে  
আত্মস্বরূপেই অবগত হয় । এ কথা শ্রুতিতেও উক্ত আছে—‘তথম  
আস্মি ব্রহ্মস্বরূপ’, এই ভাবে আত্মাকে জানিয়াছিলেন’ ইতি । আত্মতত্ত্ব কি  
প্রকার ? অগ্নি কোনও কারণ হইতে অগ্ন্যুৎপন্ন, ক্রব—কখনও নিজ স্বভাব  
হইতে চ্যুত হয় না, এমন, এবং অবিজ্ঞা ও অবিজ্ঞাজনিত সমস্ত কার্য্যবর্গ  
দ্বারা অস্পৃষ্ট ও ত্রোতমান, তাহা জানিয়া—সাক্ষাৎ কার করিয়া অবিজ্ঞা  
প্রভৃতি সমস্ত বন্ধনপাশ হইতে বিমুক্ত হন ॥ ২ ॥ ১৫ ॥

যো দেবো অগ্নৌ যো অঙ্গু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ ।

য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ ॥২॥১৭॥

ইতি শ্বেতাস্বতরোপনিষৎ দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ ॥২॥

মধ্যে ) জাতঃ ( বিরাটপুরুষরূপেণ অভিব্যক্তঃ ), স এব জাতঃ ( পূৰ্ব্বেমুৎপন্নঃ ), সঃ [ এব ] জনিষ্যমাণঃ ( ভবিষ্যতি কালেহপি উৎপৎস্বতে ), [ স এবচ ] জনান্ ( জায়মানানি সৰ্ব্বানি বস্তু নি ) প্রত্যঙ্ ( অভিব্যাপ্য ) সৰ্ব্বতোমুখঃ ( সৰ্বদর্শী সন্ ) তিষ্ঠতি ( বর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ ) ॥ ২ ॥ ১৬ ॥

সরলানুবাদ । [ ইদানীং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারোপায়তয়া নমস্কারোঃ ” হপি নিরূপাতে—যো দেব “ইত্যাদিনা । ] যঃ দেবঃ ( প্রকাশস্বভাবঃ পরমাত্মা ) অগ্নৌ, যঃ অঙ্গু ( জলে ) যঃ ওষধীষু ( তৃণলতাাদিষু ), যঃ বনস্পতিষু ( অশ্বখাদিবৃক্ষেষু ) আবিবেশ [ আবিষ্ট ইতি সৰ্বত্র সম্বধ্যতে ] । [ কিং বহনা, ] যঃ বিশ্বং ( নিখিলং ) ভুবনং ( জগৎ ) আবিবেশ ( অন্তর্ধ্যায়িকরূপেণ প্রবিষ্টোহস্তু ), তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ ( পুনঃ পুনঃ নম ইত্যর্থঃ ) ॥ ২ ॥ ১৭ ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ব্যাখ্যা ॥ ২ ॥

মূলানুবাদ । সমস্ত দিগ্‌ব্যাপী এই প্রকাশমান পরমেশ্বরই সকলের প্রথমে সূক্ষ্ম হিরণ্যগর্ভরূপে অভিব্যক্ত হন, তিনিই আবার ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে স্থূল বিরাটরূপে প্রকাশ পান । তিনিই জীবরূপে উৎপন্ন হইয়াছেন, পরেও উৎপন্ন হইবেন এবং তিনিই সৰ্ব্বতোমুখ অর্থাৎ সৰ্বদর্শীরূপে অবস্থান করেন ॥ ২ ॥ ১৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ । পরমাত্মানমাত্মনেন বিজানীয়াদিত্যুক্তং, তদেব ভাবয়ন্মাহ—এষ হেতি । এষ এব দেবঃ প্রদিশঃ প্রাচ্যাত্মা দিশ উপদিশচ সৰ্বাঃ পূৰ্ব্বোহ জাতঃ সৰ্ব্বস্বাদ্ধিরণ্যগর্ভাত্মনা, স উ গর্ভে অন্তর্কর্ত্তমানঃ, স এব জাতঃ শিশুঃ, স জনিষ্যমাণোহপি, স সব সৰ্বাংশচ জনান্ প্রত্যঙ্ তিষ্ঠতি, সৰ্বপ্রাণিগতানি মুখানি অশ্রেতি সৰ্ব্বতোমুখঃ ॥ ২ ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ । পরমাত্মাকে আত্মস্বরূপে জানিবে, এ কথা বলা হইয়াছে, এখন তাহা যেরূপে সম্ভবপর হয়, তাহা বলিতেছেন—“এষঃ” ইতি । এই দেব পরমাত্মাই পূৰ্ব্বাদি সমস্ত দিক্ ও বিদিকে বর্ত্তমান, তিনিই সকলের পূৰ্ব্বে হিরণ্যগর্ভরূপে গর্ভমধ্যে জন্ম ধারণ করিয়াছেন, এবং তিনিই এখন শিশুরূপে জাত হইয়াছেন, ভবিষ্যতেও তিনিই জন্ম লাভ করিবেন, এবং তিনিই সৰ্ব্বতোমুখ—সৰ্বপ্রাণির অভিমুখে বাহ্যিক মুখ, এমন তাহে সকল জনের অভ্যন্তরে অবস্থান করিতেছেন ॥ ২ ॥ ১৬ ॥



**মূলানুবাদ্**। প্রকাশময় যে পরমাত্মা অগ্নিতে [ প্রবিষ্ট রহিয়াছেন, এবং ] যিনি জলে, তৃণ লতা প্রভৃতি ওষধিতে, ও অশ্বথ প্রভৃতি বনস্পতির মধ্যে, [ অধিক, কি, ] যিনি সমস্ত জগতে, অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশ্য পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ২ ॥ ১৭ ॥

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়ের মূলানুবাদ ॥ ২ ॥

**শাক্তরভাষ্যম্**। ইদানীং যোগবৎ সাধনাস্তরানি নমস্কারানীনি কর্তব্যত্বেন দর্শয়িতুমাহ—যো দেব ইতি। যো ঐশ্বর্যং ভুবনং শ্বেন বিরচিতং সংসারমণ্ডলমাবিবেশ। য ওষধীযু শাল্যাদিবু, বনস্পতিবু অশ্বখাদিবু, তন্মৈ বিশ্বাত্মনে ভুবনমূলায় পরমেশ্বরায় নমো নমঃ। দ্বিস্বচনমাদরার্থম্ অধ্যায়-পরিসমাপ্ত্যর্থঞ্চ ॥ ২ ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীমদগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-

শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপ্রণীতে শ্বেতাশ্বতেরোপনিষদ্ভাষ্যে

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

**ভাষ্যানুবাদ্**। যোগ বেগন পরমাত্মদর্শনের সাধন বা উপায়, নমস্কারাদিও ঠিক তেমনই সাধন, এইজন্ত নমস্কারাদি সাধনেরও কর্তব্যতা প্রদর্শনের জন্ত বলিতেছেন—“যো দেবঃ” ইতি। যিনি বিখে—ভুবনে অর্থাৎ আপনার বিরচিত সংসারমণ্ডলে প্রবেশ করিয়াছেন, এবং যিনি শালী ধাত্তাদি ওষধিতে ও অশ্বথপ্রভৃতি বনস্পতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই বিশ্বাত্মা—জগতের মূলকাবণ পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। আদরাতিশয় প্রদর্শনার্থ ও অধ্যায়সমাপ্তি স্মৃতিার্থ ‘নমঃ’ শব্দের দ্বিক্রি করাইয়াছে ॥ ২ ॥ ১৭ ॥

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভাষ্যানুবাদ ॥ ২ ॥

## তৃতীয়োধ্যায়ঃ ।

যএকো জালবান্ ঈশত ঈশনীতিঃ

সৰ্ব্বান্নোকানীশত ঈশনীতিঃ ।

য এবেক উদ্ভবে সম্ভবে চ

য এতদ্বিত্বরম্যতাস্তে ভবন্তি ॥ ৩ ॥ ১

**সম্বলানুবাদ্** । সম্ভ্রতি ব্রহ্মৈক্যাববোধায় প্রথমং তাবৎ ব্রহ্মণ  
ঈশিত্রীশিতব্যভাব উচ্যতে য এক ইত্যাদিনা ।

যঃ (প্রসিদ্ধঃ) জালবান্ (বন্ধকারণত্বাৎ জালং মায়া, তদ্বান্—মায়াবীত্যর্থঃ) একঃ (একোহপি সন্) ঈশনীতিঃ (স্বশক্তিভিঃ) ঈশতে (ঈষ্টে—শাসনং করোতীত্যর্থঃ) । [ কিমীষ্টে ? ইত্যপেক্ষায়াং কন্মপদং পরিপূর্য্যাহ ] ঈশনীতিঃ সৰ্ব্বান্ লোকান্ ঈশতে (সৰ্ব্বমেব জগৎ শাস্তীত্যর্থঃ) । [ উৎপত্তি-প্রলয় হেতুত্বমপি তষ্টৌবেত্যা— ] য এব একঃ (অদ্বিতীয়ঃ পরমেশ্বরঃ) উদ্ভবে (উৎপত্তৌ), সম্ভবে (সম্যক্ সত্তামাত্রেন তবঃ স্থিতিত্বত্, তস্মিন্ প্রলয়ে) চ [ ঈষ্টে ] । যে (অধিকারিণঃ পুরুষাঃ এতৎ (সৃষ্টিস্থিতি-লয়হেতুত্বেন ব্রহ্ম) বিহুঃ (জানন্তি), তে অমৃতাঃ (মরণভয়হিতাঃ) ভবন্তি (মুক্তা ভবন্তীত্যর্থঃ) ॥ ৩ ॥ ১ ॥

**মূলানুবাদ্** । যিনি প্রসিদ্ধ জালবান্ (জাল অর্থ—মায়া, তদ্বান্—  
পরমেশ্বর) এবং যিনি এক ইহিয়াও ঈশনী দ্বারা অর্থাৎ স্বীয় ঐশ্বরী শক্তি দ্বারা  
শাসন করেন—সেই—ঈশনী শক্তি দ্বারা সমস্ত জগৎ শাসন করিয়া থাকেন;  
এবং যিনি জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ; তাঁহাকে যাহারা জানেন,  
তাঁহারা অমৃত অর্থাৎ মুক্ত হন ॥ ৩ ॥ ১ ॥

**শাঙ্করভাষ্যম্** । কথমদ্বিতীয়শ্চ পরমাত্মন ঈশিত্রীশিতব্যাদিভাব  
ইত্যাশঙ্ক্যাহ—“য একঃ” ইতি । য একঃ পরমাত্মা, স জালবান্—জালং মায়া  
দ্রুতায়ত্বাৎ । তথা চাহ ভগবান্—“মম মায়া দ্রুতয়া” ইতি, তদ্বান্,  
তদন্তাহন্তীতি জালবান্ মায়াবীত্যর্থঃ । ঈশতে ঈষ্টে, মায়াপাধিঃ সন্ ।  
কৈঃ ? ঈশনীতিঃ, স্বশক্তিভিঃ । তথাচোক্তম্ ‘ঈশত ঈশনীতিঃ পরমশক্তি-  
ভিরিতি । কান্ ? সৰ্ব্বান্ লোকানীশত ঈশনীতিঃ । কদা ? উদ্ভবে  
বিভূতিযোগে, সম্ভবে প্রাদুর্ভাবে চ । য এতদ্বিত্বরম্যতা অমরণধর্ম্মাণৌ  
ভবন্তি ॥ ৩ ॥ ১ ॥

**ভাষ্যানুবাদ্** । অদ্বিতীয় পরমাত্মার ঈশিত্র-ঈশিত্বব্যভাব কিরূপে  
সম্ভব হয় ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—“য একঃ” ইতি ।

যিনি এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা, তিনি জালবান্—জাল অর্থ—মায়া, কারণ,  
মায়া অতিক্রম করা বড় কঠিন । ভগবান্ও সে কথা বলিয়াছেন—‘আমার

একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্মু-

যইমাল্লোকান্ ঈশত ঈশিনীভিঃ ।

প্রত্যঙ্ জনাংস্তিষ্ঠতি সঙ্কুকোপান্তকালে

সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ ॥ ৩ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ । হি (যস্মাৎ) একঃ (অদ্বিতীয়ঃ) রুদ্রঃ (রোদয়তি—  
সর্বং সংহরতি ইতি রুদ্রঃ পরমেশ্বরঃ) [বর্ততে], [তস্মাৎ হেতোঃ] দ্বিতীয়ায়  
(রুদ্রেত্তরবস্তনে) ন তস্মুঃ (ন স্থিতিং প্রাপ্তাঃ), [কে?] যে (ব্রহ্মেন্দ্রাদয়ঃ)  
ঈশনীভিঃ (স্বশক্তিভিঃ) ইমান্ লোকান্ (পৃথিব্যাদীন্) ঈশতে (নিয়ময়ন্তি  
ইত্যর্থঃ) । [সঃ রুদ্রঃ] প্রত্যক্ (প্রতিপুরুষমন্তরবস্থিতঃ সন্) জনান্  
[ব্যাপ্য] তিষ্ঠতি । [স রুদ্রঃ] বিশ্বা (বিশ্বানি) ভুবনানি সংসৃজ্য (উৎপাঠ্য)  
গোপাঃ (গোপ্তসন্) অন্তকালে (ধ্বংসকালে) সংকুকোপ (সম্যক্ কোপংচকার  
সংহারং কৃতবানিত্যর্থঃ) ॥ ৩ ॥ ২ ॥

মূলানুবাদঃ । যেহেতু একমাত্র রুদ্রই আছেন (সত্য বস্তু), ব্রহ্মা  
ইন্দ্র প্রভৃতি যাহারা নিজ শক্তি সমূহ দ্বারা সমস্ত জগৎ শাসন করিয়া থাকেন,  
তাহারা রুদ্র ভিন্ন দ্বিতীয় কোন বস্তুর অপেক্ষা করেন না। সেই রুদ্রই  
প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরস্থ হইয়া রহিয়াছেন, এবং সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়া  
এবং সে সকলের গোপা (রক্ষক) হইয়াও, অন্তকালে বা প্রলয় সময়ে সংহার  
করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥ ২ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । কস্মাৎ পুনর্জালবানিত্যাশঙ্ক্যাহ—একো হীতি ।  
হিশঙ্কো যস্মাদর্থঃ । যস্মাদেক এব রুদ্রঃ স্বতো ন দ্বিতীয়ায় বস্তুত্তরায়  
তস্মু ব্রহ্মবিদঃ পরমার্থদর্শিনঃ । উক্তঞ্চ “একো রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্মুঃ”  
ইতি । য ইমাল্লোকানীশতে নিয়ময়তি ঈশনীভিঃ । সর্বাংশ্চ জানান্  
প্রতি অন্তরঃ প্রতিপুরুষমবস্থিতঃ—রূপং রূপং প্রতিক্রপো বভূবেত্যর্থঃ । কিঞ্চ,  
মায়া দুরত্যয় অর্থাৎ দুরতিক্রমণীয়’ । সেই মায়া রূপ জাল আছে বলিয়াই  
তিনি জালবান—অর্থাৎ মায়াবী । তিনি মায়াপাদিবিষিষ্ট হইয়াই শাসন  
করিয়া থাকেন । কিসের দ্বারা? না, ঈশনী—স্বীয় শক্তি দ্বারা । অতএব উক্ত  
আছে—পরমা শক্তিরূপ ঈশনী দ্বারা তিনি শাসন করিয়া থাকেন । কাহাদের  
শাসন করেন? ঈশনৌ শক্তির দ্বারা সমস্ত জগৎ শাসন করেন । কখন?  
না, উক্তবে অর্থাৎ ঐশ্বর্য লাভে ও সম্ভবে অর্থাৎ উৎপত্তিতে । যাহারা  
এতত্ত্ব জানেন, তাহারা অমৃত—মরণ ভয় রহিত হন ॥ ৩ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ । তিনি জালবান কেন? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন  
—“একো হি” ইতি । এখানে ‘হি’ শব্দটা ‘যস্মাৎ’ (যে হেতু) অর্থে । যেহেতু  
রুদ্র (পরমাত্মা) একই ; পরমার্থদর্শী ব্রহ্মবিদগণ দ্বিতীয় অপর কোনও বস্তুর  
জন্ত অবস্থান করেন না, অর্থাৎ তাহারা অদ্বিতীয় রুদ্রকেই দর্শন

বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখে

বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাং ।

সং বাহুভ্যাং ধর্মতি সম্পতত্রৈ-

দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেবএকঃ ॥ ৩ ॥ ৩ ॥

সম্বলানার্থঃ । ইদানীং তশ্চৈব সৃষ্টিস্থিত্যাদিস্বাতন্ত্র্যে হেতুৰূঢ়্যতে "বিশ্বতঃ" ইতি । বিশ্বতশ্চক্ষুঃ ( বিশ্বতঃ সর্বত্র চক্ষুরশ্চেতি বিশ্বতশ্চক্ষুঃ ) [ যানি কানিচিৎ প্রাণিনাং চক্ষুর্বি, তদশ্চৈবেতি ভাবঃ ] । এবং সর্বত্র ] । উত ( অপি ) বিশ্বতোমুখঃ, বিশ্বতোবাহুঃ, উত ( অপি ) বিশ্বতস্পাং ( বিশ্বতঃ পাদা অশ্চেত্যর্থঃ ), দ্যাবাভূমী ( ত্বলোকভূলোকৌ ) জনয়ন্ একঃ দেবঃ ( রুদ্রঃ ) বাহুভ্যাং ( ধর্মাদধর্মাত্যাং ) সম্পতত্রৈঃ ( পরমাণুভিঃ ) সংধমতি ( যোজয়তি সর্বমিত্যর্থঃ ) ॥ ৩ ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদঃ । বিশ্বপ্রাণীর চক্ষু, মুখ, বাহু ও চরণই গাঁহার চক্ষু, মুখ, বাহু ও চরণ, সেই এক অদ্বিতীয় দেব অর্থাৎ প্রকাশময় পুরুষ ত্বলোক, ভূলোক ও তন্মধ্যবর্তী সমস্ত উৎপাদন করিবার নিমিত্ত প্রাক্তন ধর্মাদধর্মাহুসারে পরমাণু সমূহকে পরস্পর সংযোজিত করেন । অথবা ঐ দ্যাবাপৃথিবীকে বাহুগুণ্ত মনুষ্যাদি ও পক্ষিগণেয় সহিত সংযোজিত করেন ॥ ৩ ॥ ৩ ॥

সধুকোপ অন্তকালে প্রলয়কালে । কিং কৃয়া ? সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনাদি গোপা গোপ্তা ভূয়া । এতদ্বক্তং ভবতি—অদ্বিতীয়ঃ পরমাশ্রা, ন চাসৌ কুন্ত-কারবদাশ্রানং কেবলং মৃৎপিণ্ডস্থানীয়মুপাদান কারণমুপাদত্তে, কিং তর্হি ? স্বশক্তিবিক্ষেপং কুর্স্বন্ স্রষ্টা নিয়ন্তা বাভিধীয়তে ইতি । উত্তরো মন্ত্রঃ তশ্চৈব বিরাদাশ্রানাবস্থানং তৎস্রষ্টৃৎ প্রতিপাদয়তি ॥ ৩ ॥ ২ ॥

করিয়াছেন, দ্বিতীয় কোন বস্ত দর্শন করেন নাই । ঐশনৌ স্বশক্তি দ্বারা এই সমস্ত লোককে শাসন অর্থাৎ নিয়মিতরূপে পরিচালিত করেন ; এবং যিনি সকল জনের ( সমস্ত ব্যক্তির ) অন্তরস্থ, যিনি প্রত্যেক পুরুষের মধ্যে বর্তমান অর্থাৎ তিনি প্রত্যেক রূপের ( বস্তুর ) অহরূপ রূপে প্রকটিত হইয়াছেন । আরও, অন্ত কালে—প্রলয় সময়ে যিনি কোপ করিয়া থাকেন, সংহার করেন, কি করিয়া ? বিশ্ব ভুবন সৃষ্টি করিয়া এবং তাহার গোপা গোপ্তা রক্ষক হইয়া [ পরে সংহার করেন ] । এই কথা বলা হইতেছে যে, পরমাশ্রা অদ্বিতীয় ; তিনি যে, কুন্তকারের ত্রায় আপনাকে মৃৎপিণ্ডের মত উপাশ্রান কারণরূপে গ্রহণ করেন, তাহা নহে ; তবে কি ? না, স্বীয় শক্তির বিক্ষেপ করেন বলিয়া সৃষ্টিকর্তা ও নিয়ন্তা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন । পরবর্তী মন্ত্রটী সেই পরমাশ্রারই বিরাট রূপে অবস্থান ও বিশ্বস্রষ্টৃৎ প্রতিপাদন করিতেছে ॥ ৩ ॥ ২ ॥

যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ

বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ ।

হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্বেং

স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

সম্বলানার্থঃ । দেবানাং (ইন্দ্রাদীনাং) প্রভবঃ (উৎপত্তিকারণং) উদ্ভবঃ (নানাবিধৈশ্বর্য্যযোগহেতুঃ) চ, বিশ্বাধিপঃ (বিশ্বস্ত্র পালকঃ), রুদ্রঃ (রোদয়তি জীবান্ ইতি রুদ্রঃ), মহর্ষিঃ (দিব্যদর্শী), যঃ (পুরুষঃ) হিরণ্যগর্ভঃ হিরণ্যং উজ্জলজ্ঞানং গর্ভঃ অন্তঃসারো যন্ত, তং স্বস্ত্রসমষ্টিভূতং স্বত্রাদ্বানং) পূর্বেং (প্রথমং) জনয়ামাস, সঃ (পরমেশ্বরঃ) নঃ (অস্মান্) শুভয়া বুদ্ধ্যা (নির্ণলজ্ঞানেন সহ) সংযুনক্তু (সংযুক্তান্ করোহিত্যর্থঃ) ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদঃ । দেবগণের উৎপত্তি ও ঐশ্বর্য্য লাভের হেতুভূত যিনি বিশ্বপতি রুদ্র ও মহর্ষি (সর্বজ্ঞ), এবং যিনি সর্বপ্রথমে হিরণ্যগর্ভের জন্ম দাতা, তিনি আমাদেরকে শুভ বুদ্ধিযুক্ত করুন ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । বিশ্বতশ্চক্ষুরিতি । সর্বপ্রাণিগতানি চক্ষুঃষাশ্চেতি বিশ্বতশ্চক্ষুঃ । অতঃ স্বেচ্ছ্যৈব সর্বত্র চক্ষুরূপাদৌ সামর্থ্যং বিদ্যত ইতি বিশ্বতশ্চক্ষুঃ । এবমন্তরত্র যোজনীয়ম্ । সংবাহিত্যাং ধমতি সংযোজয়তীত্যর্থঃ । অনেকার্থত্বাদ্ভূতান্ । পক্ষিণশ্চ ধমতি দ্বিপদো মনুষ্যাদীংশ্চ পতত্রৈঃ । কিং কুর্কন ? তাবাপৃথিবী জনয়ন্ দেব একো বিরাজং সৃষ্টবানিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । ইদানীং তন্ত্ৰৈব সূত্রফলিঃ প্রতীপাদয়ন্ মন্ত্রদৃগভি-  
প্রেতং প্রার্থয়তে ।—যো দেবানামিতি । যো দেবানামিন্দ্রাদীনাং প্রভবহেতুরুদ্ভ-  
বহেতুশ্চ । উদ্ভবো বিভূতিযোগঃ । বিশ্বস্ত্রাধিপো বিশ্বাধিপঃ পালয়িতা ।  
মহর্ষিঃ । মহাংশাসার্বিশিচেতি মহর্ষিঃ সর্বজ্ঞ ইত্যর্থঃ । হিতং রমণীয়মতুজ্জলং  
জ্ঞানং গর্ভোহন্তঃসারো যন্ত, তং জনয়ামাস পূর্বেং সর্গাদৌ । স নোহস্মান্ বুদ্ধ্যা  
শুভয়া সংযুক্তু পরমপদং প্রাপ্নুয়ামিতি ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ । “বিশ্বতশ্চক্ষুঃ” ইত্যাদি । বিশ্বতশ্চক্ষুঃ । সমস্ত প্রাণির  
চক্ষুই তাহার চক্ষুঃ, এই কারণে তিনি বিশ্বতশ্চক্ষুঃ । সেই হেতুই ইচ্ছামত  
সর্বত্র সমস্ত রূপাদি বিষয় দর্শনে চক্ষুর ত্রায় ইহার সামর্থ্য আছে [বুদ্ধিতে  
হইবে] । পরবর্তী ‘বিশ্বতোমুখঃ’ ইত্যাদি স্থলেও এইরূপই অর্থ বোঝনা  
করিতে হইবে । উভয় বাহ দ্বারা লোককে সংযোজিত করেন । ‘ধমতি,  
কথায় যদিও অগ্নি-সংযোগ অর্থ বুঝায়, তাপাণি, ‘ধাতুর অর্থ অনেক  
রকম হয়’ এই নিয়মানুসারে এখানে সংযোজন অর্থ গ্রহণ করিতে  
হইবে । [‘পতত্র’ অর্থ—পতন-বারণ (গমনের উপায়) অর্থাৎ যাহা অধঃ  
পতন হইতে রক্ষা করে] । পক্ষিগণকে পতত্রের (পক্ষের) সহিত যোজিত

যা তে রুদ্র শিবা তনুরঘোরাহপাপকাশিনী ।

তয়া নন্তুত্বা শন্তুময়া গিরিশস্তাভিচাকশীহি ॥ ৩। ৫ ॥

**সম্বল্লানার্থঃ** । ইদানীং বক্ষ্যমাণমন্ত্রদ্বয়েন তত্ত্ব স্বরূপমভিপ্রেত-  
মর্থক নিরূপয়মাহ—“যা তে রুদ্র” ইতি ] ( হে রুদ্র, তে তব ) অপাপকাশিনী  
( পুণ্যকরী ) অঘোরা ( অভয়প্রদা ) শিবা ( মঙ্গলময়ী ) যা তনুঃ, হে গিরিশস্ত  
( গিরৌ স্থিতা শং তনোতীতি গিরিশস্ত ), শন্তুময়া ( অতিশয়মঙ্গলপ্রদয়া )  
তয়া তনুবা ( তয়া ) নঃ ( অস্মান্ ) অভিচাকশীহি ( নিরীক্ষস্ব ) শ্রেয়সি  
নিয়োজয়েত্যর্থঃ ) ॥ ৩ ॥ ৫ ॥

**মূলানুবাদ** । হে গিরিশস্ত রুদ্র, তোমার যে অপাপকাশিনী  
( পুণ্যজনক ) অঘোরা শিবা ( মঙ্গলময়ী ) তনু ( মূর্তি ), সেই মঙ্গলদায়িনী  
মূর্তির দ্বারা আমাদেরকে নিরীক্ষণ কর, অর্থাৎ আমাদেরকে মঙ্গলপথে নিয়োজিত  
কর ॥ ৩ ॥ ৫ ॥

**শাক্ষরভাষ্য** । পুনরপি তত্ত্ব স্বরূপং দর্শয়মভিপ্রেতমর্থং প্রার্থয়তে  
মন্ত্রদ্বয়েন—“যা তে রুদ্র” ইত্যাদি । হে রুদ্র, তব যা শিবা তনুরঘোরা ।  
উক্তং চ “তৈশ্চিত্তে তনুবো ঘোরাহুতা শিবাহুতা” ইতি । অথবা শিবা শুদ্ধা  
অবিদ্যা-তৎকার্যাবিনিমুক্তা সচ্চিদানন্দাধ্বয়ব্রহ্মরূপা, ন তু ঘোরা শশি-  
বিশ্বমিবাহ্লাদিনী । অপাপকাশিনী স্মৃতিমাত্রাঘনাশিনী পুণ্যাভিব্যক্তিকরী ।  
তয়া আস্মান নোহস্মান্ শন্তুময়া পূর্ণানন্দরূপয়া, হে গিরিশস্ত গিরৌ  
স্থিতা শং স্তুতং তনোতীতি । অভিচাকশীহি অভিপশু নিরীক্ষস্ব শ্রেয়সা  
নিয়োজয়েত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ ৫ ॥

করেন, এবং দ্বিপদ মনুষ্যাদিকে পতন্ত্রের ( পদের ) সহিত যোজিত করেন ।  
তিনি এক অধিতায় দেবতা । উক্ত পুরুষ আর কি করেন ? দ্বাবা-পৃথিবী  
অর্থাৎ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন ( ১ ) ॥ ৩ ॥ ৩ ॥

**ভাষ্যানুবাদ** । অতঃপর সেই পুরুষকৃত সূত্রাত্মসংজ্ঞক হিরণ্যগর্ভের  
সৃষ্টি প্রতিপাদন করত মন্ত্রদর্শী ঋষিজনের অভিপ্রায়ানুযায়ী প্রার্থনা করিতেছেন  
—“যো দেবানাম্” ইত্যাদি ।

( ১ ) তাৎপর্য—এই ক্রটিতে সাধারণভাবে ব্রহ্মের বিশ্বরূপ প্রদর্শিত  
হইয়াছে । “বিশ্বতশ্চক্ষুঃ” ও “বিশ্বতোমুখঃ” প্রভৃতি কথার অভিপ্রায় এই যে,  
জগতে যতপ্রকার চক্ষু অর্থাৎ রূপপ্রকাশক আছে, তৎসমস্তই তাঁহার চক্ষুস্বরূপ  
বুঝিতে হইবে, এবং সকল জীবের মুখই তাঁহার মুখ বলিয়া ধরিতে হইবে  
ইত্যাদি ইত্যাদি । “বাহুভ্যাং” কথার অর্থ—কেহ বলিয়াছেন—ধর্ম ও অধর্ম  
এই দুই । আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন—বিদ্যা ও কর্ম । আশ্চর্য্য এই যে  
ভাষ্যকার ইহার কোন স্পষ্ট অর্থই লিখেন নাই বা সূচনাও করেন নাই,  
এবং “পতন্ত্রৈঃ” কথারও কোন বিশেষ ব্যাখ্যা করেন নাই ।

যামিষুং গিরিশন্ত হস্তে বিভর্ষাস্তবে ।

শিবাং গিরিত্রে তাং কুরু মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ ॥ ৩৥ ৬ ॥

**সরলানুবাদ** । হে গিরিশন্ত, যাং ইষুং (বাণং) অস্তবে (লোকং প্রতি ক্ষেপণায়) হস্তে বিভর্ষি (ধারয়সি), হে গিরিত্র (গিরিং পর্কতং ত্রায়তে রক্ষতীতি গিরিত্র), তাং (ইষুং) শিবাং (লোকহিতকরীং) কুরু, পুরুষঃ (অম্মদীয়ং কমপি জনং), তথা জগৎ [অপি] মা হিংসীঃ (ন মারয়েত্যর্থঃ) ॥ ৩ ॥ ৬ ॥

**মূলানুবাদ** । হে গিরিশন্ত, [তুমি] লোকের প্রতি ক্ষেপন করিবার জন্ত যে অস্ত্র হস্তে ধারণ করিতেছ, হে গিরিত্র, তাহা কল্যাণময় কর; আমাদের কোনও লোককে এবং সমস্ত জগৎকেও হিংসা করিও না ॥ ৩ ॥ ৬ ॥

**শাক্তরভাষ্যম্** । কিঞ্চ যামিষুমিতি । যামিষুং গিরিশন্ত, হস্তে বিভর্ষি ধারয়সি অস্তবে জনে ক্ষেপুং, শিবাং গিরিত্র—গিরিং ত্রায়ত ইতি, তাং কুরু, মা হিংসীঃ পুরুষমম্মদীয়ং জগদপি কুৎসং । পুরুষং সাকারং ব্রহ্ম প্রদর্শয়েত্যভিপ্রেতমর্থং প্রার্থিতবান্ ॥ ৩ ॥ ৬ ॥

যিনি ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের প্রভবহেতু অর্থাৎ উদ্ভবের কারণ । এখানে উদ্ভব অর্থ বিভূতিযোগ অর্থাৎ অলৌকিক ঐশ্বর্যলাভ । [যিনি দেবগণকে অলৌকিক ঐশ্বর্য প্রদান করিয়াছেন।] বিশ্বের অধিপ অর্থাৎ পালনকর্তা বলিয়া বিশ্বাধিপ ও মহর্ষি—মহান ঋষি অর্থাৎ সর্বজ্ঞ, এবং যিনি সৃষ্টির প্রথমে, হিরণ্য—হিতকর রমণীয় অতি উজ্জ্বল জ্ঞান বাহার গর্ভ অর্থাৎ অন্তঃসার, সেই হিরণ্য-গর্ভকে (আদি পুরুষকে) সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনি, আমাদের গকে শুভবুদ্ধির সহিত সংযোজিত করুন, অর্থাৎ আমাদের গকে সঙ্কল্প প্রদান করুন, যাহাতে আমরা পরম পদ পাইতে সমর্থ হই ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

**ভাষ্যানুবাদ** । পুনশ্চ দুইটি মন্ত্রে তাহার স্বরূপ প্রদর্শনপূর্বক অভিপ্রেত বিষয় প্রার্থনা করিতেছেন—“যা তে রুদ্র” ইত্যাদি ।

হে গিরিশন্ত—যিনি পর্কতে (গিরৌ) থাকিয়া লোকের সুখ বিধান করেন, [হে এবশ্বিধ] রুদ্র (পরমেশ্বর), তোমার যে অঙ্গোরা (অ-ভয়ঙ্করী) শিবা (মঙ্গলময়ী) তনু, অত্রও তাঁহার দ্বিবিধ তনুর উল্লেখ আছে—‘তাঁহার এই দুইটি শরীর, একটা ঘোরা (ভয়ঙ্করী), অপরটা শিবা (মঙ্গলময়ী)’ ইত্যাদি । অথবা শিবা অর্থ শুদ্ধা—অবিচ্ছা ও অবিচ্ছাসম্ভূত কামাদি দোষরহিত ও অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দধন-ব্রহ্মস্বরূপা চন্দ্রবিশ্বের ত্রায় অত্যন্ত আনন্দদায়িনী, কিন্তু কখনও ঘোরা নহে, এমন যে তোমার অপাপকাশিনী—স্রবণমাত্রে পাপ-ধ্বংসকারিনী তনু,—নিরতিশয় সুখময়ী পূর্ণানন্দস্বরূপ শরীর, সেই স্বরূপভূতা তনু দ্বারা আমাদের গকে নিরীক্ষণ কর অর্থাৎ পরম শ্রেয়োযুক্ত কর ॥ ৩ ॥ ৫ ॥

**ভাষ্যানুবাদ** । অপিচ “যামিষুং” ইতি । হে গিরিশন্ত, গিরিত্র, তুমি প্রাণীর উপবে ক্ষেপণ কবিবার জন্ত ইষু (বাণ) হস্তে ধারণ কবিতেছ, তাহা মঙ্গলময়

ততঃ পরং ব্রহ্মপরং বৃহন্তং

যথানিকায়ং সৰ্বভূতেষু গুঢ়ং ।

বিশ্বৈশ্চকং পরিবেষ্টিতারম্

ঈশং তং জ্ঞাত্বাহমুতা ভবন্তি ॥ ৩ ॥ ৭ ॥

সরলার্থঃ । [ অধুনা তৈশ্চৈব সৰ্বকাৰণায়ানা স্থিতিং তজ্জ্ঞানাদ-  
মুতত্ত্বপ্রাপ্তিং চ দৰ্শয়মাং—তত ইতি । ] ততঃ ( তস্মাৎ জগতঃ অথবা  
জগদাত্মকং বিৰাজঃ পুরুষাৎ ) পরং ( কাৰণত্বেন তদ্ব্যাপকং ), ব্রহ্মপরং ( কাৰ্য্য-  
ব্রহ্মণোহপি ) পরং ( অতিশয়ং ) বৃহন্তং ( মহান্তং ) যথানিকায়ং ( নিকায়ে  
দেহঃ, তমনতিক্রম্য বিভিন্নাকারশরীরানুসারেণ ) সৰ্বভূতেষু ( সৰ্বপ্রাণিষু )  
গুঢ়ং ( অন্তরেহবস্থিতং ) বিশ্বশ্চ ( জগতঃ ) একং ( অদ্বিতীয়ং ) পরিবেষ্টিতারং  
( বেষ্টনকাৰিণং ব্যাপকমিত্যর্থঃ ) তং ( প্রসিদ্ধং ) ঈশং জ্ঞাত্বা অমুতাঃ ( মরণরহিতাঃ  
—মুক্তাঃ ) ভবন্তি [ জনা ইতি শেষঃ ] ॥ ৩ ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদঃ । সেই পরমেশ্বরই যে, সৰ্বকাৰণ রূপে অবস্থিত  
এবং তাহার জ্ঞানেই যে, অমৃত লাভ হয়, তাহা প্রদৰ্শনার্থ বলিতেছেন—  
“ততঃপরং” ইত্যাদি ।

উক্ত জগতের অতীত, কাৰ্য্যব্রহ্মেরও অতীত পরম মহৎ এবং নানাপ্রকার  
শরীরধারী সমস্ত প্রাণীর অন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে বিद्यমান ও সমস্ত জগতের ব্যাপক  
সেই পরমেশ্বরকে অবগত হইয়া জীবগণ অমৃত ( মুক্ত ) হয় ॥ ৩ ॥ ৭ ॥

শাস্ত্ররত্নাশয়ে । ইদানীং তৈশ্চৈব কাৰণায়ানাবস্থানং দৰ্শয়ন্  
জ্ঞানাদমুতত্ত্বমাহ—“ পরম” ইতি । ততঃ পুরুষমুক্তাজ্জগতঃ পরং কাৰণত্বাৎ  
কাৰ্য্যভূতশ্চ প্রপঞ্চশ্চ ব্যাপকমিত্যর্থঃ । অথবা, ততো জগদাত্মনো বিৰাজঃ  
পরম্ । কিং তদ্ ? ব্রহ্মপরং বৃহন্তং, ব্রহ্মণো হিরণ্যগৰ্ভাৎ পরং বৃহন্তং মহদ্ব্যা-  
পিত্বাৎ । যথানিকায়ং যথাসরীরম্, সৰ্বভূতেষু গুঢ়ং অন্তরেবস্থিতম্ । বিশ্বৈশ্চকং  
পরিবেষ্টিতারং সৰ্বমন্তঃ কৃষ্মা আত্মনা সৰ্বং ব্যাপ্যাবস্থিতমীশং পরমেশ্বরং  
জ্ঞাত্বাহমুতা ভবন্তি ॥ ৩ ॥ ৭ ॥

কর, [ তাহা দ্বারা ] আমাদের কোন লোককে হিংসা করিও না, এবং সমস্ত  
জগৎকেও [ হিংসা করিও না ], পরন্তু াকার ব্রহ্ম দৰ্শন করাও,—এখানে  
এইরূপ অভিপ্রেত বিষয় প্রার্থনা করিয়াছেন ॥ ৩ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ । এখন সেই পরমাত্মাই জগৎকাৰণরূপে অবস্থিতি  
প্রদৰ্শনপূৰ্বক, জ্ঞানই যে অমৃত লাভের হেতু, তাহা প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন  
—“ততঃ পরম্” ইত্যাদি ।

‘ততঃ’ অর্থ পুরুষের ( আত্মার ) সহিত সম্বন্ধযুক্ত জগৎ, [ যিনি ] তদপেক্ষাও  
পর—শ্রেষ্ঠ । অভিপ্রায় এই যে, তিনি কাৰণ বলিয়াই তৎকাৰ্য্য জগৎপ্রপঞ্চের  
ব্যাপক । অথবা ‘ততঃ’—তাহা অপেক্ষা অৰ্থাৎ জগদাত্মক বিরাট পুরুষের



বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত-

মাদিত্যবর্ণং তমসং পরস্তাং ।

তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি

নান্যং পশ্বা বিদ্যতেহয়নায় ॥ ৬ ॥ ৮ ॥

সরলার্থঃ । [ অথেনানীং মস্তদর্শিনোহন্তবসুথেন ব্রহ্মাত্মজ্ঞানামুক্তিং প্রতিপাদয়ন্নাহ—“বেদাহং” ইতি । ]

অহং ( মস্তদর্শী ঋষিঃ ) তমসং ( অজ্ঞানং ) পরস্তাং ( পরবর্ত্তিনং আত্মম-  
তীতং ) আদিত্যবর্ণং ( সূর্য্যবং প্রকাশস্বরূপং ) মহান্তং ( সর্বব্যাপিনং ) এতং  
( প্রস্তুতং ) পুরুষং ( পরমাত্মানং ) বেদ ( প্রত্যগভিন্নতয়া জানে ) । তং  
( পরমাত্মানং ) এব ( নিশ্চয়ে ) বিদিত্বা ( জ্ঞাত্বা ) মৃত্যুং ( পুনর্জন্ম ) অতোতি  
( অতিক্রান্তো ভবতি মৃত্যুতে ইত্যশয়ঃ ) । অয়নায় ( পরমপদপ্রাপ্তয়ে ) অন্তঃ  
( দ্বিতীয়ঃ ) পশ্বাঃ ( উপায়ঃ ) ন বিদ্যতে ( নাস্তীত্যর্থঃ ) ॥ ৩৮ ॥

মূলানুবাদঃ । এখন মস্তদর্শী ঋষির আত্মাত্মত্বটি প্রদর্শনপূর্বক পরমাত্ম-  
জ্ঞানে মুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন—“বেদাহং” ইত্যাদি । ] [ মস্তদর্শী ঋষি  
বলিতেছেন ] আমি অজ্ঞানের অতীত সূর্য্যবং স্বপ্রকাশ মহান্ পুরুষকে আমি  
জানি । [ জীব ] তাঁহকে জানিয়াই মৃত্যু অতিক্রম করে ( মুক্ত )  
হয় মুক্তি পাইবার আর দ্বিতীয় পথ নাই, অর্থাৎ পরমাত্মজ্ঞানই মুক্তি  
লাভের একমাত্র উপায় ॥ ৩৮ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । ইদানীমুক্তমর্থং দৃঢ়য়িতুং মস্তদৃগন্তবং দর্শয়িত্বা  
পূর্ণানন্দাদিতীয়ব্রহ্মাত্মপরিজ্ঞানাদেব পরমপুরুষার্থপ্রাপ্তির্নাশ্রেনেতি দর্শয়তি ।  
বেদাহমেতমিতি । বেদ জানে, তমেতং পরমাত্মানম্ । অতীতং প্রত্যগাত্মানং  
সাক্ষিণম্ । কিং । পুরুষং পূর্ণং মহান্তং সর্বাত্মহাং । আদিত্যবর্ণং প্রকাশ-  
রূপং তমসোহজ্ঞানং পরস্তাং, তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি মৃত্যুমতোতি ।  
কস্মাদস্মান্নাত্মঃ পশ্বা বিদ্যতেহয়নায় পরমপ্রাপ্তয়ে ॥ ৩ ॥ ৮ ॥

অতীত । তাঁহা কি ? না, ব্রহ্মপর অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভরূপী ব্রহ্ম অপেক্ষাও উত্তম,  
এবং ব্যাপক বলিয়াই বৃহৎ—মহৎ । যথানিকায় অর্থাৎ বিভিন্নপ্রকার শরীর  
অল্পসারে, সর্বভূতে গৃঢ় অর্থাৎ সর্বভূতের অন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান, আর  
সমস্ত জগতের একমাত্র পরিবেষ্টিতা ( ব্যাপক ), অর্থাৎ সমস্ত জগৎকে অন্তর্ভুক্ত  
বা কবলিত করিয়া স্বস্বরূপে সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত সেই পরমেশ্বরকে  
অবগত হইয়া [ জীবগণ ] অমৃত ( মুক্ত ) হয় ॥ ৩ ॥ ৭ ॥

যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ,

যস্মান্নাগীয়ো ন জ্যায়োহস্তি কিঞ্চিৎ

বৃক্ষ ইব স্তক্কো দিবি তিষ্ঠত্যেক-

স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সৰ্ব্বম ॥ ৩ ॥ ৯ ॥

ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্ ।

**সরলানুবাদ** । [ কস্মাৎ তমেব বিদিত্বা মৃত্যুমতোতি ? ইত্যত আহ “যস্মাৎ” ইতি । ] যস্মাৎ ( পরমাত্মনঃ ) পরং ( উৎকৃষ্টং ) অপরং ( অল্পং ) কিঞ্চিৎ ন অস্তি ; যস্মাৎ ন অগীযঃ ( অণুতবং ) জ্যায়ঃ ( মহত্তরং বা ) কিঞ্চিৎ ন অস্তি । বৃক্ষ ইব স্তক্কো ( নিশ্চলঃ ) একঃ ( অদ্বিতীয়ঃ যঃ পরমাত্মাইতি যাবৎ ), দিবি ( প্রকাশময়ে স্বমহিম্নি ) তিষ্ঠতি ( স্বে মহিম্নি অস্তীতি ভাবে ) । তেন পুরুষেণ ইদং সৰ্বং ( জগৎ ) পূর্ণং ( ব্যাপ্তমিত্যর্থঃ ) ॥৩৯॥

**সরলানুবাদ** । [ ইদানীং ব্রহ্মণঃ সৰ্ব্বকারণতাং তজ্জ্ঞানাদমৃতত্বং তদ্বৈপরী-  
ত্যাচ্চ সংসারিত্বং দর্শয়ন্নাহ—“ততো যৎ” ইত্যাদি । ]

**মূলানুবাদ** । [ তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যু অতিক্রম হয় কেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন ] যাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট অল্প কিছু নাই, এবং যদপেক্ষা অতিশয় ক্ষুদ্র বা মহান কিছু নাই, এক অদ্বিতীয়, এবং যিনি বৃক্ষের ত্রায় নিশ্চলভাবে স্বপ্রকাশ নিজ মহিমায় ( দিবি ) অবস্থিত, সেই পুরুষ দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে ॥৩৯॥

**মূলানুবাদ** । [ এখন ব্রহ্মের সৰ্ব্বকারণতা ও ব্রহ্মজ্ঞানে অমৃতত্বলাভ ও তদভাবে দুঃখভোগ প্রদর্শন করত বলিতেছেন—“ততো যৎ” ইত্যাদি । ]

**শাক্তব্রহ্মাণ্ড** । কস্মাৎ পুনস্তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমতোতীত্যাচ্যতে—  
যস্মাদিতি । যস্মাৎ পরং পুরুষাৎ পরমুৎকৃষ্টমপরমল্ঘনাস্তি, যস্মান্নাগীয়োহণুতরং  
ন জ্যায়ো মহত্তরং বাস্তু । বৃক্ষ ইব স্তক্কো নিশ্চলো দিবি দ্যোতনাত্মনি স্বে মহিম্নি  
তিষ্ঠত্যেকোহদ্বিতীয়ঃ পরমাত্মা, তেনাহদ্বিতীয়েন পরমাত্মনা ইদং সৰ্বং পূর্ণং নৈর-  
ন্তর্য্যেণ ব্যাপ্তং পুরুষেণ পূর্ণেন সৰ্ব্বমিদং সৰ্ব্বম ॥ ৩ ॥ ৯ ॥

**শাক্তব্রহ্মাণ্ড** । ইদানীং ব্রহ্মণঃ পূৰ্ব্বোক্তকার্য্যকারণতাং দর্শয়ন্

**ভাষ্যানুবাদ** । ভাল, লোক একমাত্র তাঁহাকে জানিলেই মৃত্যু  
অতিক্রম করে ( মুক্ত হয় ) কেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—“যস্মাৎ” ইতি ।

যাহা অপেক্ষা পর অর্থাৎ যে পুরুষ অপেক্ষা—উৎকৃষ্ট অপর কিছু নাই, বাহা  
অপেক্ষা অনীয়ঃ—অতিশয় অণু ( ক্ষুদ্র ) বা জ্যায়ঃ—অতিশয় মহৎ ও নাই ।  
সেই এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা বৃক্ষের ত্রায় স্তক্ক—নিশ্চলরূপে প্রকাশময় স্বীয়  
মহিমায় ( দিবি ) অবস্থান করেন । সেই অদ্বিতীয় পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণ পরমাত্মা  
দ্বারা এই সমস্ত জগৎ পূর্ণ—নিরন্তর ভাবে ( সর্বোত্তমভাবে ) ব্যাপ্ত ॥৩৯॥

য এতদ্বিভূরমুতাস্তে ভবন্ত্য-

থেতরে হুঃখমেবাপিযন্তি ॥ ৩ ॥ ১০ ॥

সর্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্বভূতগুহাশয়ঃ ।

সর্বব্যাপী স ভগবান্ তস্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ ॥৩॥১১॥

ততঃ ( তস্মাৎ—জগতঃ ) যৎ উত্তরতরং ( উত্তরং কারণং, ততোহপ্যুত্তরং সর্বকারণকারণমিতি ভাবঃ ), তৎ অরূপং ( রূপাদিধর্মরহিতং ) অনাময়ং ( আধ্যাত্মিকাদি-তাপত্রয়শূন্যং ) [ চ ], এতৎ ( যথোক্তং ব্রহ্মস্বরূপং ) যে বিহুঃ ( জানন্তি ), তে ( জ্ঞানিনঃ ) অমৃতাস্তাঃ ( মুক্তাঃ ) ভবন্তি । অথ ( পক্ষান্তরে ) ইতরে ( পূর্বোক্তজ্ঞানরহিতাঃ ) হুঃখং ( আধ্যাত্মিকাদিরূপং ) এর অপিযন্তি ( প্রাপ্নু-বন্তীত্যর্থঃ ) ॥ ৩ ॥ ১০ ॥

সম্বলার্থঃ । [ অপেদানীং তস্মৈব সর্বাত্মকত্বং দর্শয়মাহ—“সর্বানন” ইত্যাদি । ] [ যস্মাৎ সঃ সর্বানন-শিরোগ্রীবঃ ( সর্বেষাং আননানি শিরাংসি গ্রীবা এব আননানি শিরাংসি গ্রীবাশ্চ যন্ত, সঃ ), সর্বভূত-গুহাশয়ঃ ( সর্বেষাং ভূতানাং গুহায়াং বুদ্ধৌ শেতে ইতি তথোক্তঃ ), তথা সর্বব্যাপী ( সর্বং জগৎ ব্যাপ্নোতি ইতি সর্বব্যাপী ) ভগবান্ ( ষড়ৈশ্বর্যযুক্তঃ চ ), তস্মাৎ ( হেতোঃ ) সর্বগতঃ ( সর্বত্রাবস্থিতঃ ) শিবঃ ( আনন্দঘনত্বেন মঙ্গলরূপশ্চ ) ॥ ৩ ॥ ১১ ॥

সমস্ত জগতের যিনি কারণ, তাহারও যিনি কারণ, তিনি অরূপ অর্থাৎ নিরাকার নির্কির্শেষ, এবং আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক হুঃখের অতীত, যাহারা তাঁহাকে জানেন, তাহার অমৃত ( মুক্ত ) হন, আর যাহারা তাঁহাকে জানে না, তাহার আধ্যাত্মিকাদি হুঃখই প্রাপ্ত হয় । ॥ ৩ ॥ ১০ ॥

জ্ঞানিনামমৃতত্বমিতরেষাঞ্চ সংসারিত্বং দশয়তি—তত ইতি । তত ইদং-শব্দব্যাজ্জগত উত্তরতরং কারণং, ততোহপ্যুত্তরং কার্য্যকারণবিনির্মুক্তং ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ । তদরূপং রূপাদিরহিতং, অনাময়ং আধ্যাত্মিকাদিতাপত্রয়-রহিতত্বাৎ । য এতদ্বিভূরমুতেনাহমশ্রীতি, অমৃত অমরণধর্ম্মাপ্তে ভবন্তি, অথেতরে যে ন বিহুঃখমেবাপিযন্তি ॥ ৩ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ । এখন ব্রহ্মই যে, পূর্বোক্ত কার্য্যবর্গের একমাত্র কারণ, ইহা প্রদর্শনপূর্বক জ্ঞানিগণের অমৃতত্ব প্রাপ্তি, আর তত্ত্বি লোকদিগের সংসারগতি প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—“ততঃ” ইত্যাদি ।

তাহা হইতে অর্থাৎ ইদংপদবাচ্য ( প্রত্যক্ষদৃশ্য ) জগৎ অপেক্ষা যাহা উত্তর অর্থাৎ জগতের যাহা কারণ, তদপেক্ষাও যাহা উত্তর ( পরবর্তী ) কার্য্য-কারণ ভাষ্যরহিত ব্রহ্ম, তিনি অরূপ অর্থাৎ রূপরসাদি গুণহীন, এবং অনাময় রোগ-যাতনশূন্য ) কেননা, তাঁহাতে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপের সম্বন্ধ নাই । যাহারা ইহা জানেন—আমি অমৃত—মরণ-ধর্ম্মরহিত [ এইরূপে আত্মানুভব করেন, তাহার অমৃত হন, পক্ষান্তরে তত্ত্বি সকলে—যাহারা এতদ্ব জানে না, তাহার কেবল হুঃখ প্রাপ্ত হয় ॥ ৩ ॥ ১০ ॥

মহান্ প্রভুর্কৈ পুরুষঃ সত্ত্বশ্চৈষ প্রবর্তকঃ ।

হুনির্মলামিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ ॥৩।১২॥

সব্রল্লাংশ্চ । [ অপিচ, সঃ ] মহান্ (সর্বব্যাপী ) প্রভুঃ (নিগ্রহাতুগ্রহসমর্থঃ) বৈ ( নিশ্চয়ে ) পুরুষঃ ( পুরি শেতে, পূর্ণো বা ) তথা হুনির্মলাং ( অবিচ্ছাদি-মলসম্পর্করহিতাং ) ইমাং ( বিদ্বদনুভবযোগ্যাং ) প্রাপ্তিং ( মুক্তিং ) [ যতঃ প্রাপ্নোতি, তস্ত ] সত্ত্বশ্চ ( বুদ্ধিসত্ত্বশ্চ ) প্রবর্তকঃ ( প্রেরকঃ ) এষঃ ( পরমেশ্বরঃ ) দীশানঃ ( সর্বশ্চ শাসকঃ ) জ্যোতিঃ ( স্বপ্রকাশরূপঃ ) অব্যয়ঃ ( নির্বিকারশ্চ ইত্যর্থঃ ) ॥ ৩ ॥ ১২ ॥

মূলানুবাদ । এখন পরমেশ্বরের সর্বাঙ্গকৃত্ত প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন— [ যেহেতু ] তিনি সর্বানন-শিরোগ্রীব অর্থাৎ সর্ব প্রাণীর আনন, শির ও গ্রীবাই ইহার আনন, মস্তক ও গ্রীবা, এবং সকল প্রাণীর বুদ্ধিরূপ গুহাতে বিদ্যমান, অতঃ সর্বব্যাপী, ভগবান্ অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্যাদিপূর্ণ; সেই হেতু তিনি সর্বগত অর্থাৎ সর্বত্র বিদ্যমান এবং শিব ( পবন মঙ্গলরূপী ) ॥ ৩ ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ । এই পরমেশ্বর [ স্বভাবতই ] মহান্, নিগ্রহাতুগ্রহসমর্থ, পুরুষ ( দেহ-পুরে অবস্থিত অথবা পরিপূর্ণ, এবং অত্যন্ত নিশ্চল মুক্তি বাহ্য হইতে লাভ করা যায়, সেই বুদ্ধি-সত্ত্বের প্রেরক এবং সকলের শাসনকর্তা, স্বপ্রকাশ ও নির্বিকার ॥ ৩ ॥ ১২ ॥

শাক্তভাষ্যে । ইদানীং তষ্টেব সর্বাঙ্গরূপ দর্শয়তি—সর্বাননেতি । সর্বাণ্যাননানি শিরাংসি গ্রীবাশ্চাস্তেতি সর্বাননশিরোগ্রীবঃ । সর্বেষাং ভূতানাং গুহায়াং বুদ্ধৌ শেত ইতি সর্বভূতগুহাশয়ঃ । সর্বব্যাপী স ভগবান্ ঐশ্বর্যাদি-সমষ্টিঃ । উক্তঞ্চ “ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীৰ্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ । জ্ঞানবৈবাগ্যয়োশ্চৈব যশাং ভগ ইতীরাণা ।” ভগবতি যস্মাদেবং, তস্মাৎ সর্বগতঃ শিবঃ ॥ ৩ ॥ ১১ ॥

শাক্তভাষ্যে । কিঞ্চ । মহানিতি । মহান্ প্রভুঃ সমর্থো বৈ নিশ্চয়েন জগদুদয়স্থিতিসংহারে সত্ত্বস্যান্তঃকরণস্যৈব প্রবর্তকঃ প্রেরয়িতা । কিমর্থমুদিশ ? হুনির্মলামিমাং স্বরূপাবস্থালক্ষণং প্রাপ্তিং পরমপদপ্রাপ্তিং । দীশান দীশিতা । জ্যোতিঃ পরিশুদ্ধো বিজ্ঞানপ্রকাশঃ । অব্যয়োহবিনাশী ॥ ৩ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ । এখন তাঁহারই সর্বাঙ্গভাবে প্রদর্শন করিতেছেন— “সর্বানন” ইত্যাদি । জগতের সমস্ত আনন ( মুখ ) শির ও গ্রীবা ( গলদেশ ) ইহার [ আনন, শির ও গ্রীবা ], তিনি সর্বানন শিবো গ্রীব, সকল ভূতের ( প্রাণীর ) গুহানামক বুদ্ধিতে বিদ্যমান, সর্বব্যাপী ও ভগবান্ অর্থাৎ সমগ্র ঐশ্বর্যশালী, [ তিনি যে ঐশ্বর্যশালী, তাহা অত্র ও ] উক্ত আছে—“সমগ্র ঐশ্বর্য, বীৰ্য্য ( প্রভাব ), যশঃ, শ্রী, এবং পূর্ণ জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয়টা গুণ ভগনামে কথিত, যে হেতু ভগবানে এ সমস্ত আছে, সেই হেতু তিনি সর্বগত ( সর্বব্যাপী ) ও শিবস্বরূপ ॥ ৩ ॥ ১১ ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোহন্তরায়া  
 সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ ।  
 হৃদা মন্বীশো মনসাভিকুণ্ডপ্তা  
 য এতদ্বিহুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ৩ ॥ ১৩ ॥

সম্বলানুবাদঃ । [ কিংচ ] অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ ( অঙ্গুষ্ঠপরিমিতে হৃদয়েহ্ভিব্যজ্যমানত্বাৎ  
 অঙ্গুষ্ঠপরিমাণঃ ) পুরুষঃ ( পূর্ণত্বাৎ পুরিশয়নাদ্ভা ) অন্তরায়া ( আত্মানঃ বুদ্ধেরস্তরবস্থিতঃ )  
 সদা জনানাং ( জনমতাং প্রাণিনাং ) হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ ( সম্যক্ প্রবিষ্টঃ ) মন্বীশঃ  
 ( জ্ঞানদাতা ) তথা হৃদা ( হৃদয়স্থেন ) মনসা ( সংকল্পবিকল্পাত্মকেন ) অভিকুণ্ডপ্তঃ  
 ( সম্যক্ রক্ষিতঃ ) [ অন্ত্যীতি শেষঃ ] । যে জনাঃ এতৎ ( যথোক্তমাত্মতত্ত্বং )  
 বিদ্বঃ ( জানন্তি ), তে অমৃতাঃ ( মুক্তাঃ ভবন্তীত্যর্থঃ ) ॥ ৩ ॥ ১৩ ॥

মূলানুবাদঃ । আরও, তিনি অঙ্গুষ্ঠপরিমিত হৃদয়ে অভিব্যক্ত, পুরুষ,  
 অন্তঃকরণের অধিষ্ঠাতা, সর্বদা প্রাণীগণের হৃদয়ে অবস্থিত, প্রজ্ঞানাদিপতি এবং  
 হৃদয়স্থ মনের দ্বারা সংরক্ষিত ( প্রকাশিত ) । যাহারা ইহাকে জানেন, তাঁহারা  
 অমৃত হন ( মুক্ত হন ) ॥ ৩ ॥ ১৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ । অঙ্গুষ্ঠমাত্রৈতি । অঙ্গুষ্ঠমাত্রোহ্ভিব্যক্তিস্থানহৃদয়স্থমির-  
 পরিমাণাপেক্ষয়া । পুরুষঃ পূর্ণত্বাৎ পুরিশয়নাদ্ভা । অন্তরায়া সর্বস্ত্রান্তরাভূতঃ  
 স্থিতঃ । সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ হৃদয়স্থেন মনসাভিকুণ্ডপ্তঃ । মন্বীশো  
 জ্ঞানেশঃ । য এতদ্বিহুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ৩ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ । অপিচ, “মহান” ইতি । তিনি মহান্ প্রভু অর্থাৎ  
 জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও সংতারে একমাত্র সমর্থ । তিনি অন্তঃকরণরূপী সত্ত্বগুণের  
 প্রবর্তক—প্রেরক অর্থাৎ অন্তঃকরণকে ভাল মন্দ সর্ব কার্যে নিযোজিত করেন,  
 কোন প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত [ প্রেরণ করেন ] ? না, এই যে স্বরূপে অবস্থিতি-  
 রূপ সূনির্মল ( নির্দোষ ) পরম পদপ্রাপ্তি, [ তাহার জ্ঞান ] । তিনি ঈশান—  
 সকলের শাসনকর্তা, জ্যোতিঃ অর্থাৎ বিশুদ্ধ জ্ঞানপ্রকাশস্বরূপ এবং অব্যয় বিনাশ-  
 রহিত ( নিত্য নির্বিকার ) ॥ ৩ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ । “অঙ্গুষ্ঠমাত্র” ইত্যাদি । তিনি অঙ্গুষ্ঠপরিমিত, হৃদয়-ছিদ্রই  
 তাহার অভিব্যক্তিস্থান, সেখানেই আত্মার প্রকাশ হয় । হৃদয়ছিদ্রটী সাধারণতঃ  
 অঙ্গুষ্ঠপরিমিত, এই কারণে তদভিব্যক্ত আত্মাকেও অঙ্গুষ্ঠমাত্র—অঙ্গুষ্ঠপরিমিত বলা  
 হইয়াছে ( ১ ) । তিনি স্বভাবতই পূর্ণ, এই জ্ঞান, অথবা হৃদয়-পুরে শয়ন করেন  
 বলিয়া পুরুষ, অন্তরায়া—সকলের অন্তরে আত্মরূপে অবস্থিত, সর্বদা প্রাণীগণের  
 হৃদয়স্থ অমুপ্রবিষ্ট, এবং হৃদয়স্থ মনের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে গুপ্ত অর্থাৎ মানস চিস্তার

( ১ ) সকল মানুষ্যেরই হৃদয়ের পরিমাণ অঙ্গুষ্ঠমাত্র । অত্যাগ প্রাণির সম্বন্ধেও  
 এইরূপ কল্পনা করিয়া লইতে হইবে । পরমাত্মা অঙ্গুষ্ঠপরিমিত সেই হৃদয়ে  
 প্রকাশ পান, এইজন্ত তাহাকেও অঙ্গুষ্ঠমাত্র বলা হইয়া থাকে ।

সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাং ।

স ভূমিং বিশ্বতো বৃদ্ধাহত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্ ॥৩ ॥ ১৪ ॥

সরলান্বাৎ । [ পুনরপি তন্ত সর্কীঅভাবং দর্শয়তি—সহস্রেত্যাদি ] ।  
সহস্রশীর্ষা ( সহস্রাণি—অসংখ্যোয়ানি শীর্ষাণি যন্ত, সঃ তথোক্তঃ, [ আকার-  
শ্চান্দয়ঃ ], পুরুষঃ ( পূর্ণঃ ), সহস্রাক্ষঃ ( সহস্রাণি অক্ষীণি যন্ত, স তথোক্তঃ ),  
সহস্রপাং ( সহস্রচরণযুক্তঃ ) । [ সহস্রশব্দঃ সর্কীত্রাসংখ্যেয়ত্বপবঃ । ] সঃ  
( পবমেশ্বরঃ ) ভূমিং ( ভুবনং ) সর্কীতঃ ( সর্কীপ্রকারেণ বহিরন্তশ্চ ) বৃদ্ধা ( ব্যাপ্য  
সমাক্রম্য ) অতি ( অতিক্রম্য সর্কং জগৎ ) দশাঙ্গুলং ( দশাঙ্গুলীপরিমিতং  
স্থানং ) অতিষ্ঠৎ । [ দশাঙ্গুলমিতি আদিক্যপরণং, ন তাবন্মাত্রপরিমিতিভাবঃ ] ।  
[ অথবা নাভেরূপবি ] দশাঙ্গুলং অতিক্রম্য—[ হৃদয়ং ] অতিষ্ঠৎ ( অন্তর্য্যামিতয়া  
স্থিত ইত্যর্থঃ ) ॥৩৥১৪॥

মূলানুবাদঃ । তিনি সহস্র সহস্র শির, অক্ষি ( চক্ষু ) ও পদযুক্ত এবং  
পুরুষ অর্থাৎ নিতাপূর্ণ । তিনি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত থাকিয়াও সকলের উপবে  
দশাঙ্গুলিপরিমিত স্থানে আছেন, অথবা নাভি উপরে দশাঙ্গুলির পরবর্ত্তী যে  
স্থান, সেই হৃদয়স্থানে আছেন ॥৩৥১৪॥

শাঙ্করভাষ্যম্ । পুরুষোহস্তরাশ্চৈত্বাক্তম্, পুনরপি সর্কীঅন্যং দর্শয়তি  
—সহস্রশীর্ষেতি । সর্কীঅ তাবন্মাত্রপ্রদর্শনর্থম্ । উক্তঞ্চ—“অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং  
নিষ্পপঞ্চং প্রপঞ্চ্যতে” ইতি । সহস্রাণ্যনন্তানি শীর্ষাণ্যন্তেতি সহস্রশীর্ষা । পুরুষঃ  
পূর্ণঃ । এবমুত্তরত্র যোজনীয়ং । স ভূমিং ভুবনং সর্কীতোহস্তরীতিশ্চ বৃদ্ধা  
ব্যাপ্যাত্যতিষ্ঠদ্ অতীত্য ভুবনং সমধিতিষ্ঠতি । দশাঙ্গুলং অনন্তমপারমিত্যর্থঃ ।  
অথবা নাভেরূপরি দশাঙ্গুলং হৃদয়ং, তত্রাধিতিষ্ঠতি ॥ ৩ ॥ ১৪ ॥

বিষয়ীভূত এবং নদীশ—জ্ঞানের প্রভু । যাহাবা এই তত্ত্ব জানেন, তাহারা অমৃত  
চন অর্থাৎ মরণভয়রহিত মুক্ত হন ॥ ৩ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ । পুরুষ যে, অন্তর্ভুক্ত, একথা বলাই হইয়াছে, এখন  
পুনরায় তাহার সর্কীঅভাব প্রদর্শন করিতেছেন । উদ্দেশ্য, সকল বস্তুর তন্মাত্র-  
ভাব বা তাহা হইতে অপৃথগ্ভাব প্রদর্শন । একথা অত্রও উক্ত আছে  
‘অধ্যারোপ’ ও ‘অপবাদ’ ক্রমে নিষ্পপঞ্চকে প্রপঞ্চিত করা হইতেছে ( ২ ) ।  
অর্থাৎ নির্বিশেষ এককে বিশেষভাবে বর্ণনা করা হইতেছে । তাঁহার শির

( ২ ) ‘অধ্যারোপ’ ও ‘অপবাদ’ ইহা বেদান্তের পরিভাষা । অসত্যে সত্যভা-  
রোপের নাম অধ্যারোপ । যেমন অসর্প রজ্জুতে সর্পত্বের আরোপ । উক্ত অধ্যারোপ  
নিরাকরণপূর্ব্বক প্রকৃত সত্য প্রদর্শনের নাম অপবাদ । যেমন রজ্জু-সর্প স্থলে  
সর্পভাব নিবেদন দ্বারা প্রকৃত সত্য রজ্জুত্ব জ্ঞাপন করা ।

পুরুষ এবদং সৰ্বং যদভূতং যচ্চ ভব্যম্।

উতামৃতত্বশ্চেশানো যদগ্নেনাতিরোহতি ॥ ৩ ॥ ১৫ ॥

সম্বলানুবাদঃ । [ বিবিধপ্রত্যয়তম্যং নিখিলমপীদং ন ততো ভিন্নমিত্যাহ—“পুরুষঃ” ইত্যাদি । ] যৎ ভূতং ( অতীতং ), যৎ চ ভব্যং ( ভবিষ্যৎ ), যৎ [ চ ] অগ্নেন ( অদনীয়েন ভক্ষবস্তনা ) অতিরোহতি ( অধিকাং বৃদ্ধিং প্রাপ্নোতি অর্থাৎ বর্তমানং ), ইদং সৰ্বং পুরুষ এব । [ অথবা, পুরুষঃ এব ইদং সৰ্বং ইতি সম্বন্ধঃ । অমৃতত্বস্ত ( কৈবল্যস্ত ) উত ( অপি ) ঈশানঃ ( প্রভুঃ ) । [ অপি-শক্যং অগ্নেযামপি ঈশান ইতি গম্যতে ইতি ভাবঃ ] ॥ ৩ ॥ ১৫ ॥

মূলানুবাদঃ । [ বিভিন্ন প্রতীতিগম্য সমস্ত জগৎই তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে ; ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত বলিতেছেন—“পুরুষঃ” ইত্যাদি ।

যাহা ভূত ( অতীত ), যাহা ভবিষ্যৎ এবং যাহা অগ্নির দ্বারা বৃদ্ধি পাইতেছে অর্থাৎ বর্তমান, এ সমস্ত পুরুষই—পরমাশ্বরূপই । ( তাঁহা হইতে পৃথক্ নহে ) ; অথবা পুরুষই ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সমস্ত বস্ত্বরূপ । সেই পুরুষ অমৃতত্বের ( মুক্তিরও ) প্রভু ॥ ৩ ॥ ১৫ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । নহু সৰ্ব্বাশ্বত্রে সপ্রপঞ্চ ব্রহ্ম স্তাৎ, তদ্ব্যতিরেকেণা-  
ভাবাদিত্যাহ—পুরুষ এবদমিতি । পুরুষ এবদং সৰ্বম্ । যদভূতং যচ্চ ভব্যং ।  
যদগ্নেনাতিরোহতি, যদিদং দৃশ্যতে বর্তমানং যদভূতং যচ্চ ভব্যং ভবিষ্যৎ । কিঞ্চ ।  
উতামৃতত্বশ্চেশানোহমরগণধরস্ত কৈবল্যস্ত ঈশানঃ । যচ্চাগ্নেনাতিরোহতি যদ্বর্ততে,  
তস্ত ঈশানঃ ॥ ৩ ॥ ১৫ ॥

হাজার হাজার, এই জন্ত তিনি সহস্রশীষা, পূর্ণ বলিয়া পুরুষপদবাচ্য । পরবর্তী  
শব্দগুলিরও এইভাবেই অর্থযোজনা করিতে হইবে । তিনি সৰ্ব্বতোভাবে সমস্ত  
জগতে ব্যাপ্ত থাকিয়াও ভুবন অতিক্রম করিয়া দশাঙ্গুলি অর্থাৎ অনন্ত—  
অসীম স্থানে অবস্থিত । অথবা নাভিদেশের উপরিভাগে যে, দশাঙ্গুলি পরিমিত  
হৃদয়, তাহাতে অবস্থি—বিশেষভাবে অভিযুক্ত ॥ ৩ ॥ ১৫ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ । ভাল কথা, ব্রহ্ম যদি সৰ্ব্বাশ্বকই হন, তাহা হইলে  
তন্নিম্ন যখন কিছুই নাই, তখন ব্রহ্মত সপ্রপঞ্চ অর্থাৎ সবিশেষ বা  
অনেকাশ্বক হইতেছেন ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—“পুরুষ এবদং”  
ইত্যাদি ।

এই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান যাহা কিছু, সে সমস্ত পুরুষই অর্থাৎ কোন  
বস্তুই পুরুষ হইতে অতিবিক্ত নহে । আর তিনি অমৃতত্বের অর্থাৎ কৈবল্যের  
ঈশ্বর প্রভু এবং যাহা অগ্ন দ্বারা জীবিত থাকে, তাহাবও প্রভু ॥ ৩ ॥ ১৫ ॥

সর্বতঃ পাণিপাদন্তঃ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্ ।

সর্বতঃ ক্রটিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ৩ ॥ ১৬ ॥

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্ ।

সর্বশ্চ প্রভুমীশানং সর্বশ্চ শরণং বৃহৎ ॥ ৩ ॥ ১৭ ॥

**সম্বলার্থঃ** । [ পুনরপি তত্ত্ব সর্বব্যাপিতাং সর্বজ্ঞতাং চ দর্শয়িত্ব  
—সর্বতঃ ইতি ] । তং ( ব্রহ্ম ) সর্বতঃ পাণিপাদং ( সর্বতঃ সর্বাশ্চ দিক্  
পাণয়ঃ পাদাশ্চ যন্ত, তৎ তথা ), সর্বতোহক্ষিশিরোমুখং ( সর্বতঃ অক্ষি, শিরঃ,  
মুখং চ যন্ত, তৎ তথা ) সর্বতঃ ক্রটিমং ( সর্বতঃ সৰ্পং ), লোকে ( প্রাণি-  
সমূহে, জগতি বা ) সর্বং আবৃত্য ( ব্যাপ্য ) তিষ্ঠতি ( বর্ত্তত ইত্যর্থঃ ) ॥ ৩ ॥ ১৬ ॥

**সম্বলার্থঃ** । [ ব্রহ্মণো হস্তপদাদিসম্ভাবশ্রবণাদিন্দ্রিয়াদিতুল্যাতাশঙ্কা  
মা ভূদিত্যত আহ—সর্বেন্দ্রিয়েতি ] ।

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বাণি ইন্দ্রিয়াণি, গুণা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়শ্চ, তৈঃ আভাসত-  
ইতি তথা ) সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতং ( বস্তুতস্ত সর্বৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ বিবর্জিতং রহিতং ),  
সর্বশ্চ ( ব্রহ্মাদিস্তাবরাত্তত্ত্ব ) প্রভুং ( নিগ্রহানুগ্রহসমর্থং ) জ্ঞানং ( শাসকং ),  
সর্বশ্চ বৃহৎ ( মহৎ ) শরণং ( আশ্রয়শ্চ ) ॥ ৩ ॥ ১৭ ॥

**মূলানুবাদঃ** । [ পুনরায় তাঁহার সর্বব্যাপিত্ব ও সর্বজ্ঞত্ব প্রদর্শনার্থ  
বলিতেছেন—“সর্বতঃ ইত্যাদি” ] ।

তাঁহার হস্তপদ সর্বত্র, চক্ষু, শির ও মুখ সর্বত্র, কর্ণও সর্বত্র, এবং তিনি  
জগতে সমস্ত বস্তু ব্যাপিয়া আছেন ॥ ৩ ॥ ১৬ ॥

**মূলানুবাদঃ** । [ কাহারো আশঙ্কা হইতে পাবে যে, পরমেশ্বর যখন  
হস্তপদাদিবৃত্ত, তখন তিনিও আমাদেবই নহে, এই আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্ত  
বলিতেছেন—“সর্বেন্দ্রিয়” ইত্যাদি ] ।

**শাক্তরভাস্তম্** । পুনরপি নির্কিশেষং প্রতিপাদয়িত্ব দর্শয়তি—সর্বতঃ  
ইতি । সর্বতঃ পাণয়ঃ পাদাশ্চেতি সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ । সর্বতোহক্ষীণি  
শিরাংসি চ মুখানি চ যন্ত তৎ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্ । সর্বতঃ ক্রটিঃ শ্রবণমশ্রোতি  
ক্রটিমং । লোকে প্রাণিনিকারে সর্বমাবৃত্য সংব্যাপ্য তিষ্ঠতি ॥ ৩ ॥ ১৬ ॥

**ভাষ্যানুবাদঃ** । পুনশ্চ নির্কিশেষভাবে প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন—  
“সর্বতঃ” ইত্যাদি ।

সকলের হস্তপদই তাঁহার হস্ত ও পদ, এই জন্ত তিনি ‘সর্বতঃপাণিপাদ’,  
সমস্ত চক্ষু, শির ও মুখই তাঁহার চক্ষু শির ও মুখ, এইজন্ত তিনি ‘সর্বতোহক্ষি-  
শিরোমুখ’; সর্বপ্রকার ক্রটিই ( শ্রবণেন্দ্রিয়ই ) তাঁহার ক্রটি, এই জন্ত তিনি  
‘সর্বতঃ ক্রটিমং’; এবং তিনি লোকে অর্থাৎ প্রাণিদেহে সমস্ত অংশ আবরণ  
করিয়া ব্যাপিয়া অবস্থান করেন ॥ ৩ ॥ ১৬ ॥



নবদ্বারে পুরে দেহী হংসো লেলায়তে বহিঃ ।

বশী সৰ্বশ্চ লোকশ্চ স্থাবরশ্চ চরশ্চ চ ॥ ৩ ॥ ১৮ ॥

সমুদ্যানুবাদঃ । অপিচ, স্থাবরশ্চ ( স্থিতিশীলশ্চ বৃক্ষাদেঃ ) চরশ্চ জঙ্গমশ্চ  
মমুখ্যাদেঃ ) সৰ্বশ্চ লোকশ্চ বশী ( প্রভুঃ ), হংসঃ ( হস্তি অবিভা-তৎকার্য্যাপি ইতি  
হংসঃ পরমাত্মা ) ।

নবদ্বারে (নবসংখ্যাকানি দ্বারাণি ছিদ্রাণি—চক্ষুর্দ্বয়, শ্রোত্রদ্বয়, নাসিকাদ্বয়, মুখ, ,  
পায়ুপন্থরূপাণি যত্র, তস্মিন্) পুরে ( দেহে ) দেহী ( দেহাভিমানী জীবঃ সন্  
বহিঃ ( বাহ্যবিষয়ভোগার্থং ) লেলায়তে ( স্পন্দতে ব্যাপারবান্ ভবতীত্যর্থঃ ) ॥ ৩ ॥ ১৮ ॥

সমস্ত ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি ( জ্ঞানাদি ) তাঁহাতে প্রকাশমান থাকিলেও,  
প্রকৃতপক্ষে তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয় ও তৎক্রিয়াবর্জিত, সকলের প্রভু ও শাসক এবং  
সকলের পরম আশ্রয় ॥ ৩ ॥ ১৭ ॥

মূলানুবাদঃ । অপিচ, স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত লোকের প্রভু হংস (অবিভা  
ও তৎকার্য্যসমূহ বিনাশ করেন বলিয়া পরমাত্মা হংসপদব্যচ্য ) দুই চক্ষু, দুই কর্ণ,  
দুই নাসারন্ধ্র, এক মুখ, এবং মলদ্বার ও মূত্রদ্বার এই নয়টা দ্বারযুক্ত এই দেহরূপ  
পুরে দেহাভিমানী জীবতাব প্রাপ্ত হইয়া বহির্জগতে কার্য্য করিয়া থাকেন, ( কিন্তু  
স্বরূপতঃ তাহার কোন ক্রিয়া নাই ) ॥ ৩ ॥ ১৮ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । উপাধিভূতপাণিপাদাদীন্দ্রিয়াধারোপণাজ্জ্যেয়শ্চ  
তদ্বশশঙ্কা মাভূদিত্যেবমর্থমুত্তরতো মন্তঃ—সৰ্বৈন্দ্রিয়েতি । সৰ্ব্বাণি চ তানীন্দ্রিয়াণি  
শ্রোত্রাদীনী—ইন্দ্রিয়াণি অন্তঃকরণপৰ্য্যন্তানি সৰ্বৈন্দ্রিয়গ্রহণেন গৃহ্যন্তে । অন্তঃকরণ-  
বহিঃকরণোপাধিভূতঃ সৰ্বৈন্দ্রিয়গুণৈরধ্যবসায়-সঙ্কল্পশ্রবণাদিভিগুণবদাভাসত ইতি  
সৰ্বৈন্দ্রিয়গুণাভাসম্ । সৰ্বৈন্দ্রিয়ৈব্যাপ্তমিবা তজ্জ্যেয়মিত্যর্থঃ, “ধ্যায়তীব  
লেলায়তীব” ইতি শ্রুতেঃ । কস্মাৎ পুনঃ কারণাভ্যাপ্তমিবেতি গৃহ্যতে ?  
ইত্যাহ—সৰ্বৈন্দ্রিয়বিবজ্জিতং সৰ্বকরণবহিতমিত্যর্থঃ । অতো ন চ করণ-  
ব্যাপারৈর্য্যাপ্তং তজ্জ্যেয়ং । সৰ্বশ্চ জগতঃ প্রভুমীশানম্ । সৰ্বশ্চ শরণং  
পরায়ণং বৃহৎ কারণঞ্চ ॥ ৩ ॥ ১৭ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । কিঞ্চ, নবদ্বারেতি । নবদ্বারে শিরসি সপ্তদ্বারাণি  
দে অবাচী, পুরে দেহী বিজ্ঞানাত্মা ভূত্বা কার্য্যকরণোপাধিঃ সন্ হংসঃ পরমাত্মা  
হস্ত্যবিভাষ্যকং কার্য্যমিতি, লেলায়তে চলতি বহির্বিষয়গ্রহণায় । বশী সৰ্বশ্চ  
লোকশ্চ স্থাবরশ্চ চরশ্চ চ ॥ ৩ ॥ ১৮ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ । আশঙ্কা হইতে পারে যে, হস্ত, পদ ও ইন্দ্রিয়াদি উপাধি  
তাঁহাতে আরোপিত থাকায়, বিজ্ঞেয় ব্রহ্ম বোধ হয় ঐ সকল উপাধিদ্বারা  
বিশেষত ( সবিশেষ ) । সেরূপ আশঙ্কা না হউক, এইজন্য পরবর্তী “সৰ্বৈন্দ্রিয়”  
ইত্যাদি মন্ত্র প্রকটিত হইতেছে ।

এখানে ‘সৰ্বৈন্দ্রিয়’ শব্দে অন্তঃকরণ ও শ্রোত্রাদি সমস্ত ইন্দ্রিয় গ্রহণ করিতে  
হইবে । বুদ্ধিশ্রুতি অন্তঃকরণ এবং শ্রোত্রাদি বহিরিন্দ্রিয়, এ সমস্ত তাহার

অপাণিপাদো জ্বনো গ্রহীতা

পশ্চত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ ।

সরলার্থঃ । [ ইদানীং নিরাকারশ্চ ব্রহ্মণো নিত্যজ্ঞানস্বরূপতাং দর্শয়িতুমাহ—  
অপাণিপাদ ইত্যাদি । ]

সঃ ( পরমাত্মা ) অপাণিপাদঃ জ্বনঃ গ্রহীতা ( হস্তরহিতোহপি গ্রহীতা সর্বং  
ধৃত্বা রক্ষতি, পাদরহিতোহপি জ্বনঃ গতিশীলঃ সর্বগতইত্যর্থঃ ) । অচক্ষুঃ  
চক্ষুরহিতোহপি ) পশ্চতি ( দর্শনকার্য্যং কৰোতি ), অকর্ণঃ ( কর্ণরহিতোহপি )  
শৃণোতি ( সর্বং শব্দং শ্রুত্বাতি, ইন্দ্রিয়নিবপেক্ষ-জ্ঞানস্বভাব ইতি ভাবঃ ) । সঃ

মূলানুবাদঃ । [ এখন পরমেশ্বরের নিত্যজ্ঞানস্বরূপতা প্রদর্শনের জন্ত  
বলিতেছেন—“অপাণিপাদঃ” ইত্যাদি । ]

তিনি হস্তরহিত, অথচ গ্রহীতা—সব ধরিয়া আছেন ; পাদরহিত, অথচ গমন-  
কারী—সর্বত্রবিद्यমান আছেন, চক্ষুবর্জিত, অথচ সমস্ত দর্শন করিতেছেন, কর্ণরহিত,

শাক্ষরভাষ্যম্ । এবং তাবৎ সর্বাশ্চক্ৰং ব্রহ্ম প্রতিপাদিতম্, অথেনানীং  
নির্বিকারানন্দস্বরূপেণানুদিতানন্তমিতং জ্ঞানাত্মনাবস্থিতং পরমাত্মনং দর্শয়িতুমাহ  
—অপাণিপাদ ইতি । নাস্ত্র পাণিপাদাবিত্যপাণিপাদঃ । জ্বনো দূরগামী ।  
গ্রহীতা পাণ্যভাবেহপি সর্বগ্রাহী । পশ্চতি সর্বমচক্ষুরপি সন্, শৃণোত্য-

উপাধিমাত্র ; ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের অদ্যবসায়, সংস্কল্প ও শ্রবণ প্রভৃতি গুণের দ্বারা  
তিনি গুণযুক্তের আয় প্রতিভাত হন মাত্র, এই জন্ত তিনি সর্বৈন্দ্রিয়গুণাভাস, বুঝিতে  
হইবে যে, [ তিনি কোনপ্রকার ইন্দ্রিয়ব্যাপারে সংস্পৃষ্ট না হইলেও ] মনে হয়, যেন  
সমস্ত ইন্দ্রিয়ব্যাপারসংযুক্ত । প্রতিও বলিয়াছেন—“যেন ধ্যানই করেন, যেন  
চেষ্টাই করেন” ইত্যাদি । কি কারণে তাঁহাকে ব্যাপ্তের আয় বুঝিতে হইবে ?  
তত্ত্বজ্ঞেয় বলিতেছেন—“সর্বৈন্দ্রিয়বিবর্জিতং” সেই হেতুই বুঝিতে হইবে যে, তিনি  
শ্রোত্রাদি করণব্যাপারে ব্যাপ্ত নহেন, আর তিনি সমস্ত জগতের প্রভু—ঈশ্বর  
এবং সকলের একমাত্র শরণ ও পরম কারণ ॥৩॥ ১৭ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ । অপিচ, নবদ্বারে ইত্যাদি । স্থাবর-জঙ্গমাশ্চক্ৰ সমস্ত  
জগতের প্রভু হংস—অবিজ্ঞাশ্চক্ৰ কার্য্যরাশি হিংসা ( ধ্বংস ) করেন, এই জন্ত  
হংসপদবাচ্য পরমাত্মা । নবদ্বারে—মস্তকে সপ্তদ্বার, আর নিয়ে দুইটা দ্বার, এই  
নবদ্বারযুক্ত পুরে ( দেহে ) দেহী অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদি উপাধিযুক্ত বিজ্ঞানাত্মা  
( জীবাশ্চ ) হইয়া বাহ্য বিষয়সমূহ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত যত্ন করে ॥ ৩ ॥ ১৮ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ । এ পর্য্যন্ত এইরূপে ব্রহ্মের সর্বাশ্চক্ৰাব প্রতিপাদিত  
হইল । উদয়াস্তময়রহিত নির্বিকার জ্ঞানানন্দস্বরূপে অবস্থিত পরমাত্মার স্বরূপ-  
প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—অপাণিপাদ ইত্যাদি ।

ইহার হস্ত ও পদ নাই, এইজন্ত ইনি অপাণিপাদ, জ্বন অর্থ—দূরগামী,  
গ্রহীতা অর্থ—হস্তের অভাবেও সকলকে ধরিয়া আছেন, চক্ষুহীন হইয়াও সমস্ত  
দর্শন করিয়া থাকেন, এবং কর্ণরহিত হইয়াও শ্রবণ করেন । তিনি মনোরহিত

স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্তাহস্তি বেত্তা

তমাহরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥ ৩ ॥ ১৯ ॥

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়া-

নাত্মা গুহায়াং নিহিতোহস্ত জন্তোঃ ।

তমক্রতুং পশ্চতি বীতশোকো

ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশম্ ॥ ৩ ॥ ২০ ॥

( পরমাশ্রা ) বেত্তং ( বিজ্ঞেয়ং সৰ্বং ) বেত্তি ( সামান্যবিশেষভাবেন জানাতি ), তস্ত [ তু ] বেত্তা ( জ্ঞাতা ) ন চ অস্তি নৈবাস্তীত্যর্থঃ ), তং ( এবংলক্ষণং ) পুরুষং অগ্র্যং ( অগ্রেভবং নিত্যং ) মহান্তং ( সৰ্বব্যাপিনং চ ) আহঃ ( কথয়ন্তি ) [ ঋষয় ইতি শেষঃ ] ॥ ৩ ॥ ১৯ ॥

সরলার্থঃ । কিংচ । অস্ত জন্তোঃ ( প্রাণিজাতস্ত ) গুহায়াং ( বুদ্ধৌ ) নিহিতঃ ( নিধিবৎ গূঢ়স্থিতঃ ) আশ্রা অণোঃ ( হৃদ্যাং পরমাণোঃ অপি ) অণীয়ান্ ( অতিশয়েন হৃদ্যঃ ), তথা মহতঃ ( আকাশাদেঃ অপি ) মহীয়ান্ ( অতিশয়েন মহান্ ) । [ যঃ ] ধাতুঃ ( পরমেশ্বরস্ত ) প্রসাদাং ( অনুগ্রহাং ), [ অথবা 'ধাতু-প্রসাদাং' ইত্যেকং পদং, ততশ্চ ] ধাতুপ্রসাদাং ( ধাতুনাং ইচ্ছাদাদীনাম্ প্রসাদাং বিষয়দোষদর্শনবলাং মলাত্মপনয়নাং ) তং ( আশ্রানং ) অক্রতুং ( ভোগসংকল্প-বর্জিতং ) মহিমানং ( মহত্তমং ) ইশং ( ব্রহ্মাভিন্নং ) পশ্চতি ( অনুভবতি ), [ সঃ ] বীতশোকঃ ( সৰ্বদুঃখাতীতঃ ) [ ভবতীতি শেষঃ ] ॥ ৩ ॥ ২০ ॥

অথচ সমস্ত শব্দ শ্রবণ করেন, তিনি সমস্ত বিজ্ঞেয় বিষয় জানেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানে না । [ ঋষিগণ ] তাহাকে মহান্ আদি পুরুষ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥ ১৯ ॥

মূলানুবাদ । প্রাণিগণেব বুদ্ধি-গুহাষ প্রচ্ছন্নভাবে স্থিত আশ্রা অণু অপেক্ষাও অতিশয় অণু, এবং মহৎ অপেক্ষাও অতিশয় মহান্ । পরমেশ্বরের

কর্ণোহপি । স বেত্তি বেত্তং সৰ্বজ্ঞত্বাদ্ অমনস্কোহপি । ন চ তস্তাহস্তি বেত্তা "নাত্তোহতোহস্তি দ্রষ্টা" ইতি শ্রুতেঃ । তমাহরগ্র্যং প্রথমং সৰ্বকারণত্বাং, পুরুষং পূর্ণং মহান্তম্ ॥ ৩ ॥ ১৯ ॥

শাক্তরত্নাশ্রম্য । কিঞ্চ, অণোরণীয়ানিতি । অণোঃ হৃদ্যাদপ্যণীয়ান্

হইয়াও সৰ্বজ্ঞত্বনিবন্ধন যাহা কিছু বিজ্ঞেয়, সমস্ত জানেন ; কিন্তু তাঁহাকে জানে, এমন কেহ নাই । যেহেতু শ্রুতি বলিতেছেন 'তিনি ভিন্ন অস্ত্র কেহ দ্রষ্টা নাই ।' পণ্ডিতগণ তাহাকেই অগ্র্য অর্থাৎ সকলের কারণ বলিয়া প্রথম বা আদি মহান্ পুরুষ—পরিপূর্ণরূপ বলিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥ ১৯ ॥

বেদাহমেতমজরং পুরাণং

সৰ্বাত্মানং সৰ্বগতং বিভূত্বাৎ ।

**সম্বলানুবাদঃ** । [ উক্তার্থদাচ্যায় বিদ্বদনুভবং দর্শয়তি “বেদাহম্” ইতি ] ।  
অহং ( মস্তদর্শী স্বয়িঃ ) অজরং ( জরারহিতং ) পুরাণং ( শাস্ত্রতং ) সৰ্বাত্মানং  
( সৰ্বেষামাত্মাস্বরূপং ) বিভূত্বাৎ ( ব্যাপকত্বাৎ ) সৰ্বগতং চ এতং ( আত্মানং )

অনুগ্রহে অথবা ইন্দ্রিয়সকল প্রসন্ন হইলে [ আত্মাকে ] সৰ্বসংকল্পবর্জিত মহান্  
ঈশ্বররূপে ( পরমাত্মার সহিত ঈশ্বররূপে ) দর্শন করেন, এবং দ্রষ্টা বীতশোক  
অর্থাৎ সৰ্ব দুঃখের অতীত হন ॥৩২০॥

**মূলানুবাদঃ** । পূর্বোক্ত কথার দৃঢ়তা সম্পাদনের নিমিত্ত এতন মস্তদর্শী  
স্বয়ির অনুভব প্রদর্শন করিতেছেন “বেদাহম্” ইত্যাদি ] ।

জরাবর্জিত পূর্ণাণ ( চিরকাল একরূপে স্থিত ) এবং ব্যাপকহৃদয়বন্ধন সৰ্বত্রা-  
বস্থিত এই আত্মাকে আমি জানি । ব্রহ্মবাদিগণ ( ব্রহ্মজ্ঞ স্বয়িগণ ) সৰ্বদা যাহার

অণুভবঃ । মহতো মহত্ত্বপরিমাণাৎ মহীয়ান্ মহত্তরঃ । স চাত্মাত্ত জন্তোৰ্দ্ধ্বাদি-  
স্তম্বপর্যাস্তস্ত প্রাণিজাতস্ত, শুভায়াং হৃদয়ে নিহিত আত্মভূতঃ স্থিত ইত্যর্থঃ ।  
তমাত্মানং অকৃতুং বিষয়ভোগসঙ্কল্পরহিতমাত্মনো মহিমানং কৰ্ম্মনিমিত্তবুদ্ধিক্ষয়-  
রহিতনীলং পশুতি—অয়মহমস্মীতি সাক্ষাজ্জানাতি যঃ, স বীতশোকো ভবতি ।  
কেন তর্হ্যসৌ পশুতি । ধাতুরীশ্বরস্ত প্রসাদাৎ । প্রসন্নো হি পরমেশ্বরে তদ্ব্যাপ্ত্যা-  
জ্ঞানমুৎপত্ততে, অথবেন্দ্রিয়াণি ধাতবঃ শরীরস্ত শরীরস্ত ধারণাৎ, তেষাং  
প্রসাদাৎবিষয়দোষদর্শনমলাত্পনয়নাৎ । অত্ৰণা দুর্কিঞ্জেয় আত্মা কামিভিঃ  
প্রাকৃতপুরুষৈঃ ॥ ৩ ॥ ২০ ॥

**শাক্ষরভাষ্যম্** । উক্তমর্থঃ দ্রষ্টব্যতুং মস্তদগনুভবং দর্শয়তি—বেদাহ-  
মেতমিতি । বেদ জানে, অহম্ এতমজরং, বিপরিণামস্ববর্জিতং, পুরাণং পূর্বাতনম্ ।

**ভাস্ক্যানুবাদঃ** । আরো আছে, “অণোরণীয়ান্” ইত্যাদি । তিনি অণু  
—সূক্ষ্ম হইতেও অণীয়ান্—অতিশয় সূক্ষ্ম, মহৎ—মহৎপরিমাণযুক্ত আকাশাদি  
অপেক্ষাও মহীয়ান্—অতিশয় মহৎ । তিনি এই জন্তুর ( প্রাণীর ) আত্মা ; তিনিই  
ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্যাস্ত ( তৃণপর্যাস্ত ) সমস্ত প্রাণীর হৃদয়-শুভায় নিহিত আত্মারূপে  
বিদ্যমান আছেন । সেই আত্মাকে যিনি অকৃতু—বিষয়ভোগসঙ্কল্পশূন্য কৰ্ম্মজনিত  
হ্রাসবুদ্ধিরহিত মহিমাময় ঈশ্বররূপে দর্শন করেন, অর্থাৎ আমি এতৎস্বরূপ এইরূপে  
আত্ম-সাক্ষাৎকার করেন, তিনি বীতশোক ( শোকমুক্ত ) হন । তিনি কাহার  
সাহায্যে দর্শন করেন ? [ তদন্তরে বলিতেছেন, ] বিধাতার ঈশ্বরের প্রসাদে  
( অনুগ্রহে ) । কারণ, ঈশ্বর প্রসন্ন হইলে তদ্বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান সমুৎপন্ন হয় ।

অথবা, ধাতু অর্থ—ইন্দ্রিয়সমূহ, কারণ, ইন্দ্রিয়গণই শরীরের বিধারক, সেই  
ইন্দ্রিয়সমূহের যে, বিব্রদোষ-দর্শনের ফলে প্রসাদ—নির্মলতা, তাহার সাহায্যে ।  
নচেৎ কামনাপরায়ণ সাধারণ পুরুষের পক্ষে আত্মা দুর্বিজ্ঞেয়, ( সহজে বোধগম্য  
হয় না ) ॥ ৩ ॥ ২০ ॥

জন্মনিরোধং প্রবদন্তি যশ্চ

ব্রহ্মবাদিনোহভিবদন্তি নিত্যম্ ॥ ৩ ॥ ২১ ॥

ইতি শ্বেতাস্থতরোপনিষৎস্ব তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

বেদ ( বিশেষণে জানামি ), ব্রহ্মবাদিনঃ ( ব্রহ্মবিদঃ ) যশ্চ ( আত্মনঃ ) জন্মনিরোধং ( জন্মনঃ অভাবং ) প্রবদন্তি ( কথয়ন্তি ), নিত্যং [ মহিমানং চ ] প্রবদন্তি / অথবা যশ্চ জন্ম উৎপত্তিং, নিবোধং ( ধ্বংসং নরণং চ ) প্রবদন্তি ( কথয়ন্তি ) [ মৃত্যু ইতি শেষঃ ], ব্রহ্মবাদিনঃ [ পুনঃ ] নিত্যং ( ধর্মধর্ম্যভেদাৎ, নিত্যত্বং ) প্রবদন্তি ( প্রকর্ষণে কথয়ন্তীত্যর্থঃ ) ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্বেতাস্থতরোপনিষদি তৃতীয়াধ্যায়ব্যাখ্যা ॥ ১ ॥

জন্মাতাব বলিয়া থাকেন । অথবা, মৃত্যুজনেরা যাহার জন্ম ও বিনাশ বর্ণনা করে, [ কিন্তু ব্রহ্মবাদিগণ ] যাহার নিত্যতা ঘোষণা করেন, [ আমি সেই আত্মাকে অনুভব করিতেছি ] ॥ ৩২ ॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ের মূলান্তবাদ ॥ ৩ ॥

সর্কাত্মানং সর্কেষামাত্মভূতম্, সর্কগতং বিভূত্বাদ্ আকাশবদ্ব্যাপকত্বাৎ । যশ্চ চ জন্মনিরোধং উৎপত্ত্যভাবং প্রবদন্তি ব্রহ্মবাদিনো হি নিত্যম্ । স্পষ্টোহর্থঃ ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীমদগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্ণুপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-

শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপ্রণীতে শ্বেতাস্থতরোপনিষদ্ভাষ্যে

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ । পূর্বে যে বিষয় উক্ত হইয়াছে, তাহারই সমর্থনের জন্ত, এ বিষয়ে মস্তদ্রষ্টা ঋষির অনুভব প্রদর্শন করিতেছেন “বেদাহং” ইত্যাদি ।

এই যে, অজ্ঞর—সর্বপ্রকার পরিণামরহিত, পুরাণ অর্থাৎ পুরাতন বা চিরন্তন, সর্কাত্মা—সকলের আত্মস্বরূপ, এবং আকাশের ত্রায় ব্যাপকত্বনিবন্ধন সর্কগত (সর্বত্র বিত্তমান ) পুরুষ, তাহাকে আমি জানি অর্থাৎ তাহাকে আমি আত্মস্বরূপে অনুভব করিতেছি । যে পুরুষের জন্মনিরোধ অর্থাৎ উৎপত্তির অভাব ব্রহ্মবাদীরা সর্কদা বলিয়া থাকেন, [ আমি সেই পুরুষকে জানি ] ॥ ৩ ॥ ২১ ॥

• ইতি তৃতীয় অধ্যায়ের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৩ ॥

## চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

য একোহবর্ণো বহুধা শক্তিবোগাদ্

বর্ণানেনেকান্ নিহিতার্থো দধাতি ।

বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ,

স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥ ৪ ॥ ১ ॥

সম্বলান্ব্যর্থঃ । উক্তমেবার্থং হৃজ্ঞে যত্নাৎ পুনরপি প্রকারান্তরেণ নির্দিশতি “য একঃ” ইত্যাদি ।

যঃ (পবমেশ্বরঃ) একঃ (অদ্বিতীয়ঃ) অবর্ণঃ (ব্রাহ্মণত্বাদিবর্ণভেদরহিতঃ, নির্বিশেষো বা) [অপি] নিহিতার্থঃ তিরস্কৃতস্বপ্রয়োজনঃ নিরপেক্ষইত্যর্থঃ, আদৌ (সৃষ্টে: প্রাক্) শক্তিবোগাৎ (মায়াশক্তিমহাৎ) অনেকান্ বর্ণান্ (ব্রাহ্মণ্যাদি-ভেদান্, রূপভেদান্ বা) বহুধা (বহুপ্রকারান্) দধাতি (বিদধাতি কয়োতি) । অস্তে (প্রলয়কালে চ) বিশ্বং (জগৎ) [যস্মিন্] বি+এতি—ব্যোতি চ [বিলয়ং চ প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ], সঃ দেবঃ (স্বয়ংপ্রকাশঃ) । সঃ (দেবঃ) নঃ (অস্মান্) শুভয়া কল্যাণময্যা) বুদ্ধ্যা সংযুনক্তু (সংযোজয়তু শুভবুদ্ধিযুক্তান্ করোতু ইত্যর্থঃ) ॥৪॥১॥

মূলানুবাদঃ । সৃষ্টির প্রথমে যিনি নিজে এক ও অবর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্বাদি জাতিশূন্য হইয়াও নানাবিধ শক্তি দ্বারা স্বার্থনিরপেক্ষভাবে অনেকপ্রকার বর্ণ বিধান করেন এবং সেই প্রকাশময় পরমেশ্বরই অন্তকালে (প্রলয় সময়ে) জগৎ বিশ্বস্ত করেন, তিনি আমাদেরকে শুভবুদ্ধিযুক্ত করুন ॥ ৪ ॥ ১ ॥

শাক্তব্রতান্ত্রম্ । গগনত্যাগপ্রার্থ্য ভূয়ো ভূয়ো বক্তব্য ইতি চতুর্থোহধ্যায় আরম্ভতে । য এক ইতি । য একোহদ্বিতীয়ঃ পরমাত্মা অবর্ণো জাত্যাদিরহিতো নির্দেশেষ ইত্যর্থঃ । বহুধা নানা শক্তিবোগাদ্বর্ণানেকান্ নিহিতার্থোহগৃহীতপ্রয়োজনঃ স্বার্থনিরপেক্ষ ইত্যর্থঃ । দধাতি বিদধাতি আদৌ । বিচৈতি ব্যোতি চ অস্তে লয়কালে । চশক্যং মধ্যে হপি যস্মিন্ বিশ্বং, স দেবো জ্যোতনস্বভাবো বিজ্ঞানৈকরস ইত্যর্থঃ । স নোহস্মান্ শুভয়া বুদ্ধ্যা সংযুনক্তু সংযোজয়তু ॥ ৪ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ । কথিত বিষয়টী অতীব হৃদ্যোদ, সুতরাং পুনঃ পুনঃ বলা আবশ্যক ; এইজন্ত চতুর্থ অধ্যায় আরম্ভ হইতেছে—“য এক” ইত্যাদি ।

এক অদ্বিতীয় ও স্বয়ং অবর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্বাদি জাতিরহিত যে পরমাত্মা নিহিতার্থ হইয়া—কোন প্রয়োজনের বশবর্তী না হইয়া অর্থাৎ স্বার্থনিরপেক্ষভাবে স্বীয় বিচিত্র মায়া শক্তিবলে সৃষ্টি-প্রারম্ভে নানাবিধ বর্ণ (ব্রাহ্মণাদি বিভাগ) বিধান করেন । অস্তে—প্রলয়কালে সংহার করেন, এবং মধ্যেও (স্থিতিকালেও) জগৎ যাহাতে [স্থিতিলাভ করে], তিনি দেব—প্রকাশস্বভাব অর্থাৎ বিজ্ঞানই যাহার একমাত্র সার, তিনি আমাদেরকে শুভ বুদ্ধির সহিত সংযোজিত করুন ॥ ৪ ॥ ১ ॥

তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ ।

তদেব শুক্রং তদ্রক্ষা তদাপস্তং প্রজাপতিঃ ॥৪॥২॥

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং

কুমার উত বা কুমারী ।

ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি

ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৪ ॥ ৩ ॥

**সরলার্থঃ** । অথ তস্মৈ সৰ্ব্বাত্মকত্বং মন্ত্রব্রয়েণ প্রদর্শ্যতে “তদেবাগ্নিঃ” ইত্যাদি ।

তং ( ব্রহ্ম ) এব অগ্নিঃ, তং [ এব ] আদিত্যঃ ( সূর্য্যঃ ), তং [ এব ] বায়ুঃ, তং চন্দ্রমাঃ উ ( অপি, চন্দ্রোহপীত্যর্থঃ ), তং এব শুক্রং ( শুক্রং জ্যোতিষ্মদিত্যর্থঃ ), তং ব্রহ্ম ( হিরণ্যগৰ্ভঃ ), তং আপঃ ( জলানি ), তং প্রজাপতিঃ ( বিরাট পুরুষঃ ) ॥ ৪ ॥ ২ ॥

**সরলার্থঃ** । [ হে ব্রহ্ম ] ত্বং স্ত্রী [ অসি ], ত্বং পুমান্ ( পুরুষঃ ) অসি, ত্বং কুমারঃ ( বালকঃ ), ত্বং কুমারী উত ( অপি, কুমারী অপি ভবসীত্যর্থঃ ) । ত্বং জীর্ণঃ ( বৃদ্ধঃ সন্ ) দণ্ডেন বঞ্চসি ( গচ্ছসি ), ত্বং বিশ্বতোমুখঃ ( সৰ্ব্বরূপঃ ) জাতঃ ( উৎপন্নঃ ) ভবসি ( সৰ্ব্বপ্রাণিক্রূপেণ জায়সে ইত্যর্থঃ ) ॥ ৪ ॥ ৩ ॥

**মূল্যানুবাদ** । অতঃপর তিনটি মন্ত্রে পূৰ্ব্বোক্ত ব্রহ্মের সৰ্ব্বাত্মকতা প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—“তদেব” ইত্যাদি ।

পূৰ্ব্বোক্ত ব্রহ্মই অগ্নি, তিনিই আদিত্য, তিনিই বায়ু এবং তিনিই চন্দ্র, তিনিই শুক্র অর্থাৎ জ্যোতিষ্ময় নক্ষত্রাদি, তিনিই হিরণ্যগৰ্ভ নামক ব্রহ্ম, এবং তিনিই বিরাটনামক প্রজাপতি ॥ ৪ ॥ ২ ॥

**শাক্তরভাষ্যম্** । ষম্মাৎ স এব শ্রষ্টা, তস্মিন্বেব লয়ঃ, তস্মাৎ স এব সৰ্ব্বং, ন ততো বিভক্তমস্তীত্যাহ মন্ত্রব্রয়েণ—তদেবেতি । তদেবায়ত্তদ্বাগ্নিঃ, তদাদিত্যঃ । এবশব্দঃ সৰ্ব্বত্র সম্বধ্যতে, তদেব শুক্রমিতি দর্শনাৎ । শেষমুজু । তদেব শুক্রং শুক্রং অতদপি দীপ্তিমন্নক্ষত্রাদি, তদ্রক্ষা হিরণ্যগৰ্ভায়া, তদাপঃ, স প্রজাপতিঃ বিরাড়ায়া ॥ ৪ ॥ ২ ॥

**ভাষ্যানুবাদ** । যেহেতু তিনিই সৃষ্টিকর্তা, এবং তাঁহাতেই জগতের লয় হয়, সেইহেতু তিনিই সৰ্ব্বাত্মক, তাঁহা হইতে বিভক্ত বা পৃথক কিছু নাই, ইহাই এখন তিনটি মন্ত্রে বলিতেছেন—“তদেব” ইত্যাদি ।

সেই আশ্রিতবুই ( আত্মাই ) আমি, তাঁহাই আদিত্য ( সূর্য্য ) । পরবর্তী “তদেব শুক্রম্” বাক্যে ‘এব’ শব্দ দৃষ্ট হওয়ায় সৰ্ব্বত্রই ‘এব’ শব্দের সম্বন্ধ আছে, বুঝিতে হইবে । অবশিষ্ট অংশ সহজ ( ব্যাখ্যা অনাবশ্যক ) । তাহাই শুক্র—শুক্র, অর্থাৎ নক্ষত্র প্রভৃতি আবও বাহা কিছু দীপ্তিমান, [ তাহাও তিনি ] । তিনিই ব্রহ্ম

নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষ-

স্তুড়িদর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ ।

অনাদিমত্বং বিভূত্বেন বর্তসে

যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বা ॥ ৪ ॥ ৪ ॥

**সরলানুবাদ** । [ অপিচ, অমেব ] নীলঃ পতঙ্গঃ ( ভ্রমর ইত্যর্থঃ ), হরিতঃ হরিদ্বর্ণঃ ) লোহিতাক্ষঃ ( লোহিতচক্ষুঃ শুকাদিপক্ষিকপ ইত্যর্থঃ ), তুড়িদর্ভঃ বিদ্যাদৃক্ঃ মেঘ ইত্যর্থঃ ), ঋতবঃ (গ্রীষ্মাদিরূপঃ ), সমুদ্রাঃ [ চ ], [ যস্মাদেবং, তস্মাৎ ] অনাদিমং ( আদিরহিতং সর্বকারণমিত্যর্থঃ ) ত্বং [ এব ] বিভূত্বেন ( ব্যাপকরূপেণ ) বর্তসে ( তিষ্ঠসি ), যতঃ ( যস্মাৎ স্বতঃ ) বিশ্বা ( বিশ্বানি ) ভুবনানি জাতানি ( উৎপন্নানীত্যর্থঃ ) ॥ ৪ ॥ ৪ ॥

**মূলানুবাদ** । [ হে ব্রহ্ম, ] তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার এবং কুমারী, তুমি ব্রহ্ম হইয়া দণ্ডে সাহায্যে গমন কর, এবং তুমিই নানারূপে জন্ম লাভ করিয়া থাক ॥ ৪ ॥ ৩ ॥

**মূলানুবাদ** । অপিচ, তুমিই নীলবর্ণ পতঙ্গ অর্থাৎ ভ্রমর, হরিদ্বর্ণ ও লোহিতচক্ষু শুকাদি পক্ষী, বিদ্যাদর্ভ মেঘ, গ্রীষ্মাদি ঋতু, এবং সপ্ত সমুদ্র । [ যেহেতু তুমিই সর্বময়, সেই হেতু ] অনাদিমং ( আদিরহিত সর্বকারণ ) তুমিই সর্ব-ব্যাপীরূপে বর্তমান আছ, তোমা হইতেই সমস্ত ভুবন উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৪ ॥ ৪ ॥

**শাক্তব্রতান্ত্রম্** । স্পষ্টো মন্তব্যঃ ॥ ৪ ॥ ৩ ॥

**শাক্তব্রতান্ত্রম্** । নীলইতি । অমেবেতি সর্বত্র সম্বধ্যতে । অমেব নীলঃ পতঙ্গো ভ্রমরঃ, পতনাদৃক্ তীতি পতঙ্গঃ । হরিতো লোহিতাক্ষঃ, শুকাদি-নিকৃষ্টাঃ প্রাণিনস্বমেবেত্যর্থঃ । তুড়িদর্ভো মেঘাঃ । ঋতবঃ সমুদ্রাঃ । যস্মাৎ অমেব সর্বশ্রুত্বতঃ তস্মাদনাদিমত্বং—ত্বমেবাশ্রয়শৃণুঃ । বিভূত্বেন ব্যাপকত্বেন, যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বানি ॥ ৪ ॥ ৪ ॥

অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ, তাঁহাই জন, এবং প্রসিদ্ধ প্রজাপতিও তিনিই । [ অভিপ্রায় এই যে, জগতে তদতিবিক্ত আর কিছুই নাই ] ॥ ৪ ॥ ২ ॥

**ভাষ্যানুবাদ** । ক্রতির অর্থ স্পষ্ট, [ সূত্রঃ ভাষ্যব্যাখ্যা অনাবশ্যক ] ॥ ৪ ॥ ৩ ॥

**ভাষ্যানুবাদ** । “নীলঃ” ইত্যাদি । ক্রতির “ত্বম্ এব” ( তুমিই ) কথাটির সর্বত্র সম্বন্ধ । সেই বিভু ( ব্যাপক ) তোমা হইতে নিখিল জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই তুমিই পতঙ্গ অর্থাৎ ভ্রমর, ভ্রমর প’ড়প’ড়ে চলে বলিয়া পতঙ্গ-পদবাচ্য । তুমিই হরিদ্বর্ণ লোহিতলোচন শুক প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রাণী । তুমিই তুড়িদর্ভ—মেঘ, এবং তুমিই ছয় ঋতু ও সপ্ত সমুদ্র । যেহেতু তুমিই সকলের আশ্রয়রূপ, সেই হেতু তুমিই অনাদি অর্থাৎ আদি অন্ত বা উৎপত্তি বিনাশ শূন্য ॥ ৪ ॥ ৪ ॥



অজামেকাং লোহিতশুক্কৃষ্ণাং

বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সৰূপাঃ ।

অজো হেকো জুষমাণোহনুশেতে

জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোহনুঃ ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

সম্বলানুবাদ । [ইদানাং জগদুপাদানভূতাং তেজোহবয়লক্ষণাং প্রকৃতিং, অজারূপ-কল্পনয়া দর্শয়তি—“অজাম্” ইত্যাদি।]

সৰূপাঃ (স্বসমানরূপাঃ) বহ্বীঃ (অনেকাঃ) প্রজাঃ (জায়মানানি ভূতানি) সৃজমানাং (জনয়ন্তীঃ) লোহিতশুক্কৃষ্ণাং (লোহিতং তেজঃ, শুক্লা আপঃ, কৃষ্ণা পৃথিবী, তদাত্মিকা তেজোহবয়লক্ষণামিত্যাং) একাং (একজাতীয়াং) অজাং (ছাগাব্যবধে কল্পিতাং প্রকৃতিমিত্যাং) এবঃ অজঃ (বদ্ধো জীবঃ) জুষমাণঃ (সেবমানঃ প্রকৃতিপরবশঃ সন্) অনুশেতে (অনুগচ্ছতি) । অনুঃ অজঃ (মুক্তো জীবঃ) ভুক্তভোগাং (কৃতভোগাং) এনাং (প্রকৃতিং) জহাতি (পরিত্যজতি, প্রাকৃতভোগাদ্ বিবজ্যত ইত্যর্থঃ) ॥

[যথা কশ্চিদজঃ যথোক্তরূপাং অজাননুমবতি, অগচ্চ তামপভূজ্য ততো নিবর্ততে, তথা কশ্চজ জীবঃ এনাং প্রকৃতিং সেবতে, কশ্চচ্চ জাতবৈরাগ্যাঃ সন্ এনাং পরিত্যজতীত্যর্থঃ ।] ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

মূলানুবাদ । জগৎপ্রকৃতিকে রূপকভাবে অজা কল্পনা করিয়া বলিতেছেন—“অজাম্” ইত্যাদি ।

আপনাব অনুরূপ বহু প্রজাব (সন্তানের) প্রসবকারিণী এবং লোহিত শুক্ক ও কৃষ্ণ বর্ণমুক্ত অর্থাৎ তেজ, জল ও পৃথিবীরূপা এক অজাকে অর্থাৎ অজাতুল্য প্রকৃতিকে একটা অজ (বদ্ধ জীব) প্রকৃতিব সহিত অনুসরণ কবে অর্থাৎ ভোগকরে, আবার অনু অজ অর্থাৎ মুক্ত জীব ভুক্তভোগা (মাহাকে সম্পূর্ণরূপে ভোগ করা হইয়াছে, এমন প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করে, অর্থাৎ পূর্ণ বৈরাগ্য লাভে মুক্ত হয় ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । ইদানাং তেজোহবয়লক্ষণাং প্রকৃতিং ছান্দোগ্যো-পনিষৎপ্রসিদ্ধামজারূপকল্পনয়া দর্শয়তি—অজামেকামিতি । অজাং প্রকৃতিং লোহিতশুক্কৃষ্ণাং তেজোহবয়লক্ষণাং, বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানামুপাদয়ন্তীং, ধ্যানযোগানুগতদৃষ্টাং দেবাত্মশক্তিং বা, সৰূপাঃ সমানাকারাঃ । অজো বিজ্ঞানাত্মা অনাদিকামকর্ম্মবিনাশিতঃ স্বয়মাত্মানং মন্থমানো জুষমাণঃ সেবমানোহনু-শেতে ভজতে । অনু আচার্য্যোপদেশপ্রকাশাবসাদিতাবিচ্ছাদকাকারো জহাতি ত্যজতি ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ । এখন ছান্দোগ্যোপনিষদে বর্ণিত তেজ, জল ও পৃথিবীরূপা প্রকৃতিকে অজারূপে (ছাগীরূপে) কল্পনা করিয়া প্রদর্শন করিতেছেন—“অজামেকাম্” ইত্যাদি ।

দ্বা সুপর্ণা সমুজা সখায়া

সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে ।

তয়োরন্থঃ পিপ্ললং স্বাদ্বত্য-

নশ্লগ্নন্তোহভিচাক্ষীতি ॥ ৪ ॥ ৬ ॥

সরলানুবাদঃ । সমুজা ( সমুজো সদা সংযুক্তো ) সখায়া ( সখায়ো—সমান-  
ং ভাবো ) দ্বা (দ্বৌ) সুপর্ণা ( সুপর্ণৌ পক্ষিণৌ—পক্ষিরূপেণ কল্পিতৌ জীবাশ্ব-  
প/মাত্মানৌ ) সমানং ( একং ) বৃক্ষং ( বৃক্ষরূপেণ কল্পিতং দেহং ) পরিষস্বজাতে  
( আলিঙ্গিতবন্তৌ ) । তয়োঃ জীব-পরমাত্মনোঃ ) অন্থঃ ( অন্তরঃ—জীবঃ )  
স্বাহু ( পক্ষং ভোগযোগ্যমিত্যর্থঃ ) পিপ্ললং ( বক্ষ্মফলং সুপচঃপরূপং ) অতি  
( উপভুক্ত ), অন্যঃ ( অন্তর্গামা ) তু ( পুনঃ ) অনশ্লগ্ন ( অভুঞ্জানঃ ) অভি-  
চাক্ষীতি ( সাক্ষিরূপেণ পশুভীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদঃ । সর্বদা সংযুক্ত সখা ( সমানস্বভাব ) দুইটী পক্ষী একট  
বৃক্ষকে ( দেহকে ) আলিঙ্গন করিয়া আছে । তাহাদেব মধ্যে একটী স্বাহু অর্থাৎ  
ভোগযোগ্য প্রাক্তন কক্ষ্মফল ভোগ করে, আর অপর পক্ষীটী ( পরমাত্মা—  
অন্তর্গামী ) ভোগ না করিয়া সাক্ষিরূপে কেবল দর্শনমাত্র করে ॥ ৪ ॥ ৬ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ । ঈদানীং সূত্রভূতৌ পরমার্থবস্তুবধারণার্থমুপলব্ধেতে—  
“দ্বা” ইতি । দ্বা দ্বৌ বিজ্ঞানাত্মপরমাত্ম-নৌ । সুপর্ণা সুপর্ণৌ শোভনপতনৌ  
সোভনগমনৌ সুপর্ণৌ, পক্ষিসামান্যাদ্বা সুপর্ণৌ, সমুজা সমুজৌ সর্বদা  
সংযুক্তৌ । সখায়া সখায়ৌ সমানাত্মানৌ সমানাব্যবহারিকারণৌ । এবমুভৌ  
সন্তৌ সমানমেকং বৃক্ষং বৃক্ষমিবোচ্চৈদমাত্মাদৃক্ষং শরীরং পরিষস্বজাতে  
পরিষস্বজন্তৌ সমাপ্রতিপত্তৌ এতৌ । তয়োরন্থোহবিভ্যাকামবাসনাশ্রয়লিঙ্গো-  
পাধির্বিজ্ঞানাত্মা পিপ্ললং কক্ষ্মফলং সুপচঃফলরূপং স্বাহু অনেকবিচিত্র-  
বেদনাস্বাদরূপমন্তি উপভুক্ত্যেহবিবেকতঃ, অনশ্লগ্নন্তৌ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-  
স্বভাবঃ পরমেশ্বরোহভিচাক্ষীতি সর্বমপি পশুমান্তে ॥ ৪ ॥ ৬ ॥

লোহিত-গুরু-কৃষ্ণ অর্থাৎ তেজ, জল ও পৃথিবীরূপা [ তেজ লোহিতবর্ণ,  
জল গুরুবর্ণ এবং পৃথিবী কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ । ] যে অজা—জগৎকারণত্বতা  
প্রকৃতি আপনার অঙ্গরূপ বহু প্রজা ( জড় বস্তু ) উৎপাদন করে, সেই অজা  
প্রকৃতিকে অথবা ধ্যানযোগপ্রভাবে পরিদৃষ্ট পূর্বেকৃত দেবাত্মশক্তিকে এক অজ  
( জন্মরহিত ) বিজ্ঞানাত্মা ( জীব ) অনাদিসঞ্চিত কামনা ও তন্মূলক কক্ষ্ম দ্বারা  
প্রতিহত বিজ্ঞান হইয়া ঐ প্রকৃতিকেই স্বীয় আত্মস্বরূপ মনে করিয়া সেবা কর্তৃত্ব  
ভজনা করিয়া থাকে । আর অপর অজ জ্ঞান-প্রকাশে অবিজ্ঞানকার বিধ্বস্তকরত  
[ ঐ প্রকৃতিকে ] পরিত্যাগ করে ॥ ৪ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ । অতঃপর পরমার্থ সত্যবস্তু নির্ণয়ার্থ সূত্ররূপে ( সংক্ষিপ্ত-  
বাক্যে ) দুইটী মন্ত্র উপদিষ্ট হইতেছে “দ্বা” ইত্যাদি । “দ্বা” অর্থ দুইটী—বিজ্ঞানাত্মা

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোহ

নীশয়া শোচতি মুহমানঃ ।

‘জুষ্টিং যদা পশ্চাত্যন্যমীশ-

মস্ত মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥ ৪ ॥ ৭ ॥

সম্বলান্বিতঃ । কিংচ, পুরুষঃ ( জীবঃ ) সমানে ( জীবাত্তর্থাগিসাধারণে ) বৃক্ষে ( বৃক্ষবৎ নশ্বরে দেহে ) নিমগ্নঃ ( অবিজ্ঞা তাদাত্ম্যমিবাঙ্গঃ ) অনীশয়া ( অবিজ্ঞাননিভৈদেনো ) মুহমানঃ ( মোহং প্রাপ্তঃ সন্ ) শোচতি ( দুঃখমাপোতি ) । [ স এব ] যদা ( যস্মিন্ কালে ) জুষ্টিং ( সেবয়া পরিতুষ্টিং ) অন্যং দেহাত্ম্যপাদি-সম্বন্ধরহিতং ঈশং ( পরমেশ্বরং ) পশ্চতি ( সাক্ষাৎ করোতি ), [ তদা ] বীতশোকঃ ( সর্বদুঃখরহিতঃ সন্ ) অস্ত ( ঈশস্ত ) মহিমানঃ ( স্বয়ংপ্রকাশানন্দাত্মরূপং ) ইতি ( এতি—প্রাপ্তোত্তীত্যর্থঃ ) ॥ ৪ ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদঃ । আরও এক কথা । পুরুষ ( জীব ) জীব ও অন্তর্ঘামীর তুল্যস্থান ( সমান ) দেহরূপবৃক্ষে নিমগ্ন অর্থাৎ অবিজ্ঞা ও কামকর্মাদি দ্বারা দেহাত্ম-বুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া দীনভাবে মোহগ্রস্তরূপে দুঃখ ভোগ কবে । [ সেই পুরুষই ] যখন উপাসনাদি সেবা দ্বারা পরিতুষ্ট ঈশ্বরকে দেহোপাদিসূক্ত হইতে ভিন্নরূপে দর্শন কবে, তখন সে এই পরমেশ্বরের মহিমা ( স্বপ্রকাশ আনন্দ স্বভাব ) প্রাপ্ত হইয়া বীতশোক অর্থাৎ শোকরহিত—মুক্ত হয় ॥ ৪ ॥ ৭ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । তত্রৈবং সতি সমানে বৃক্ষে শরীরে পুরুষো ভোক্তা অবিজ্ঞাকামকর্ম্মফল-রাগাদিগুরুভাবাক্রান্তোহলাবুরিব সমুদ্রজে নিমগ্নো নিশ্চয়েন দেহাত্মভাবমাপন্নঃ অয়মেবাহং অমুষ্য পুত্রোহস্ত নপ্তা কৃশঃ স্তূলো গুণবান্ নিগুণঃ স্ত্রী দুঃখীত্যেবংপ্রত্যযো নাটোহস্ত্যাদিতি জায়তে ত্রিয়তে সংযুজ্যতে চ সম্বন্ধিবাক্তবৈঃ । অতোহনীশয়া ন কস্তচিৎ সমর্থোহহম্, পুত্রো মম নষ্টঃ, মৃতো মে ভার্য্যা, কিং মে জীবিতেন—ইত্যেবং দীনভাবোহনীশা, তয়া শোচতি সন্তপ্যতে মুহমানোহনৈকৈবনর্থপ্রকারৈরবিবেকতয়া বিচित्रতা-মাপত্তমানঃ । স এব প্রেততির্ঘ্যাত্মনুষ্যাদিযোনিষাপতন্ দুঃখমাপন্নঃ কদাচি-দনেকজন্মশুদ্ধধর্ম্মসঞ্চয়ননিমিত্তং কেনচিৎ পরমকারুণিকেন দর্শিতযোগ-মার্গোহহিংসাসত্যব্রহ্মচর্য্যাসর্ব্বভ্যাগসমাহিতাত্মা সন্ শমাদিসম্ভ্রামো জুষ্টিং সেবিতমনেকযোগমার্গৈর্ষদা যস্মিন্ কালে পশ্চতি ধ্যায়মানোহস্তং বৃক্ষো-পাদিলক্ষণাদিলক্ষণমংসারিণং অশনায়াত্তসংস্পৃষ্টং সর্কাস্তরং পরমাত্মান-মীশং—অয়মহমস্মি আত্মা সর্ব্বস্ত সমঃ সর্ব্বভূতান্তরস্থঃ, নেতরোহবিজ্ঞা-জনিতোপাদিপরিচ্ছিন্নো মায়াশ্চেতি, বিভূতিং মহিমানমিতি জগদ্রপ-মশ্চৈব মহিমা পরমেশ্বরশ্চেতি ষ্টেদং পশ্চতি, তদা বীতশোকো ভবতি সর্ব্বম্বাছোকসাগরাবিমুচ্যতে কৃতকৃত্যো ভবতীত্যর্থঃ । অথবা জুষ্টিং যদা পশ্চাত্যন্যমীশং অশ্চৈব প্রত্যগাত্মনো মহিমানমিতি, তদা বীতশোকো ভবতি ॥ ৪ ॥ ৭ ॥

( জীব ) ও পরমায়া । ‘সুপর্ণা’ অর্থ উত্তম গমনশীল, অথবা পক্ষীর সঙ্গে সাদৃশ্য থাকায় সুপর্ণ পদবাচ্য । সমুজা—সর্বদা সংযুক্ত ( কখনও বাহাদের ছাড়া ছাড়ি নাই ), ‘সখায়া’ অর্থ বাহাদের নাম ও অভিব্যক্তির কারণ, তুল্য, এমন । উহা বা উভয়ে এবস্তুত হইয়া একই বৃক্ষে একই শরীরে সমাশ্রিত আছে । বৃক্ষের জায় শরীরও উচ্ছেদশীল ( ধ্বংসশীল ), এই জন্ত এখানে শরীরকে বৃক্ষ বলা হইয়াছে । সেই দুই এর মধ্যে একটা—অবিদ্যা ও কামবাসনাবিশিষ্ট লিঙ্গশরীরো-পাধিব্যক্ত বিজ্ঞানাত্মা ( জীব ) স্বাচ্ছন্দ্যে অবিবেকবশতঃ নানাবিধ বৈচিত্র্যানুভূতিরূপ স্বাদযুক্ত পিপ্পল অর্থাৎ কর্মফল—সুখদুঃখ উপভোগ করে, আর অত্রটা অর্থাৎ নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মূলতত্ত্বভাব পরমেশ্বর ভোগ না করিয়া কেবল দর্শনকরত অবস্থান করে ॥ ৪ ॥ ৬ ॥

ভাস্ক্যানুবাদ । এইরূপ সিদ্ধান্ত অবধারিত হইলে পর, [ বুঝিতে হইবে, ] অবিদ্যা, কামনা, কর্ম, এবং কর্মফল ও তদ্বশে অন্তরাগরূপ গুরুভারে আক্রান্ত ভোক্তা ( জীব ) সমুদ্রে নিমগ্ন অলাবুব ( লাউএর ) মত বৃক্ষরূপে কলিত একই শরীরে নিমগ্ন হইয়া অর্থাৎ নিশ্চয়রূপে দেহতাদাত্মা বা দেহাত্ম্যভাব প্রাপ্ত হইয়া—এই দেহই আমি, আমি অমূকের পুত্র, অমূকের নপ্তা ( নাতি ), আমি কৃশ, আমি স্থূল, গুণবান্, নিগুণ, সুখী দুঃখী এবং এতদতিরিক্ত আর আত্মা নাই, ইহাই জন্মে মরে এবং বন্ধুবান্ধবগণের সহিত মিলিত হয়—এবংবিধ প্রতীতিসম্পন্ন হয় । এই কারণে অনীশাবশতঃ—আমি কোন বিষয়েই সমর্থ নহে, আমার পুত্র নষ্ট ও ভার্য্যা মৃত্যুগ্রস্ত এবংবিধরূপে যে, দীনভাব, তাহার নাম অনীশা ( প্রভুত্বের অভাব ), তদ্বারা শোকাগ্নিত বা সন্তপ্ত হয় । বিবেক জ্ঞানের অভাবে অনেক প্রকার অনর্থ দ্বারা বিমোহিত ও বৈচিত্র্য প্রাপ্ত হইয়া শোক সন্তাপ অনুভব করিয়া থাকে ।

সেই জীবট প্রেত-পশুপক্ষী ও মনুষ্যাাদিষোনিতে পরিভ্রমণ কবত দুঃখ প্রাপ্ত হয়, অনেক-জন্মক্ষিত শুদ্ধ ধর্ম্মবলে কখনও কোনও দয়ালু পুরুষের নিকট যোগমার্গোপদেশ লাভ করিয়া অহিংসা, সত্যপরায়ণতা, ব্রহ্মচর্য্য ও সর্ব্বত্যাগ বা অপরিগ্রহ, এই সমস্ত উপায়ে সমাহিতচিত্ত ( একাগ্রচিত্ত ও শমদমাদি সাধন-সম্পন্ন হইয়া তদগতচিত্ত হয়, তখন ভিন্ন অর্থাৎ বৃক্ষরূপে কলিত দেহ-উপাধি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ, অসংসারী ক্ষুধা-পিপাসাদি সংসাবধর্ম্মে অসম্পৃষ্ট পঞ্চ-কোষেরও পরবর্ত্তী পরমেশ্বর পরমাঙ্গাকে ‘আমি এই পরমাঙ্গরূপ’ এই ভাবে দর্শন করে, এবং এই আত্মা সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থিত সর্ব্বত্র সমাস, এবং এতদতিরিক্ত অবিদ্যাকৃত উপাধিসংযুক্ত মায়িক অত্র আত্মা নাই, আর তখন অনুভব করে যে, এই জগৎ ‘এই পরমেশ্বরেরই মহিমা অর্থাৎ বিভূতি বা ঐশ্বর্য্য । যখন এইরূপ দর্শন করে—অন্তরে অনুভব করে, তখন বীতশোক হয়, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার শোক-সাগর হইতে বিমুক্ত হয়, সর্ব্বতোভাবে কৃতার্থতা লাভ করে । অথবা, যখন কর্মফলভোক্তা দেহাতিরিক্ত এই জীবকে এই পরমাঙ্গারই মহিমারূপে দর্শন করে, তখন বীতশোক হয়,—শোকোত্তীর্ণ হয় ॥ ৪ ॥ ৭ ॥

খাচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্

যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ ।

যন্তং ন বেদ কিমূচা করিষ্যতি

য ইত্ত্বিহুস্ত ইমে সমাসতে ॥ ৪ ॥ ৮ ॥

ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি

ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি ।

সরলানুবাদঃ । [ পুনরপি তন্মহিমানমাহ—“ঋচঃ” ইত্যাদিনা ] । ঋচঃ ( নিয়তপাদা মজ্জাঃ, বেদা ইত্যশয়ঃ ) অক্ষরে ( অবিকারে ) পরমে ( নিরতিশয়ে ) ব্যোমন্ ( ব্যোমি ) আকাশকরে ব্রহ্মণীত্যাঃ ) [ তৎপ্রতিপাদকতয়া বর্ত্তন্তে ইতি শেষঃ । ] যস্মিন্ ( ঋগদিষ্টানে ব্রহ্মণি ) অধিবিশ্বে ( বিশ্বাদিকাঃ সৰ্ব্বে ) দেবাঃ অগ্নাদয়ঃ ( ভূতানি বা ) নিষেদুঃ ( নিষাঃ অবস্থিতাঃ ) । যঃ এতং ( বিশ্বাদিষ্টানং পরমাত্মানং ) ন বেদ ( ন বিজানাতি ), [ সিঃ ] ঋচা ( বেদোক্তেন কৰ্ম্মণা ) কিং করিষ্যতি ( ন কিমপীতিভাবঃ ) । যে ( অধিকারিণঃ ) ইৎ ( ইৎ ) তৎ ( তৎ পরমেশ্বরং ) বিদুঃ ( জানন্তি ), তে ইমে ( বেত্তারঃ ) সমাসতে ( সম্যক ব্যাপকত্বেন তিষ্ঠন্তি ব্রহ্মাত্মনা তিষ্ঠন্তীতিভাবঃ ) ॥৪॥৮॥

সরলানুবাদঃ । ইদানীং তন্মৈবাক্ষবস্ত ব্রহ্মণঃ সৰ্ব্বশ্রুত্বমাহ—“ছন্দাংসি” ইতি । ছন্দাংসি ( বেদাঃ ) যজ্ঞাঃ ( জ্যোতিষ্টোমাদয়ঃ ), ক্রতবঃ ( সংকল্পাঃ—

নূতানুবাদঃ । ঋক্ অর্থ ছন্দোবদ্ধ বেদবাক্য, কিন্তু এখানে “ঋচঃ” অর্থ বেদত্রয় । সেই বেদত্রয় এই অক্ষরে ( অবিকারী ) পরম ব্যোমে আকাশতুল্য ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ বেদত্রয়ই এই অক্ষর ব্রহ্মেব প্রতিপাদক । বিশ্বের উৎকৃষ্ট দেবগণ এই অক্ষর ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত আছেন । যে লোক তাঁহাকে না জানে, ঋকের দ্বারা ( বেদোক্ত কৰ্ম্ম দ্বারা ) সে কি করিবে ? পরন্তু যাহারা তাঁহাকে উক্ত প্রকারে জানে, তাহারা ব্যাপক ব্রহ্মভাবে অবস্থান করে ॥৪॥৮॥

শাক্তরভাষ্যম্ । ইদানীং তদ্বিদঃ কৃতার্থতাং দর্শয়তি—ঋচ ইতি । বেদত্রয়বেত্তে অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ ব্যোম্মাকাশকর যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ আশ্রিতাতিষ্ঠন্তি । যন্তং পরমাত্মানং ন বেদ কিমূচা করিষ্যতি । য ইৎ তদ্বিহুস্ত ইমে সমাসতে কৃতার্থাতিষ্ঠন্তি ॥ ৪ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ । এখন আত্মদর্শীদিগের কৃতার্থতা প্রদর্শন করিতেছেন—ঋচ ইত্যাদি । দেবগণ বেদত্রয়বেত্ত ও আকাশের ত্রায় নির্লেপ বিশ্বাধার বা বিশ্বের অতীত যে অক্ষরে ( পরমাত্মায় ) আশ্রিত আছেন, যে লোক সেই পরমাত্মাকে জানে না, সে বেদবিজ্ঞা দ্বারা ( কেবল কৰ্ম্মজ্ঞান দ্বারা ) কি করিবে ? পরন্তু যাহারা তাহাকে ( পরমাত্মাকে ) জানে, তাহারা ই কৃতার্থ হইয়া থাকে ॥৪॥৮॥

যস্মান্ মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ

তস্মিন্শ্চাত্মো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ ॥ ৪ ॥ ৯ ॥

উপাসনানি ), ব্রতানি ( চান্দ্রায়ণাদীনি ), ভূতং ( অতীতং ), ভব্যং ( ভবিষ্যৎ ) [ চকারাৎ বর্তমানং চ ], যচ্চ ( যদপি অত্রং কিঞ্চিং পশুপ্রভৃতি ) বেদাঃ বদন্তি ( প্রতিপাদয়ন্তি ), এতৎ ( যথোক্তরূপম্ ) বিশ্বং ( জগৎ এব ) মায়ী ( মায়াদীশ্বরঃ পরমেশ্বরঃ ) অস্মাৎ ( অক্ষরাৎ ব্রহ্মণঃ ) সৃজতে ( উৎপাদয়তি ) । অত্রঃ ( অবিবেকী জীবঃ ) মায়য়া ( মায়াদীনতয়া ) তস্মিন্ ( বিশ্বাস্মিন্ ) সন্নিরুদ্ধঃ অবিভা বিশগো ভূহা ভ্রাম্যতীত্যর্থঃ ) ॥৪॥৯॥

মূলানুবাদঃ । ঋক্ প্রভৃতি চারিবেদ, জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞ, ক্রতু-সকল অর্থাৎ নানাপ্রকার উপাসনা, চান্দ্রায়ণাদি ব্রত, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান, এবং এতদতিরিক্ত আরও যাহা বেদশাস্ত্র প্রতিপাদন করে, এই বিশ্বপ্রপঞ্চকে সেই মায়াবী ঈশ্বর সেই সর্বাধিষ্ঠানভূত অক্ষর ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি করিয়া থাকেন । অত্র অর্থাৎ মায়াপরবশ জীব সেই বিধেতেই মায়ী দ্বারা আবদ্ধ হয়, অর্থাৎ মায়াব বশবর্তী হইয়া সংসার-সাগরে পরিভ্রমণ করে ॥৪॥৯॥

শাক্ষরভাষ্যম্ । ইদানীং তৈত্তিরিয়ারশ্রু মায়োপাধিকজগৎসৃষ্টং তন্নিমিত্তং ভেদেন দর্শয়তি—ছন্দাংসীতি । ছন্দাংসি ঋগ্ যজুঃসামাথর্ষাঙ্গিরসাখ্যা বেদাঃ, দেবযজ্ঞাদয়ো যুপসম্বন্ধরহিতবিহিতক্রিয়াশ্চ যজ্ঞাঃ, জ্যোতিষ্টোমাদয়ঃ ক্রতবঃ । ব্রতানি চান্দ্রায়ণাদীনি । ভূতং অতীতং । ভব্যং ভবিষ্যৎ । যদিও তয়োর্মধ্যবস্তি বর্তমানং সৃচয়তি । চশব্দঃ সমুচ্চয়ার্থঃ । যজ্ঞাদিদ্বাধ্যে কস্মিণি প্রপঞ্চে ভূতাদৌ চ বেদা এব মানমিত্যেতদ্বদন্তি । যজ্ঞদঃ সর্কত্র সম্বধ্যতে । অস্মাৎ প্রকৃতাদক্ষরাদ ব্রহ্মণঃ পূর্বোক্তং সর্কমুৎপত্ত ইতি সম্বন্ধঃ । অবিকারিব্রহ্মণঃ কথং প্রপঞ্চেপাদানস্থানত্যত আহ—মায়ীতি । কুটস্থস্যপি স্বশক্তিবশাৎ স্বকীয়ই সমুপপন্নমিত্যেতৎ । বিশ্বং পূর্বোক্তপ্রপঞ্চং সৃজতে উৎপাদয়তি । স্মায়য়া কল্পিতে তস্মিন্ ভূতাদিপ্রপঞ্চে মায়ৈবাত্ম ইব সন্নিরুদ্ধঃ সম্বন্ধঃ অবিভাবশগো ভূহা সংসারসমুদ্রে ভ্রমর্তীত্যর্থঃ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ । অতঃপর, সেই অক্ষর-পদবাচ্য পরমাত্মাই যে, মায়াক্রপ উপাধির সাহায্যে উপাদান ও নিমিত্তকারণরূপে জগৎসৃষ্টি করেন, তাহাই এখন প্রদর্শন করিতেছেন—“ছন্দাংসি” ইতি । মূলের ‘চ’ শব্দটী সমুচ্চয়ার্থক অর্থাৎ ‘এবং’ অর্থে প্রযুক্ত । ‘যৎ’ পদটী অতীত ও ভব্যের মধ্যবর্তী বর্তমানের সূচক, এবং ছন্দঃ প্রভৃতি সকলের সহিত উহার সম্বন্ধ । ‘ছন্দাংসি’ অর্থ—ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ববেদ, যজ্ঞ—অর্থাৎ প্রশিদ্ধ দেবযজ্ঞাদি এবং বেদ-বিহিত যে সকল ক্রিয়াতে যুপের ব্যবহার নাই, সেই সকল ক্রিয়া, ক্রতু—জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যাগ, ব্রত—চান্দ্রায়ণাদি ব্রত, যাহা অতীত, যাহা ভব্য অর্থাৎ ভবিষ্যৎ ( হইবে ), যাহা বর্তমান । এবং [ বেদসমূহ আরও যাহা কিছু বলে, ] এ সমুদয় এই অক্ষর ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয় । [ ‘বেদা বদন্তি’ কথার

মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্বান্ মায়েনস্তু মহেশ্বরম্ ।

তস্তাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সৰ্ব্বমিদং জগৎ ॥৪॥১০॥

সম্বল্লাহঃ । অতঃপরং জগৎপ্রকৃতের্মায়াতং, তদধিষ্টাতৃশ্চ ব্রহ্মণো মায়িত্বং প্রদর্শয়তি—“মায়াতং তু” ইতি ॥

প্রকৃতিং ( প্রাপ্তকৃত্যং জগদুপাদানভূতং ) তু মায়াতং ( মায়াসংজ্ঞিতং ) বিদ্বাতং ( জানীয়াং ), মহেশ্বরং ( পরমেশ্বরং ) তু ( পুনঃ ) মায়িনং ( মায়াতাঃ অধিপতিং ) [ বিদ্বাতং ] । যদ্বা, মায়াতং তু প্রকৃতিং ( জগদুপাদানভূতং বিদ্বাতং, মায়িনং ( মায়াবিনং ) তু মহেশ্বরং ( সর্বনিয়ামকং ) [ বিদ্বাদিতি সম্বন্ধঃ ] । অস্ত্র ( মায়িনঃ ) অবয়বভূতৈঃ ( অবয়বভেদে কল্পিতৈঃ বস্তুভিঃ ) তু ( এব ) ইদং সৰ্বং জগৎ ব্যাপ্তম্ ( পূর্ণমিত্যর্থঃ ) ॥৪॥১০॥

মূলানুবাদে । পূৰ্বে যাহাকে জগতের প্রকৃতি বা উপাদান বলা হইয়াছে, সেই প্রকৃতিকেই মায়া বলিয়া জানিবে, এবং মহেশ্বরকে অর্থাৎ জগৎ স্রষ্টাকে মায়াবী বলিয়া জানিবে । ইহারই অবয়বভূত অর্থাৎ অবয়বরূপে কল্পিত বস্তু সমূহের দ্বারা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত অর্থাৎ পরিপূর্ণ রহিয়াছে ॥৪॥১০॥

শাক্তরভাষ্যম্ । পূৰ্ব্বোক্তায়াঃ প্রকৃতের্মায়াতং তদধিষ্টাতৃসচ্চিদানন্দ-রূপব্রহ্মণস্তদুপাদিবশামায়িত্বঞ্চ । চিদ্রূপস্ত মায়াবশাৎ কল্পিতাবয়বভূতৈঃ কার্য্য-করণসত্ত্বাতৈঃ সৰ্বং ভূবাদীদং পরিদৃশ্তমানং জগদ্ব্যাপ্তক্ষেত্ৰাৎ—মায়াস্থিতি । জগৎপ্রকৃতিভেদাধস্তাৎ সৰ্বত্র প্রতিপাদিতা প্রকৃতিস্মাৎইবেতি বিদ্বাষিজানীয়াৎ । তু শব্দোহবধারণার্থঃ । মহাংশটাসাবীশ্বরশ্চেতি মহেশ্বরস্তং মায়িনং মায়াতাঃ সত্ত্বাক্ৰুত্বাদিপ্রদতয়া অধিষ্ঠানভেদে প্রেরয়িতারমেব বিদ্বাদিতি পূৰ্বেণ সম্বন্ধঃ । তস্ত প্রকৃতস্ত পরমেশ্বরস্ত রজ্জ্বাভ্যুপাধানেষু কল্পিতসর্পাদিস্থানীদৈশ্চামায়িতৈঃ স্বাবয়ব-বৈরধ্যাসদ্বা ইদং ভূবাদি সৰ্বং ব্যাপ্তমেব পূর্ণমিত্যেৎ । তুশব্দস্বধারণার্থঃ ॥৪॥১০॥ অভিপ্রায় এই যে, ] পুরুষসাধ্য যজ্ঞাদি ক্রিয়া, জগৎপ্রপঞ্চ ও ভূতাদির অস্তিত্ব বিষয়ে বেদই একমাত্র প্রমাণ ।

ভাল, নির্বিকার ব্রহ্মে জগতের উপাদান-কারণতা কিরূপে সম্ভবে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—‘মায়ী’ ইতি । ব্রহ্ম কুটস্থ ( নির্বিকার ) হইলেও, স্বীয় মায়াশক্তিবশে তাহার সর্বশ্রষ্টৃত্ব অর্থাৎ জগদুপাদানত্ব সম্ভবপূর্ণ হয় (১) । মায়ী ( পরমেশ্বর ) উক্ত ( ছন্দঃ প্রভৃতি ) প্রপঞ্চ সৃষ্টি করিয়া থাকেন । স্বমায়াকল্পিত

(১) অভিপ্রায় এই যে, যাহা রূপান্তর বা অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহাকে বিকারী বলে । বিকারশীল বস্তুই উপাদান কারণ হইয়া থাকে । যেমন মৃত্তিকা বিকারশীল বস্তু, তাহা ঘট শরা প্রভৃতির উপাদান কারণ হয় । ব্রহ্ম যখন নির্বিকার, তখন তাহার উপাদান কারণত্ব অসম্ভব হইতে পারে । এইজন্য বলিতেছেন, ব্রহ্ম স্বয়ং অবিকারী হইলেও তাহার শক্তি—মায়া নির্বিকার নহে । মায়াই তাহার শরীরস্থানীয় । সেই মায়াশক্তি জগৎ-প্রপঞ্চাকারে পরিণত হয়, আর চৈতন্যরূপে তিনি সৃষ্টির নিগিতকাৰণ হন মাত্র ।

যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো  
যস্মিন্মিদং স চ বিচৈতি সৰ্বম্ ।

**সরলানুবাদ** । [ অথেনানীং তন্ত্বেব সৰ্বাধিষ্ঠানত্বং দৰ্শয়তি—“যো যোনিং” ইত্যাদি । ] যঃ একঃ ( অধিতীয়ঃ পরমেশ্বরঃ ) যোনিং যোনিং ( প্রতিযোনি সৰ্বমুৎপত্তিস্থানং ) অধিতিষ্ঠতি ( সত্তাপ্রদত্বেন অধিষ্ঠায় তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ), যস্মিন্ ( অধিষ্ঠাতরি পরমেশ্বরে ) ইদং ( সৰ্বং জগৎ ) সম্ভ্রতি ( সম্যক্ গচ্ছতি স্থিতি-

**মূলানুবাদ** । এক অধিতীয় যে পরমেশ্বর প্রত্যেক যোনিতে—উৎপত্তি-স্থানে অধিষ্ঠান করেন । [ অধিষ্ঠান অর্থ—সত্তাপ্রদান ও কার্যোন্মুখ করা । ] এবং এই সমস্ত জগৎ [ উৎপত্তিকালে ] যাহার আশ্রয়ে স্থিতি লাভ করে,

**শাক্তবিশ্বব্রহ্ম** । মায়্যা-তৎকার্যাদিযোনে: কূটস্থত্ব স্বশক্তিতোহধিষ্ঠাতৃত্বং বিয়দাদিকাৰ্য্যাণামুৎপত্তিহেতুত্বং, তেনৈব সৰ্বাধিষ্ঠাতৃত্বোপলক্ষিতসচ্চিদানন্দবিশ্বা ব্রহ্মাশ্রীত্যেকত্বজ্ঞানানুকূলঞ্চ দৰ্শয়তি—যো যোনিমিতি । যো মায়্যাবিনি-মুক্তানন্দৈকঘনঃ পরমেশ্বরঃ, যোনিঃ যোনিমিতি বীক্ষয়া মূলপ্রকৃতি-মায়্যা অবাস্তবপ্রকৃতযশ্চ সৃচিতাঃ । তাঃ প্রকৃতিঃ সত্ত্বশক্তিপ্রদত্বেনাধি-ষ্ঠায় তিষ্ঠতি অন্তর্য্যানিরূপেণ “য আকাশে তিষ্ঠন” ইত্যাদিশ্রুতে: । একো-সেই ভূতভৌতিক প্রপঞ্চাত্মক জগতে নিজেই অশ্রের মত অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন বশবর্তী হইয়া জীবরূপে সম্বিরুদ্ধ হন অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নবশে সংসার-সমুদ্রে ভ্রমণ করিয়া থাকেন ॥৪৥১৥

**ভাস্করানুবাদ** । পূর্বে যে প্রকৃতির কথা বলা হইয়াছে, সেই প্রকৃতিই যে মায়্যা, আর সেই প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা বা প্রবর্তক সৎ চিং আনন্দরূপী ব্রহ্মই যে, সেই প্রকৃতিসম্বন্ধ বশতঃ ‘মায়ী’-পদবাচ্য এবং সেই চৈতন্যরূপী ব্রহ্মেরই যে, মায়্যাকল্পিত অবয়বরূপ দেহেন্দ্রিয়সমষ্টি দ্বারা পৃথিবী অন্তরীক্ষ প্রভৃতি সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত, ইহা প্রতিপাদনের জন্ত বলিতেছেন—“মায়্যাং তু” ইতি ।

ইতঃপূর্বে সর্বত্র জগৎপ্রকৃতিরূপে অর্থাৎ জগতের উপাদান কারণরূপে বর্ণিত যে প্রকৃতি, তাহাকে মায়্যা বলিয়া জানিবে । “মায়্যাং তু” এই ‘তু’ শব্দের অর্থ অবধারণ, [ তাহাকে মায়্যা বলিয়াই জানিবে । ] যিনি মহান্ অথচ জৈশ্বর ( শাসন-শক্তিসম্পন্ন ), তিনি মহেশ্বর, তাহাকে মায়ী বলিয়া অর্থাৎ মায়্যার সত্তা ও প্রকাশ সম্পাদক এবং আশ্রয়প্রদরূপে প্রেরক বলিয়াও জানিবে ।

রজু প্রভৃতি আশ্রয়ে ঘেরূপ সর্পাদি কল্পিত হয়, ঠিক সেইরূপ পূর্বোক্ত পরমেশ্বরের মায়্যাকল্পিত অবয়ব দ্বারা অধ্যাসরূপে এই পৃথিব্যাদি সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত অর্থাৎ তাহার কল্পিত অবয়বের অধ্যাসে সমস্ত জগৎ পরিপূর্ণ । ঐশ্বর ‘তু’ অর্থ অবধারণ ( নিশ্চয় ), [ অবয়ব দ্বারা ব্যাপ্তই বুঝিতে হইবে । ] ॥৪৥১০॥

**ভাস্করানুবাদ** । কূটস্থ ব্রহ্মই মায়্যা ও মায়্যাকার্য্য যত কিছু আছে, সে সমস্তের যোনি ( উৎপত্তিস্থান ) । তিনি স্ববশে থাকিয়া ( মায়্যার অধীন না হইয়া )



তমীশানং বরদং দেবমীড্যং

নিচায্যোমাং শাস্তিমত্যন্তমেতি ॥ ৪ ॥ ১১ ॥

কালে স্থিতিং লভতে), বি + এতি = বোতি ( প্রলয়কালে বিলয়ং চ গচ্ছতি ) ।  
তং বরদং ( বরং সাধকাভীষ্টং দদাতীতি বরদং ), ঈড্যং ( স্তবনীয়ং ) দেবং  
( প্রকাশরূপং ) ঈশানং ( সৰ্বনিয়ন্তারং পরমেশ্বরং ) নিচায্য ( সাক্ষাৎকৃত্য )  
অত্যন্তং যথাস্থাং তপা, শাস্তিং এতি ( গচ্ছতি ) ॥ ৪ ॥ ১১ ॥

এবং [ প্রলয় কালে ] বিকার বা বিলয়প্রাপ্ত হয়, সাধক বরপ্রদ স্তবনীয় সেই,  
ঈশ্বরকে নিশ্চয়রূপে প্রত্যক্ষ করিয়া আত্যন্তিক শাস্তি লাভ করেন ॥ ৪ ॥ ১১ ॥

দ্বিতীয়ঃ । যস্মিন্মায়াধিষ্ঠাতরীশ্বরে ঈদং সৰ্বং জগদুপসংহারকালে  
সমেতি সঙ্গচ্ছতে লয়ং প্রাপ্নোতি । পুনঃ সৃষ্টিকালে বিবিধমেতি আকা-  
শাদিরূপেণ নানা ভবতি । তং প্রকৃতমধিষ্ঠাতারমীশানং নিয়ন্তারম্,  
বরদং মোক্ষপ্রদম্, দেবং স্তোতনাত্মকম্, ঈড্যং বেদাদিস্তুভ্যং, নিচায্য  
নিশ্চয়েন ব্রহ্মাহমস্মীতাপরোক্ষীকৃত্য—সুযুধ্যাদৌ প্রত্যক্ষীকৃত্য বা সৰ্বৌ-  
পরমলক্ষণা সার্বজনীনী শাস্তিঃ, সেদমা দর্শিতা, তাং প্রসিদ্ধামিমাং শাস্তিং সৰ্ব-  
দুঃখবিনিমুক্ত-সুখৈকতানস্বরূপাং মুক্তিমিতি যাবৎ । গুরুপদিষ্টতত্ত্বমাদি-  
বাক্যজ্ঞান-সুতত্ত্বজ্ঞানেনাবিচ্ছা-তৎকাৰ্য্যাদিবিশ্বমায়াবিস্তৃত্যাত্ম্যং পুনরাবৃত্তিরহিতং  
যথা ভবতি, তথা এতি একরসো ভবতীত্যেতৎ ॥ ৪ ॥ ১১ ॥

অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ আকাশাদি সমস্ত কাৰ্য্য বস্তুর উৎপত্তির হেতু, আমি সেই সৰ্বা-  
ধিষ্ঠাতৃত্বাবে উপলক্ষিত ( যুক্ত ) ( ১ ) সচ্চিদানন্দাত্মক ব্রহ্মস্বরূপ, এই ভাবে ব্রহ্মা-  
তৈজস্বজ্ঞানেই যে মুক্তি লাভ হয়, ইহা প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—“যো যোনিং”  
ইত্যাদি ।

মায়াভীত আনন্দধন এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর যে, যোনিতে যোনিতে অর্থাৎ  
প্রত্যেক উৎপত্তিকারণে, এখানে “যোনিং যোনিং” এই বীপ্-সা বা দ্বিকৃতি  
থাকায়, মূল কারণ মায়া ও অবাস্তর ( মধ্যবর্তী ) কারণ আকাশাদিও সৃচিত  
হইয়াছে । সেই সকল প্রকৃতিতে ( উপাদান কারণে ) সত্তাপ্রদরূপে অধিষ্ঠাতা  
হইয়া অন্তর্যামিরূপে অবস্থান করেন, যেহেতু শ্রুতিতে আছে যে, “যিনি আকাশে  
অবস্থান করত আকাশকে নিয়মিত করেন” ইত্যাদি । প্রলয় কালে এই সমস্ত  
জগৎ সেই মায়াধিষ্ঠাতা পরমেশ্বরে সমতা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ লয় প্রাপ্ত হয়, এবং  
সৃষ্টিকালে আবার বিবিধ রূপ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ আকাশাদি নানা আকারে প্রকটিত  
হয় । ঈশান—সৰ্বজগতের নিয়ন্তা, বরদ—মোক্ষপ্রদ, প্রকাশস্বভাব এবং  
বেদাদি শাস্ত্র বাহ্যর স্তুতি করিয়াছেন, সেই পূৰ্ব্বোক্ত অধিষ্ঠাতা ঈশ্বরকে নিশ্চিত-  
রূপে জানিয়া অর্থাৎ ‘আমিই সেই ব্রহ্ম, এইরূপে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া—সুযুপ্তি

( ১ ) উপলক্ষিত অর্থ—কাদাচিংক সম্বন্ধযুক্ত । বুঝিতে হইবে, ব্রহ্মের যে,  
অধিষ্ঠাতৃত্বাব, তাহা সকল সময় থাকে :না, অর্থাৎ কেবল সৃষ্টিকালে থাকে,  
প্রলয় কালে থাকে না ।

যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ

বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ ।

হিরণ্যগর্ভং পশ্যত জায়মানং

স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥ ৪ ॥ ১২ ॥

যো দেবানামধিপো

যস্মিন্লোকা অধিশ্রিতাঃ ।

সরলার্থঃ । [ সর্বকারণশ্চ তশ্চ সর্বাদিপত্যং, বুদ্ধিশুদ্ধয়ে মুমুকুভিঃ প্রার্থনীয়ত্বং চ প্রদর্শয়তি—“যো দেবানাম্” ইত্যাদি । ] অয়ং চ মন্ত্রঃ পূর্বে তৃতীয়াধ্যায়ে চতুর্থশ্লোকতয়া পঠিতঃ তত্রৈব রুতব্যাখ্যানশ্চেতি বিজ্ঞেয়ং ॥৪॥১২॥

সরলার্থঃ । পুনরপি মহাপ্রভাবত্বেন তত্রৈব প্রার্থনামাহ—“যো দেবানাম্” ইতি । ] যঃ ( পরমেশ্বরঃ ) দেবানাং ( ব্রহ্মাদীনাম্ ) অধিপঃ ( অধিষ্ঠায়

মূলানুবাদ । এই মন্ত্রটি ইতঃ পূর্বে তৃতীয় অধ্যায়েব চতুর্থ শ্লোকরূপে উক্ত হইয়াছে এবং সেখানেই ইহার ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে ॥ ৪ ॥ ১২ ॥

মূলানুবাদ । যিনি ব্রহ্মাদি দেবগণের অধিপতি, পৃথিব্যাদি সমস্ত লোক

শাক্ষরভাষ্যম্ । সূত্রাত্মনাং প্রত্যবিরতমভিমুখতয়া বীক্ষন্তং পরমেশ্বরং প্রতি অখণ্ডিততত্ত্বজ্ঞানসিদ্ধয়ে প্রার্থনামাহ—যো দেবানামিতি । পূর্বমেবাত্ম প্রতিপাদিতোহর্থঃ ॥ ৪ ॥ ১২ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ । ব্রহ্মপ্রযুখানাং দেবানাং স্বামিতামাকাশাদিলোকা-প্রয়ত্বং প্রমাত্রাদীনাম্ নিয়ন্তৃত্বং বুদ্ধিশুদ্ধিদ্বারা সমাগজ্ঞানসিদ্ধার্থং মুমুকুভিঃ প্রার্থ্যমানত্বঞ্চ পরমেশ্বরমাহ—যো দেবানামধিপ ইতি । প্রকৃতঃ পরমেশ্বরো সময়ে সর্ববিষয়-নিবৃত্তিকপ লোবপ্রাকীভূত যে শাস্তি প্রসিদ্ধ আছে, সেই প্রসিদ্ধ শাস্তি অর্থাৎ সর্বপ্রকার দুঃখসম্পর্কশূন্য একমাত্র আনন্দ-প্রবাহাত্মক মুক্তি প্রাপ্ত হয় । তখন গুরুর উপদেশলব্ধ “তং ত্বম্ অসি” ইত্যাদি বাক্যজ্ঞ উত্তম তত্ত্বজ্ঞানের ফলে অবিভা ও তৎকার্য্য মায়াময় বিশ্বপ্রবঞ্চ বিলীন হইয়া যায় ; এবং পুনরায় সংসারে যাহাতে আসিতে না হয়, সেইরূপে একরস ( ব্রহ্মস্বতাব ) হইয়া যায় ॥ ৪ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ । যিনি সূত্রাত্মার প্রতি সর্বদা দৃষ্টিরাখেন, অর্থাৎ যিনি সমস্ত সূক্ষ্মসূক্ষ্ম-উপহিত হিরণ্যগর্ভের কার্য্যে সহায়তা করেন, সেই পরমেশ্বরবিষয়ে জ্ঞানপ্রাপ্তির তত্ত্বজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করিতেছেন—“যো দেবানাং” ইতি ।

এই শ্রুতির অর্থ পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥ ৪ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ । পরমেশ্বরই যে, চতুর্শৃংখ ব্রহ্মপ্রভৃতি দেবগণের আশ্রয়, এবং জ্ঞাতাদিগের বুদ্ধিবৃত্তির নিয়ন্তা, আর মুমুকুগণকর্তৃক চিত্তশুদ্ধিপূর্বক তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্ত প্রার্থিত হন, ইহা বলিতেছেন—“যো দেবানাং” ইত্যাদি ।

য ঙ্গেশেহস্ত দ্বিপদশচতুষ্পদঃ

কুশ্লে দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৪ ॥ ১৩ ॥

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মং কলিলস্ত মধ্য

বিশ্বস্ত্র স্রষ্টারমনেকরূপম্ ।

পাতা ), লোকাঃ ( ভূবাদয়ঃ ) যস্মিন্ ( পরমকারণে ) অধিশ্রিতাঃ ( আশ্রিতাঃ ), যঃ অস্ত্র দ্বিপদঃ ( মনুষ্যাদেঃ ) চতুষ্পদঃ ( পশ্বাদেঃ ) ঙ্গেশে ( ঙ্গে—শাস্তি ), [ তস্মৈ ] কুশ্লে ( কায়—অখণ্ডানন্দরূপায় ব্রহ্মণে ) হবিষা ( চরপুরোডাশাদিনা ) বিধেম ( পরিচরেম ইত্যর্থঃ ) ॥ ৪ ॥ ১৩ ॥

সরলার্থঃ । পুনরপি স্তোতি—“সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম” ইতি । সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মং ( অণোরপ্যাণীয়াংসং ) কলিলস্ত্র ( জগদারম্ভকানামপাং বৃহদস্ত্র পূর্বাভাস কলিলং, তস্ত্র ) মধ্য ( অভ্যন্তরে ) বিশ্বস্ত্র ( জগতঃ ) স্রষ্টারং অনেকরূপং ( কার্যাকারণাদি-ভেদেনাবভাসমানং ), তথা বিশ্বস্ত্র একং ( অদ্বিতীয়ং ) পরিবেষ্টিতারং যাহাতে আশ্রিত, এবং যিনি দ্বিপদ ও চতুষ্পদগণের শাসনকর্তা, সেই আনন্দঘন ব্রহ্মকে হবি দ্বারা আরাধনা করি ॥ ৪ ॥ ১৩ ॥

মূলানুবাদ । সূক্ষ্ম হইতেও অতি সূক্ষ্ম ( দুর্ভিজ্যেয় ), সৃষ্টিকালীন জলের যে, বৃহদাবস্থা, তাহারও পূর্ববর্তী কলিলাবস্থার মধ্যে থাকিয়া বিশ্বের দেবানাং ব্রহ্মাদীনামধিপঃ স্বামী । যস্মিন্ পরমেশ্বরে সর্বকারণে ভূবাদয়ো লোকা অধিশ্রিতাঃ অধি উপরি শ্রিতা অধ্যস্তা ইতি যাবৎ । প্রকৃতঃ পরমেশ্বরঃ অস্ত্র দ্বিপদো মনুষ্যাদেঃচতুষ্পদঃ পশ্বাদেঃশে ঙ্গে । তকারলোপশ্চান্দসঃ । কুশ্লে কায়ানন্দরূপায় । স্মৈভাবোহপি ছান্দসঃ । দেবায় দ্যোতনাস্থানে তস্মৈ হবিষা চরপুরোডাশাদিব্যেণ বিধেম পরিচরেম । বিধেঃ পরিচরণ-কর্মণ এতদ্রূপম্ ॥ ৪ ॥ ১৩ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । পরশ্রুতিসূক্ষ্মত্বং জগচ্চক্রে সাক্ষিতেনাবস্থিতত্বং নিখিলজগৎস্রষ্টৃত্বং সর্বাঙ্কত্বং তত্তাদাত্মজ্ঞানাত্ম মুক্তিশ্চেত্যেতৎসংশোধিতত্বং প্রতিপাদিতং যত্বে, তথাপি বুদ্ধিসৌকর্য্যার্থং পুনরপ্যাহ—সূক্ষ্মেতি ।

প্রস্তাবিত যে পরমেশ্বর ব্রহ্মাদি দেবগণের অধিপতি—প্রভু, সর্বকারণরূপী যে পরমেশ্বরে পৃথিব্যাদি সমস্ত লোক ( ভোগস্থান ) সম্পূর্ণরূপে আশ্রিত অর্থাৎ আরোপিত রহিয়াছে, এবং যে পরমেশ্বর এই দ্বিপদ মনুষ্যাদি ও চতুষ্পদ পশু প্রভৃতি প্রাণীর শাসনকর্তা, “ঙ্গেশে” এখানে ‘ত’ অক্ষরটী লুপ্ত হইয়াছে, ‘ঙ্গে’ এইরূপ বৃত্তিতে হইবে । ‘ক’ অর্থ আনন্দ, দেব অর্থ প্রকাশস্বভাব, সেই পরমানন্দ-রূপ প্রকাশাত্মক পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে—চর পুরোডাশপ্রভৃতি হবির্জব্য দ্বারা পরিচর্যা ( সেবা ) করিব । এখানে বি+ধা ধাতুর অর্থ পরিচরণ—পরিচর্যা ॥৪॥১৩॥

ভাষ্যানুবাদ । যদিও ইতঃ পূর্বে পরমেশ্বরের অতিসূক্ষ্মত্ব, জগৎ-সাক্ষিকরূপে অবস্থান, সর্বজগৎস্রষ্টৃত্ব ও সর্বাঙ্কত্ব, এবং যাহারা তাহাকে অভিন্ন-

বিশ্বৈশ্চকং পরিবেষ্টিতারং

জ্ঞাহা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি॥ ৪ ॥ ১৪ ॥

স এব কালে ভুবনস্তাশ্চ গোপ্তা

বিশ্বাধিপঃ সৰ্বভূতেষু গুঢ়ঃ ।

( ব্যবস্থাপকং ) শিবং ( মঙ্গলরূপং পরমেশ্বরং ) জ্ঞাহা ( সাক্ষাৎকৃত্য ) অত্যন্তং  
যথাশ্রাং, তথা শান্তিঃ এতি ( মুচ্যতে ইত্যর্থঃ ) । [ অয়মপি মন্ত্রঃ তৃতীয়াধ্যায়ে  
ব্যাখ্যাতঃ ] ॥ ৪ ॥ ১৪ ॥

সরলার্থঃ । [ তদেকনিষ্ঠানাং মুক্তিফলং হুঃখনিবৃত্তিং চ দর্শয়তি—“স  
এব” ইতি ] ।

বিশ্বাধিপঃ ( বিশ্বপতিঃ ) সঃ ( প্রকৃতঃ ) পরমেশ্বরঃ এব ( নিশ্চয়ে ) কালে  
( স্থিতিকালে ) সৰ্বভূতেষু গুঢ়ঃ ( অন্তর্যামিতয়া অন্তববস্থিতঃ সন্ ) ভুবনস্ত গোপ্তা  
( রক্ষিতা ), যদ্বা, কালে ( কলারম্ভসময়ে ) [ প্রাক্তন-কস্মীনাংসারেণ ] ভুবনস্ত  
সৃষ্টিকর্তা অনন্তরূপে প্রকাশমান, এবং জগতের অদ্বিতীয় ভোগবিধাতা শিবকে  
অর্থাৎ আনন্দময় পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়া আত্মান্তিক শান্তি লাভ করে ॥৪॥১৪॥

মূলানুবাদঃ । বিশ্বের অধিপতি সেই পরমেশ্বরই উপযুক্ত সময়ে  
( স্থিতিকালে ) সৰ্বভূতের অন্তবে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া জগৎ রক্ষা করেন এবং দেবগণ ও

পৃথিব্যাণ্ডব্যাকৃতাস্তমুত্তরোত্তরং হৃদ্বহৃদ্বতরহৃদমপেক্ষোশ্বরস্ত তদপেক্ষয়া  
হৃদ্বতমহৃদমহ—হৃদ্বাতিহৃদ্বমিতি । কলিলজ্ঞাবিহা-তং কার্য্যাত্মকদুর্গম গহনস্ত  
মধ্যে । শেষং ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৪ ॥ ১৪ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ । পরস্ত সাক্ষিরূপেণাবস্থিতত্বং সনকাদিভির্ব্রহ্মাদি-  
দেবৈশ্চাধিকারিপুরুষৈরপ্যাশ্রিত্য প্রাপ্যত্বং সাধনচতুষ্টয়াদিত্যাদিনাং মোক্ষ-  
সিদ্ধিঞ্চাহ—স এবৈতি । স এব প্রকৃতঃ কালে অতীতকালে জীবসম্বন্ধিতকর্ম-  
পরিপাকসময়ে ভুবনস্ত গোপ্তা তত্তৎকস্মীনাংশুগতয়া রক্ষিতা । বিশ্বাধিপঃ  
বিশ্বস্বামী । সৰ্বভূতেষু গুঢ়ো ব্রহ্মাদিস্তদ্ব্যপ্যন্তেষু সাক্ষিমাত্রতয়াবস্থিতঃ ।

রূপে উপলব্ধি করেন, তাহাদের মুক্তি বা সংসার-বন্ধ-ক্ষয় হয়, এ সকল বিষয়  
বহুবার বর্ণিত হইয়াছে, তথাপি ঐ সকল বিষয়কে সহজে বুঝিগয়া করিবার নিমিত্ত  
আবারও বলিতেছেন—“হৃদ্ব” ইত্যাদি ।

হৃদ্ব পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া অব্যাকৃত বা হৃদ্ব ভূত—জড়বর্ণপৰ্য্যন্ত  
যে সকল ক্রমশঃ হৃদ্ব ও হৃদ্বতররূপে অবস্থিত, তদপেক্ষাও হৃদ্বতমভাবে বলিতেছেন—  
হৃদ্বাতিহৃদ্ব ইত্যাদি । বিহা ও বিহাশ্রুত সমস্তই হৃদ্ব বা গহন অর্থাৎ সহজ  
বুদ্ধির অগম্য, এই জন্ত ঐ সকলকে কলিল বলা হইয়াছে । সেই কলিলের মধ্যে  
[ স্থিত ] । অপর অংশ পূর্বেই ব্যাখ্যাত, [ এই জন্ত ব্যাখ্যা অনাবশ্যক ] ॥ ৪ ॥ ১৪ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ । পরমেশ্বরই যে, সৰ্বসাক্ষিরূপে বর্তমান, সনকাদি ঋষি-  
বৃন্দ ও বিভিন্ন কর্মাধিকারপ্রাপ্ত ব্রহ্মাদি দেবগণ ও যে, তাহাকে অভিন্নরূপে প্রাপ্ত

যস্মিন্ যুক্তা ব্রহ্মর্ষয়ো দেবতাশ্চ  
তমেবং জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশাংশি ছিনন্তি ॥ ৪ ॥ ১৫ ॥

গোপ্তা ( রক্ষকঃ—ব্যবস্থাপক ইত্যর্থঃ ) । দেবাঃ ব্রহ্মর্ষয়ঃ চ যস্মিন্ ( পরমেশ্বরে )  
যুক্তাঃ ( সমাহিতাঃ ভবন্তি ) । [ অল্লোহপি ] তং এবং ( যথোক্তরূপং ) জ্ঞাত্বা  
মৃত্যুপাশান্ ছিনন্তি ( মৃত্যুপাশাং মুচ্যতে ইত্যর্থঃ ) ॥ ৪ ॥ ১৫ ॥

ব্রহ্মর্ষিগণ যাহাতে সমাহিত থাকেন। যে লোক তাঁহাকে এই ভাবে জানে,  
সে লোক মৃত্যুপাশ ছেদন করে ॥ ৪ ॥ ১৫ ॥

যস্মিন্ চিদ্বন্দ্বানন্দবপুষি পরে যুক্তা ঐক্যং প্রাপ্তাঃ । তে কে ? ব্রহ্মর্ষয়ঃ  
সনকাদয়ঃ, দেবতাঃ ব্রহ্মাদয়ঃ । তমেবেশ্বরং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মাহমস্মীত্যপরোক্ষীকৃত্য  
মৃত্যুপাশান্, মৃত্যুরবিদ্ধা তমঃ রূপাদয়শ্চ পাশাঃ—পাশস্ত ইতি পাশান্তান্ ।  
মৃত্যুর্বেতমঃ ইতি শ্রুতেঃ । তৎকার্য্যকামকর্ম্ম ছিনন্তি নাশয়তি ঐক্যরূপ-  
স্বপ্রকাশগিণা দহতীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ ১৫ ॥

হন, এবং আগরাও যে, চতুর্বিধ সাধন সম্পন্ন ( ১ ) হইলে মোক্ষলাভ করিতে  
পারি, তাহা প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন—“স এব” ইত্যাদি ।

পূর্ব্বকথিত পরমেশ্বরই কালে—অতীত কল্পসমূহে জীবগণের পূর্ব্বদৃষ্ট  
কর্ম্মসমূহের যখন ফলপ্রদান সময়-উপস্থিত হয়, তখন, পূর্ব্বকথিত পরমেশ্বরই  
ভুবনের ( জগতের ) গোপ্তা অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের অনুকূলভাবে রক্ষক ( হন ) ।  
[ তিনিই ] বিশ্বের অধিপতি—স্বামী ( প্রভু ), এবং সর্ব্বভূতের মধ্যে গুঢ়  
অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণপর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সাক্ষিরূপে বিद्यমান । যাঁহারা  
সেই চিদানন্দমূর্ত্তি পরমেশ্বরে যুক্ত—অর্থাৎ একত্ব বা অভেদ প্রাপ্ত হন, তাঁহারা  
কাহারা ? না, সনকপ্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণ ও ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাগণ । সেই ঈশ্বরকেই  
অবগত হইয়া অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম, এইরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া সমস্ত মৃত্যুপাশ ছেদন  
করেন—বিনাশ করেন, ঐক্যবোধরূপ স্বপ্রকাশ অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া থাকেন ।  
এখানে ‘মৃত্যু’ অর্থ—অবিদ্ধা বা অজ্ঞানাক্রকার, এবং রূপরসাদি বিষয়, উহারা বন্ধন  
ঘটায় বলিয়া ‘পাশ’ পদ-বাচ্য । শ্রুতি বলিয়াছেন—“তমই মৃত্যু” ইতি । এখানে  
অবিদ্ধাজনিত কাম কর্ম্মও মৃত্যুপদে বুঝিতে হইবে ॥ ৪ ॥ ১৫ ॥

১ ( ১ ) চতুর্বিধ সাধন এইরূপ—১ । নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক, অর্থাৎ কোনটী  
নিত্য, আর কোনটী অনিত্য, ইহা পৃথক্ করিয়া জানা । ২ । ঐহিক ও পার-  
লৌকিক ভোগে বৈরাগ্য । ৩ । শম দমাদি ছয়টী গুণ থাকা । ৪ । মুমুক্শু—  
মুক্তিলাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা । এই চারিটী ধর্ম্ম মুক্তিলাভের প্রধান সহায় বলিয়া,  
‘সাধন’ নামে অভিহিত হইয়া থাকে ।

যুতাং পরং মণ্ডমিবাতিসূক্ষ্মং

জ্ঞাত্বা শিবং সৰ্বভূতেষু গৃঢ়ং ।

বিশ্বশৈকং পরিবেষ্টিতারং

জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সৰ্বপাশৈঃ ॥ ৪ ॥ ১৬ ॥

সরলানুবাদ । [ পুনরপি সদিজ্ঞানফলমাহ—“যুতাং পরম্”ইতি ] ।  
যুতাংপরং ( যুতোপরি বিद्यমানং ) মণ্ডং ( সারভাগং ) ইব অতিসূক্ষ্মং ( সূক্ষ্মং )  
বিশ্বস্ত একং ( অদ্বিতীয়ং ) পরিবেষ্টিতারং ( কৰ্ম্মফলপ্রদাতারং ) সৰ্বভূতেষু  
গৃঢ়ং দেবং শিবং জ্ঞাত্বা সৰ্বপাশৈঃ ( অবিজ্ঞাবাসনাদিভিঃ ) মুচ্যতে ( মুক্তো-  
ভবতীত্যর্থঃ ) ॥ ৪ ॥ ১৬ ॥

মূলানুবাদ । যুতের উপরিভাগে যে শব্দেব মত সারভাগ থাকে,  
তাহার আয় অতিসূক্ষ্ম, বিশ্বের কৰ্ম্মফলব্যবস্থাপক ও সৰ্বভূতের অন্তরে গৃঢ়ভাবে  
প্রকাশমান দেবকে ( পরমেশ্বরকে ) জানিয়া জীব সৰ্বপ্রকার বন্ধনপাশ হইতে মুক্ত  
হয় ॥ ৪ ॥ ১৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ । পরশ্রুতাত্ম্যাতিসূক্ষ্মতমহমানন্দাতিশয়বস্ত্বং নির্দোষ-  
বস্ত্বং জীবেষতি সূক্ষ্মতয়া স্বরূপেণাবস্থিতত্বং সৰ্বত্রাপি সত্তাদিপ্রদতয়া ব্যাপিত্বং  
তদেকত্বজ্ঞানাং পাশহানিকঞ্চ দর্শয়তি—যুতাদিতি । যুতোপরি বিद्यমানং  
মণ্ডং সারসুদ্বতামতিপ্রীতিবিষয়ো যথা, তথা মুমুকুণামতিসাররূপানন্দপ্রদেহেন  
নিরতিশয়প্রীতিবিষয়ঃ পরমাত্মা, তদ্বৎ যতসারবদানন্দরূপেণাত্ম্যসুহৃদ্বৎ জ্ঞাত্বা  
শিবমিত্যেতদ্ব্যাখ্যাতম্ । সৰ্বভূতেষু গৃঢ়ং ব্রহ্মাদিস্তত্বপর্যাস্তেষু জন্তুযু কৰ্ম্ম-  
ফলভোগসাক্ষিত্বেন প্রত্যক্ষতয়া বর্তমানমপি তৈস্তিরস্তুতেষ্বরভাবম্ । উত্তরাক্ষিঃ  
ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৪ ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ । এখন দেখান হইতেছে যে, পরমেশ্বরই অত্যন্ত সূক্ষ্মতম,  
নিরতিশয় আনন্দময়, সৰ্বদোষ বর্জিত, এবং সৰ্বজীবে অতি সূক্ষ্মভাবে স্বরূপতঃ  
বর্তমান, তাঁহার সত্তায়ই সকল বস্তু সত্তাবান্ হয়, এই জ্ঞাত্ব তিনি সৰ্বব্যাপী, এবং  
তাঁহাতে ও জীবতে একত্ব জ্ঞান হইলেই সমস্ত কৰ্ম্মপাশ বিনষ্ট হয়, এই সমস্ত  
বিষয় প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—“যুতাং” ইতি ।

যুতের উপরিভাগে মণ্ড (মাড়ের মত সারভাগ) থাকে, তাহা যেমন ভোক্তাদের  
পক্ষে অত্যন্ত প্রীতিকর, তেমনি মুমুকুগণের সম্বন্ধেও অতিশয় আনন্দপ্রদ বলিয়া  
পরমাত্মাও সৰ্বাধিক প্রীতির বিষয় বা প্রিয় বস্তু । পরমাত্মাকে উক্ত যুতসারের  
আয়, আনন্দপ্রদ বলিয়া অত্যন্ত সূক্ষ্ম শিবরূপ জানিয়া—। “শিবং” ইত্যাদি কথার  
অর্থ তৃতীয় অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । সৰ্বভূতে গৃঢ় ( প্রচ্ছন্ন ) কথার অভি-  
প্রায় এই যে, ব্রহ্মাদি স্তত্বপর্যাস্ত ( তূণ পর্যাস্ত ) সমস্ত প্রাণীতে জীবকৃত কৰ্ম্মফল-  
ভোগের সাক্ষীরূপে প্রত্যক্ষযোগ্যরূপে বর্তমান থাকিলেও অবিজ্ঞা ও কাম কৰ্ম্মাদি  
দ্বারা তাঁহার পরমেশ্বরভাব আচ্ছাদিত থাকে, [এইজ্ঞাত্ব গৃঢ় বলা হইয়াছে] ॥৪॥১৬॥

এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা

সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ ।

হৃদা মনীষা মনসাহভিকৃপ্তো

য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥ ৪ ॥ ১৭ ॥

সরলার্থঃ । বিশ্বকর্মা ( বিশ্বং কৰ্ম—কার্যং যন্ত, সঃ তথোক্তঃ ), মহাত্মা ( মহান্ আত্মা ) সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ । এষঃ দেবঃ ( পরমাত্মা ) হৃদা ( দ্বৈতব্রাহ্মিহারকেন নেতি নেতীত্বপদেশেন ), মনীষা ( আত্মানাত্মবিবেকবুদ্ধ্যা ), মনসা ( বিচারজাতাত্মিকাজ্ঞানেন ) অভিকৃপ্তঃ ( প্রকাশিতো ভবতি ) । যে এতৎ ( যথোক্তং তত্ত্বং ) বিদুঃ ( জানন্তি ) । তে অমৃতাস্তে ( মুক্তাঃ ) ভবন্তি ( মুচ্যন্ত ইত্যর্থঃ ) ॥ ৪ ॥ ১৭ ॥

মূলানুবাদ । বিশ্বকর্মা, মহান্ আত্মস্বরূপ, এবং সর্বদা প্রাণিহৃদয়ে গূঢ়ভাবে অবস্থিত এই দেবকে ( পরমাত্মাকে ) যাহারা জানে, তাহারা অমৃত হয়, অর্থাৎ মরণভয় হইতে মুক্ত হয় ॥ ৪ ॥ ১৭ ॥

শাক্তরত্নাশ্যন । নির্ভেদমুখৈকতানাত্মনো বিশ্বকৃৎ তদ্ব্যাপিত্বং সত্ত্বাসিত্তিরাশ্রয়মোক্ষরূপত্বকাহ—এষ ইতি । এষঃ প্রকৃতো দেবো দ্ব্যোতনাত্মকঃ । বিশ্বকর্মা মহাদিবিষ্মং কৰ্ম—ক্রিয়ত ইতি কৰ্ম, মায়াবেশাদ্ বিশ্বরূপ কার্যমশ্বেতি বিশ্বকর্মা । মহাশ্চাসাবাদ্ব্যেতি মহাত্মা সর্বব্যাপীত্যর্থঃ । সদা সর্বদা জনানাং হৃদয়ে পরমে ব্যোমি হৃদাকাশে জলাদ্যপাধিস্থ সূর্য্যপ্রতিবিশ্বব-  
স্নিবিষ্টঃ সম্যক্স্থিত ইত্যেতৎ । স এব সাক্ষিকপেণ হৃদা—হৃৎ হরণ ঠিতি শ্রবণাৎ ইরতীতি হৃৎ, তেন হৃদা নেতি নেতীতিনিষেধোপদেশেন । মনীষা অয়ং পুরুষার্থোহয়মপুরুষার্থোহয়মাশ্রয়মনাত্মাত্যেত্যেতয় বিবেকবুদ্ধ্যা । মনসা বিচারসাব্যেকজ্ঞানেন চ । অভিকৃপ্তঃ প্রকাশিতোহর্থৈকরস-  
ত্বেনাভিব্যক্ত ইত্যেতৎ । যে জনা সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ সত্ত্বাসিন এতৎ তত্ত্বমজ্ঞাদিবাক্যপ্রতিপাত্তৈকত্বরূপমর্থৈকরসমিতি যাবৎ, বিদুঃ ব্রহ্মাহ-  
মস্মাতপরোক্ষীকুর্যুঃ তে যথোক্তজ্ঞানিনোহমৃতাস্তে ভবন্তি অমরণধর্ম্যাপঃ পুন-  
রাবৃত্তিরহিতা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ । সর্বপ্রকার ভেদবর্জিত সুখমাত্র স্বরূপ হইয়াও তিনি যে, বিশ্বের কর্তা, বিশ্বব্যাপী, এবং সত্ত্বাসিগণের প্রাপ্তব্য মোক্ষস্বরূপ, ইহা প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন—“এষঃ” ইতি ।

• বর্ণনীয় এই প্রকাশময় ( দেব ) পরমেশ্বরই বিশ্বকর্মা অর্থাৎ মহত্ত্বাদিক্রমে সৃষ্ট বিশ্ব তাহারই কৰ্ম বা কার্য, মায়ায় সাহায্যে এই বিশ্বরূপ কার্য তাঁহার দ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়াছে, এইজন্ত তিনি বিশ্বকর্মা । মহান্ অথচ আত্মা—এই কারণে তিনি মহাত্মা অর্থাৎ সর্বব্যাপী । জলাদি স্বচ্ছ পদার্থে যেমন সূর্য্যর প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তেমনই প্রাণিগণের হৃদয়ে—পরম ব্যোমরূপ হৃদয়াকাশে

যদাহতমস্তন্ম দিবা ন রাত্রি-

ন্ন সন্ম চাসঙ্খিব এব কেবলঃ ।

**সন্নান্নার্থঃ** । [ কালত্রয়েহপি পরমাণ্মনঃ কূটস্থস্থং ভেদাভাসশূন্তত্বং চ দর্শয়িতুমাং—“যদা”ইতি ।

যদা ( যজ্ঞামবস্থায়ং ) অতমঃ ( তমসঃ অবিজ্ঞাবরণস্তাভাঃ ) [ নাসীৎ ], তং ( তদা ) দিবা ( দিবসং ) ন, রাত্রিঃ ( শরীরী ) ন, সৎ ( কারণং ) ন, অসৎ ( কার্য্যং ) চ ন, ( যদা সত্তাসত্তরোরোপোঃ চ ন ) । [ নহু তর্হি শূন্তবাদ

**মূলানুবাদঃ** । পরমেশ্বর যে, তিন কালেই কূটস্থ ও সর্বপ্রকার বিভাগ-শূন্ত, এখন তাহা প্রশ্ন করিতেছেন—“যদা”ইত্যাদি ।

যে সময় তমঃ অর্থাৎ অবিজ্ঞা ও তৎকার্য্য ছিল না, সে সময় দিবা ছিল না,

**শাক্তব্রহ্মানু** । কালত্রয়েহপি মুক্তৌ প্রলয়াদৌ চ পরমাণ্মা কূটস্থ ইতি নিশ্চয়াজ্জাগ্রৎ স্বপ্নয়োরাপি ভ্রান্ত্যা সদিদীয়দাবভাসঃ । বস্তুতস্ত সদা নির্ভেদ এবৈত্যাং—বদেতি । যদা যজ্ঞামবস্থায়নতমো ন তমোহস্তেত্যতমঃ তত্ত্বমাদিবা কাত্তজ্ঞানেন দীপস্থানীয়েন দগ্ধাবিজ্ঞাতংকার্য্যরূপতমস্বহাং, তদা তৎকালে ন দিবা দিবাবোপোহপি নাস্তি; ন রাত্রিস্তত্রোরোপোহপি নাস্তীতি সর্বব্রাহ্মসঙ্গঃ । ন সন্ সত্তাবোপোহপি । নাসন্ অভাবোরোপোহপি । তর্হি

তিনি সর্বদা সর্গনিষ্ঠ অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞান । ‘হৃদা’—হরণার্থক ‘হৃ’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ‘হৃৎ’ অর্থ হরণকারী, অবিজ্ঞাদি দোষের হরণকারী বলিয়া হৃদা অর্থ—“নেতি নেতি” (তিনি ইহা নহে ইহা) ইত্যাদি নিষেধক উপদেশবাক্য, তাহা দ্বারা, ‘মনীষা’ অর্থ—ইহা প্রকৃত পুরুষার্থ, ইহা প্রকৃত পুরুষার্থ নহে, ইহা আত্মা, উহা আত্মা নহে, এবংবিধ বিবেকবুদ্ধি, তাহা দ্বারা, এবং ‘মননা’ অর্থাৎ বিচারলভ্য একত্ব-জ্ঞানের দ্বারা সেই পরমেশ্বরই জীবের সাক্ষিকপে অভিকৃপ্ত হন, অর্থাৎ অথও আনন্দৈকরসরূপে প্রকাশিত হন ।

চতুর্বিধ সপ্ননসম্পন্ন যে সকল সন্ন্যাসী “তত্ত্বমসি” ইত্যাদি বাক্যপ্রতিপাত্ত অথও একরস ও একরূপ ( যাহার রূপভেদ নাই ) এই তত্ত্ব জানেন—“আগি ব্রহ্ম-স্বরূপ” এইরূপে উহা প্রত্যক্ষ করেন, তাহাও অর্থাৎ উক্তপ্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির অমৃত হন, অর্থাৎ নরগণভয়বহিত হন, সংসারে আব ফিরিয়া আইসেন না ॥ ৪ ॥ ১৭ ॥

**ভাষ্যানুবাদঃ** । যখন নিশ্চয় জানা নাষ্টেছে যে, পরমাণ্মা কালত্রয়েই মুক্তিতে এবং প্রলয়কালেও কূটস্থ অর্থাৎ নির্বিকার, তখন জাগ্রৎ অবস্থায়, ও স্বপ্নাবস্থায় যে, দৈবভাবভাস বা ভেদপ্রতীতি, তাহা নিশ্চয়ই ভ্রান্তিমূলক, প্রকৃত পক্ষে আত্মা চিৎ কালই ভেদশূন্ত, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—“যদা” ইত্যাদি ।

যখন—যে অবস্থায় ‘অতমঃ’ অর্থাৎ “তত্ত্বমসি” প্রতীতি বাক্যজনিত প্রদীপতুল্য তত্ত্বজ্ঞান-বহি দ্বারা অবিজ্ঞা ও অবিজ্ঞাকার্য্য দগ্ধ ইয়া যায়, তমের অভাব হয়,



তদক্ষরং তৎসবিতুর্বরেণ্যং

প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসূতা পুরাণী ॥ ৪ ॥ ১৮ ॥

আপতিতঃ ? ইত্যাহ—] কেবলঃ ( বিজ্ঞঃ ) শিবঃ ( আনন্দঃ ) এব। তৎ ( শিবরূপং ) অক্ষরং ( অবিকারি ), তৎ ( চ ) সবিতুঃ ( আদিত্যমণ্ডলাভিমানিনঃ পুরুষস্ত ) বরেণ্যং ( বরণীয়ং ) । তস্মাৎ ( অক্ষরাৎ শিবাৎ ) পুরাণী ( ব্রহ্মাদিপবম্পরয়া প্রাপ্তা শাস্ত্রতী ) প্রজ্ঞা ( তদ্ব্যবস্থাদিবাচ্যজ্ঞা বুদ্ধিঃ ) প্রসূতা ( বিবেকিষু ) প্রাপ্তা অনাদিসিদ্ধা বুদ্ধিরিতার্থঃ, ॥ ৪ ॥ ১৮ ॥

রাত্রি ছিল না, সৎ বা অসৎ ছিল না । সে সময় আদিত্যমণ্ডলাভিমানিনী দেবতার বরণীয় নির্বিশেষ আনন্দরূপ সেই অক্ষর অর্থাৎ কূটস্থ ব্রহ্মমাত্র ছিলেন । তাঁহা হইতেই পুরাণী প্রজ্ঞা অর্থাৎ গুরুপবম্পরাক্রমে আগত জ্ঞান বিবেকীপুরুষে প্রকটিত হইয়াছে ॥ ৪ ॥ ১৮ ॥

তত্ত্বং সর্বত্র শূন্যমেব জাতমিতি বৌদ্ধনতাবিশেষনাশঙ্ক্যাহ—শিব এবৈতি । শিব এব শুদ্ধস্বভাবো নিরাকারঃ, ন শব্দমেবেতি নিপাতার্থঃ । কেবলোহবিজ্ঞাদি-বিকল্পশূন্যঃ । তদক্ষরং তদ্বক্তৃস্বরূপং ন ক্ষবর্তীত্যক্ষরং নিত্যং তৎ তৎপদ-লক্ষ্যম্ । সবিতুর্বাদিত্যাদিমণ্ডলাভিমানিনো বরেণ্যং সমুজ্জনীযং প্রজ্ঞা—গুরুপদেষাং তদ্ব্যবস্থাদিবাচ্যজ্ঞা বুদ্ধিঃ । চকার এবকারার্থঃ । তস্মাচ্ছুদ্ধ-হেতোঃ প্রসূতা নিত্য বিবেকাদিমৎস্ত সন্ন্যাসিন ব্যাপ্তা পূর্ণস্বাক্ষরো । পুরাণী ব্রহ্মাণ্যমাব্য পবম্পরয়া প্রাপ্তা অনাদিসিদ্ধা ॥ ৪ ॥ ১৮ ॥

তখন দিবা নাই ও রাত্রি নাই অর্থাৎ তৎকালে দিবাবাত্রি ভেদকল্পনা নাই । সৎ ও অসৎ নাই, অর্থাৎ তৎকালে সত্তা বা অসত্তাব কল্পনা নাই ।

ভাল, তাহা হইলে ত বৌদ্ধসম্মত শূন্যই তত্ত্ব হইয়া পড়িল? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—না, “শিব এব” একমাত্র শিবই (আনন্দ মাত্র ছিল) । ‘এব’ শব্দের অভিপ্রায় এই যে, স্বভাবশুদ্ধ শিবই ছিলেন, শূন্য বা অভাব নহে। ‘কেবল’ অর্থ—অবিজ্ঞাকল্পিত ভেদশূন্য । তাহা অক্ষর—তাহার যেকোন স্বরূপ বলা হইয়াছে, তাহার ক্ষরণ—অন্তথাভাব হয় ন’, উহা নিত্য । তাহা ‘তৎ’ পদের লক্ষ্য, অর্থাৎ “তত্ত্ব-মসি” বাক্যস্থ ‘তৎ’ পদটী লক্ষণা দ্বারা তাঁহাকে বুঝায়, এবং তাহা সবিতার অর্থাৎ আদিত্যমণ্ডলাভিমানী পুরুষের বরণীয় বা আরাধ্য । প্রজ্ঞা অর্থ “তত্ত্বমসি” বাক্যজ্ঞ বুদ্ধি (জ্ঞান) । সেই বিশুদ্ধ কারণ হইতে পুরাণী—যাহা ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া গুরুপবম্পরাক্রমে প্রাপ্ত, সেই অনাদিসিদ্ধ (প্রজ্ঞা) সর্বদা বিবেকজ্ঞান-সম্পন্ন সন্ন্যাসিগণে পলিপূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছে ॥ ৪ ॥ ১৮ ॥

নৈনমূৰ্দ্ধং ন তিৰ্য্যকং ন মধ্যো পরিজগ্রভং ।

ন তস্য প্রতিমা অস্তি যন্ত নাম মহদ্যশঃ ॥ ৪ ॥ ১৯ ॥

ন সন্দর্শে তিষ্ঠতি রূপমন্ত্ৰ

ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্ ।

সরলানুবাদঃ । [পুনশ্চ মহিমান্বয়মাত্—“নৈনম্” ইতি] । এনং (পুরুষোক্তং পরমাত্মানং) উৰ্দ্ধং (উৰ্দ্ধ্বং) ৷ পরিজগ্রভং (পবিত্রঃ অগ্রহীৎ—ন প্রাপ্তবান্) [কোহপীতে শেষঃ] । তথা তিৰ্য্যকং (পার্শ্ববর্তিনং) ন, মধ্যো (মধ্যাবর্তিনং) ন পরিজগ্রভং । তন্ত্ৰ-তুলনাপি নাস্তীত্যাহ—তন্ত্ৰ (পরমাত্মনঃ) প্রতিমা (তুলা) ন অস্তি, যন্ত মহৎ (দিগাদিপরিচ্ছেদশব্দঃ) যশঃ (কীর্তিঃ—মহিমেত্যর্থঃ) নাম (অভিধানং বাচকমিত্যর্থঃ) ॥ ৪ ॥ ১৯ ॥

সরলানুবাদঃ । [অস্ত্রেজিয়াত্ববিষয়ত্বাৎ স্বাশ্রয়স্বরূপতাং চ দশয়তি—“ন সন্দর্শে” ইত্যাদি] ।

মূলানুবাদঃ । ইত্যাহে (পরমেশ্বরকে) কেহ উদ্ধে, পার্শ্বে বা মধ্যো দর্শন করে নাই, এবং মহৎ (লোকান্তিশাশী) যশঃ অর্থাৎ মহিমাই বাহ্যার নাম বা স্বরূপপ্রকাশক । জগতে তাঁহার প্রতিমা বা তুলনা নাই, [সুতবাৎ দৃষ্টান্ত বা উপমা দ্বারা তাঁহাকে বুঝান যায় না] ॥ ৪ ॥ ১৯ ॥

মূলানুবাদঃ । এই পবনেশ্বরের স্বরূপটী দর্শনপথে নাই, কেহুই

শাক্ষরভাষ্যম্ । কূটস্থ ব্রহ্ম উৰ্দ্ধাদিসু দিক্শু কেনাপ্যপরি-  
গ্রাহ্যমদ্বিতীয়ত্বাৎ কেনাপ্যুলিভ্যঃ কালদিগাণ্যনবচ্ছিন্নযশোরূপত্বাৎ—  
নৈনমিতি । এনং প্রকৃতঃ অপরিচ্ছিন্নরূপদ্বায়িবংশদ্বায়িরবয়বত্বাচ্চ উৰ্দ্ধাদিসু  
দিক্শু কশ্চিদপি ন পরিজগ্রভং পরিগ্রহীতুং ন শক্যুয়ং । তন্ত্ৰ তন্ত্ৰৈবেশ্বরস্তাখণ্ড-  
স্থতানুভবত্বাদেতাংশদ্বিতীয়াভাবাৎ প্রতিমা উপমা নাস্তি । যন্ত নাম মহদ্যশঃ  
যন্তেশ্বরস্ত নাম অভিধানং মহাদ্বিগাণ্যনবচ্ছিন্নং সৰ্ব্বত্র পবিপূর্ণং যশঃ কীর্তিঃ ॥৪॥১৯॥

ভাষ্যানুবাদঃ । কূটস্থ ব্রহ্ম উৰ্দ্ধাদি কোন দিকে কাহারো গ্রহণযোগ্য  
নহে, অদ্বিতীয়ত্ব নিষ্টক্কন কাহারো সঙ্গে তুলনার যোগ্য ও নহে, এবং তাঁহার যশঃ  
কাল ও দিগাদি দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে ; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—“নৈনং”  
ইত্যাদি ।

যেহেতু এই আত্মা সৰ্ব্বপ্রকার পরিচ্ছিন্নরহিত (অসীম) নিরংশ ও নিরবয়ব,  
সেইহেতু কেহই তাঁহাকে উৰ্দ্ধ-অথঃ প্রভৃতি দিকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না ।  
সেই পরমেশ্বর অখণ্ড আনন্দানুভবস্বরূপ এবং দ্বিতীয়রহিত, এইজন্ত তাঁহার  
প্রতিমা অর্থাৎ উপমা নাই । দিক্ প্রভৃতি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন মহৎযশ কীর্তিই  
বাহ্যার নাম অর্থাৎ কেবল কীর্তি দ্বারা বাহ্যার উল্লেখ মাত্র হয়, [তাঁহার প্রতিমা  
নাই] ॥ ৪ ॥ ১৯ ॥

হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এন-

মেবং বিহুরমৃতান্তে ভবন্তি ॥ ৪ ॥ ২০ ॥

অন্ত্ৰ ( পরমেশ্বরস্ত্ৰ ) রূপং ( স্বরূপং ) সন্দৃশে ( চক্ষুরাদিদর্শনপথে ) ন তিষ্ঠতি ( ইন্দ্রিয়াগোচর ইতি ভাবঃ । ) [ অতএব ] কশ্চন ( কশ্চিদপি জনঃ ) এনং চক্ষুশা ন পশ্চতি । যে হৃদিস্থং ( হৃদয়ে স্থিতং ) এনং এবং ( যথোক্ত-প্রকাৰং ) হৃদা ( অবিজ্ঞানারণা ) মনসা ( বুদ্ধ্যা ) বিহঃ ( জানন্তি ), তে অমৃতঃ ( মুক্তাঃ ) ভবন্তি ॥ ৪ ॥ ২০ ॥

ইহাকে চক্ষু দ্বারা দর্শন করে না । [ পবন ] যাহারা হৃদয়স্থ ইহাকে অবিজ্ঞানরহিত শুদ্ধমনে দর্শন করেন, তাঁহারা অমৃত—মুক্ত হন ॥ ৪ ॥ ২০ ॥

**শাক্তরভাষ্যম্ ।** ঈশশ্ৰেণ্ডিয়াত্ত্ববিষয়তা প্রত্যগ্ভূতাত্ম তদৈক্যজ্ঞানাত্ম মোক্ষতাক্ষাহ—ন সন্দৃশ ইতি । অস্ত্ৰ প্রকৃতেশ্বরস্ত্ৰ রূপং স্বরূপং রূপাদিরহিতং নির্বিশেষং স্বপ্রকাশাত্মগুণবাত্তভবং সন্দৃশে চক্ষুরাদিগ্রহণযোগ্যপ্রদেহে ন তিষ্ঠতি তদ্বিষয়ো ন ভবতীত্যেতৎ । ইন্দ্রিয়াগোচরবাদেইনং প্রকৃতং—চক্ষুরিত্যুপলক্ষণম্, সন্দেহজৈবপি কশ্চন কোচপি ন পশ্চতি তদ্বিষয়তয়া গৃহীতুং ন শক্যম্ । “যচ্চক্ষুশা ন পশ্চতি, যেন চক্ষুঃষি পশ্চতি” ইত্যাদিশ্রুতেঃ । হৃদা শুদ্ধবুদ্ধ্যা, এতদ্ব্যাপ্যাত্মং মনসেতি । হৃদিস্থঃ হৃদাশাস্ত্রহাস্তং প্রত্যক্ষয়া তত্রাবস্থিতম্ । যে সাধনচতুষ্টয়াদিযুক্তঃ সন্ন্যাসিনো যোগ্যাধিকারিণ এনং প্রকৃতং ব্রহ্মজ্ঞানমেবমিচ্ছং ব্রহ্মাত্মমাত্ম্যপবোক্ষেণ বিহঃজানন্তি, তেনা-পরোক্ষীকরণমহিমামৃতা ভবন্তি অমবগদমাণো ভবন্তি । মরণহেতুবিজ্ঞান-দেহজ্ঞানগিণা দন্ধদ্বয়ং পুনর্দেহাস্তবং ন ভজন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ ২০ ॥

**ভাষ্যানুবাদ্ ।** পরমেশ্বর যে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর ও জীবাত্ম-স্বরূপ এবং তদ্বিষয়ক একত্বজ্ঞানে যে, মোক্ষ হয়, তাহা বলিতেছেন—“ন সন্দৃশে” ইত্যাদি ।

এই পরমেশ্বরের যে, রূপাদিরহিত স্বপ্রকাশ অথও চৈতন্যস্বরূপ নির্বিশেষ রূপ, তাহা চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের গ্রহণযোগ্য স্থানে বর্তমান নহে, অর্থাৎ তাহার স্বরূপ কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয় হয় না । ইন্দ্রিয়ের অগোচর বলিয়াই এই ঈশ্বরকে কেহ কখনও কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা দেখিতে পায় না, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যরূপে ধরিতে সমর্থ হয় না, যেহেতু “যাহাকে চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না, পরন্তু যাহার সাহায্যে চক্ষু সকলকে দেখে” এইরূপ প্রতিবাক্য আছে । শ্রুতির চক্ষুঃষি ( চক্ষু ) পদটী অপর সমস্ত ইন্দ্রিয়েরও উপলক্ষক ( বোধক ) । ‘হৃদা’ অর্থ বিশুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা, ইহার ব্যাখ্যা পূর্বেই করা হইয়াছে । মনের দ্বারা, হৃদিস্থ হৃদয়াকাশরূপ শুভায় আত্মরূপে অবস্থিত উক্ত ঈশ্বরকে যাহারা—উপযুক্ত অধিকারযুক্ত সাধনচতুষ্টয় সম্পন্ন যে সন্ন্যাসিগণ ‘আমি ব্রহ্ম’ ইত্যাকারে অপারোক্ষভাবে জ্ঞানে প্রত্যক্ষ করে, তাঁহারা সেই প্রত্যক্ষীকরণের ফলে অমৃত হন, অর্থাৎ মরণধর্মরহিত হন । জ্ঞানগি দ্বারা মৃত্যুর কারণীভূত অবিজ্ঞান দোষ দন্ধ হওয়ায় তাহারা পুনরায় আর দেহ লাভ করে না ( মুক্ত হয় ) ॥ ৪ ॥ ২০ ॥

অজাত ইত্যেবং কশ্চিদ্ভীকঃ প্রপদ্যতে ।

রুদ্র বভে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিতাম্ ॥ ৪ ॥ ২১ ॥

• মা নস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ুসি

মা নো গোয় মা নো অশ্বেয় রীরিষঃ ।

**সরলানুবাদ ।** [ ইষ্টানিষ্টপ্রাপ্তি-পরিহারার্থং ভূয়োহপি তমেব প্রার্থয়তে—  
“অজাতঃ” ইত্যাদিমন্ত্ররূপেন ] ।

হে রুদ্র ( পরমেশ্বর ), কশ্চিদ্ভীকঃ ( কশ্চিদেব জনঃ ) ভীকঃ ( জননমবলক্ষণাৎ সংসারাব্যভীতঃ সন ) [ স্বঃ । অজাতঃ জন্মবহিঃ, [ স্মৃতবাং জন্মবলগাদিবহি-  
তোহপি ], ইতি ( অগ্ন্যং হেতোঃ ) [ দ্বাঃ ] এবং প্রপদ্যতে ( বক্ষকস্বেন আশ্রয়তে ) ।  
[ অতএব ] হে রুদ্র, তে ( তব ) বৎ দক্ষিণং ( অন্তকুলঃ, দক্ষিণদিগন্তি বা ) মুখং,  
তেন মাং ) নিতাম্ পোহি বক্ষ্যেত্বার্থঃ ॥ ৭ ॥ ২১ ॥

**মূলানুবাদ ।** পনবায় প্রাথনা করিতেছেন—হে রুদ্র ( পরমেশ্বর ), তুমি  
জন্মবহিত, [ স্মৃতবাং জন্মবলগাদি দুঃখবহিত ] এই কারণে লোকে সংসারভয়ে  
কাতর হইয়া তোমার শরণ লয় । হে রুদ্র, [ অতএব ] তোমার হাত দক্ষিণ অর্থাৎ  
আমাদের অন্তকুল মুখ, সেই মুখে আমাকে বক্ষা কর ॥ ৪ ॥ ২১ ॥

**শাক্তরভাষ্যম্ ।** ইদানীং তৎপ্রমাদাদেব ইষ্টানিষ্টপ্রাপ্তিপরিহারাবিতি  
মহা তমেব পরমেশ্বরং প্রার্থয়তে মন্ত্ররূপেন—অজাত ইতি । ইতিশব্দো  
হেতুর্থঃ । বস্মাত্তমেবাজাতো জন্মজরামরণায়াপিপাসাবিস্মবর্জিতঃ, উত্তরং সর্বং  
বিনাশি চঃখ্যবিতম্ । তস্মাজ্জন্মজরামরণায়াপিপাসাশোকমোহান্বিতাং  
সংসারাব্যভীকভীতঃ সন কশ্চিদেব এব পতত্বস্মামেব শরণ প্রাপ্ত্বো মাংদৃশো বা  
কশ্চিদং প্রপদ্যত ইতি প্রথমপুরুষমবদীয়তে । হে রুদ্র, বভে দক্ষিণং মুখং  
উৎসাহজননং ধাতমাহ্লাদিকবদমিতাধ্যাহাৰ্য্যং । অথবা দক্ষিণাং দিশি  
ভবৎ দক্ষিণং মুখং, তেন মাং পাহি নিতাম্ সর্বদা ॥ ৪ ॥ ২১ ॥

**ভাষ্যানুবাদ ।** তাঁহারই অচূর্ণাহে লোকের অভ্যষ্ট প্রাপ্তি ও অনিষ্ট  
পরিহার হইয়া থাকে, ইহা মনে করিয়া এখন দুইটী মন্ত্রে সেই পরমেশ্বরের নিকট  
প্রার্থনা করিতেছেন—“অজাতঃ” ইত্যাদি ।

“অজাত ইতি” এই স্থলের ‘ইতি’ শব্দের অর্থ—হেতু । যেহেতু তুমিই  
অজাত—জন্ম, জরা ও ক্ষুধাপিপাসাদি বস্মবর্জিত, অপর সমস্তই বিনাশী ও  
চঃখযুক্ত, সেই হেতু, জন্ম, জরা, মরণ, ক্ষুধা পিপাসা ও শোক মোহান্বিত সংসারভয়ে  
কাতর হইয়া মায়াপবশ একক [ আমিই ] তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, অথবা  
আমার ছায় অপর কোন লোকও শরণাগত হইতেছে—এইরূপে প্রথম পুরুষের  
প্রয়োগ ( প্রপদ্যতে ) হইয়াছে ।

হে রুদ্র, তোমার যে, দক্ষিণ মুখ—যাহা ধ্যান করিলে আনন্দ ও উৎসাহ  
জন্মায়, অথবা দক্ষিণ দিকে স্থিত যে দক্ষিণ মুখ, তাহা দ্বারা আমাকে সর্বদা রক্ষা  
• কর ॥ ৪ ॥ ২১ ॥

বীরান্ মা নো রুদ্ভ ভামিতোহবধী-

ইবিস্তন্তঃ সদমিৎ ত্বা হবামহে ॥ ৪ ॥ ২২ ॥

ইতি শ্বেতাস্থতরোপনিষৎসু চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

সরলানুবাদ। হে রুদ্ভ, [ ত্বা ] ভামিতঃ ( ক্রুদ্ধঃ সন্ ) নঃ ( অস্মাকং ) তোকে ( পুত্রে ), তথা তনয়ে ( পৌত্রে ), অথবা তোকে ( কণ্ঠাপ্তদ্রসাদারণে অপতো ) [ বিশেষণ ] তনয়ে ( পুত্রে ) মা রীরিষঃ ( হিংসাং মা কার্যীঃ ), তথা নঃ ( অস্মাকং ) আয়ুষি ( পূর্ণশতবর্ষরূপে ) মা [ রীরিষঃ ], নঃ গোষু গবাদিপশুষু মা নঃ অশ্বেষু মা, [ রীরিষঃ ]। তথা নঃ বীরান্ ( অস্মদীয়বীরপুরুষান্ ) মা বধীঃ ( ন হিংসি )। [ যতঃ ] ইবিস্তন্তঃ ( ইবিষা হবণীয়দ্রব্য-সম্ভারেণ যুক্তাঃ ) [ বয়ং ] সদং ( সদা ) ইৎ ( ইৎ ) ত্বা ( ত্বাং ) হবামহে ( রক্ষণার্থমামস্তয়ামহে ইত্যর্থঃ ) ॥ ৪ ॥ ২২ ॥

ইতি চতুর্থোহধ্যায়ব্যাখ্যা ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ। হে রুদ্ভ, তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদের পুত্র ও পৌত্র হিংসা করিও না, এবং আমাদের গো-পশুতে বা আমাদের অশ্বেতে হিংসা করিও না। বীর ভৃত্যগণকে বধ করিও না। কারণ, আমরা হবনযোগ্য দ্রব্যসম্ভার দ্বারা সর্বদা তোমাকে এই প্রকারে হোম বা আরাধনা করিয়া থাকি ॥ ৪ ॥ ২২ ॥

ইতি চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ ॥ ৪ ॥

শাক্তরভাষ্যম্। কিঞ্চ—মা ন ইতি। মা রীরিষ ইতি সর্বত্র সম্বধ্যতে। মা রীরিষঃ। রীরিষং মরণং বিনাশং মা কার্যীঃ। নোহস্মাকং তোকে পুত্রে তনয়ে পৌত্রে নঃ আয়ুষি। মা নো গোষু মা নোহশ্বেষু শরীরিষু। যো চাস্মাকং বীরা বিক্রমমন্তো ভূত্যান্তান্ হে রুদ্ভ ! ভামিতঃ ক্রোধিতঃ সমাবধীঃ। কস্মাৎ ? যস্মাদ্ভবিস্তন্তো ইবিষা যুক্তাঃ সদমিৎ ত্বা হবামহে সর্দৈব রক্ষণার্থমাহয়াম ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যশ্চ শ্রীশাক্তরভগবতঃ

কৃতৌ শ্বেতাস্থতরোপনিষদ্বাষ্যে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ। আরও এক কথা—“মা নঃ” ইতি। “মা রীরিষঃ” ( হিংসা করিও না ) এ কথাটির পরবর্ত্তী সর্বত্র সম্বন্ধ আছে। ‘মা রীরিষঃ’ অর্থ রেষণ—মরণ অর্থাৎ বিনাশ করিও না। আমাদের তোকে—পুত্রে, তনয়ে—পৌত্রে, আমাদের আয়ুতে ( জীবনে ), এবং আমাদের গো—পশুতে ও আমাদের অশ্বেতে হিংসা করিও না। আর বাহারা আমাদের বীর পুরুষ অর্থাৎ বিক্রমশালী ভূত্য, হে রুদ্ভ, তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকেও বধ করিও না। কি কারণে ? যেহেতু আমরা ইবিস্তন্তঃ হইয়া অর্থাৎ হবনীয় দ্রব্যযুক্ত হইয়া সর্বদাই এইরূপে হবন করিয়া থাকি অর্থাৎ রক্ষার জন্ত তোমাকে আহ্বান করিয়া থাকি, [ অতএব হিংসা করিও না ] ॥ ৪ ॥ ২২ ॥

ইতি চতুর্থ অধ্যায়ের ভাষ্যানুবাদ ॥ ৪ ॥

## পঞ্চমোহধ্যায়ঃ

দে অক্ষরে ব্রহ্মপরে ত্বন্তে

বিদ্যাবিদ্ধে নিহিতে যত্র গৃঢ়ে ।

ক্ষরস্ববিদ্যা হয়তং তু বিদ্যা

বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে যন্ত মোহন্তঃ ॥ ৫ ॥ ১ ॥

**সরলার্থঃ** । [চতুর্থাদ্যায়োক্তমেবার্থং বিশেষণে দর্শয়িতুমাং—“দে অক্ষরে” ইত্যাদি]

দে বিদ্যাবিদ্ধে (বিদ্যা চ অবিদ্যা চ) যন (যস্মিন্) ব্রহ্মপরে (ব্রহ্মণঃ—হিরণ্য-গর্ভাদপি শ্রেষ্ঠে) অনন্তে (দেশকালাদিক্রান্ত-পরিচ্ছেদবহিতে) অক্ষবে (ব্রহ্মণি) গৃঢ়ে (নিহিতে অনভিব্যক্ততয়া স্থিতে) [ভবতঃ] । [তত্র কা বিদ্যা, কা বাবিদ্ধেত্যপেক্ষায়ামাহ] ক্ষরং তু (ক্ষরণহেতুঃ সংসারকারণং যং, তদেব) অবিদ্যা (অত্র অবিদ্যাপদবাচ্যা), অমৃতং তু (অমরণহেতুঃ—মুক্তিকারণং পুনঃ) বিদ্যা (বিদ্যাপদবাচ্যা) । যঃ তু (পুনঃ) বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে (ঈর্ষ্যে—শাস্তি), স (শাসকঃ) অন্তঃ (বিদ্যাবিদ্যাভ্যাং পৃথক্—পবনেশ্বর ইত্যর্থঃ) ॥ ৫ ॥ ১ ॥

**মূলানুবাদঃ** । [চতুর্থ অধ্যায়ের শেষভাগে যে পবনেশ্বরের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহারই বিবৃতির জন্ত এই পঞ্চম অধ্যায় আরম্ভ হইতেছে] ।

হিরণ্যগর্ভাননক ব্রহ্মারও অতীত এবং দেশকালাদিমীনাবহিতে যে-অগণ ব্রহ্মে বিদ্যা ও অবিদ্যা প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত আছে, এবং যিনি উক্ত বিদ্যা ও অবিদ্যার শাসনকর্তা, তিনি উক্ত বিদ্যা ও অবিদ্যা হইতেও অন্ত, অর্থাৎ বিদ্যা ও অবিদ্যাব অতিরিক্ত পবনেশ্বর । এখানে অবিদ্যা অর্থ—যাহা কিছু সংসারকারণ, তৎসমুদয়, আর বিদ্যা অর্থ—যাহা কিছু অমৃতের (মুক্তির) কারণ, তৎসমস্ত ॥ ৫ ॥ ১ ॥

**শাক্তরভাস্তম্** । চতুর্থাদ্যায়শেষমণ্ডকার্থং প্রতিপাদয়িতুং পঞ্চমোহধ্যায় আৰম্ভতে—দে অক্ষর ইত্যাদিনা । দে বিদ্যাবিদ্ধে যস্মিন্নক্ষবে ব্রহ্মণে হিরণ্যগর্ভাৎ পরে ব্রহ্মপরে পরস্মিন্ বা ব্রহ্মণি অনন্তে দেশতঃ কালতো বস্তুতো বা অপরিচ্ছিন্বে । যত্র যস্মিন্ দে বিদ্যাবিদ্ধে নিহিতে স্থাপিতে গৃঢ়েহর্নাভবাক্তে । বিদ্যাবিদ্ধে বিবিচ্য দর্শয়তি—ক্ষরং স্ববিদ্যা ক্ষরণহেতুঃ সংসৃতিকারণম্ । অমৃতস্ত বিদ্যা মোক্ষহেতুঃ । বস্ত পুনর্বিদ্যাবিদ্ধে ঈশতে নিয়মরতি, স তাভ্যামন্তস্তংসাক্ষিত্বাং ॥ ৫ ॥ ১ ॥

**ভাস্যানুবাদঃ** । চতুর্থ অধ্যায়ের শেষভাগে যে, অভিনব বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই প্রতিপাদন কবির জন্ত এই পঞ্চম অধ্যায় আরম্ভ হইতেছে—“দে অক্ষরে” ইত্যাদি ।

দেশ, কাল ও বস্তু দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ নয়, এমন অনন্ত ব্রহ্মপব—ব্রহ্মা

যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো

বিশ্বানি রূপাণি যোনীশ্চ সৰ্ব্বাঃ ।

সরলানুবাদ। [ তমেব বিশিষ্য দর্শয়তি “যো যোনিং” ইত্যাদিনা । ]

যঃ একঃ ( পরমেশ্বরঃ ) যোনিং যোনিং ( প্রতিবস্ত ), তথা বিশ্বানি ( নিখিলানি ) রূপাণি ( লোহিতাদৌনি ) সৰ্ব্বাঃ যোনীঃ ( উৎপত্তিস্থানানি ) চ অধিতিষ্ঠতি ( অস্থায়ামিতহা নিয়ময়তি ), তথা বঃ অগ্রে ( সৃষ্টেরাদৌ ) প্রসূতং

মূলানুবাদ। যিনি এক হইয়াও প্রত্যেক স্থানে, সমস্ত রূপে ও সমস্ত উপাদানে ( উৎপত্তিস্থানে ) অধিষ্ঠান করেন, এবং যিনি কল্পেব আদিতে উৎপন্ন ঋষি কপিলকে দম্য জ্ঞান বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ করিয়াছিলেন, এবং

শাক্তরত্নাম্। কোহসাবিত্যাহ—যো যোনিমতি। যো যোনিং যোনিং স্থানং স্থানং “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্” ইত্যাদিনোক্তানি পৃথিব্যাदीনি অধিতিষ্ঠতি নিয়ময়তি। একোহদ্বিতীয়ঃ পরমাত্মা। বিশ্বানি রোহিতাদৌনি রূপাণি যোনীশ্চ প্রভবস্থানানি অধিতিষ্ঠতি। ঋষিং সৰ্ব্বজ্ঞমিত্যর্থঃ। কপিলং কনককপিলবর্ণং, প্রসূতং স্নেনৈবোৎপাদিতম্। হিরণ্যগৰ্ভং জনয়ামাস পূৰ্ব্বমিত্যেতাব জন্ম-শ্রবণাং, অতস্ত চাশ্রবণাং, উক্তবদ্র “যো ব্রহ্মাণং বিদধতি পূৰ্ব্বম্। যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ” ইতি বক্ষ্যমাণস্তাৎ। “কপিলোহগ্রজঃ” ইতি পুরাণবচনাং কপিলো হিরণ্যগৰ্ভো বা নির্দিষ্টতে।

“কপিলমিতিগবতঃ সৰ্ব্বভূতস্ত বৈ কিল।

বিষ্ণোঃশো জগন্মোহনাশায় সমুপাগতঃ ॥

কুন্তে বৃগে পরং জ্ঞানং কপিলাদিস্বরূপপুং।

দদানি সৰ্ব্বভূতান্ম সৰ্ব্বস্ত জগতো ভিতম্ ॥

৫৭ শক্তঃ সৰ্ব্বদেবানাং ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদামসি।

বাগস্বলবতাং দেবো যোগিনাং ৫৮ কুমারকঃ ॥

ঋষীণাঞ্চ বশিষ্ঠস্তং ব্যাসো বেদবিদামসি।

সাক্ষ্যানাং কপিলো দেবো রুদ্রাণামসি শঙ্করঃ ॥”

অর্থ হিরণ্যগৰ্ভ, তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, অথবা পরব্রহ্মরূপী যে অক্ষর ( নির্বিকার ব্রহ্ম, তাহাতে) বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই গুঢ় অর্থাৎ অব্যক্তভাবে নিহিত—স্থাপিত রহিয়াছে। এখন বিদ্যা ও অবিদ্যাকে পৃথক্ করিয়া প্রদর্শন করিতেছেন—যাহা ক্ষর—ক্ষরণের অর্থাৎ সংসার লাভের কারণ, তাহাই অবিদ্যা, আর অমৃত হইতেছে—বিদ্যা; কারণ, উহা মোক্ষের হেতু। যিনি উক্ত বিদ্যা ও অবিদ্যাকে নিয়মিত করেন, অর্থাৎ পরিচালিত করেন, তিনি ঐ বিদ্যা ও অবিদ্যা হইতে স্বতন্ত্র। কারণ, তিনি ঐ উভয়ের সাক্ষী বা সাক্ষাৎদ্রষ্টা ॥ ৫ ॥ ১ ॥

ভাষ্যানুবাদ। ইনি কে? তহুত্তরে বলিতেছেন—“যো যোনিম্” ইতি। এক অদ্বিতীয় যে পরমাত্মা প্রত্যেক যোনিকে সমস্ত স্থানকে অর্থাৎ “যিনি পৃথিবীতে থাকিয়া” ইত্যাদি প্রতিপদে পৃথিবী প্রভৃতিকে নিয়মিতভাবে পবি-

ঋষিং প্রসূতং কপিলং বস্তুমগ্রে

জ্ঞানৈর্বিভক্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ ॥ ৫ ॥ ২ ॥

ঋষিং কপিলং জ্ঞানৈঃ ( ধর্মজ্ঞানবৈরাগ্যস্বার্থ্যৈঃ ) বিভক্তি ( পুষ্পাতি ), জায়মানং ( উৎপন্নং ) চ পশ্যেৎ ( অপশ্রুদিত্যর্থঃ ) । [ সঃ অত্রঃ ইতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ ] ॥৫২॥

জন্মের পবণ দর্শন করিয়াছিলেন, [ তিনি জীব হইতে পৃথক্, এই পূর্ব্বে ক্রতির সহিত সম্বন্ধ ] ॥ ৫ ॥ ২ ॥

ইতি পরমিঃ প্রসিদ্ধাঃ । “তত্ত্বসুদানীষ্ট ভবনমাশ্রিত্য প্রবর্ততে কপিলং কবীনাং । স . যোড়শাস্ত্রে । পুরুষশ্চ বিষয়াক্ষিবাজমানং তমসঃ পবস্তাৎ” ইতি শ্রীয়েতে মুণ্ডকোপনিষদি । স এব বা কপিলঃ প্রসিদ্ধঃ, অগ্রে সৃষ্টিকালে যো জ্ঞানৈ-ধর্মজ্ঞানবৈরাগ্যস্বার্থ্যৈর্বিভক্তি বভাব, জায়মানঞ্চ পশ্যেদপশ্রুদিত্যর্থঃ ॥৫২॥

চালিত করেন, এবং লোচিতিদি সমস্ত রূপ ( বর্ণ ) ও সমস্ত যোনিকে—উৎপত্তি স্থানকে পবিচালিত করেন । যিনি পূর্বে প্রথমে অর্থাৎ আপনাই উৎপাদিত কপিলকে সুবর্ণমদণ কপিলবর্ণ হিবণ্যগর্ভকে সর্বজ্ঞ ঋষি করিয়াছিলেন । এখানে কপিল অর্থ হিবণ্যগর্ভই, কারণ, ক্রটিতে তাঁহারই উৎপত্তি শ্রবণ আছে, অত্রাব ( সাংখ্যবক্তা কপিলেব ) উৎপত্তি শ্রুতি নাই । বিশেষতঃ পরে ‘যিনি প্রথমে একাক্ষে উৎপাদন করেন, এবং যিনি তাঁহার উদ্দেশে বেদবিদ্যা প্রেরণ করেন, ব্রহ্মব হৃদয়ে বেদবিদ্যা উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশে [ নমস্কাব ], ইত্যাদি বাক্যে লক্ষ্যই প্রথমোক্তপত্তি ক্রটি হইবার এবং পূর্ণাংশাস্ত্রে ‘কপিল অগ্রজ অর্থাৎ সকলের অগ্রে জাত’ এইরূপ উক্তি থাকায় এখানে কপিল কথায় হিবণ্যগর্ভই নির্দিষ্ট হইয়াছে [ বুঝা যাইতেছে ] ।

‘জগজ্জনের মোহ বা অজ্ঞান-ব্রাস্তি বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত কপিল মুনি সর্ব-ভূতময় ভগবান্ বিষ্ণু অংশে আবির্ভূত হইয়াছেন । সত্যায়গে সর্বভূতের আত্মস্বরূপ বিষ্ণু কপিাদিকপ ধারণ করত সর্ব জগতের হিতকর পরমজ্ঞান ( আত্মজ্ঞান ) প্রদান করেন । [ হে দেব, ] তুমিই সমস্ত দেবতার মধ্যে ইন্দ্র, ব্রহ্মবিদগণের মধ্যে ব্রহ্মা, বলবান্দিগের মধ্যে বায়ু যোগীদিগের মধ্যে তুমি সনৎকুমার, ঋষিদিগের মধ্যে তুমি বসিষ্ঠ, বেদবিদগণের মধ্যে বেদব্যাস, সাংখ্য-দিগের ( আত্মজ্ঞানদিগের ) মধ্যে শঙ্কর ( শিব ) ।’ এই সকল পুরাণবচনে পরমর্ষি কপিল প্রসিদ্ধ আছেন । ( ১ ) সেই কপিলও হইতে পারেন, যিনি অগ্রে—সৃষ্টিকালে জ্ঞানের দ্বারা ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য দ্বারা ধারণ বা পোষণ করিয়া-ছিলেন, এবং উৎপত্তি সময়েও তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥ ২ ॥

( ১ ) উপরে চিত্রিত স্থলে ভাষ্যমধ্যে কতকটা বাক্য মুণ্ডকোপনিষদের বাক্য বলিয়া সন্নিবেশিত আছে । বস্তুতঃ মুণ্ডকোপনিষদে একরূপ কোনও বাক্য দেখা যায় না, অধিকন্তু উক্ত বাক্যটির অর্থও পরিষ্কৃত হয় না, এই কারণে অনুবাদে এই অংশ পরিত্যক্ত হইল । পাঠকগণ অর্থসঙ্গতি করিয়া লইতে চেষ্টা করিবেন ।



একৈকং জালং বহুধা বিকূৰ্ব-  
 ন্মস্মিন্ ক্ষেত্রে সংহরতোষ দেবঃ ।

ভূয়ঃ সৃষ্টা পতয়ন্তথেশঃ  
 সৰ্বাধিপত্যং কুরুতে মহাত্মা ॥ ৫ ॥ ৩ ॥

সৰ্বা দিশ উৰ্দ্ধমধশ্চ তিৰ্য্যাক্  
 প্রকাশয়ন্ ভ্রাজতে বদনডান্ । -

**সরলানুবাদ** । অপিচ, এষঃ ( উক্তঃ ) দেবঃ ( প্রকাশস্বভাবঃ ) মহাত্মা ( পরমাত্মা ) অস্মিন্ ক্ষেত্রে ( মায়াগয়ে জগতি ) একৈকং ( প্রত্যেকং ) জালং ( কৰ্ম্মফলং ) বহুধা ( সুরনরাদিভেদেন অনেকধা ) বিকূৰ্বন্ ( সৃষ্টিকালে সৃজন্ ) [ অন্তকালে ] সংহবতি ( সংহারং করোতি ) । ঈশঃ মহাত্মা ( পরমাত্মা ) ভূয়ঃ ( পুনরপি ) পতয়ঃ ( লোকপালাঃ ) [ তান্ ] তথা ( যথা পূৰ্ব্বকালে, তদ্বৎ ) সৃষ্টা ( উৎপাদ্য ) সৰ্বাধিপত্যং ( সৰ্বস্বামিতাং ) কুরুতে ( করোতীত্যর্থঃ ) ॥৫॥৩॥

**সরলানুবাদ** । কিঞ্চ, বহু ( যথা ) অনডান্ ( সূর্য্যঃ ) উৰ্দ্ধঃ অধঃ তিৰ্য্যাক্ চ সৰ্বা দিশঃ প্রকাশয়ন্ ভ্রাজতে ( শোভতে ), এবং ( তথা ) সঃ একঃ দেবঃ

**মূলানুবাদ** । এই দেব মহাত্মা ( পরমাত্মা ) এই মায়াগয়ে জগতে এক একটা জালকে অর্থাৎ কৰ্ম্মফলকে দেবমহম্মাদি নানাপ্রকারে সৃষ্টি করেন, আবার [ সংহাবকালে ] সংহার করেন । এই ঈশবট পুনরায় পূৰ্ব্বকল্পাত্মসারে লোকপাল প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া সকলের উপর আধিপত্য বা প্রভুত্ব করিয়া থাকেন ॥৫॥৩॥

**মূলানুবাদ** । অনডান্ ( সূর্য্য ) যেক্রপ উৰ্দ্ধ, অধঃ ও পার্শ্ব সমস্ত দিক্ প্রকাশ করিয়া শোভা পান, এইরূপ সেই এক অদ্বিতীয় বর্ণনীয় দেব ভগবানও

**শাক্তরভাষ্যন** । কিঞ্চ, একৈকমিতি । সুরনরতিৰ্য্যগাদীনাং সৃজতি জালমেকৈকং প্রত্যেকং বহুধা নানাপ্রকারং বিকূৰ্বন্ সৃষ্টিকালেহস্মিন্ মায়াস্বকে ক্ষেত্রে সংহরতোষ দেবঃ । ভূয়ঃ পুনর্যে লোকানাং পতয়ো মরীচাদয়ন্তান্ সৃষ্টা তথা, যথা পূৰ্ব্বস্মিন্ কল্পে সৃষ্টবান্, ঈশঃ সৰ্বাধিপত্যং কুরুতে মহাত্মা ॥ ৫ ॥ ৩ ॥

**শাক্তরভাষ্যন** । কিঞ্চ, সৰ্বা দিশ ইতি । সৰ্বা দিশঃ প্রোচ্যাত্মা উৰ্দ্ধমুপরিষ্ঠাদধশ্চাধস্তাং তিৰ্য্যাক্ পার্শ্বাদিশ্চ প্রকাশয়ন্ স্বায়তৈতত্ত্বজ্যোতিষা

**ভাষ্যানুবাদ** । অপিচ, “একৈকং” ইত্যাদি । স্বপ্রকাশ মহান্ আত্মা পরমেশ্বর এই সংসার-ক্ষেত্রে সৃষ্টিকালে সুরনর ও পশুপক্ষী প্রভৃতির এক একটা কৰ্ম্মফলরূপ জালকে—উহার প্রত্যেকটাকে আবার বহুপ্রকারে বিস্তৃত করিয়া অর্থাৎ নানা আকারে প্রকটিত করিয়া সংহার করেন । পুনরায়, মরীচি প্রভৃতি ঋষি, যাহারা লোকাধিপতি, তাহাদিগকে সেইরূপে অর্থাৎ পূৰ্ব্ব কল্পে যেক্রপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপে সৃষ্টি করিয়া সকলের উপর আধিপত্য করিতে-ছেন ॥ ৫ ॥ ৩ ॥

এবং স দেবো ভগবান্ বরেণ্যো-

যোনিঃস্বভাবান্ধিত্তিষ্ঠত্যেকঃ ॥ ৫ ॥ ৪ ॥

যচ্চ স্বভাবং পচতি বিশ্বযোনিঃ

পাচ্যাংশ্চ সৰ্বান্ পরিণাময়েদ্ যঃ ।

সৰ্বমেতদ্বিশ্বমধিত্তিষ্ঠত্যেকো-

গুণাংশ্চ সৰ্বান্ বিনিযোজয়েদ্ যঃ ॥ ৫ ॥ ৫ ॥

বরেণ্যঃ ভগবান্ ( পরমেশ্বরঃ ) যোনিঃস্বভাবান্ ( কারণাত্মকান্ পৃথিব্যাदीন্ পদার্থান্ ) অধিত্তিষ্ঠতি ( অধিষ্ঠায় নিয়ময়তীত্যর্থঃ ) ॥৫॥৪॥

**সম্বলানুবাদঃ** । কিংচ, যৎ [ যঃ ] চ বিশ্বযোনিঃ ( জগৎকারণং পরমেশ্বরঃ ) স্বভাবং ( অগ্নেরৌষধ্যং, জলশ্চ শৈত্যং ইত্যাদিকং ) পচতি ( নিষ্পাদয়তি ), যঃ সৰ্বান্ পাচ্যান্ ( পাকযোগ্যান্ ভূম্যাदीন্ পদার্থান্ ) পরিণাময়েৎ ( রূপান্তরম্ আপাদয়তি ) । যঃ একঃ সৰ্বং এতৎ বিশ্বং ( জগৎ ) অধিত্তিষ্ঠতি ( অধিষ্ঠায় নিয়ময়তি ), সৰ্বান্ গুণান্ ( সত্ত্বরজস্তমাসি ) বিনিযোজয়েৎ ( কার্য্যায় বিনিযোজয়তি প্রেরয়তীত্যর্থঃ ), [ এবংরূপং তৎ ইতি পবেণ সম্বন্ধঃ ] ॥৫॥৫॥

( পরমেশ্বরঃ ) সমস্ত যোনিঃস্বভাবকে অর্থাৎ স্বভাবতই কারণাত্মক পৃথিব্যাदि পদার্থ সমূহকে অধিষ্ঠানপূর্বক নিয়মিত ভাবে পরিচালিত করেন ॥৫॥৪॥

**মূলানুবাদঃ** । জগৎকারণ যে পরমেশ্বর বস্তুর স্বভাবকে ( যেমন অগ্নির উষ্ণতা ও জলের শীতলতা প্রভৃতি ) নিষ্পাদন করেন, যিনি পাকযোগ্য অর্থাৎ ভূমি প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থ পরিণামযোগ্য, সেই সমস্তকে বিভিন্নাকারে পরিণত করেন, যিনি একাকী এই সমস্ত জগৎ পরিচালিত করেন, এবং নক্ষত্র, রজঃ ও তমোগুণকে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োজিত করেন । [ এতৎ সেই পরমেশ্বর ] ॥৫॥৫॥

প্রকাশতে ভাজতে দীপ্যতে জ্যোতিষা যৎ উ অনন্ডান্ বহুদিত্যর্থঃ । যথানন্ডান্-দিত্যো জগচ্চক্রাবভাসনে বৃত্তঃ, এবং স দেবো দ্যোতনস্বভাবো ভগবানৈশ্বর্য্যাদি-সমম্বিতঃ বরেণ্যো বরণীয়ঃ সত্ত্বজনীয়ঃ যোনিঃ কারণং কৃৎসন্ত্র জগতঃ স্বভাবান্ স্বাত্মভূতান্ পৃথিব্যাदीন্ ভাবান্, অথবা কারণস্বভাবান্ পৃথিব্যাदीনধিত্তিষ্ঠতি নিয়ময়তি । ঐকোহদ্বিতীয়ঃ পরমাত্মা ॥ ৫ ॥ ৪ ॥

**শাক্তব্রহ্মানুবাদঃ** । যচ্চ স্বভাবমিতি । যচ্চ যশ্চেতি লিঙ্গব্যত্যয়ঃ । স্বভাবং যদগ্নেরৌষধ্যং পচতি নিষ্পাদয়তি বিশ্বশ্চ জগতঃ যোনিঃ । পাচ্যাংশ্চ পাকযোগ্যান্ পৃথিব্যাदीন্ পরিণাময়েদ্যঃ । সৰ্বমেতদ্বিশ্বমধিত্তিষ্ঠতি নিয়ময়ত্যেকঃ । গুণাংশ্চ সত্ত্বরজস্তমোরূপান্ বিনিযোজয়েদ্ যঃ, এবং লক্ষণঃ ॥ ৫ ॥ ৫ ॥ •

**ভাস্ম্যানুবাদঃ** । আরও এক কথা, “সৰ্বা দিশঃ” ইতি । অনন্ডান্ ( আদিত্য ) যেরূপ স্বীয় জ্যোতি দ্বারা উৰ্দ্ধ, অধঃ ও তির্যক্—পার্শ্বগত পূৰ্বাদি সমস্ত দিক্ প্রকাশকরত আত্মজ্যোতিতে দীপ্তি পান, অর্থাৎ অনন্ডান্-পদবাচ্য

তদ্বদন্তুহোপনিষৎসু গৃঢ়ং

তদ্রক্ষা বেদতে ব্রহ্মযোনিম্ ।

যে পূৰ্বদেবা ঋষয়শ্চ তদ্বিহু-

স্তে তন্ময়া অমৃত্য বৈ বভূবুঃ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

**সরলার্থঃ** । তৎ ( পবমান্বতস্তৎ ) বেদগুহোপনিষৎসু ( বেদানাং গুহাঃ রহস্তাশ্চক্ৰাৎ গোপনীয়াঃ উপনিষদঃ, তাসু ) গৃঢ়ং ( প্রচ্ছন্নতয়া বর্ণিতং ) [ অস্তি ] ; ব্রহ্মা ( হিরণ্যগর্ভঃ ) ব্রহ্মযোনিং ( ব্রহ্মণঃ কাৰণং, বেদপ্রমাণকং বা ) তৎ ( তৎ ) বেদতে ( জানাতি ) । যে পূৰ্বদেবাঃ ( প্রাচীনা দেবতাঃ রুদ্রাদয়ঃ ) ঋষয়ঃ ( বামদেবাদয়ঃ ) চ তৎ ( পরমান্বতস্তৎ ) বিহুঃ ( জানন্তি ), তে তন্ময়াঃ ( ব্রহ্মাত্মাভাঃ সন্তঃ ) অমৃত্যঃ ( মুক্তাঃ ) বভূবুঃ ॥৫৥৬॥

**মূলানুবাদ** । তিনি ( পবমেশ্বর ) বেদমাত্র উপনিষাদ গৃঢ় ( অতি অক্ষুটভাবে বর্ণিত ) আছেন ; ব্রহ্মা অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ সেই ব্রহ্মযোনিকে নিজেরও কারণকে ) জানেন । যে সকল পূৰ্বদেব—রুদ্র প্রভৃতি প্রাচীন দেবতা এবং ঋষি বামদেব প্রভৃতি তাঁহাকে জানিয়াছেন, তাহারা তন্ময় ( ব্রহ্মময় ) ও অমৃত ( মুক্ত ) হইয়াছেন ॥৫৥৬॥

**শাক্তরভাষ্যম্** । কিন্তু, তদতি । তৎ প্রকৃতমাত্মস্বরূপং বেদানাং গুহোপনিষদো বেদগুহোপনিষদঃ, তাসু বেদগুহোপনিষৎ গৃঢ়ং সংগতং ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভো বেদতে জানাতি ব্রহ্মযোনিং বেদপ্রমাণকামত্যাঃ । অথবা ব্রহ্মণো হিরণ্যগর্ভস্য যোনিং বেদস্ত বা, যে পূৰ্বদেবা রুদ্রাদয় ঋষয়শ্চ বামদেবাদয়ঃ তদ্বিহুস্তে তন্ময়াশ্চাত্মভূতাঃ সন্তঃ অমৃত্য অমরণধর্ম্যাণো বভূবুঃ । তথৈদানীন্তনোহপি তমেব বিদিত্বামৃতো ভবতীতি বাক্যশেষঃ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

আদিত্য যেমন জগৎ-মণ্ডলের প্রকাশনে নিরত, তেমনি দেব—প্রকাশস্বভাব ভগবান্ জ্ঞানাদি-ঐশ্বর্য্যসম্বিত বরেণ্য—বরণীয় অর্থাৎ পরমারাধ্য সেই এক—অদ্বিতীয় পরমাশ্রা জগতের সমস্ত যোনিস্বভাবকে অর্থাৎ নিজেরই স্বরূপভূত পৃথিব্যাদি পদার্থ সমূহকে, অথবা কারণস্বভাব অর্থাৎ স্বভাবতঃ কারণশক্তিযুক্ত পৃথিবীপ্রভৃতি ভূতবর্গকে অধিষ্ঠান করেন, অর্থাৎ যথানিয়মে পরিচালিত করেন ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

**ভাষ্যানুবাদ** । “যচ্ স্বভাবঃ” ইতি । যৎ শব্দটী ক্রীবলিঙ্গে আছে, উহাকে পুংলিঙ্গে পরিবর্তিত করিতে হইবে । যিনি বিশ্বের—জগতের যোনি অর্থাৎ কারণস্বরূপ হইয়া স্বভাবকে—যেমন অগ্নির উষ্ণতা, সে সকলকে পরিনিষ্পন্ন করেন, এবং যিনি পাচ্য—পাকযোগ্য ( উত্তাপে যাহাদের পরিবর্তন ঘটে, এইরূপ ) পৃথিবী প্রভৃতি পদার্থকে বিপরিনত করেন অর্থাৎ পাক দ্বারা রূপান্তরিত করেন, আর যিনি সমস্ত জগৎকে অধিষ্ঠিত থাকিয়া নিয়মপূর্বক পরিচালনা করেন, তিনি এবংবিধ ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

গুণান্নয়ো বঃ ফলকর্ম্যকর্তা

কৃতশ্চ তস্মৈব স চোপভোক্তা ।

স বিশ্বরূপস্ত্রিগুণস্ত্রিবর্গঃ

প্রাণাদিপঃ সঞ্চরতি স্বকর্মাভিঃ ॥ ৫ ॥ ৭ ॥

সন্ন্যাসার্থঃ । অতঃপরং “তত্ত্বমসি” বাক্যস্ত তৎ-পদার্থ- বর্ণনায়মুপক্রমতে  
“গুণান্নয়ঃ” ইত্যাদি । ] •

যঃ গুণান্নয়ঃ ( গুণানাং কামকর্ম্যদায়নাদীনাং অদ্বয়ঃ সৎসং যৎ, সঃ তথা ) .  
ফলকর্ম্যকর্তা ( কন্যার্থং যৎ কস্য, তস্যানুষ্ঠাতা ), সঃ চ (এব) কৃতশ্চ ( স্বাপত্তিতত্ত্ব )  
তত্ত্ব ( কর্মণঃ ) এব ( নিশ্চয় ) উপভোক্তা ( কস্যফলোপভোগী ) [ ভবতি ] । সঃ  
[ এব ] বিশ্বরূপঃ ( কস্মাত্ত্বসাবেণ দেবান্নবাদিরূপঃ ), ত্রিগুণঃ ( ত্রয়ো সত্ত্বাদিরূপা  
গুণা অস্মৈতি ত্রিগুণঃ ), ত্রিবর্গা ( ত্রীণি ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানার্থানি বর্ণ্যানি মার্গভেদা  
যন্তেতি তথা ), প্রাণাদিপঃ ( প্রাণস্য পঞ্চবৃন্তিমতঃ স্মৃতিপতিঃ—জীবঃ সন্ ) স্ব-  
কর্ম্মভিঃ ( ধর্ম্মাধর্ম্মকর্মে ) সঃ চরতি ( উর্দ্ধাধো লোকেষু ভ্রমতি ) ॥৫॥৭॥

মূলানুবাদ । যিনি জ্ঞান কস্যদায়নর সহিত নিবৃত্ত সৎসং, এইয়া ফল-  
প্রদ (সকাম) কর্ম্ম করেন, এবং তিনিই স্বকৃত সেই কর্ম্মের ফলও উপভোগ  
করেন । তিনিই সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্ত্বসাবে দম্ম অদম্ম ও জ্ঞানরূপ ত্রিবিধ পথে  
গমন করত প্রাণাদিপকূপে অর্থাৎ জীবরূপে স্বকর্মাভিসাবে সংসারে পবিভ্রমণ  
করেন ॥৫॥৭॥

শাক্তভাষ্যম । এতাবৎ তৎপদার্থ উপবর্গিতঃ, অথেনাদীনঃ তৎ-  
পদার্থমুপবর্ণয়িতুমুত্তরে মন্তাঃ প্রকুপ্তে—গুণান্নয় ইতি । গুণৈঃ কস্যজ্ঞান-  
কৃতবাসনাময়েরন্বয়ো যন্ত সৌহৃদ্যঃ গুণান্নয়ঃ । ফলার্থশ্চ কর্ম্মণঃ কর্তা, কৃতশ্চ  
কর্ম্মফলশ্চ স এবোপভোক্তা । স বিশ্বরূপো নানারূপঃ কার্যকারণোপচিতস্তাৎ ।  
ত্রয়ো সত্ত্বাদয়ো গুণা অন্তেতি ত্রিগুণঃ । ত্রয়ো দেবদানাদয়ো মার্গভেদা অন্তেতি  
ত্রিবর্গা । ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানমার্গভেদা অন্তেতি বা, প্রাণশ্চ পঞ্চবৃন্তেবদিপঃ সঞ্চরতি ।  
কৈঃ ? স্বকর্ম্মভিঃ ॥ ৫ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ । অপিচ, “তৎ” ইতি । বেদগুহ্য অর্থ উপনিষদ । যে  
আত্মতত্ত্বের প্রস্তাব চলিতেছে, তাহা বেদগুহ্য উপনিষৎসমুহে গৃহ—প্রচ্ছন্নভাবে  
নিহিত আছে । বেদই এই সকল বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ । এই কারণে উহা ব্রহ্ম-  
যোনি । ব্রহ্মা—হিরণ্যগর্ভই সেই পূর্বপ্রস্তাবিত আত্মার স্বরূপ জানেন, অথবা  
হিরণ্যগর্ভ নামক ব্রহ্মের যোনি, কিংবা ব্রহ্ম অর্থ বেদ, তাহার যোনি—ব্রহ্মযোনি ।  
যে সকল পূর্বদেব রুদ্রপ্রভৃতি এবং ঋষি বামদেব প্রভৃতি তাহা জানেন, তাহার  
তন্ময় হইয়া তাঁহারই স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া অমৃত—নরগভয়রহিত হইয়াছেন ।  
ইদানীন্তন লোকও তাঁহাকেই জানিয়া পূর্ববৎ অমৃত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ । এ পর্য্যন্ত ‘তৎ’-পদার্থ পরমাআর কথা বর্ণনা করা

অঙ্গুষ্ঠমাত্রো রবিতুল্যরূপঃ

সংকল্পাহঙ্কারসমন্বিতো যঃ ।

বুদ্ধেত্ত্বগুণেনাত্মগুণেন চৈব

আরাগ্রনাত্রোহ্যপরোহপি দৃষ্টঃ ॥ ৫ ॥ ৮ ॥

সরলার্থঃ । কিংচ, যঃ ( পরমাত্মা ) অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ ( অঙ্গুষ্ঠপরিমিতহৃদয়-  
সদৃশং অঙ্গুষ্ঠপরিমিতঃ ) রবিতুল্যরূপঃ ( সূর্যং প্রকাশঃ ), সংকল্পাহঙ্কারসমন্বিতঃ  
( ইদং মে, স্মাদিদং মে স্যাদিত্যাদিকপা ভাবনা সংকল্পঃ, গর্ভাপরপর্যায়ঃ অহঙ্কারঃ,  
তাভ্যাং সমন্বিতঃ ) আরাগ্রনাত্রোহ্যপরোহপি দৃষ্টঃ ( অতি সূক্ষ্মঃ, জীবঃ  
ইত্যশয়ঃ ) বুদ্ধেঃ ( অন্তঃকবণস্য ) গুণেন ইচ্ছাদিনা, আত্মগুণেন দেহধর্ম্মেণ  
জ্ঞানাদিনা, যদা আত্মনঃ স্বস্যা গুণেন জ্ঞানপ্রকাশাদিনা ) অপরঃ অপি ( পরমাত্মনঃ  
ভিন্ন ইব ) দৃষ্টঃ, [ অবিবেকিভিঃ খলু পরমাত্মনো ভিন্ন ইব জীবো লক্ষ্যত ইতি  
ভাবঃ ] ॥৫৮॥

মূলান্তবাদ্ । যে পরমাত্মা অঙ্গুষ্ঠপরিমিত হৃদয়ে অভিযাক্ত থাকায় অঙ্গুষ্ঠ-  
পরিমিত এবং রবির ত্রায় উজ্জল, নানাবিধ কামনা ও অহঙ্কারযুক্ত এবং চর্মবেশন  
যজ্ঞের অগ্রভাগের ত্রায় অতি সূক্ষ্ম জীবভাবে বুদ্ধি ও দেহধর্ম্মযোগে অথবা বুদ্ধি ও  
নিজ চৈতন্যযোগে যেন অপর বস্তু বলিয়া দৃষ্ট হন ; অর্থাৎ জীবকে পরমাত্মা হইতে  
পৃথক বলিয়া মনে হয় ॥৫৮॥

শাক্তরভাষ্যম্ । অঙ্গুষ্ঠমাত্রোহঙ্গুষ্ঠপরিমিতহৃদয়শুধিরূপেক্ষয়া । রবি-  
তুল্যরূপো জ্যোতিঃস্বরূপ ইত্যর্থঃ । সংকল্পাহঙ্কারাদিনা সমন্বিতঃ । বুদ্ধেত্ত্বগুণে-  
নাত্মগুণেন চ জ্ঞাদিনা । উক্তং জ্বামৃত্যুশরীরশ্চেতি । আরাগ্রনাত্রোহ্যপরোহপি দৃষ্টোহবগতঃ । অপিশব্দঃ  
সম্ভাবনায়ং, অপরোহপ্যোপাধিকো জল সূর্য ইব জীবাত্মা সম্ভাবিত ইত্যর্থঃ ॥৫৮॥

হইল, অতঃপব এখন ‘ত্বং’ পদের অর্থ—জীবের বিষয় বর্ণনা করিবার জন্ত  
পরবর্তী মন্ত্রসকল আরম্ভ হইতেছে—“গুণায়ঃ” ইত্যাদি ।

জ্ঞান ও কর্ম্মজনিত বাসনায়ক গুণসমূহের সহিত যাহার অশ্বয় বা সম্বন্ধ,  
তিনি ‘গুণায়ঃ’-পদবাচ্য । তিনিই ফলোদ্দেশ্যে বিহিত কর্ম্মের কর্ত্তা বা  
অমৃত্যুতা এবং তিনিই স্বকৃত কর্ম্মফলের উপভোক্তা, কার্য্যকারণভাবে দেহ ধারণ  
করে বলিয়া বিশ্বরূপ অর্থাৎ বিভিন্ন কর্ম্মের বিভিন্নপ্রকার ফলভোগেব অল্পবোধে  
নানাবিধ রূপ ( দেহ ) ধারণ কবে বলিয়া নানারূপ । পুনশ্চ তিনি ( জীব )  
ত্রিগুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সম্বন্ধ ইহার আছে বলিয়া ত্রিগুণ । আর  
দেবদান, পিতৃদান ও দংশমশকাদিজন্মভেদে ত্রিবিধ গন্তব্য পথ থাকায় ত্রিবর্জ্য,  
অথবা ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও জ্ঞানরূপ তিনটি সাধনপথ থাকায় ত্রিবর্জ্য । প্রাণাপানাদি  
পাঁচ প্রকার বৃত্তিসম্পন্ন প্রাণের অধিপতি ( জীব ) হইয়া সংবরণ ( সংসারে পরি-  
ভ্রমণ ) করে । কিসের দ্বারা ? না—নিজকৃত কর্ম্মসমূহ দ্বারা, অর্থাৎ স্বীয়  
কর্ম্মানুসারে সংসারে পরিভ্রমণ করে ॥ ৫ ॥ ৭ ॥

বালাগ্রশতভাগশ্চ শতধা কল্লিতশ্চ চ ।

ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্লতে ॥ ৫ ॥ ৯ ॥

নৈব জ্ঞী ন পুমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ ।

যদ্যচ্ছরীরমাদভে তেন তেন স রক্ষ্যতে ॥ ৫ ॥ ১০ ॥

**সরলার্থঃ** । [ দৃষ্টান্তেন পুনরপি জীবস্বকপং নির্দিশতি—“বালাগ্র” ইতি । ] সঃ ( পূর্বোক্তো জীবঃ শতধা কল্লিতশ্চ ( শতকুণ্ডলখণ্ডিতশ্চ ) বালাগ্র-শতভাগশ্চ ( কেশাগ্রশতভাগশ্চ ) ভাগঃ ( একোভাগঃ, তৎপরিমিতঃ অতিসূক্ষ্ম ইত্যাদিশব্দঃ ) বিজ্ঞেয়ঃ ( বিশেষণ জ্ঞাতব্যঃ ) । স চ ( অতিসূক্ষ্মোহপি জীবঃ ) আনন্ত্যায় ( স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্নত্বায় ) কল্লতে ( যুজাতে ) । [ জীবঃ উপাধি-সম্পর্কিতঃ সূক্ষ্মত্বেন প্রতীকমানোহপি স্বরূপতঃ অনন্ত এবতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥ ৯ ॥

**সরলার্থঃ** । কিংচ, এষঃ ( জীবঃ ) জ্ঞী ( জ্ঞীহয়ুক্তঃ ) নৈব, ন চ পুমান্ ( পুংলিঙ্গঃ ), অয়ং নপুংসকঃ ( স্ত্রীবিঃ ) চ ন [ ভবতি ] । [ কিন্তু ] যৎ যৎ ( জ্ঞীপুরুষাদিবিশিষ্টং ) শরীরং আদভে ( গৃহ্নাতি ), সঃ ( জীবঃ ) তেন তেন ( শরীরভেদেন ) রক্ষ্যতে ( লক্ষ্যতইত্যর্থঃ ) ॥ ৫ ॥ ১০ ॥

**মূলানুবাদ** । একটা কেশের অগ্রভাগকে শতখণ্ডে বিভক্ত করিয়া, তাহার এক খণ্ডকেও আবার শতখণ্ডে বিভক্ত করিলে, তাহার একভাগের মাত্র পরিমাণ, উক্ত জীবও ঠিক ততুল্য । অথচ সে তখনও স্বরূপতঃ অনন্তই থাকে ॥ ৫ ॥ ৯ ॥

**মূলানুবাদ** । এই জীব নিশ্চয়ই জ্ঞী নয়, পুরুষ নয়, এবং নপুংসকও নয় । [ কৰ্ম্মান্তসারে ] যে যে শরীর গ্রহণ করে, সেইসকল শরীরান্তসাবে স্বীপুরুষাদিভেদে প্রতীত হয় মাত্র ॥ ৫ ॥ ১০ ॥

**শাঙ্করভাষ্যম্** । পুনরপি দৃষ্টান্তান্বয়েণ দশর্য্যং বালাগ্রেতি । বালাগ্রশ্চ শতকুণ্ডো ভেদমাপাদিতশ্চ নো ভাগশ্চত্বাপি শতধা কল্লিতশ্চ ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ । লিঙ্গত্বাতিসূক্ষ্মত্বাৎ তৎপরিমাণেনায়াং ব্যপদিশ্যতে । স চ জীবস্বকপে-গানন্ত্যায় কল্লতে স্বতঃ ॥ ৫ ॥ ৯ ॥

**শাঙ্করভাষ্যম্** । কিন্তু, নৈব জ্ঞীতি । স্বতোঃ দ্বিতীয়াপরোক্ষব্রহ্মান্ব-স্বভাবত্বাৎ নৈব জ্ঞী, ন পুমানেষঃ, নৈব চায়ং নপুংসকঃ । যদ্যৎ স্বীশরীরং, পুরুষ-শরীরং বা আদভে, তেন তেন স চ বিজ্ঞানাত্মা রক্ষ্যতে সংরক্ষ্যতে । তত্ত্বকৰ্ম্মা নাশ্রয়ত্বাভিমত্বতে । স্থলোহিং ক্রূশোহিং পুমানহং জ্ঞী অহং নপুংসকোহহং ইতি ॥ ৫ ॥ ১০ ॥

**ভাষ্যানুবাদ** । “অজুষ্ঠমাত্রঃ” ইতি । অজুষ্ঠপরিমিত হৃদয়-গুহায় থাকে বলিয়া [ জীব ] অজুষ্ঠমাত্র, রবিতুল্যরূপ অর্থ সূর্য্যের ত্রায় জ্যোতির্ময়, আন সংকল্প ( নানাবিধ ভাবনা ) ও অহংকারাদিধর্ম্মযুক্ত এবং বুদ্ধিধর্ম্ম ও জরাপ্রভৃতি দেহধর্ম্মযুক্ত । অত্র উক্ত আছে—‘জরা ও মৃত্যু শরীরের ধর্ম্ম । আরাগ্রমাত্র

সংকল্পনস্পর্শনদৃষ্টিমোহৈ-

গ্রাসানুস্মৃত্য চাত্তবিরুদ্ধজন্ম ।

কস্মানুগাত্তনুক্রমেণ দেহী ।

স্থানেষু রূপাণ্যভিসম্প্রপদ্যতে ॥ ৫ ॥ ১১ ॥

সম্বলানার্থঃ । [ শরীরগ্রহণকারণমিদানীং দর্শয়তি “সংকল্পন” ইত্যাদিভিঃ । ]  
দেহী ( জীবঃ ) গ্রাসানু স্মৃত্য ( গ্রাসানু স্মৃনোঃ অন্নপানয়োঃ বর্ষণেন ) [ যথা ] আত্ম-  
বিরুদ্ধজন্ম ( দেহস্ত বিরুদ্ধজন্মনা আত্মনোহপি বুদ্ধিং ) [ অভিমত্ততে ] । [ তথা ]  
সংকল্পন-স্পর্শন-দৃষ্টিমোহৈঃ ( প্রথমং ইদংমেহস্ত ইত্যাদিরূপং সংকল্পনং, ততঃ )  
স্পর্শনং—ইন্দ্রিয়ৈগ্রহণং, পশ্চাৎ দৃষ্টিঃ ( ভোগঃ, তজ্জৈঃ মোহৈঃ ) স্থানেষু ভোগ-  
স্থানেষু ) অনুক্রমেণ ( যথাক্রমে ) কস্মাত্তুগানি ( স্বকৃতকস্মাত্তুরূপাণি ) রূপাণি  
( জ্ঞী-পুরুষ ক্রীবা দিলক্ষণানি ) অভিমৎপ্রপত্ততে ( সম্যকপ্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ) ॥ ৫ ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদে । দেহাভিমাত্রী জীব [ যেমন ] অন্নপান ভোজনে [ দেহের  
বুদ্ধিতে ] আপনার বুদ্ধি মনে করে, [ ঠিক তেমনই ] মানসিক সংকল্প, বিষয়েন্দ্রিয়  
সংযোগ ও ভোগজনিত মোহের ফলে শাস্ত্র নির্দিষ্ট ক্রমানুসারে স্বীয় কস্মাত্তুরূপ  
বিবিধ রূপ অর্থাৎ জ্ঞীপুরুষাদি ভেদে নানা দেহ প্রাপ্ত হয় ॥ ৫ ॥ ১১ ॥

শাক্তরভাষ্যে । কেন তহাসৌ শরীরাদিত ইত্যাহ সংকল্পনতি ।  
প্রথমং সংকল্পনং, ততঃ, স্পর্শনং ব্রহ্মদ্রব্যপারঃ, ততো দৃষ্টিবিধানম্, ততো  
মোহঃ, তৈঃ সংকল্পনস্পর্শনদৃষ্টিমোহৈঃ শুভাস্তানি বস্মাণি নিস্পত্তস্তে । ততঃ  
কস্মাত্তুগানি কস্মাত্তুরূপাণি পাপুংসপুংসাদক্ষণানি অনুক্রমেণ পবিপাকাপেক্ষয়া,  
দেহী মর্ত্যঃ, স্থানেষু দেবাত্মাত্তুর্যাদিষু ভিসম্প্রপত্ততে । তত্র দৃষ্টান্তমাহ  
গ্রাসানুস্মরণপানযোগনিয়তয়োর্বৃষ্টিবাসেনং, নিদানমাত্মনঃ শরীরস্ত বুদ্ধিজ্জায়তে  
যথা, তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ ১১ ॥

—আরা অর্থ গো-তাড়ন ঘটয় তাহার, অগ্রে বিদ্ধ লৌহকণ্টক ( লোহার কাঁটা ),  
তাহার ছায় স্পন্দ, জীব জ্ঞানময়রূপে যেন ভিন্নবৎ দৃষ্ট হয় । এখানে “অপি” অর্থ  
সম্ভাবনা । অর্থ হইতেছে যে, জলে পতিত সূর্য্য-প্রতিবিম্বের ছায় জীবাত্মাও  
অপর ( ব্রহ্মভিন্নবৎ ) সম্ভাবিত বা কল্পিত হইয়াছে ॥ ৫ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদে । পুনর্বারও অত্র দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতেছেন “বালাগ্র”  
ইতি । একটা কেশকে একশত ভাগে খণ্ডিত করিয়া তাহাবও একটা ভাগকে  
আবার শতভাগে বিভক্ত করিলে তাহাব যে একভাগ, জীবকে তত্তুল্যপরিমাণ  
অর্থাৎ অতিসূক্ষ্ম বলিয়া জানিবে । কারণ, জীবের উপাধিকৃত লিঙ্গশরীরটা অতি  
সূক্ষ্ম বলিয়া তাহাব পরিমাণেই জীবপরিমাণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে । জীব জীবরূপে  
সূক্ষ্ম হইলেও স্বরূপতঃ অনন্ত বা অসীমভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যানুবাদে । আবও, “নৈব জ্ঞী” ইতি । প্রকৃতপক্ষে জীব যখন  
অদ্বিতীয় অপবোক্ষ ব্রহ্মসত্ত্ব, তখন সে পৌ নথ, পঞ্চ নথ, এব, নপুংসকও ।

স্থলানি সূক্ষ্মাণি বহুনি চৈব

রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্কিণোতি ।

ক্রিয়াগুণৈরাশ্রগুণৈশ্চ তেষাং

সংযোগহেতুরপরোহপি দৃষ্টঃ ॥ ৫ ॥ ১২ ॥

**পৰলানুবাদ** । [ উক্তমেবাগঃ প্রপঞ্চয়তি “স্থলানি” ইত্যাদি ] । দেহী দেহাভিমানী জীবঃ ) ‘স্বগুণৈঃ’ ( স্বকৃতধৰ্ম্মাদিগুণজ্ঞানবাসনাভিঃ ) স্থলানি ( পাষাণাদীনি ) সূক্ষ্মাণি ( দেবাদিসূক্ষ্মানি ) বহুনি রূপাণি ( শরীরাদি ) বুণোতি ( গৃহাতি ) । ক্রিয়াগুণৈঃ ( অদৃষ্টৈঃ ) আশ্রগুণৈঃ ( অন্তঃকরণধৰ্ম্মৈঃ জ্ঞানেচ্ছাদিভিঃ ) চ তেষাং ( বিষয়াণাং ) সংযোগহেতুঃ ( সংযোগার্থং ) অপরঃ ( অন্তঃ দেহান্তরং প্রাপ্তঃ ) অপি ( সম্ভাবনায়াং ) দৃষ্টঃ [ ভবতীতি শেষঃ ] ॥৫॥১২॥

**মূলানুবাদ** । সেই দেহী স্বকৃত পাপপুণ্যের ফলে স্থলসূক্ষ্ম বহুবিধ রূপ গ্রহণ করিয়া থাকে এবং স্বকৃত কৰ্ম্ম ও জ্ঞানজনিত শুভাশুভ বাসনাবশে শব্দাদি বিষয় ভোগের হেতুভূত অপারও হয়, অর্থাৎ ভোগেব জন্ম ভিন্ন দেহ প্রাপ্ত হইয়া জীব অপর বলিয়া প্রতীত হয় ॥৫॥১২॥

**শাক্তরভাষ্যম্** । স্থলানীতি । স্থলানুশ্রাবাদীনি । তানি চ সূক্ষ্মাণি তৈজসধাতুপ্রভৃতীনি । বহুনি দেবাদিশরীরাদি । দেহী বিজ্ঞানাত্মা স্বগুণৈর্কিণীত-প্রতিষিদ্ধবিষয়ানুভবসংস্কারৈর্বুণোতি আশ্রণোতি । ততস্তত্তৎক্রিয়াগুণৈরাশ্র-গুণৈশ্চ স দেহী অপরোহপি দেহান্তরসংযুক্তো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ ১২ ॥

নয়, পরন্তু যে যে জীৱশরীর, পুরুষ শরীর বা ক্লীবশরীর গ্রহণ করে, বিজ্ঞানাত্মা ( বুদ্ধিপ্রধান জীবাশ্র ) সেই সেই শরীর অনুসারে লক্ষিত হয়, অর্থাৎ সেই সকল শরীরের ধৰ্ম্ম আপনাতে আরোপ করিয়া—‘আমি স্থল, আমি ক্লশ, আমি পুরুষ, আমি জীৱ, আমি নপুংসক’ ইত্যাকার অভিমান করিয়া থাকে মাত্র ॥ ৫ ॥ ১০ ॥

**ভাষ্যানুবাদ** । এই জীব তবে কি কারণে ভিন্ন ভিন্ন শরীর গ্রহণ করে ? এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন—“সংকল্পনা” ইতি ।

প্রথমে সংকল্প—মনে মনে ভালমন্দ কৰ্ম্মের চিন্তা হয়, তাহার পর স্পর্শন অর্থাৎ ভগিন্দিবের ব্যাপার হয়, অনন্তর দৃষ্টিপাত, তাহার পর মোহ জন্মে । উক্ত সংকল্পন, স্পর্শন, দৃষ্টি ও মোহ দ্বারা শুভাশুভ সমস্ত কৰ্ম্ম সম্পন্ন হয় । অনন্তর দেহী (প্রাণী) কৰ্ম্মানুগ অর্থাৎ কৰ্ম্মানুযায়ী জীৱপুরুষাদিভাবে কৰ্ম্মফলেব পরিপাক অনুসারে দেবতা পশুপক্ষী প্রভৃতি স্থান প্রাপ্ত হয় । এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—গ্রাস ও অন্তর অর্থাৎ অন্ন ও জলের বৃষ্টি—সম্যক সেচনে (ভোজন ও পানের দ্বারা) যেমন শরীরের বৃদ্ধি হয়, ইহাও ঠিক তেমনই হয় ॥ ৫ ॥ ১১ ॥

**ভাষ্যানুবাদ** । “স্থলানি” ইতি । দেহী—বিজ্ঞানাত্মা (জীব) বিহিত ও নিষিদ্ধ ক্রিয়ানুষ্ঠানজনিত অদৃষ্টরূপ স্বীয় গুণানুসারে বহুতর স্থল পাষাণাদি ও সূক্ষ্ম তৈজস ধাতুময় দেবাদিশরীর বরণ করিয়া থাকে । সেই দেহীই আবার



অনাগ্ননন্তং কলিলস্ত্র মধ্যে

বিশ্বস্ত্র স্রষ্টারমনেকরূপম্ ।

বিশ্বশ্রৈকং পরিবেষ্টিতারং

জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ॥ ৫ ॥ ১৩ ॥

**সরলার্থঃ** । [ ইদানীং যোক্ষোপায়ং তৎপদার্থমাহ—“অনাগ্ননন্তং” ইত্যাদি । ] কলিলস্ত্র মধ্যে ( সংসারে ) অনাগ্ননন্তং ( আগ্নস্তরহিতং ) বিশ্বস্ত্র স্রষ্টারং অনেকরূপং ( দেবাস্তরনরাদিভাবেন স্থিতং ) বিশ্বস্ত্র একং ( অদ্বিতীয়ং ) পরিবেষ্টিতারং দেবং ( পবমাত্মনং ) জ্ঞাত্বা ( স্বস্বকপেণ বিদিত্বা ) [ জীবঃ ] সর্বপাশৈঃ ( কৰ্ম্মবন্ধনৈঃ ) মুচ্যতে ( মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ ) ॥৫॥১৩॥

**মূলানুবাদ** । এই সংসারে [ জীব ] অনাদি অনন্ত বিশ্বস্রষ্টা ও কৰ্ম্ম-ফলপ্রদাতা অনেকরূপে অভিব্যক্ত অদ্বিতীয় দেবকে—পরমাত্মাকে জানিয়া অর্থাৎ আত্মস্বরূপে অবগত হইয়া সমস্ত কৰ্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয় ॥৫॥১৩॥

**শাক্তরভাষ্যম্** । স এবমবিজ্ঞানকৰ্ম্মফলরাগাদিশুকভারাক্রান্তো-  
হলাবুরিব সাজ্জলনিমগ্নো নিশ্চয়েন দেহাত্তংভাবমাপন্নঃ প্রেততিথ্যাত্মহুযাদি-  
যোনিষু জীবং জীবভাবমাপন্নঃ কথঞ্চিৎ পুণ্যবশাদীশ্বরার্থকৰ্ম্মানুষ্ঠানেনাপগতরাগাদি-  
মলোহনিত্যাদিদর্শনেনোৎপরেহামুদ্রার্থফলভোগবিরাগঃ শমদমাদিসাধনসম্পন্নস্ত-  
মাত্মানং জ্ঞাত্বা মুচ্যত ইত্যাহ—অনাগ্ননন্তমিতি । অনাগ্ননন্তং আগ্নস্ত-  
রহিতং, কলিলস্ত্র মধ্যে গতনগভীরসংসারস্ত্র মধ্যে, বিশ্বস্ত্র স্রষ্টারমুৎপাদয়ি-  
তারং অনেকরূপম্, বিশ্বশ্রৈকং পরিবেষ্টিতারং স্বাত্মনা সংব্যাপ্যাবস্থি-  
তং, জ্ঞাত্বা দেবং জ্যোতীকপঃ পবমাত্মানং মুচ্যতে সর্বপাশৈরবিজ্ঞা-  
কামকৰ্ম্মভিঃ ॥ ৫ ॥ ১৩ ॥

স্বানুষ্ঠিত ক্রিয়া ও আত্মগুণে অর্থাৎ মানসিক জ্ঞানবাসনাদি দ্বারা অপবও—দেহান্তর  
সম্বন্ধও হইয়া থাকে, অর্থাৎ জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥ ১২ ॥

**ভাষ্যানুবাদ** । সেই আত্মা এই প্রকারে অবিজ্ঞা ( ভ্রান্তিজ্ঞান ), কাম,  
কৰ্ম্ম ও তৎফলে অন্তরাগাদিরূপ শুকভারে আক্রান্ত—আবিল জলমগ্ন অলাবু-  
ভায় [ সংসারে ] দেহে অহংভাব অর্থাৎ দেহাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া এবং প্রেত পশু-  
পক্ষী মনুষ্যাদিযোনিতে জীবভাব লাভ করিয়া, কোন প্রকারে জন্মান্তরীণ পুণ্য  
প্রভাবে ঈশ্বরপ্ৰীত্যর্থ কৰ্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তগত রাগাদি মলদোষ অপনয়ন করত  
বিষয়ের অনিত্যতাди দোষ দর্শনের ফলে ঐতিক ও পারলৌকিক ফলভোগে  
বৈরাগ্যাসম্পন্ন হইয়া এবং শমদমাদি সাধনসমর্থিত হইয়া আত্মার স্বরূপ অবগত  
হইয়া বিমুক্ত হয়, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—“অনাগ্ননন্তম্” ইতি ।

অনাগ্ননন্ত—আদি অন্তরহিত এবং কলিলের মধ্যে অর্থাৎ দুঃস্রবশ গভীর  
সংসারমধ্যে, বিশ্বের স্রষ্টা উৎপাদক, অনেকরূপ, অথচ জগতের এক অদ্বিতীয়  
পরিবেষ্টিতা অর্থাৎ আপনা দ্বারা সকলকে ব্যাপিয়া অবস্থিত দেবকে—জ্যোতিঃ ।

ভাবগ্রাহমনীড়াধ্যাং ভাবাভাবকরং শিবম্ ।

কলাসর্গকরং দেবং যে বিদুস্তে জহন্তু নুম্ ॥ ৪ ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎস্ব পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

সরলানুবাদ । [ কেন রূপেণাসৌ বিজ্ঞেয় ইত্যাহ—“ভাবগ্রাহম্” ইতি । ] ভাবগ্রাহং ( শুদ্ধান্তঃকরণগম্যং ) অনীড়াধ্যাং ( নাস্তি নীড়ঃ শরীরং, আপ্যা নাম চ যন্ত তং ), ভাবাভাবকরং ( ভাবস্ত অভাবস্ত চ কারণং ) শিবং ( অনৈকিকরমং ) কলাসর্গকরং ( কলানাং প্রাণাদি-নামান্তানাং সৃষ্টিকারণং ) দেবং ( পরমাত্মনং ) যে বিদুঃ ( অভিন্নসেন জানন্তি ), তে ( জ্ঞানিনঃ ) তম্ ( শরীরং ) জহঃ ( ন পুনর্জায়ন্ত ইত্যর্থঃ ) ॥৫॥১৪॥

মূলানুবাদ । [ তাহাকে কিরূপে জানিতে হইবে, তাহা বলিতেছেন— “ভাবগ্রাহম্” ইতি । ] বিশুদ্ধ অন্তঃকরণগম্য, নাম ও শরীর পরিত্যক্ত, সৃষ্টিপ্রণয়কারণ এবং প্রাণাদি নামপর্যন্ত ষোড়শ কলার স্রষ্টা দেবকে অর্থাৎ প্রকাশময় পরমাত্মাকে যাহারা জানেন, তাহারা দেহত্যাগ করেন, অর্থাৎ তাহাদের আর পুনরায় দেহসম্বন্ধ হয় না ॥৫॥১৪॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ব্যাখ্যা ॥৫॥

শীঘ্ররভাস্তম্ । কেন পুনরসৌ গৃহ্যত ইত্যাহ—ভাবগ্রাহমিতি । ভাবেন বিশুদ্ধান্তঃকরণেন গৃহ্যত ইতি ভাবগ্রাহম্, অনীড়াধ্যাং—নীড়ঃ শরীরং অশরীরাত্মম্ । ভাবাভাবকরং শিবং শুদ্ধং অবিজ্ঞা-তৎকার্যাবিনিশ্চয়কৃতমিতিার্থঃ । কলানাং ষোড়শানাং প্রাণাদিনামান্তানাং “স প্রাণমসৃজত” ইত্যাদিনা আত্মবর্ণনোক্তানাং সর্গকরং দেবং যে বিদুরহমস্ম্যাহি, তে জহঃ পরিত্যজ্যন্তু নুম্ শরীরম্ ॥ ৫ ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশয্যায় পবনহংসপরিব্রাজকাস্যায়

শ্রীশঙ্করভগবতঃ কৃতে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্বায়ে

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

স্বরূপ পরমাত্মাকে অবগত হইয়া [ জীব ] অবিজ্ঞা কামকামাদি সমস্ত পাশ ( বন্ধন ) হইতে বিমুক্ত হয় ॥ ৫ ॥ ১০ ॥

ভাষ্যানুবাদ । কোন উপায়ে ইহাকে গ্রহণ করা যায় ? তদন্তরে বলিতেছেন—“ভাবগ্রাহম্” ইতি । ভাব অর্থ নিশ্চল অন্তঃকরণ, তাহাদ্বারা জ্ঞাত হয় বলিয়া ভাব গ্রাহ, অনীড়াধ্যাং—নীড় অর্থ শরীর, অনীড়াধ্যা অর্থ শরীরপরিত্যক্ত, আর ভাবাভাবকর ( সর্বকারণ ) শিব অর্থ শুদ্ধ-অবিজ্ঞা ও তৎকার্যশূন্য, এবং কলাসর্গকর, কলা অর্থ ‘তিনি প্রাণ সৃষ্টি করিলেন’ ইত্যাদি আত্মবর্ণন প্রতিকথিত প্রাণ হইতে আরম্ভ করিয়া নাম পর্যন্ত ষোড়শ কলা, তাহার সৃষ্টিকর্তা দেবকে যাহারা জানেন—অভিন্নরূপে অবগত হয়, তাহারা শরীর পরিত্যাগ করেন ( মুক্ত হন ) ॥ ৫ ॥ ১৪ ॥

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ের ভাষ্যানুবাদ ॥

## ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি  
কালং তথাত্মে পরিমুহমানাঃ ।  
দেবশ্চৈষ মহিমা তু লোকে  
যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রম্ ॥ ৬

**সম্বলান্ব্যর্থঃ ।** [ ননু সন্তি বহবঃ কালস্বভাবাদিকারণবাদিনঃ, তৎ কথং পরমেশ্বরস্ত কলাদিসৃষ্টিকারকত্বং নির্বিচিকিৎসমিত্যত আহ—“স্বভাবম্” ইতি । ]

একে ( কেচিৎ ) কবয়ঃ ( প্রজ্ঞাবন্তঃ ) স্বভাবং [ কারণং ] বদন্তি, তথা অত্বে পরিমুহমানাঃ সন্তঃ কালং [ কারণং বদন্তি ], এবঃ ( জগৎসর্গঃ ) তু ( পুনঃ ) দেবস্ত ( পরমেশ্বরস্ত ) মহিমা ( মাহাত্ম্যং প্রভাব ইতি যাবৎ ), যেন ( মহিমা ) ইদং ব্রহ্মচক্রং ( ব্রহ্মাণ্ডং ) লোকে ( জগতি ) ভ্রাম্যতে ( বিপরिवর্ততে ইত্যর্থঃ ) [ দ্বিতিয়েহধ্যায়ে বাখ্যাতেহয়ং মন্তঃ ] ॥৬।১॥

**মূলানুবাদ ।** [ ভাল কথা, স্বভাব প্রভৃতিকেও কারণ বলে, এরূপ বহু-লোক দেখা যায়, অতএব পরমেশ্বরই যে, নিবৃত্ত জগৎকারণ, তাহা কি করিয়া বলা যায় ? এই আকাঙ্ক্ষায় বলিতেছেন—“স্বভাবং” ইতি । ]

কোন কোন বিদ্বান্ বস্তুস্বভাবকে [ কারণ ] বলিয়া থাকেন, সেইরূপ অপর লোকে আবার বিমোহে পতিত হইয়া কালকে ( সময়কে ) কারণ বলেন, বাস্তবিক পক্ষে ইহা স্বপ্রকাশ পরমেশ্বরেরই মহিমা, যাহা দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড আবর্তিত হইতেছে ॥৬।১॥

**শাক্তরভাসম্ ।** নবমঃ কালাদয়ঃ কারণমিতি মন্তন্তে, তৎ কথং পুনরীশ্বরস্ত কলাসর্গকরত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—স্বভাবমিতি । স্বভাবমেকে কবয়ো মেধাবিনো বদন্তি । কালং তথাত্মে । কালস্বভাবয়োঃপ্রার্থণং প্রথমাধ্যায়ে নির্দিষ্টা-নামন্তেষামপ্যুপলক্ষণার্থং । পরিমুহমানা অবিবেকিনো বিষয়াত্মানঃ ন সম্যগ্ জানন্তি । তু শব্দোহবধারণে । দেবশ্চৈষ মহিমা মাহাত্ম্যম্ । যেনেদং ভ্রাম্যতে পরিবর্ততে ব্রহ্মচক্রম্ ॥ ৬ ॥ ১ ॥

**ভাস্যানুবাদ ।** ভাল কথা, অপরের কাল ও স্বভাব প্রভৃতিকে কারণ বলিয়া মনে করে, তবে কি করিয়া ব্রহ্মের কারণতা সিদ্ধ হয় ? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—“স্বভাবম্” ইতি ।

একশ্রেণীর কবিগণ—মেধাবিগণ স্বভাবকে [ কারণ ] মনে করেন, সেইরূপ অপর শ্রেণীর পণ্ডিতেরা কালকে [ কারণ মনে করেন ] । এখানে কাল ও স্বভাবের উল্লেখ দ্বারা প্রথমাধ্যায়ে কারণরূপে সম্ভাবিত নিয়তি প্রভৃতিও বুঝিতে হইবে । পরিমুহমান—বিবেকজ্ঞানবর্জিত বিষয়াকৃষ্টচিত্ত লোকেরা যথাযথভাবে জানে না । ঋতির ‘তু’ শব্দটি অবধারণার্থে । ইহা দেবেরই ( জ্যোতিঃ স্বরূপ ব্রহ্মেরই ) মহিমা মাহাত্ম্য ( প্রভাব ), যাহা দ্বারা এই ব্রহ্ম-চক্র (জগৎ) আবর্তিত হইতেছে ॥ ৬ ॥ ১ ॥

যেনাবৃতং নিত্যমিদং হি সৰ্ব্বম্

জ্ঞঃ কালকারো গুণী সৰ্ববিদ্ বঃ ।

তেনেশিতং কৰ্ম বিবৰ্ত্ততে হ

পৃথ্যপ্তেজোহনিলখানি চিন্ত্যম্ ॥ ৬ ॥ ২ ॥

**সরলানুবাদ।** [ ইদানীং পরমেশ্বরঃ মহিমানমেব কীর্তয়তি—“ যেন ” ইত্যাদিনা । ] ইদং পরিদৃশ্যমানং সৰ্বং (বস্তু) যেন নিত্যং আবৃতং ( ব্যাপ্তং ), সঃ ( পরমেশ্বরঃ ) জ্ঞঃ ( জ্ঞাতা ), কালকারঃ ( কালত্ৰাপি প্রবর্তকঃ ), গুণী ( অপ-হতপাপ্যাদিগুণসম্পন্নঃ ) সৰ্ববিৎ ( সৰ্বং বেত্তীতি ), তেন ( পরমেশ্ববেণ ) ঈশিতং ( শাসিতং প্রেরিতমিতি যাবৎ ) [ সং ] কৰ্ম—পৃথ্যপ্তেজোহনিলখানি ( পৃথিবী-জল-তেজোবায়াকাশানি, এতদাশ্রয়কং কার্যাজাতং ) বিবৰ্ত্ততে ( প্রাচুর্ভবতি ), [ তৎ ঈশ্বরতত্ত্বং ] চিন্ত্যং ( চিন্তনীয়ম্ উপাসনীয়মিত্যর্থঃ ) ॥ ৬ ॥ ২ ॥

**মূলানুবাদ।** যাহা দ্বারা সৰ্বদা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত এবং যিনি জানী গুণী সৰ্ববিদ্ ও কালের প্রবর্তক, তাহারই শাসনাধীন হইয়া পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশরূপ কৰ্ম ( উৎপন্ন বস্তু ) বিবর্ত্তমান হইতেছে, অর্থাৎ অসত্য হইয়াও সত্যবৎ প্রকাশ পাইতেছে; তাঁহাকে চিন্তা করিবে, অর্থাৎ তাঁহার উপাসনা করিবে ॥ ৬ ॥ ২ ॥

**শাক্তরভাষ্যম্।** মহিমানং প্রপঞ্চয়তি—যেনেতি ॥ বেনেশ্বরেণাবৃতং ব্যাপ্তমিদং জগদ্বিত্যং নিয়মেন । জ্ঞঃ কালকারঃ কালত্ৰাপি কৰ্তা । গুণী অপহতপাপ্যাদিমহান, সৰ্বং বেত্তীতি সৰ্ববিদ্ বঃ । তেনেশ্বরেণেশিতং প্রেরিতং কৰ্ম—ক্রিয়ত ইতি শ্রুতী বক্ষী । হৃদঃ প্রসিক্তিতোকঃ । প্রসিক্তং যদেতদীশ্বর-প্রেরিতং কৰ্ম জগদাশ্রয় বিবৰ্ত্তত ইতি । যৎ পুনস্তং কৰ্ম পৃথ্যপ্তেজোহনিলখানি পৃথিব্যাভূতপঞ্চকং ॥ ৬ ॥ ২ ॥

**ভাষ্যানুবাদ।** পরমেশ্বরের মহিমা বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিতেছেন—“ যেন ” ইতি । যে ঈশ্বর দ্বারা এই জগৎ নিত্য নিয়মিত ভাবে ব্যাপ্ত, তিনি ‘জ্ঞ’ ( জ্ঞাতা ), কালকার অর্থাৎ কালেরও কৰ্তা বা প্রবর্তক, গুণী—নিষ্পাপবাদি গুণ সম্পন্ন এবং সমস্ত জানেন বলিয়া সৰ্ববিদ্ । সেই ঈশ্বরকর্তৃক ঈশিত—প্রেরিত ( তাহারই শাসনানু নিষ্পন্ন ) কৰ্ম [ চলিতেছে ] । এখানে কৰ্ম অর্থ—যাহা কৃত হয়, যেমন মালাতে সর্প [ ‘বিবর্ত্ত’ কার্য ( ১ ) ] । শ্রুতির ‘হৃ’ শব্দটা প্রসিক্তির স্তোতক । [ তাৎপর্যার্থ এই যে, ] ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রেরিত এই নে, কৰ্ম ( কার্য )

( ১ ) কার্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত । এক পরিণাম, অপর বিবর্ত্ত । তন্মধ্যে যেখানে কারণ বস্তুটাই কার্য্যাকার ধারণ করে, সেখানে হয়—পরিণাম । যেমন—হৃদয়ের পরিণাম দধি, বৃত্তিকার পরিণাম ঘট শরা প্রভৃতি । যেখানে কারণটী অবিকৃতই থাকে, কেবল ভ্রান্তিবশে অন্তপ্রকার দেখা যায়, সেখানে হয় বিবর্ত্ত কার্য্য, যেমন রজুর বিবর্ত্ত কার্য্য সর্প ।

তৎ কৰ্ম কৃতা বিনিবৰ্ত্তা ভূয়-

স্তত্বশ্চ তদ্বেন সমেত্য যোগম্ ।

একেন দ্বাভ্যাং ত্রিভিরষ্টভিৰ্বা

কালেন চৈবাত্মগুণৈশ্চ সূক্ষ্মঃ ॥ ৬ ॥ ৩ ॥

**সরলানুবাদঃ** । [ চিন্তাপ্রকারমাহ—“তৎ কৰ্ম” ইতি । ] তৎ (পৃথিব্যাদি-  
রূপং ) কৰ্ম ( কার্য্যং ) কৃতা ( উৎপাদ্য ) বিনিবৰ্ত্তা ( স্থিতানুকূলমীক্ষণং কৃতা )  
ভূয়ঃ ( পুনশ্চ ) তত্বশ্চ ( পরমার্থরূপশ্চ স্বশ্চ ) তদ্বেন—[ তত্র বিশেষমাহ ]  
একেন, দ্বাভ্যাং, ত্রিভিঃ, অষ্টভিঃ বা [ তত্বৈঃ ], ( তত্র একেন পৃথিব্যাভ্যেকেন,  
দ্বাভ্যাং—পৃথীজলাভ্যাং, ত্রিভিঃ—তেজোহবন্নলক্ষণৈঃ, অষ্টভিঃ ভূমি-জল-তেজো-  
বায়ুকাশ-মনোবুদ্ধাহঙ্কারলক্ষণৈঃ তত্বৈঃ, [ ন কেবলং এতিরেব, ] কালেন চ,  
সূক্ষ্মঃ আত্মগুণৈঃ ( অন্তঃকরণধৰ্ম্মৈঃ কামাদিভিঃ ) যোগং সমেত্য ( আত্মনঃ  
সত্তালক্ষণং তত্বং জড়তত্বেষু সংযোগা ) [ স্থিতম্ ইতি শেষঃ ] । [ অথবা তত্বশ্চ  
চিদানন্দস্বরূপশ্চ একেন অবিভাকপেণ, দ্বাভ্যাং ধৰ্ম্মাধষ্ঠাভ্যাং, ত্রিভিঃ—সত্ত্ব-  
রজস্তমোগুণৈঃ, অষ্টভিঃ—পঞ্চমহাভূত-মনোবুদ্ধাহঙ্কারলক্ষণৈঃ । তদ্বেন, তত্বাভ্যাং  
তত্বৈরিতি যথাযথমুহনীয়ম্ । এবমাদিরূপং ব্যাখ্যান্তরমপি সম্ভবতীতি জ্ঞেয়ম্ । ]

॥৬॥৩॥

**মূলানুবাদঃ** । বিনি সেই পৃথিবীপ্রভৃতি কৰ্ম ( উৎপাদ্য বস্তু ) উৎ-  
পাদন করিয়া এবং সেই সমুদয়কে ঈক্ষণ করিয়া অর্থাৎ সেই সকল জড়পদার্থের  
অবস্থা বিষয়ে দৃষ্টি করিয়া পুনরায় শাস্ত্রনির্দিষ্ট এক দুই তিন বা আট প্রকার  
মূলতত্ত্বের সহিত এবং কাল ও হৃদয় অন্তঃকরণগত কামাদিগুণের সহিত আপনার  
তত্ব ( সত্তা ) সংযোজিত করিয়া অবস্থান করেন, [ তিনি চিন্তনীয় ] ॥ ৬ ॥ ৩ ॥

**শাক্তরভাষ্যম্** । যৎ প্রথমাধ্যায়ে চিন্তামিত্যুক্তম্, এতদেব প্রপঞ্চয়তি—  
তদिति ॥ তৎ কৰ্ম পৃথিব্যাদি সৃষ্টী, বিনিবৰ্ত্তা প্রত্যবেক্ষণং কৃতা, ভূয়ঃ পুনস্তাত্মন-  
স্তদ্বেন ভূম্যাণি যোগং সমেত্য সঙ্গমযা । গিলোপো দ্রষ্টব্যঃ । কতিবিধৈঃ  
প্রকারৈঃ । একেন দ্বাভ্যাং ত্রিভিরষ্টভিৰ্বা প্রকৃতিভূতৈস্তত্বৈঃ । তদুক্তম্—

“ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।

অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥” ইতি ।

কালেন চৈবাত্মগুণৈশ্চাস্তঃকরণগুণৈঃ কামাদিভিঃ সূক্ষ্মঃ ॥ ৬ ॥ ৩ ॥

জগদাকারে প্রকাশ পাইতেছে, সেই কৰ্মই পৃথিবী জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ  
অর্থাৎ পৃথিব্যাदि পঞ্চ ভূতই তাঁহার ইচ্ছাপ্রসূত কৰ্ম ॥ ৬ ॥ ২

**ভাষ্যানুবাদঃ** । প্রথমাধ্যায়ে যাহা ‘চিন্তা’ ( চিন্তার—উপাসনার বিষয় )  
বলা হইয়াছে, এখন তাহাই বিস্তৃতভাবে বলিতেছেন—“তৎ” ইতি ।

[ পরমেশ্বর ] তৎ কৰ্ম—পৃথিবী প্রভৃতি কার্য্য সৃষ্টি করিয়া এবং সে সকলকে  
নিরীক্ষণ করিয়া পুনরায় সেই পৃথিব্যাদি তত্ত্বের সহিত আত্মতত্ত্বের সংযোগ সম্পাদন

## আরভ্য কৰ্ম্মাণি গুণান্বিতানি

ভাবাংশ্চ সৰ্ব্বাণ্ণ বিনিযোজয়েদ্ যঃ ।

**সরলানুবাদঃ** । [ ইদানীং কৰ্ম্মারম্ভস্য প্রয়োজনং নির্দিশতি—“আরভ্য” ইতি । ]

যঃ গুণান্বিতানি ( ত্রিগুণময়ানি ) কৰ্ম্মাণি ( পৃথিব্যাদীনি ) আরভ্য ( উৎপাদ্য ) [ তেষু ] সৰ্ব্বাণ্ণ ভাবান্ ( তত্ত্ববিশেষধৰ্ম্মান্ ) বিনিযোজয়েৎ ( সন্নিবেশয়েৎ ), তেষাং ( কৰ্ম্মণাং ) অভাবে ( নিষ্কামতয়া আত্মনি সঙ্গকভাবে সতি ) কৃতকৰ্ম্মনাশঃ ( কৃতানাং স্বানুষ্ঠিতানাংপি কৰ্ম্মণাং ) নাশঃ ( নৈশ্চলং [ ভবতীতি শেষঃ ]

**মূলানুবাদঃ** । এখন কৰ্ম্মারম্ভের উপযোগিতা প্রদর্শন করিতেছেন—“আরভ্য” ইত্যাদি ।

যিনি ত্রিগুণাত্মক পৃথিবীপ্রভৃতি কার্য্যবস্তু উৎপাদন করিয়া সে সকলের বিশেষ স্বভাব বা ধর্ম্ম যোজনা করিয়াছিলেন, সেই সকল কৰ্ম্ম পরমেশ্বরে সমর্পণ করিলে, কৰ্ম্মের সহিত আত্মার কোন সঙ্গ থাকে না, অর্থাৎ নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত কৰ্ম্ম দ্বারা আত্মা লিপ্ত হয় না, সুতরাং সে সকল কৃত কৰ্ম্মের বিনাশ বা ক্ষয়

**শাস্ত্রের ভাষ্যম্** । ইদানীং কৰ্ম্মণাং মুখ্যবিনিয়োগং দর্শয়তি—আরভ্য ভোতি । আরভ্য কৃত্য কৰ্ম্মাণি গুণৈঃ সদ্ভাদিভিব্যবিতানি ভাবাংশ্চাত্মকবিশেষান্ বিনিযোজয়েদীশ্বরে সমর্পয়েৎ যঃ । তেষামীশ্বরে সমর্পিতদ্বাদায়সঙ্গকভাবে স্তদভাবে পূৰ্ব্বকৃতকৰ্ম্মণাং নাশঃ । উক্তঞ্চ—

“যৎ কবোনি যদশাসি যজুহোনি দদাসি যৎ ।

যত্তপস্বসি কোন্তেষ, তৎ কুরুষ মদর্পণম্ ॥

শুভান্তভফলৈবেবঃ মোক্ষ্যসে কৰ্ম্মবন্ধনৈঃ ।

ব্রহ্মণ্যাধায় কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা কবোতি যঃ ।

নিপাতে ন স পাপেন পদ্যপত্রমিবাস্তসাম্ ॥

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিত্তি যৈবপি ।

করিয়া । কত প্রকারে ? এক পৃথিবী তত্ত্ব, এতৎকপ চই তিন বা আট প্রকার প্রকৃতির তত্ত্ব এবং কাল ও স্থান আত্মগুণ—অর্থাৎ অন্তঃকরণ ধর্ম্মের কামাদির সহিত [ সংযোগে সম্পাদন করিয়া ] । আট প্রকার প্রকৃতির বর্ণা অগ্নি উক্ত আছে—‘ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার, এই আট প্রকার প্রকৃতি আমার প্রথমোক্ত প্রকৃতি হইতে ভিন্ন বা সত্ত্ব ॥ ৬ ॥ ৩ ॥

**ভাষ্যানুবাদঃ** । এখন কৰ্ম্ম সমূহের মুখ্য বিনিয়োগ বা প্রধান লক্ষ্য প্রদর্শন করিতেছেন—“আরভ্য” ইতি । যে ব্যক্তি সদ্ভাদিগুণে সম্পর্কিত কৰ্ম্ম সমূহ আরম্ভ করিয়া অর্থাৎ সমান্ত করিয়া সেই সকল কৰ্ম্ম ও ভাব সমূহ যাঁহা অত্যন্ত ভিন্নরূপ বিনিয়োগ করে অর্থাৎ পরমেশ্বরে সমর্পণ করে । ইহুরে সমর্পিত হওয়ায় সেই সকল কৰ্ম্মের সহিত আত্মার সঙ্গ ঘটে না, সঙ্গের অভাবে পূৰ্ব্বকৃত সমস্ত কৰ্ম্ম তখন বিনষ্ট হয় । একথা উক্তও আছে—‘হে কোন্তেষ ( কুন্তিপুত্র—

তেষামভাবে কৃতকর্মনাশঃ

কর্মক্ষয়ে যাতি স তদ্বতোহন্তঃ ॥ ৬ ॥ ৪ ॥

আদিঃ স সংযোগনিমিত্তহেতুঃ

পরস্ত্রিকালাদকলোহপি দৃষ্টঃ ।

কর্মক্ষয়ে সতি সঃ ( শুদ্ধসত্ত্বঃ পুরুষঃ ) অন্তঃ ( অবিজ্ঞাতংকার্যোভ্যঃ পৃথক্ ) যাতি ( ভবতীত্যর্থঃ ) ॥ ৬ ॥ ৪ ॥

সম্বলানুবাদঃ । [ বিষয়াকৃষ্টচিত্তোহপি কথং নু তৎ বিজ্ঞানীযুরিত্যত আহ —“আদিঃ ( সর্বকরণঃ ) অকলঃ ( প্রাণাদিনামপর্য্যন্তাঃ যাঃ ষোড়শ কলাঃ প্রসিদ্ধাঃ, তদ্রহিতঃ ) অপি ( নিশ্চয়ে ) সংযোগনিমিত্তহেতুঃ ( শরীরসংযোগ-নিমিত্তং অবিজ্ঞা, তন্ত্ৰ হেতুঃ প্রেরয়িতা ), ত্রিকালং ( অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যদ্র-

হয় । কর্মক্ষয় হইলে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়, তখন সে নিজে উক্ত পৃথিব্যাদি তত্ত্ব হইতে অন্ত অর্থাৎ সম্পূর্ণ ভিন্ন হইয়া পড়ে ॥ ৬ ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদঃ । যাহাদের চিত্ত বিষয়ভোগে রত, তাহারা কি উপায়ে ব্রহ্মকে জানিতে পারে, তাহা বলিতেছেন—“আদি” ইত্যাদি ।

যে পরমেশ্বর সকলেব আদি কারণ, প্রাণাদি নাগাস্ত ষোড়শ কলারহিত

যোগিনঃ কর্ম্য কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বান্মশুদ্ধবে ॥” ইতি ।

কর্ম্যক্ষয়ে বিশুদ্ধসত্ত্বো যাতি তদ্বতোহন্তস্তত্ত্বভাঃ প্রকৃতিভূতেভ্যোহন্তোহবিজ্ঞা-তংকার্য্যাবিশিষ্টশুদ্ধচিত্তসদানন্দাদ্বিতীয়ব্রহ্মাত্মহেদ্যবগচ্ছন্নিত্যর্থঃ । অত্ৰাদ্বিতি পাঠে তদ্বতোহন্তস্তত্ত্বং ব্রহ্ম, তদ্ব যাতিতি ॥ ৬ ॥ ৪ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । উক্তগ্রন্থস্ত দ্বচয় উত্তরে মন্তাঃ প্রস্তু যন্তে—কথং নাম বিষয়বিষাদ্ধাঃ কথং নাম ব্রহ্ম জানীযুরিত্যত আহ—আদিরিতি ॥ আদিঃ কারণং অর্জুন )। তুমি যাহা কিছু কার্য্য কর, যাহা ভোজ্য কর, যাহা হোম কর, যাহা দান কর এবং যাহা কিছু তপস্যা কর, সে সমস্ত আমাতে সমর্পণ কর । একপ করিলে তুমি শুভাশুভ কর্ম্মময় বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবে । যে লোক ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে সমর্পণপূর্বক সমস্ত কর্ম্ম করে, পদ্মপত্র যেমন জলে লিপ্ত হয় না, ঠিক তেমন সেও কর্ম্ম দ্বারা লিপ্ত হয় না, অর্থাৎ কর্ম্মফলভোগী হয় না । যোগীগণ আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত ফলাসক্তি পরিত্যাগপূর্বক দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সাহায্যে কর্ম্ম করিয়া থাকেন ॥ ইতি ।

কর্ম্মক্ষয় হইলে পর শুদ্ধসত্ত্ব যোগী অবিজ্ঞা ও তৎকার্য্য হইতে বিমুক্ত হইয়া এবং আপনাকে সচ্চিদানন্দরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপে অনুভব করত প্রকৃতি ও প্রকৃতিজাত সমস্ত তত্ত্ব হইতে অন্ত হন, অর্থাৎ আপনার ব্রহ্মভাব অনুভব করেন । মূলে যদি ‘অন্তঃ’ পাঠ থাকে, তাহা হইলে অর্থ এই যে, তত্ত্ব হইতে অন্ত যে ব্রহ্ম, তাহাকে প্রাপ্ত হন ॥ ৬ ॥ ৪ ॥

ভাস্তানুবাদঃ । উক্ত বিষয়েরই দৃঢ়তা সম্পাদনের নিমিত্ত পববর্তী,

তং বিশ্বরূপং ভবভূতমীড্যং

দেবং স্বচিত্তস্থমুপাস্তু পূর্বম্ ॥ ৬ ॥ ৫ ॥

পাং ) পরঃ ( কালাতীত ইতি ভাবঃ ) দৃষ্টঃ ( অন্তর্ভূতঃ ) পূর্বঃ ( তত্ত্বমাত্মাদিবাক্য-  
জনিতজ্ঞানোদয়াৎ পূর্বঃ ) বিশ্বরূপং ( সর্বাত্মকং ) ভবভূতং, ( জগৎপ্রসবিতাবৎ )  
ঈড্যং ( স্তোত্রযোগ্যং ) স্বচিত্তস্থং ( অন্তর্গামিকপেণ হৃদয়ে বসন্তম্ ) তং দেবং ( পরমে-  
শ্বরং ) [ জানীয়াৎ ইতি পূর্ণীয়ম্ ] ॥ ৬ ॥ ৫ ॥

বলিয়া অকল, দেহ লাভের কারণীভূত অবিজ্ঞানও হেতুস্বরূপ, এবং ত্রিকালের  
অতীত, বিশ্বরূপ জগৎকারণ, স্তবনীয় ও স্বীয় চিত্তস্থ সেই পরমেশ্বরকে আত্মজ্ঞান  
লাভের পূর্বে [ উপাসনা করিবে ] ॥ ৬ ॥ ৫ ॥

সর্বশ্রু শরীরসংযোগনিমিত্তানামবিজ্ঞানং হেতুঃ । উক্তঞ্চ—“এষ এব সাধু কশ্ম  
কারয়তি, এষ এবাসাধু কশ্ম কারয়তি” ইতি । পরস্মিকালাদতীতানাগত-  
বর্তমানাং । উক্তঞ্চ—“যস্মাদক্ষাক্ সৎসংসবোহহোভিঃ পরিবর্ততে । তদ্দেবাঃ  
জ্যোতিষাং জ্যোতিরায়ুর্গোপাসতে, মৃতং” ইতি । কস্মাৎ ? যস্মাদকলোহসৌ ন  
বিশ্বন্তে কলাঃ প্রাণাদিনামাস্তা অস্ত্রোত্যকলঃ । কলাবদ্ধি কালত্রয়পরিচ্ছিন্ন-  
মুংপত্ততে বিনশ্চতি চ, অয়ং পুনরকলো নিম্পপঞ্চঃ । তস্মান কালত্রয়পরিচ্ছিন্ন-  
মুংপত্ততে বিনশ্চতি চ । তং বিশ্বানি রূপাণ্যস্ত্রোতি বিশ্বরূপং । ভবতাস্মাদিতি  
ভবঃ । ভূতমবিতগশ্বরূপং । ঈড্যং দেবং স্বচিত্তস্থং উপাস্তু অয়মহমস্মীতি  
সমাবানং কুর্য পূর্ববাক্যার্থজ্ঞানোদয়াৎ ॥ ৬ ॥ ৫ ॥

লোকসকল বিষয়াক্ষ হয়, আর কি উপায়েই বা এককে জানিতে সমর্থ হয়, ইহা  
জ্ঞাপনের জন্ত বলিতেছেন—“আদি” ইতি ।

তিনিই আদি অর্থাৎ জীবগণের শরীর গ্রহণের হেতুভূত অবিজ্ঞান ( ভ্রান্তি  
জ্ঞানের ) কারণ । অতএব উক্ত আছে—“ইনিই শুভ কশ্ম করান, এবং ইনিই  
মন্দ কশ্ম ও কবান” ইতি । তিনি ভূত তবিধাৎ ও বর্তমান এই কালত্রয়ের পর—  
অতীত অর্থাৎ তিনি নিত্যসিদ্ধ । অতএব উক্ত আছে—“যাহার নিম্নে সংবৎসর  
দিন সমূহ দ্বারা আবর্তন করে । দেবগণ তাকে জ্যোতিব জ্যোতি এবং আয়ু  
ও অমৃত রূপে উপাসনা করেন” ইতি । কেন [ তিনি কালাতীত ] ? যেহেতু  
তিনি অকল প্রাণাদি নাথপর্যন্ত যে মোড়শ কলা, তাহা তাহার নাই, নাই  
বলিয়াই অকল । কারণ, কলাবিশিষ্ট বস্তুই কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয়, এবং জন্মে  
ও মরে, ইনি ত অকল—নিম্পপঞ্চ ( সর্বগ্রকার অংশাশিভাবশূন্য ) । সেই  
কারণেই কালত্রয়-পরিচ্ছিন্ন হইয়া উৎপন্ন বা বিনষ্ট হন না । সর্বত্র রূপই তাহার  
রূপ, ( মূর্তি ) । এই কারণে তিনি বিশ্বরূপ । তাহা হইতেই প্রাচুর্যভূত হয় বলিয়া  
তিনি ভব । অচ্যুতশ্রবণ বলিয়া ভূত, ঈড্য—স্ততিযোগ্য । পূর্বে-বাক্যাত্মায়ামী  
জ্ঞান লাভের অগ্রে নিজ হৃদয়স্থ এই দেবকে উপাসনা করিয়া ‘আমি এতৎস্বরূপ’  
এইরূপে একাগ্রতা সম্পাদন করিয়া— ॥ ৬ ॥ ৫ ॥



স বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরোহন্তো-

যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ততে হ্যম্ ।

ধর্মাবহং পাপনুদং ভগেশং

জ্ঞাত্বানুশ্রমমৃতং বিশ্বধাম ॥ ৬ ॥ ৬ ॥

সরলার্থঃ । [ পুনরপি তমেব পরমেশ্বরং বর্ণয়তি—“স বৃক্ষ” ইতি । ]

সঃ ( পরমেশ্বরঃ ) বৃক্ষ-কালাকৃতিভিঃ ( বৃক্ষরূপেণ কল্পিতস্ত সংসারস্ত, কালস্ত চ যা আকৃততয়ঃ শোকমোহাদয়ঃ ভূতভাবিহাদয়শ্চ, তাভিঃ তাভ্য ইত্যর্থঃ ) পরঃ ( অন্তঃ প্রপঞ্চঃ ), যস্মাৎ ( পরমেশ্বরাৎ ) অয়ং প্রপঞ্চঃ ( জগৎ ) পরিবর্ততে ( পুনঃ পুনর্বা-বিভবতি ), ধর্মাবহঃ ( ধর্মাত্মকুলং ) পাপনুদং ( পাপনাশনং ) ভগেশং ( ষড়ৈশ্বর্য-যুক্তং ), আশ্রয়ঃ ( অন্তর্ধামিনং ) অমৃতং ( মরণধর্মবর্জিতং ) বিশ্বধাম ( জগদাশ্রয়-ভূতং ) তং ( পরমেশ্বরং ) জ্ঞাত্বা ( স্বাভ্যস্মৈন দৃষ্ট্বা ) [ তদ্বতোহন্তঃ যাতি ইতি পূর্ব্বোণ সম্বন্ধঃ ] ॥ ৬ ॥ ৬ ॥

মূলান্তবাদ্ । পুনশ্চ পবমেশ্বরের বর্ণনা করিতেছেন—“স বৃক্ষ” ইত্যাদি ।

তিনি (পরমেশ্বর) বৃক্ষাকৃতি-সংসারবৃক্ষের ধর্ম—শোক মোহাদি ও কালাকৃতি—কালের ধর্ম ভূতভাবিহাদি প্রভৃতি, সে সমুদয়ের অতীত—ভিন্ন বস্তু, যাহা হইতে জগৎপ্রপঞ্চ পুনঃপুনঃ যাতায়াত করিতেছে । তিনি ধর্মজনক ও পাপনাশক, ষড়ৈশ্বরের অধিপতি এবং বিশ্বের আশ্রয় অমৃতময় অন্তর্ধামী, তাঁহাকে জানিয়া—সাক্ষাৎকার করিয়া [ জড়তত্ত্ব হইতে আপনার পার্থক্য অনুভব করে ] ॥ ৬ ॥ ৬ ॥

শাক্তরভাস্যম্ । পুনরপি তমেব দর্শয়তি—স বৃক্ষেতি । সঃ বৃক্ষাকারেভ্যঃ কালাকারেভ্যঃ পরঃ বৃক্ষকালাকৃতিভিঃ পরঃ । বৃক্ষঃ সংসার-বৃক্ষঃ । উক্তঞ্চ—“উর্দ্ধমূলো হবাকৃশাখ এষোহমৃথঃ সনাতনঃ” ইতি । অন্তঃ প্রপঞ্চাসংস্পৃষ্ট ইত্যর্থঃ । যস্মাদীশ্বরাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ততে । ধর্মাবহং পাপনুদং । ভগ্নৈশ্বর্যাদেবীশং স্বামিনং জ্ঞাত্বা আশ্রয়ং আশ্রয়ি বুদ্ধৌ স্থিতং, অমৃতমরণধর্ম্যাণং, বিশ্বধাম, বিশ্বস্তাপারভূতং যাতি । স তদ্বতোহন্তঃ ইতি সর্বত্র সম্বন্ধাতে ॥ ৬ ॥ ৬ ॥

ভাস্যানুবাদ । পুনশ্চ সেই বিষয়ই প্রদর্শন করিতেছেন—“স বৃক্ষ” ইত্যাদি ।

তিনি বৃক্ষাকার ও কালাকার সকল বস্তু হইতে ভিন্ন, এই কারণে বৃক্ষ-কালাকৃতির পর বলা হইয়াছে । এখানে বৃক্ষ অর্থ—সংসার বৃক্ষ । ‘এই সনাতন অর্থব্ধের ( সংসারবৃক্ষের ) মূল উর্দ্ধে ও শাখা ( বিস্তার ) নিম্নদিকে অর্থাৎ পরমেশ্বর ইহার মূল, এবং সংসার প্রপঞ্চ ইহার শাখাস্থানীয় ’, এই বাক্যে ঐ কথাই উক্ত হইয়াছে । [ বৃক্ষাকৃতির ] অন্ত অর্থ—সংসার-প্রপঞ্চ দ্বারা তিনি স্পৃষ্ট নহে, যেহেতু ঈশ্বর হইতেই সংসার-প্রপঞ্চের উৎপত্তি বা আবির্ভাব হইয়া,

তমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরং

তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্ ।

পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্

বিদাম দেবং ভুবনেশমীডাম্ ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

**সরলার্থঃ** । [ অতঃপরঃ তদ্বিষয়ে বিদ্বদ্ব্যভাবপ্রমাণবতি “তমীশ্বরানাং” ইত্যাদি । ]

ঈশ্বরানাং (চতুর্মুখাদীনাং) পরমং (নিরতিশয়ং) মহেশ্বরং (নিয়ামকং), দেবতানাং (ইন্দ্রাদীনাং) চ (অপি) পরমং দৈবতং (দেবতাপাদকং), পতীনাং (প্রজাপতীনাং) পরমং পতিং, পরস্তাং (অক্ষরাদিপি পবং) ঈডাং ভুবনেশং (জগন্নিয়ামকং) তং দেবং (পরমেশ্বরং) বিদাম (অপরোক্ষতয়া জানাম ইত্যর্থঃ) ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

• **মূলানুবাদ** । এখন ব্রহ্মবিদ পুরুষের অন্তর্ভুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন “পতিং” ইত্যাদি ]

ব্রহ্মা প্রভৃতি লোকেশ্বদিগেবও নিবদ্ধশূ মহেশ্বর অর্থাৎ শাসনকর্ত্তা, ইন্দ্রাদি দেবগণেরও পরম দৈবত (দেবত্বপ্রদ) এবং প্রজাপতিগণেরও পতি বা শাসনকর্ত্তা, অক্ষর ব্রহ্মেরও পরবর্ত্তী এবং ভুবনাদিপতি ও স্তুতিপাত্র সেই দেবকে (পরমেশ্বরকে) আমরা (জ্ঞানিগণ) প্রত্যক্ষরূপে জানি ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

**শাক্তরভাস্তম্** । ইদানাং বিদ্বদ্ব্যভাবং দর্শয়ন্তুমর্থং দৃঢ়াকরোতি— তমীশ্বরানামিতি । তমীশ্বরানাং বৈবস্বতমাদীনাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং মিত্রাদীনাং পরমঞ্চ দৈবতং, পতিং পতীনাং প্রজাপতীনাং, পরমং পরস্তাং পরতোহক্ষরাং । বিদাম দেবং দ্যোতনস্বভাবং । ভুবনানামীশং ভুবনেশং । ঈডাং স্তুতম্ ॥৬৭॥

থাকে, [ অতএব অস্পৃষ্ট ], ধর্ম্মাবহ ( ধর্ম্মের আশ্রয় ), ও পাপহন ( পাপনাশক ), ভগ অর্থ ঐশ্বর্য্য, তাহার প্রভু, আত্মাতে—বুদ্ধিতে অবস্থিত, মরণধর্ম্মরহিত, বিশ্বধাম ও সমস্ত জগতের আশ্রয়স্বরূপ দেবকে জানিয়া প্রকৃত্যাদি ভূতপর্ষ্যস্তু তত্ত্ব হইতে অস্ত্র হয়, অর্থাৎ অস্ত্র উপলব্ধি করে, এই অংশের সম্বন্ধ নব্বত্র— জানিতে হইবে ॥ ৬ ॥ ৬ ॥

**ভাষ্যানুবাদ** । এখন জ্ঞানীর অনুভবপ্রদর্শন করিয়া পূর্ব্বকথিত বিষয়টা দৃঢ়তর করিতেছেন—“তম্ ঈশ্বরানাং” ইতি ।

ঈশ্বর্য্যপত্র যমপ্রভৃতি ঈশ্বরগণের (লোকপালগণের) মহান্ ঈশ্বর (প্রভু), ইন্দ্রাদি দেবগণেরও পরম দেবতা, এবং প্রজাপতিদিগেরও পতি অর্থাৎ প্রভু, অক্ষর ব্রহ্ম হইতেও পরম স্তবনীয় ও প্রকাশস্বভাব সেই জগৎপতিকে আমরা জানি ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

ন তস্মা কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে,

ন তৎসমশ্চাত্ত্যাদিকশ্চ দৃশ্যতে ।

পরাস্মা শক্তির্বিবিধৈব শ্রয়তে

স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥ ৬ ॥ ৮ ॥

ন তস্মা কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে,

ন চেশিতা নৈব চ তস্মা লিঙ্গম্ ।

**সরলার্থঃ** । [ অথ তস্মা মহেশ্বরত্বমেব সমর্থয়মাহ “ন তস্মা” ইতি । ]

তস্মা ( পরমেশ্বরত্ব ) কার্য্যং ( শরীরং ) করণং ( চক্ষুর্বাদিকং ) চ ন বিদ্যতে ।  
তৎ ( তস্মা ) সনঃ ( সমদর্শী ) অভ্যাদিকঃ ( ততো জ্যায়ান্ ) চ ন দৃশ্যতে  
( ন শ্রয়তে ইত্যর্থঃ ) । অস্মা বিবিধা ( অনেকপ্রকারা ) এব স্বাভাবিকী ( স্বতঃ-  
সিদ্ধা ) শক্তিঃ, জ্ঞান-বলক্রিয়াচ ( জ্ঞানক্রিয়া—সর্ববিষয়েষু জ্ঞানলাভঃ, বলক্রিয়া—  
সন্নিধিমাণেণ সর্বনিয়মনং চ ) শ্রয়তে [ বেদেষু ] ॥ ৬ ॥ ৮ ॥

**সরলার্থঃ** । কিংচ, “ন তস্মা” ইতি । [ যস্মাদেবং, তস্মাৎ ] লোকে  
( জগতি ) তস্মা কশ্চিৎ ( কশ্চিদপি ) পতিঃ ( প্রভুঃ ) ন অস্তি ( নৈবাস্তীত্যর্থঃ ),  
ইশিতা চ ( নিয়ামকোহপি ) ন [ অস্তি ], তস্মা লিঙ্গং চ ( অনুমাপকং গুণক্রিয়াদি )

**মূলানুবাদ** । তাহার দেহ ও ইন্দ্রিয় নাই, তাহার সমান বা অধিকও  
( তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠও ) দৃষ্ট হয় না । ইহার স্বভাবসিদ্ধ নানাপ্রকার নিরতিশয় শক্তি  
এবং জ্ঞানক্রিয়া ( সর্বজ্ঞতা ) ও বলক্রিয়া ( সান্নিধ্যমাত্রে কার্য্য সম্পাদন ক্ষমতা )  
বেদেতে স্তুতিতে পাওয়া যায় ॥ ৬ ॥ ৮ ॥

**মূলানুবাদ** । [ যেহেতু তিনি এমন, সেইহেতু ] জগতে তাহার  
অধিপতি কেহ নাই, শাসনকর্ত্তাও নাই ; এবং যাহাতে অনুমান দ্বারা তাহাকে

**শাক্তরভাষ্যম্** । কথং মহেশ্বরমিত্যাহ—ন তস্মোতি । ন তস্মা কার্য্যং  
শরীরং করণং চক্ষুর্বাদি বিদ্যতে । ন তৎসমশ্চাত্ত্যাদিকশ্চ দৃশ্যতে শ্রয়তে বা ।  
পরাস্মা শক্তির্বিবিধৈব শ্রয়তে, সা চ স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ । জ্ঞানক্রিয়া চ  
বলক্রিয়া চ । জ্ঞানক্রিয়া সর্ববিষয়জ্ঞানপ্রবৃত্তিঃ, বলক্রিয়া স্বসন্নিধিমাণেণ সর্বং  
বশীকৃত্য নিয়মনং ॥ ৬ ॥ ৮ ॥

**শাক্তরভাষ্যম্** । ন তস্মোতি ॥ যস্মাদেবং, তস্মাৎ ন তস্মা কশ্চিৎ পতি-

**ভাষ্যানুবাদ** । তিনি মহেশ্বর কিসে ? তাহা বলিতেছেন—“ন তস্মা”  
ইতি । তাঁহার কার্য্য—শরীর ও করণ—চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় নাই ; তাঁহার সমান  
বা তদপেক্ষা অধিক দৃষ্ট বা শ্রুত হয় না । ইহার নানাপ্রকার শক্তি শ্রুত হয় ।  
সেই শক্তি ইহার স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান-বলক্রিয়া অর্থাৎ জ্ঞানক্রিয়া সর্ববিষয়ে  
অপ্রতিহত জ্ঞান, এবং বলক্রিয়া—তাহার কেবল সান্নিধ্যমাত্রে সকলকে  
বশীকৃত করিয়া রাখিবার ক্ষমতা, [ ইহা শ্রুত হয় ] ॥ ৬ ॥ ৮ ॥

**ভাষ্যানুবাদ** । যেহেতু তিনি এইপ্রকার, সেই হেতু জগতে তাঁহার

স কারণং করণাধিপাধিপো-

ন চাস্ম কশ্চিচ্ছ্রজনিতা ন চাধিপঃ ॥ ৬ ॥ ৯ ॥

যন্তুস্তনাত ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ

স্বভাবতো দেব একঃ স্বমাবরণোৎ ।

স নো দধাদ্ব্রক্ষাপ্যয়ম্ ॥ ৬ ॥ ১০ ॥

ন এব [ অস্তি ] । সঃ ( পৰমেশ্বরঃ ) কারণং ( সৰ্বকারণং ) করণাধিপাধিপঃ ( করণানাং ইন্দ্রিয়াণাম্ অধিপঃ—জীবঃ, তত্ৰাপি অধিপতিবিত্যর্থঃ ) । [ অতএব ] কশ্চিৎ ( কশ্চিদপি ) অস্ত জনিতা ( উৎপাদকঃ ) চ ন, অধিপঃ চ ন [ অস্তি ] ॥ ৬ ॥ ৯ ॥

সরলার্থঃ । ইদানীং ব্রহ্মদর্শিনোহনুভবং দর্শয়ন্মাহ—“যন্তুস্তনাতঃ”

ইতি । যঃ একঃ দেবঃ ( পৰমেশ্বরঃ ) তন্তুনাভঃ ( লতাকাণ্টঃ ) তন্তুভিঃ ( স্বপ্রসূতৈঃ সূত্রৈঃ ) ইব, স্বভাবতঃ ( স্বপ্রয়োজন-নৈরপেক্ষ্যেণ ) প্রধানজৈঃ ( প্রকৃতিজাতৈঃ নাম-রূপ-কর্মভিঃ ) স্বং ( আত্মানং ) আবরণোৎ ( আবরণোতি ), সঃ ( পরমেশ্বরঃ ) নঃ ( অস্মাক্ ) ব্রক্ষাপ্যয়ং ( ব্রক্ষণা একীভাবঃ ) দধাৎ ( দধাতু ইত্যর্থঃ ) ॥ ৬ ॥ ১০ ॥

জানিতে পারা যায়, এমন কোন লিঙ্গ বা চিহ্নও তাহার নাই । অতএব তিনি সকলের কারণ, করণাধিপ জীবেরও অধিপতি । ইহার কেহ জন্মদাতা নাই, এবং অধিপতিও নাই ॥ ৬ ॥ ৯ ॥

মূলান্তবাদ । তন্তুনাভ ( মাকড় ) যেমন তন্তু দ্বারা আপনাকে আবৃত করে, তেমনি যে এবদেব স্বভাবতঃ কোনও প্রয়োজনের অপেক্ষা না রাখিয়া, প্রধান হইতে উৎপন্ন নাম রূপ ও কর্ম দ্বারা আপনাকে আচ্ছাদন করেন, সেই পৰমেশ্বর আনাদিগকে ব্রক্ষাপ্য অর্থাৎ ব্রহ্মেতে বিলয় বা একীভাব প্রদান করুন ॥ ৬ ॥ ১০ ॥

রস্তি লোকে । অতএব ন তশ্চেশিতা নিয়ন্তা । নৈব চ তস্ত লিঙ্গং চিহ্নং ধুমস্থানীয়ং, যেনানুসীয়েত । স কারণং সর্বস্ত কারণম্ । করণাধিপাধিপঃ পরমেশ্বরঃ । যস্মাদেবং, তস্মাৎ ন তস্ত কশ্চিচ্ছ্রজনিতা জনয়িতা ন চাধিপঃ ॥ ৬ ॥ ৯ ॥

শাক্তব্রহ্মত্বম্ । ইদানীং মন্তুদগভিশ্চেতমর্থং প্রার্থয়তে—যন্তুস্তনাত ইতি । যথোর্ণমাভিরাঙ্গপ্রভবৈস্তন্তুভিরাঙ্গানমেব সমাবরণোৎ, তথা প্রধানজৈ-রব্যক্তপ্রভবৈর্ময়রূপকর্মভিঃ তন্তুস্থানীতৈঃ । স্বমাত্মানমাবরণোতি সংছাদিতবান্, সঃ নো মহং ব্রক্ষাপ্যয়ং একীভাবং দদাতিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ ১০ ॥

কেহ পতি বা প্রভু নাই ; এই কারণেই তাহার কেহ ঈশিতা অর্থাৎ নিয়ামক নাই এবং তাহার কোনও লিঙ্গ অর্থাৎ অনুমাপক চিহ্ন নাই ; যেমন বহির অনুমাপক ধূম, তেমনি তাহাকে অনুমান করিবার কোনও চিহ্ন নাই । তিনি সকলের কারণ, এবং করণাধিপ জীবেরও অধিপতি । যেহেতু এইরূপ অবস্থা, সেই হেতু তাহার উৎপাদক ( জন্মদাতা ) বা অধিপতি কেহ নাই ॥ ৬ ॥ ৯ ॥

একো দেবঃ সৰ্বভূতেষু গৃঢ়ঃ

সৰ্বব্যাপী সৰ্বভূতান্তরাগ্না ।

কৰ্ম্মাধ্যক্ষঃ সৰ্বভূতাদিবাং

সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুণশ্চ ॥ ৬ ॥ ১১ ॥

**সম্বলানুবাদঃ** । [ পুনরপি তমেব বিশদীকৃত্য দৰ্শয়গ্নাহ—“একঃ” ইতি । ]  
সৰ্বভূতেষু গৃঢ়ঃ ( অদৃশ্যতয়া প্রচ্ছন্নঃ ), সৰ্বব্যাপী, সৰ্বভূতান্তরাগ্না, কৰ্ম্মাধ্যক্ষঃ  
( কৰ্ম্মফলপ্রদাতা ), সৰ্বভূতাদিবাং ( সৰ্বপ্রাণিনামন্তর্যামী । সৰ্বাণি ভূতানি  
অধিবাসয়তি স্থাপয়তীতি বা ), সাক্ষী ( সাক্ষাদ্ দৃষ্টা ), চেতা ( চেতনঃ ) কেবলঃ  
( উপাধিবর্জিতঃ ), তথা নিগুণঃ ( সত্ত্বাদিগুণসম্বন্ধবহিতঃ ) চ একঃ দেবঃ  
( পরমেশ্বরঃ ) [ অস্তীতি শেষঃ ] ॥ ৬ ॥ ১১ ॥

**মূলানুবাদঃ** । সমস্ত ভূতে প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান, সৰ্বব্যাপী সৰ্বভূতের  
অন্তরবস্থিত কৰ্ম্মফলপ্রদাতা সৰ্বসাক্ষী, চেতন, উপাধিবর্জিত ও নিগুণ একদেব  
( পরমেশ্বর ) [ আছেন ] ॥ ৬ ॥ ১১ ॥

**শাক্তরভাষ্যে** । পুনরপি তমেব করতলগতশ্রুতগলকবৎ সাক্ষাদ্দৰ্শয়ন্  
তদ্বিজ্ঞানাদেব পবনপুরুষার্থপ্রাপ্তির্নাত্মেনেতি দৰ্শয়তি মন্ত্রদ্বয়েন—“একো দেব”  
ইতি ॥

একোহদ্বিতীয়ো দেবঃ স্তোতনস্বভাবঃ । সৰ্বভূতেষু গৃঢ়ঃ সৰ্বপ্রাণিণু সংবৃতঃ ।  
সৰ্বব্যাপী সৰ্বভূতান্তরাগ্না স্বরূপভূত ইত্যর্থঃ । কৰ্ম্মাধ্যক্ষঃ সৰ্বপ্রাণিকৃতবিচিত্রকৰ্ম্মা-  
ধিষ্ঠাতা । সৰ্বভূতাদিবাং সৰ্বপ্রাণিণু বসতীত্যর্থঃ । সৰ্বেষাং ভূতানাং সাক্ষী  
সৰ্বদ্রষ্টা । সাক্ষাদ্ভ্রষ্টরি সংজ্ঞায়ামিতি স্মরণাৎ । চেতা চেতয়িতা । কেবলো  
নিরূপাধিকঃ । নিগুণঃ সত্ত্বাদিগুণবহিতঃ ॥ ৬ ॥ ১১ ॥

**ভাষ্যানুবাদঃ** । এখন মন্ত্রদর্শী ঋষি অভিপ্রেত বিষয় প্রার্থনা  
করিতেছেন—“যঃ তত্ত্বনাভ” ইতি । তত্ত্বনাভ যেরূপ আপনার তত্ত্বসমূহ দ্বারা  
আপনাকে আবৃত করে, সেইরূপ যিনি তত্ত্বস্থলবর্তী প্রধানজাত অর্থাৎ অব্যক্ত  
প্রকৃতিপ্রসূত নাম-রূপ ও কৰ্ম্মদ্বারা নিজে নিজকে আবৃত—আচ্ছাদিত করিয়াছেন,  
তিনি আমার নিমিত্ত ব্রহ্মভাব অর্থাৎ ব্রহ্মেতে বিলয়—ব্রহ্মের সঙ্গে একীভাব  
( তন্ময়তা ) বিধান করুন ॥ ৬ ॥ ১০ ॥

**ভাষ্যানুবাদঃ** । করামলকণ্ঠ্যে পুনরায় তাহারই স্বরূপ প্রদর্শনপূর্বক,  
ঐহাকে জানিলেই যে, পরমপুরুষার্থ মুক্তিলাভ হয়, অতঃ প্রকারে হয় না, এখন  
তাহা হুইটমন্ত্রে প্রদর্শন করিতেছেন—“একো দেবঃ” ইতি । এক অর্থ অদ্বিতীয়  
ষাহার দ্বিতীয় আর কিছু নাই । দেব অর্থ প্রকাশময়, সমস্ত ভূতের মধ্যে গৃঢ়,  
সৰ্বপ্রাণীর অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত, সৰ্বব্যাপী ও সৰ্বভূতের অন্তরাগ্না,  
অর্থাৎ সৰ্বভূতের স্বরূপভূত । কৰ্ম্মাধ্যক্ষ অর্থ—সমস্ত প্রাণীর অল্পাঙ্কিত বিবিধ কৰ্ম্মের  
ফল-নিয়ামক । সমস্ত প্রাণীতে বাস করেন বলিয়া তিনি সৰ্বভূতাদিবাং । সৰ্বভূতের

একো বশী নিক্রিয়াণাং বহুনা-

মেকং বীজং বহুধা যঃ কবোতি ।

তমাত্মস্থং যেহনুপশুন্তি ধীরা-

স্তেষাং স্থখং শাস্তং নেতরেষাম্ ॥ ৬ ॥ ১২ ॥

সরলার্থঃ । কিঞ্চ, বশী ( স্বাধীনঃ ) যঃ একঃ ( পরমেশ্বরঃ ) নিক্রিয়াণাং বহুনাং ( জীবানাং ) [ নিমিত্তঃ ] একং বীজং ( ভূতস্বৰূপং ) বহুধা ( অনেকরূপং ) কবোতি, আত্মস্থং ( বুদ্ধৌ প্রতিদিতং ) তং দেবং যে ধীরা অনুপশুন্তি ( নিত্যমনু-ভবন্তি ), তেষাং [ এব ] শাস্তং ( সার্বকালিকং ) স্থখং ( তৃপ্তিঃ ) [ ভবতি ], ইতরেষাং ( অনাত্মদর্শিনাং তু ) ন, ( শাস্তং স্থখং নৈব ভবতীতি ভাবঃ ) ॥ ৬ ॥ ১২ ॥

মূলানুবাদ । অপিচ, বশী ( স্বাধীন ) যে এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর ক্রিয়াহীন বহুর ( জীবের ) নিমিত্ত এক বীজকে অর্থাৎ বীজরূপে স্থিত প্রকৃতি বা ভূতস্বৰূপকে বহুভাণ্ডে বিভক্ত করেন, যে সকল ধীর ব্যক্তি আত্মস্থ সেই দেবকে ( পরমেশ্বরকে ) দর্শন কবে, তাহাদেবই শাস্ত স্বখ লাভ হয়, অপন সকলের হয় না ॥ ৬ ॥ ১২ ॥

শাক্ষরভাষ্যম্ । একো বশীতি । একো বশী স্বতন্ত্রঃ নিক্রিয়াণাং বহুনাং জীবানাং, সৰ্ব্বা হি ক্রিয়া নাত্মনি সমবেতাঃ, কিন্তু দেহেন্দ্রিয়েসু । আত্মা তু নিক্রিয়ো নিগুণঃ সদ্ধাদিগুণরহিতঃ কটপ্তঃ সন্নাত্মদর্শনাং অগ্ৰধাত্মাভিমগ্নতে—কর্তা ভোক্তা স্থখী চঃখী ক্লেশঃ স্থলো মনুষ্যোহমুষ্য পুত্রোহস্ত্র নপুংসিতি । উক্তঞ্চ—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্ম্মাণি সৰ্ব্বশঃ ।

অহঙ্কারবিন্দ্যাত্মা কর্তাহমিতি মগ্নতে ॥

তদ্বিস্তৃ মহাবাহো গুণকৰ্ম্মবিভাগয়োঃ ।

গুণাগুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ।

প্রকৃতেগুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকৰ্ম্মসু ॥” ইতি ॥

একং বীজং বীজস্থানীয়ং স্বল্পভূতং বহুধা যঃ কবোতি, তমাত্মস্থং বুদ্ধৌ স্থিতং যেহনুপশুন্তি সাক্ষাজ্ঞানস্তি তে ধীরাঃ বুদ্ধিমন্তস্তেষামাত্মবিদাং স্থখং শাস্তং নেতরেষামাত্মবিদাম্ ॥ ৬ ॥ ১২ ॥

সাক্ষী—সাক্ষাৎ দ্রষ্টা, কারণ, [ ব্যাকরণ শাস্ত্রে ] সাক্ষাৎ দ্রষ্টাকেই ‘সাক্ষী’ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে । চেতা অর্থ চেতয়িতা—চেতন বা চৈতন্যসম্পন্ন, কেবল অর্থ কোনপ্রকার উপাধিবিশেষ বা ধর্ম তাহার নাই । নিগুণ অর্থ, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণরহিত ॥ ৬ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ । “একঃ বশী” ইত্যাদি । বশী অর্থ স্বতন্ত্র বা স্বাধীন, স্বভাবতঃ ক্রিয়াহীন বহুজীবের তিনি নিয়ন্তা । ক্রিয়ামাত্রই আত্মসমবেত ( আত্মাপ্রতি ) নহে, পবন দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিগতঃ আত্মা স্বভাবতঃই নিক্রিয় ও

নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-

মেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্ ।

তৎ কারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং

জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সৰ্ব্বপাশৈঃ ॥ ৬ ॥ ১৩ ॥

সরলার্থঃ । যঃ নিতানাং নিত্যঃ (অর্থাৎ জীবানাং নিত্য কারণং), চেতনানাং, চেতনঃ অর্থাৎ চৈতন্ত্বপ্রদঃ, একঃ (একোহপি সন্) বহুনাং (জীবানাং) কামং ভোগং বিদধাতি । সাংখ্যযোগাধিগম্যং (সাংখ্যযোগবলেন দ্রষ্টব্যম্) তৎ কারণং দেবং (ব্রহ্ম) জ্ঞাত্বা (সাক্ষাৎকৃত্য) সৰ্ব্বপাশৈঃ (অবিজ্ঞা-তৎকাৰ্য্য-রূপৈঃ) মুচ্যতে (পরিত্যজ্যতে মুক্তোভবতীত্যর্থঃ) ॥ ৬ ॥ ১৩ ॥

মূলানুবাদঃ । যিনি নিত্যের নিত্য অর্থাৎ নিত্যতা সম্পাদক, চেতনের চেতন (চৈতন্ত্বপ্রদ), এবং এক হইয়াও বহু ব কামভোগ বিধান করেন । সাংখ্য-যোগলভ্য সেই সৰ্ব্বকারণ দেবকে (পরমেশ্বরকে) অবগত হইয়া অবিজ্ঞা ও তৎ-কার্য্যরূপ সমস্ত পাশ হইতে বিমুক্ত হয় ॥ ৬ ॥ ১৩ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । কিঞ্চ, নিত্য ইতি । নিত্যো নিত্যানাং জীবানাং মধ্যে । তন্নিত্যত্বেন তেষামপি নিত্যত্বনিত্যত্বপ্রায়ঃ । অথবা পৃথিব্যাদীনাং মধ্যে । তথা চেতনশ্চেতনানাং প্রমাতৃণাং মধ্যে । একো বহুনাং জীবানাং যো বিদধাতি প্রায়চ্ছতি কামান্ কামনিগিতান্ ভোগান্ । সৰ্ব্বশ্চ সাংখ্যযোগাধিগম্যং জ্ঞাত্বা দেবং জ্যোতির্ময়ং মুচ্যতে সৰ্ব্বপাশৈরবিজ্ঞাদিভিঃ ॥ ৬ ॥ ১৩ ॥

নিগুণ স্বাদিগুণরহিত, এবং কুটস্থ (নির্বিকাব) হইয়াও অনাদ্বা—দেহেন্দ্রিয়াদির ধর্ম (গুণক্রিয়াদি) আপনাতে আরোপ করিয়া—আমি কর্তা, ভোক্তা, সুখী, দুঃখী, ক্লশ, ভুল, মলুষা—অমূকের পুত্র ও পৌত্র ইত্যাদি অভিমান করিয়া থাকে । একথা অগ্রতঃ উক্ত আছে—

‘প্রকৃতির গুণপরিণাম দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা সর্বতোভাবে অনুষ্ঠিত কর্ম-রাশিকে অহঙ্কারে বিমূঢ়াত্মা (বাহার অন্তঃকরণ অহঙ্কারে মোহপ্রাপ্ত, সেই লোক) আমি (আত্মা) করিতেছি বলিয়া অভিমান করে । কিন্তু হে মহাবাহো অর্জুন, যথাযথভাবে গুণকর্মের বিভাগজ্ঞ পুরুষ কিন্তু মনে করেন যে, ত্রিগুণের পরিণাম-ভূত দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিই গুণপরিণাম শব্দস্পর্শাদি বিষয়ের উপর কার্য্য করিতেছে, এইরূপ মনে করিয়াই তিনি এই সকল কার্য্যেতে ‘আমি কর্তা বা আমার কর্ম’ বলিয়া আসক্তি করেন না । যাহারা প্রকৃতির ত্রিগুণে বিমূঢ় (বিবেক করণে অসমর্থ), কেবল তাহারা উহাতে আসক্ত হয়’ ইতি ।

যিনি একজাতীয় বীজকে—বীজেরই মত সূক্ষ্ম পঞ্চভূতকে বহুপ্রকারে পরিণত করেন, যে সকল ধীর—সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন লোক আত্মস্থ বুদ্ধিতে প্রকাশমান সেই পরমাত্মাকে দর্শন করেন—সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করেন, সেই আত্মবিদগণেরই শাস্ত লভ হয়, অপব সকলের—অনাদ্বৈতদিগের তাহা হয় না ॥ ৬ ॥ ১২ ॥ •

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্;  
নেমা বিদ্যাতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্নিঃ ।  
তমেব ভাস্তমনুভাতি সৰ্ব্বম্,  
তস্ম ভাসা সৰ্ব্বমিদং বিভাতি ॥ ৬ ॥ ১৪ ॥

সরস্বতীর্থঃ । [ পুনরপি তদ্বিশেষং বর্ণয়তি—“ন তত্র” ইতি । ] তত্র ( পরমেশ্বরে ) সূর্য্যঃ ন ভাতি ( সূর্য্যঃ তং ন প্রকাশয়তীত্যর্থঃ ), চন্দ্রতারকং ( চন্দ্রশ্চ তারকাশ্চ ) ন [ ভাস্তি ], ইমাঃ বিদ্যাতঃ ন ভাস্তি, অয়ং অগ্নিঃ কুতঃ ( ভাতীতি ভাবঃ ) । [ যতঃ ] তন্ম্ এব ভাস্তং ( প্রকাশমানং সন্তং ) অনু ( অনুসৃত্য ) সৰ্ব্বং ( জগৎ ) ভাতি ( প্রকাশতে ) । [ কিং বহুনা, ] সৰ্ব্বং ইদং ( জগৎ ) তস্ম ভাসা ( দীপ্ত্যা ) বিভাতি ( দীপ্যতে ) । [ নহি প্রকাশাঃ প্রকাশকং প্রকাশয়িতুমর্থীতি ভাবঃ ] ॥ ৬ ॥ ১৪ ॥

মুন্যানুবাদঃ । পুনরায় তাহাকে বিশেষ করিয়া বলিতেছেন—“ন তত্র” ইত্যাদি ।

তাহাতে ( পরমেশ্বরে ) সূর্য্য প্রকাশ পায় না, চন্দ্র ও তারকা প্রকাশ পায় না, [ এ সকলই যখন তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, তখন ] এই অগ্নির আর কথা কি ? [ অবিকারিক, ] তিনি প্রকাশমান আছেন বলিয়াই অপর সকলে প্রকাশ পাইতেছে, তাহার প্রকাশেই এই সকল বস্তু দীপ্তি পাইয়া থাকে ॥ ৬ ॥ ১৪ ॥

শাক্তব্রহ্মভাস্ম । কথং চেতনচেতনানামিত্যুচ্যতে—ন তত্রৈতি । তত্র তস্মিন্ পরব্রাহ্মনি সর্বাভাসকোহপি সূর্য্যো ন ভাতি এক ন প্রকাশয়তীত্যর্থঃ । ন হি তেষ্টেব ভাসা সৰ্ব্বান্ননো রূপজাতং প্রকাশয়তি, ন তু তস্ম স্বতঃ প্রকাশনসামর্থ্যম্ । তথা ন চন্দ্রতারক । নেমা বিদ্যাতো ভাস্তি । কুতোহয়মগ্নিরন্নদোচরঃ । কিং বহুনা, যদিদং জগদ্ভাতি, তমেব স্বতো ভাকপত্বাদ্ভাস্তং দীপ্যমানমনুভাতীত্যনুদীপ্যতে । যথা বোহাদি বহুিং দত্তমন্তদহতি ন স্বতঃ । তেষ্টেব ভাসা দীপ্ত্যা সৰ্ব্বমিদং সূর্য্যাদি ভাতি । উক্তঞ্চ “যেন সূর্য্যাস্তপতি তেজসেদ্ধঃ” । “ন তদ্ব্যগয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ” ইতি ॥ ৬ ॥ ১৪ ॥

ভাস্ম্যানুবাদঃ । আবণ্ড,—“নিত্যঃ” ইতি । নিত্য জীবগণের মধ্যে তিনি নিত্য, কারণ, তাহার নিত্যতায়ই জীবগণের নিত্যতা ; অথবা অনিত্য পৃথিবী প্রভৃতির মধ্যে [ তিনি নিত্য ], সে কপ বাহাবা চেতন প্রমাতা, তাহাদিগের মধ্যে তিনি চেতন, অর্থাৎ তাহার চৈতন্ত্যেই অপরের চৈতন্ত্য হয়, এবং যিনি এক হইয়াও বহু জীবের কাম—কামনাধীন ভোগ বিধান করেন—প্রদান করেন । সাংখ্যযোগের সাহায্যে অবিগম্য বা প্রাপ্য ( ১ ) সেই জ্যোতির্শর্যকে জার্মনয়া অবিষ্টা ও তন্মূলক কৰ্ম্মাদিকপ পাশ হইতে বিমুক্ত হয় ॥ ৬ ১৩ ॥

( ১ ) সাংখ্যযোগে অর্থ—যে জ্ঞানের সাহায্যে আত্মা ও অনাত্মার পার্থক্য প্রত্যক্ষ হয়, অর্থাৎ চেতন আত্মা ও অচেতন দেহ ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিপ্ৰভৃতি যে



একো হংসো ভুবনস্ত্রাশ্র মধ্যে

স এবাগ্নিঃ সলিলে সন্নিবিষ্টঃ ।

সরলানুবাদ। অশ্র ভুবনস্ত্রাশ্র মধ্যে ( অথিলে জগতি ) একঃ ( এক এব ) হংসঃ ( হস্তি অবিজ্ঞা-তৎকার্য্যামীতি হংসঃ পরমাত্মা ) [ অস্তি ], [ নাত্মং কিঞ্চন ইতি ভাবঃ । ] স এব অগ্নিঃ ( অগ্নিরিব ) সলিলে ( পঞ্চমাচ্ছতিপরিণতে

মূলানুবাদ। এই ভুবনেন মধ্যে একই হংস ( পরমাত্মা ) [ বিরাজমান আছেন, অপর কিছু নাই ]। তিনিই জলময় পঞ্চমী আছতির পরিণামময় এই দেহে অগ্নি, অর্থাৎ অগ্নির ত্রায় অবিজ্ঞাদাহক [ অপবা, জল ও অগ্নি যেমন

শাক্তরত্নোপেতা। জাহ্না দেবং মুচ্যত ইত্যুক্তম্। কস্মাৎ পুনস্তমেব বিদিত্বা মুচ্যতে, নাগেনেত্যত্রাহ—এক ইতি। একঃ পরমাত্মা, হস্ত্যবিজ্ঞাদিবন্ধ-কারণমিতি হংসঃ। ভুবনস্ত্রাশ্র ত্রৈলোক্যস্ত্রাশ্র মধ্যে নাত্মঃ কশ্চিৎ। কস্মাৎ। যস্মাৎ স এবাগ্নিঃ। অগ্নিরিবাগ্নিববিজ্ঞাতৎকার্য্যস্ত্রাশ্র দাহকত্বাৎ। উক্তঞ্চ

ভাষ্যানুবাদ। কিকপে তিনি চেতনেরও চেতন, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন “ন তত্র” ইতি। সর্ববস্তুপ্রকাশক সূর্য্যও সেই পরমাত্মাতে প্রকাশ পায় না, অর্থাৎ ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না। কারণ, সূর্য্য তাঁহারই দীপ্তিতে দীপ্তিমান হইয়া সমস্ত বস্তু প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহান (সূর্য্যের) স্বরূপতঃ প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই। সেইকপ চন্দ্র ও তাবকাগণ এবং এইসকল বিদ্যুৎও প্রকাশ পায় না। [ যখন চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতিরই এই অবস্থা, তখন ] আমাদের প্রত্যক্ষগোচর অগ্নি আর কথা কি? অধিক কি, এই যে, জগৎ প্রকাশ পাইতেছে, তাহাও, স্বতঃপ্রকাশ বলিয়া আপনা হইতেই দীপ্তিমান সেই ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়াই প্রকাশ পাইতেছে। লৌহ প্রভৃতি যেমন দাহকব অগ্নির অনুগত হইয়া অর্থাৎ অগ্নিব সংসর্গে থাকিয়া দহন করে, স্বরূপতঃ নহে, [ তেমনি তাঁহার দীপ্তিতেই এই সূর্য্য প্রভৃতি সমস্ত জগৎ দীপ্তি পাইতেছে। অতএবও উক্ত আছে—‘সূর্য্য যে তেজের দ্বারা প্রদীপ্ত হইয়া তাপ দিতেছেন’, এবং ‘সূর্য্য তাঁহাকে প্রকাশ করে না, চন্দ্র বা অগ্নিও [ প্রকাশ করে ] না’ ইতি ॥৬৥১৪॥

ভাষ্যানুবাদ। প্রকাশমান ব্রহ্মকে জানিলেই মুক্ত হয়, একথা বলা হইয়াছে। কেন একমাত্র তাহাকে জানিলেই লোক মুক্ত হয়, অপব কোন উপায়ে নহে? এই প্রশ্নকার উত্তরে বলিতেছেন—“একঃ” ইতি।

জীবের বন্ধ-কারণ অবিজ্ঞা প্রভৃতি ধ্বংস করে বলিয়া পরমাত্মা হংস-পদবাচ্য। এই ত্রিলোক মধ্যে সেই হংসই একমাত্র সত্য, তত্ত্বিন্ন আর কিছু [ সত্য নহে ], কেন? যেহেতু তিনিই অগ্নি, অর্থাৎ অবিজ্ঞা ও অবিজ্ঞামূলক সমস্ত কার্য্য বিধ্বস্ত সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাহা নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারা যায়, তাহাই সাংখ্যযোগ, সাংখ্যযোগের অল্পশীলনের ফলে পরমাত্মাকেও জানিতে পারা যায়, এই পবমাত্মাকে সাংখ্যযোগাদিগণা বলা হয়।

তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি

নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায় ॥ ৬ ॥ ১৫ ॥

• স বিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাত্মবোনিঃ

জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ববিদ নঃ ।

দেহে) সন্নিবিষ্টঃ (জীব ইত্যর্থঃ) । অথবা সলিলে অগ্নিরিব অত্যন্তবিরুদ্ধ-  
সভাবোহপি মায়াময়ে ভীমতি অধ্যস্তইতিভাবঃ ] । তন্ম্ এব বিদিত্বা মৃত্যুম  
অত্যেতি, অয়নায় (মোক্ষপ্রাপ্তয়ে) অন্যঃ পন্থাঃ (উপায়ঃ) ন | বিদ্যতে ] ॥ ১৫ ॥  
সব্রহ্মসংস্পর্শঃ । পুনরপি জ্ঞানোপযোগিতয়া তমেব বিশিনষ্টি—“স  
বিশ্বকৃৎ” ইতি । ]

সঃ (পবনেশ্বরঃ) বিশ্বকৃৎ (জগৎকর্তা) বিশ্ববিদ (সকলজ্ঞঃ), আত্মবোনিঃ  
(আত্মাচ যোনিঃ কাপণ্য), জ্ঞঃ (জ্ঞানাতীতি জ্ঞঃ চেতনঃ), কালকারো  
(কালস্য প্রবর্তকঃ), গুণী (অপহতপাপাদিগুণদম্পয়ঃ) সর্ববিদ [ ৮ ] ।

পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব, তেমনি মায়াময় জগৎ ও পবনাত্মা অত্যন্ত বিরুদ্ধস্বভাব,  
তথাপি মায়াময় জগতে তিনি অধ্যস্ত ], তাহাকে জানিয়াই মৃত্যু অতিক্রম করে—  
মুক্তি লাভ কৰে, মুক্তিক্ষেত্রে যাইবাব আর অন্ম পথ নাই ॥ ৬ ॥ ১৫ ॥

মূলানুবাদ । মোক্ষোপযোগী জ্ঞানোপদেশেব তন্ম্ পুনরায় তাহাকে  
বিশেষ করিয়া বলিতেছেন—“স বিশ্বকৃৎ” ইতি । তিনি বিশ্বকর্তা, বিশ্ববিদ অর্থাৎ  
“ব্যোমাতীতোহগ্নিরীশ্বরঃ” ইতি । সলিলে দেহাত্মনা পবিণতে । উক্তঞ্চ “ইতি তু  
পঞ্চম্যামহতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি” ইতি । সন্নিবিষ্টঃ সমাগাত্মদেহেন । যথা  
সলিলে ইব স্বচ্চে বজ্র-দানাদিনা বিমলীকৃতেশ্বতঃকরণে সন্নিবিষ্টো বেদান্তবাক্যার্থ-  
সম্যগ্জ্ঞানফলকাকটোহবিদ্যাতংকাপ্যগ্ন দাহক ইত্যর্থঃ । তস্মাৎ তমেব  
বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায় পরমপদপ্রাপ্তয়ে ॥ ৬ ॥ ১৫ ॥

শাকরাভাস্তন্ম্ । পুনরপি বিশেষতো দর্শয়তি—স বিশ্বকৃদ্বিতি ।  
স বিশ্বকৃদ্বিশ্ব কর্তা । বিশ্ব বেত্তীতি বিশ্ববিৎ । আত্মা চাসৌ যোনিশ্চেত্যা-  
করেন বলিয়াই পরমাত্মা অগ্নির মত । অত্ৰ উক্ত আছে ‘ঈশ্বর ব্যোমাতীত অগ্নি’ ।  
সেই পরমাত্মরূপী অগ্নি সলিলে নিহিত অর্থাৎ আত্মরূপে ব্যবহৃত, অর্থাৎ জল-  
যজ্ঞাহতির জলীয় অংশ “এই প্রকারে পানী আহুতিতে (জ্বীদেহে) আহুত হইয়া  
পুরুষ-পদবাচ্য হয় অর্থাৎ জীবদেহে পরিণব হয়, এই উক্তি অনুসারে বুঝিতে হইবে,  
সলিলে অর্থ—জলপরিণাম দেহে [ সন্নিবিষ্ট ] । অথবা ‘সলিলে’ অর্থ—যজ্ঞ-  
দানাদি ক্রিয়া দ্বারা সলিলের স্রায় বিমলীকৃত বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে বেদান্ত-বাক্যার্থ  
বিচারের ফলে অবিদ্যা ও তৎকার্যসমূহেব দাহকারীরূপে অবস্থিত । সেই  
কারণে একমাত্র তাঁহাকে বিদিত হইয়াই মৃত্যু অতিক্রম করে । মোক্ষরাজ্যে  
বিস্বায় আর অন্ম পথ (উপায়) নাই, অর্থাৎ ব্রহ্ম-জ্ঞানই একমাত্র উপায়

প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিগুণেশঃ

সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ ॥ ৬ ॥ ১৬ ॥

স তন্ময়ো হুমত ঈশসংস্থো

জ্ঞঃ সর্বগো ভুবনশাস্ত্র গোপ্তা ।

যঃ প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞপতিঃ ( প্রকৃতি-পুরুষয়োঃ প্রভৃঃ ) গুণেশঃ ( গুণানাং সত্ত্বরজ-স্তমসাং ঈশ্বরঃ ), সংসার-মোক্ষ-স্থিতি-বন্ধহেতুঃ ( সংসারস্ত জন্ম-মরণপ্রবাহকপশু, মোক্ষস্ত ( মুক্তে: চ ) বা স্থিতিঃ, তন্ত্রাঃ, বন্ধস্ত চ হেতুঃ—কারণং । অপবা সংসারাদ্ যঃ মোক্ষঃ, তত্র স্থিতৌ, বন্ধস্ত চ কারণমিত্যর্থঃ ) ॥ ৬ ॥ ১৬ ॥

সরলানুবাদঃ । সঃ ( পরমেশ্বরঃ ) তন্ময়ঃ ( বিশ্বময়ঃ, পূর্বোক্তপ্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞময়ো বা ) অমৃতঃ ( মরণরহিতঃ নিত্যহিতার্থঃ ) ঈশসংস্থঃ ( ঈশে—ঈশ ভাবে স্বে মহিম্নি স-স্তা স্থিতির্যুক্ত, সঃ তথা ), জ্ঞঃ ( জানাতীতি জ্ঞঃ ) সর্বগঃ ( সর্ব-সর্বজ্ঞ, এবং আত্মাও বটে, সর্বকারণও বটে, এবং চেতন, কালের প্রবর্তক, অপহতপাপুহাদিগুণসম্পন্ন ও সর্ববিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন । অধিকন্তু তিনি প্রকৃতি ও পুরুষের নিয়ামক, ত্রিগুণের অধীশ্বর, এবং সংসারস্থিতি, মোক্ষপ্রাপ্তি ও বন্ধনের হেতুভূত ॥ ৬ ॥ ১৬ ॥

মূলানুবাদঃ । তিনি ( পরমেশ্বর ) তন্ময় অর্থাৎ বিশ্বময় বা পূর্বকথিত প্রধান ও ক্ষেত্রজ্ঞময়, মরণধম্মবজ্জিত, স্বীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত, সর্বজ্ঞ ও সঙ্গত আশোনিঃ । জানাতীতি জ্ঞঃ । সর্বত্রাত্মা সর্বত্র চ যোনিঃ সর্বজ্ঞশ্চৈতন্ত্রয়োতি-রিত্যর্থঃ । কালকারঃ কালস্ত কর্তা । গুণী অপহতপাপুহাদিমান্, বিশ্ববিদিত্যস্ত প্রপঞ্চঃ । প্রধাননব্যক্তম্ । ক্ষেত্রজ্ঞো বিজ্ঞানাত্মা । তয়োঃ পতিঃ পালয়িতা । গুণানাং সত্ত্বরজস্তমসামীশঃ । সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধনাং হেতুঃ কারণম্ ॥ ৬ ॥ ১৬ ॥

শাক্তরভাষ্যম্ । কিঞ্চ, স তন্ময় ইতি । স তন্ময়ো বিশ্বাত্মা, অপবা তন্ময়ো জ্যোতিষ্ময় ইতি, “তন্ত্র ভাসা সর্বমিদং বিভাতি” ইত্যেতদপেক্ষয়োচ্যতে । অমৃতোহমরণধম্মা । ঈশে স্বামিনি সম্যক্ স্থিতিবিশ্রাসাবীশসংস্থঃ । জানাতীতি

ভাষ্যানুবাদঃ । মুক্তিরূপ পবনপদ প্রাপ্তির উপায়রূপে পুনশ্চ তাঁহাকে বিশেষভাবে প্রদর্শন করিতেছেন—“স বিশ্বকৃৎ” ইত্যাদি ।

তিনি সমস্ত জগতের কর্তা (উৎপাদক) বলিয়া বিশ্বকৃৎ, বিশ্বকে জানেন, এইজন্ত বিশ্ববিদ, আত্মা অথচ উৎপত্তিস্থান বলিয়া আত্মবোনি, জানেন বলিয়া জ্ঞ (জ্ঞাতা), অভিপ্রায় এই যে, যিনি সকলের আত্মা, বোনি ও সর্বজ্ঞ চৈতন্ত্বরূপ, কালকার অর্থাৎ কালেরও প্রবর্তক, এবং অপহতপাপুহাদিগুণসম্পন্ন,—এ সমস্ত কথা পূর্বোক্ত ‘সর্ববিৎ’ কথায়ই প্রপঞ্চ অর্থাৎ বিস্তারমাত্র । প্রধান অর্থ অব্যক্ত (জগতের বীজাবস্থা), ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থ বিজ্ঞানাত্মা ( জীব ), [ তিনি ] তদ্বতয়ের পতি —পালক । সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অধীশ্বর, এবং সংসার-বন্ধ ও তাহা হইতে মোক্ষলাভের হেতু বা কারণ ॥ ৬ ॥ ১৬ ॥

য ঈশেঃশ্চ জগতো নিত্যমেব

নাশ্চো হেতুর্বিদ্যত ঈশনায় ॥ ৬ ॥ ১৭ ॥

যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্কঃ

যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ ।

বাপী ) অশু ভুবনশ্চ গোপ্তা ( পালকঃ ) । যঃ নিকান্, এব অশু জগতঃ ঈশে ( ঈষ্টে শাসকঃ ), ঈশনায় ( শাসনায় ) অলঃ হেতুঃ ( কারণঃ ) ন বিদ্যতে ( নাস্তীত্যর্থঃ ) ॥ ৬ ॥ ১৭ ॥

সরলানুবাদঃ । তত্ত্ব জিজ্ঞাস্য-সমাশ্রয়ণীয়স্বৈ, হেতুম্পন্নশ্চিতি—“যো ব্রহ্মাণম্” ইতি । ]

যঃ ( পরমেশ্বরঃ ) পূর্কঃ ( সৃষ্টেঃ প্রাক্ ) ব্রহ্মাণং ( হিরণ্যগর্ভঃ ) বিদধাতি ( উৎপাদিতবান্ ), যঃ বৈ ( অবসারণে ) তস্মৈ ( ব্রহ্মণে ) বেদান চ প্রহিণোতি এবং এই সমস্ত জগতের পালক, যিনি সর্বদা এই জগৎ শাসন করিতেছেন, তিনিই অপর কোনও শাসনকর্ত্তা বিদ্যমান নাই ॥ ৬ ॥ ১৭ ॥

মূলানুবাদঃ । সৃষ্টির প্রথমে যিনি ব্রহ্মাকে ( চতুঃসুপ ব্রহ্মাকে ) সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং যিনি তাঁহার উদ্দেশ্যে বেদবিদ্যা প্রেরণ করিয়াছেন, স্বীয় বুদ্ধিতে প্রকাশমান অথবা স্বীয় বুদ্ধির প্রকাশক সেই দেবকে ( প্রকাশনয় পরমেশ্বরকে )

জ্ঞঃ । সর্বত্র গচ্ছতীতি সঙ্গঃ । ভুবনশ্চাশ্চ গোপ্তা পালয়িতা । য ঈশে ঈষ্টে অশু জগতো নিত্যমেব নিয়মে নাস্তো হেতুঃ সমর্থো বিদ্যতে ঈশনায় জগদীশনায় ॥ ৬ ॥ ১৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্ । সম্যং স এব স সমাবলোকিত্তিবন্ধহেতুঃ, তস্মৈ তমেব মুমুকুঃ সর্ক্সানা শব্দং প্রপুঞ্জ্য গচ্ছেদিত্তি প্রতিপাদয়িতুমাচ—যো ব্রহ্মাণমিতি । যো ব্রহ্মাণঃ হিরণ্যগর্ভঃ বিদধাতি সৃষ্টবান্ পূর্কঃ, সর্গাদৌ । “যো

ভাষ্যানুবাদঃ । অপিচ, “স তন্ময়ঃ” ইতি । তিনি ( পরমেশ্বর ) তন্ময় অর্থাৎ জগন্ময়, অথবা তন্ময় অর্থ জ্যোতির্ময় । “তাঁহার দীপ্তিতে এই সমস্ত জগৎ দীপ্তি পাইতেছে” এই শ্রুতিবাক্য অনুসারে ‘জ্যোতির্ময়’ বলা হইতেছে । অমৃত অর্থ মরণরহিত, ঈশে অর্থাৎ স্বপ্রভুত্ব বখাষণভাবে স্থিতি যাহার, তিনি ঈশসংস্থ । সমস্ত জানেন বলিয়া জ্ঞ, আর সর্বত্র আছেন বলিয়া সর্ক্সঃ, এই ভুবনের গোপ্তা-পালক । যিনি সকল সময় এই জগতের একমাত্র শাসক, তিনিই জগৎ-শাসনে সমর্থ হন ॥ ৬ ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যানুবাদঃ । যেহেতু তিনি সংসার-বন্ধে স্থিতি ও মুক্তির একমাত্র কারণ, সেই হেতু মুমুকুঃ পুরুষ সর্বতোভাবে তাঁহারই শরণাপন্ন হইবে, ইহা প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন—“যো ব্রহ্মাণঃ” ইতি ।

যিনি সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মাকে—হিরণ্যগর্ভকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এবং যিনি তাঁহার উদ্দেশ্যে বেদবিদ্যা প্রেরণ করিয়াছিলেন । ‘হ’ অর্থ অবধারণ, তং হ অর্থ—

তৎ হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদঃ

মুমুক্শুর্কৈ শরণমহং প্রপত্তে ॥ ৬ ॥ ১৮ ॥

নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়শান্তং নিরবতং নিরঞ্জনম্ ।

অমৃতস্ত পরমসেতুং দন্ধেক্ষনমিবানলম্ ॥ ৬ ॥ ১৯ ॥

( প্রেযতি ), মুমুক্শুঃ ( মোক্ষমিচ্ছুঃ অতং ) আত্মবুদ্ধিপ্রকাশঃ ( আত্মানঃ বুদ্ধৌ প্রকাশতে, অথবা আত্মবিষয়া বা বুদ্ধিঃ, তাং প্রকাশয়তি ইতি—আত্মবুদ্ধিপ্রকাশঃ ) তং দেবং ( স্বপ্রকাশং পরমেশ্বরং ) শরণং ( আশ্রয়ং প্রপত্তে ( প্রাপ্নোমি ) ॥ ৬ ॥ ১৮ ॥

সম্বলান্বাদঃ । ইদানীং তত্শব শবণীয়স্ত স্বরূপমাহ—“নিষ্কলম্” ইতি । নিষ্কলং ( নাস্তি কলাঃ অংশাঃ যন্ত, তং ) নিষ্ক্রিয়ং ( নাস্তি ক্রিয়া শরীরাদিচেষ্টা যন্ত, তং ) শান্তং ( নিকৃদেগং ) নিরবতং ( নিদোষং ) নিরঞ্জনং ( পাপাদিলেপ-রহিতং ) অমৃতস্ত ( মোক্ষস্ত ) পবং ( উৎকৃষ্টং ) সেতুং ( প্রাপকং ), দন্ধেক্ষনং অনলং ( ধূমাদিকালুয্যারহিতম্ অগ্নিম্ ) ইব [ স্থিতং তং শবণং প্রপত্তে ইতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ ] ॥ ৬ ॥ ১৯ ॥

আমি মুক্তির অভিলাষী হইয়া শরণ লইতেছি, অর্থাৎ আমি মুক্তির জন্ত তাঁহার শরণাপন্ন হইতেছি ॥ ৬ ॥ ১৮ ॥

মূলানুবাদঃ । সেই আশ্রয়ণীয় পরমেশ্বরের স্বরূপ বলিতেছেন “নিষ্কলম্” ইত্যাদি ।

বাহার কলা—অংশ বা অবয়ব নাই, ক্রিয়া নাই, রাগদ্বৈষাদিদোষ নাই, নিন্দার কিছু নাই, এবং পাপপুণ্যাদির লেপ নাই, এমন নিষ্কল নিষ্ক্রিয় শান্ত নিরবত ও নিরঞ্জন এবং অমৃতের অর্থাৎ সংসারসাগর-পারের উত্তম সেতু-স্বরূপ ও কাষ্ঠ ভস্মীভূত হইলে ধূমাদিসম্পর্কশূন্য অগ্নিব ত্রায় দেদীপ্যমান [ সেই দেবকে আমি শরণ লইতেছি ] ॥ ৬ ॥ ১৯ ॥

বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তন্মৈ । তং হ হৃদকোহবধারণে, তমেব পরমাত্মানং ।  
উক্তঞ্চ—

“তমেব ধীবো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বাতি ব্রাহ্মণঃ ।

নানুধ্যাদ্যাদ্ বহুজ্ঞানান্ বাচো বিপ্রাপনং হি তং ॥”

“তমেবৈকং জানত্ব আত্মানম্” ইতি চ । দেবং জ্যোতিষ্ময়ং, আত্মনি বা বুদ্ধিঃ, তস্তা প্রসাদকরম্ । প্রসাদে হি পরমেশ্বরে বুদ্ধিরপি তদ্বিষয়া প্রেমা নিস্ত্র-পঞ্চাকারব্রহ্মাত্মনাম্ভবতিষ্ঠতে বর্ততে । আত্মবুদ্ধিপ্রকাশমিত্যন্ত্রেহধীয়তে । আত্ম-বুদ্ধিপ্রকাশয়তীত্যাত্মবুদ্ধিপ্রকাশম্ । অথবা আত্মৈব বুদ্ধিরাত্মবুদ্ধিঃ, সৈব প্রকাশোহন্তেতি আত্মবুদ্ধিপ্রকাশঃ, মুমুক্শুর্কৈ—বৈশদ্যোহবধারণে, মুমুক্শুরেব সন্ ন ফলাস্তুরমিচ্ছন্ শরণমহং প্রপত্তে ॥ ৬ ॥ ১৮ ॥

তাঁহাকেই—সেই পরমাত্মাকেই । অতঃপু উক্ত আছে—ব্রহ্মনিষ্ঠ ধীর পুরুষ তাঁহাকেই বিশদভাবে অবগত হইয়া প্রজ্ঞা লাভ করিবে, বহু শব্দের অনুধ্যান ।

যদা চর্মবদাকাশং বেষ্টিয়াম্ভি মানবাঃ ।

তদা দেবমব্রিজায় দুঃখস্থান্তো ভবিষ্যতি ॥ ৬ ॥ ২০ ॥

**সরলার্থঃ** । ব্রহ্মজ্ঞানমন্তরেণ মুক্তিরসম্ভবমাহ—“যদা” ইতি ।

মানবাঃ যদা ( যস্মিন্ কালে ) আকাশং ( নিরবয়বং গগনং ) চর্মবৎ ( শবীর-চর্ম ইব ) বেষ্টিয়াম্ভি ( শারীরং চর্ম যথা যথেষ্টং সংকোচয়ন্তি বস্ত্রাদিনা বেষ্টিয়ন্তি, নিরবয়বং অপরিচ্ছিন্নমাকাশমপি স্বেচ্ছয়া বস্ত্রাদিনা আবৃতং করিষ্যন্তি ইতি ভাবঃ ), তদা ( তস্মিন্ কালে ) দেবং ( প্রকাশময়ং পবনেশ্বরং ) অবব্রিজায় ( অজ্ঞাতা ) [ স্থিতানাং মানবানাং ] দুঃখস্ত ( সাংসারিক-তাপস্ত ) অন্তঃ ( বিনাশঃ ) [ ভবিষ্যতি, চর্মবদাকাশবেষ্টেন যথা অসম্ভবং, ব্রহ্মজ্ঞানং বিনা সাংসারদুঃখনিবৃত্তিপং মোক্ষোহপি তথা অসম্ভব ইতি ভাবঃ ] ॥ ৬ ॥ ২০ ॥

**মূলানুবাদ** । ব্রহ্মজ্ঞান বাতীত যে, মুক্তিলাভ অসম্ভব, তাহা বলিতেছেন—“যদা” ইত্যাদি ।

মানবগণ যখন শবীরেব চর্মেব ত্রায় আকাশকে বস্ত্রাদি দ্বারা বেষ্টন করিতে পারিবে, তখনই দেবকে—প্রকাশময় পবনেশ্বকে না জানিয়াও দুঃখপদাস করিতে পারিবে। অভিপ্রায় এই যে, চর্ম স্বভাবতই পবিচ্ছিন্ন বস্ত্র, ইচ্ছামত বস্ত্রাদি দ্বারা তাহাব বেষ্টন বা আচ্ছাদন করা যাইতে পারে, কিন্তু আকাশ অপরিচ্ছিন্ন ও নিরবয়ব, সুতরাং চর্মের ত্রায় তাহার বেষ্টন করা কখনই সম্ভবপন হয় না। চর্মের ত্রায় আকাশকে বেষ্টন করাও যেরূপ অসম্ভব, ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীবেক দুঃখবৎসরূপ মুক্তিও অসম্ভব ॥ ৬ ॥ ২০ ॥

**শাক্তরভাস্তম্** । এবং তাবৎ সৃষ্টাদিনা যন্ত্রণাঃ স্বকপমুপদাশিতম্ অথেনানীং তৎ স্বরূপেণ দশয়তি—নিষ্কলমিতি । কলা অবয়বা নির্গতা যন্তাং তন্নিষ্কলং নিরবয়বমিতিার্থঃ । নিষ্ক্রিয়ং স্বমতিমপ্রতিষ্ঠিতং কুটস্থমিত্যর্থঃ । শাস্ত্রমুপসংহতসর্ববিকারম্ । নিরবয়বং অগর্হণীয়ম্ । নিবজ্ঞনং নিরোপম্ । অমৃতস্ত অমৃতত্বস্ত মোক্ষস্ত প্রাপ্তয়ে সেতুবিব সেতুঃ সাংসারমহোদধেরুত্তারণোপায়-ত্বাং, তম্ অমৃতস্ত পরং সেতুং দন্ধেক্ষনানলমিব দেদীপ্যমানং ঝটবটায়মানম্ ॥ ৬ ॥ ১৯ ॥ করিবে না । কেন না, তাহা ( বহু শব্দ আর্গাত্ত করা ) কেবল বাগ্জিহ্বের গ্রামি বা পীড়াকর মাত্র, এবং ‘একমাত্র সেই আত্মাকেই জানিবে’ ইতি । [ যে পবনাত্মা ] দেব—জ্যোতির্ময়, আর আত্মবিষয়ক বুদ্ধির ( অন্তঃকরণের ) প্রসন্নতাকর, পরমেশ্বর প্রসন্ন ( সন্তুষ্ট ) হইলেই তদ্বিয়ক জ্ঞান প্রপঞ্চাতীত ব্রহ্মাকাশে অবস্থান করে । কেহ কেহ “আত্মবুদ্ধি প্রসাদঃ” এর স্থলে “আত্মবুদ্ধিপ্রকাশঃ” পাঠ কবে, [ তাহার অর্থ ] আত্মবিষয়ক বুদ্ধি প্রকাশ কবেন । অথবা আত্মাই বুদ্ধি ( জ্ঞান ), তাহাই প্রকাশ যাহার, তিনি আত্মবুদ্ধি প্রকাশ, অর্থাৎ তিনিই স্বপ্রকাশ জ্ঞান-স্বরূপ আত্মা । “মুমুক্শুঃ বৈ” এই ‘বৈ’ শব্দটা অবধারণার্থক । অর্থ এই যে, আমি মুমুক্শু—মুক্তিবি অভিলাষী হইয়াছি—কিন্তু কলাগী হইয়া নহে, শরণ লইতেছি ( শরণাপন্ন হইতেছি ) ॥ ৬ ॥ ১৮ ॥

**শাক্তরভাষ্যম্**। কিমিতি তমেব বিদিত্বা মুচ্যতে নাশ্তেনেতি, তত্রাহ—যদেতি। যদা যদ্বং চর্ম সঙ্কোচয়িষ্যন্তি, তদ্বদাকাশমমূর্ত্তং ব্যাপিনং যদি বেষ্টয়িষ্যন্তি সংবেষ্টয়িষ্যন্তি নানবাঃ, তদা দেবং জ্যোতির্ম্ময়মল্পদিতানন্তমিত-জ্ঞানান্মনাবস্থিতমশনারাত্মসংস্পৃষ্টং পরমাত্মানমবিজ্ঞায় দুঃখশাধ্যাগ্নিকশাধি-ভৌতিকশ্রাদ্ধৈদৈবিকশাস্ত্রো বিনাশো ভবিষ্যতি। আত্মজ্ঞাননিমিত্তত্বাং সংসারস্ত, যাবৎ পরমাত্মানমাত্মত্বেন ন জানাতি, তাবৎ তাপত্রয়াভিভূতো মকরাদিভিরিব রাগাদিভিরিতস্ততঃ ক্লয়মাগঃ প্রেততির্য্যঙ্ মনুষ্যাদিবোনিষজ এব জী-ভাবমাপন্নো মোহমানঃ সংসরতি। যদা পুনরপূৰ্ণমনপরং নেতি নেতী-ত্যা দিলক্ষণমশনারাত্মসংস্পৃষ্টমল্পদিতানন্তমিতজ্ঞানান্মনাবস্থিতং পূর্ণানন্দং পরমাত্মা-নমাত্মত্বেন সাক্ষাজ্ঞানতি, তদা নিরস্তাজ্ঞানতৎকার্য্যঃ পূর্ণানন্দো ভবতীত্যর্থঃ।  
উক্তঞ্চ— “অজ্ঞানেনাবৃত্তং জ্ঞানং তেন মুহন্তি জন্তবঃ।  
জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ ॥  
তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ পরম্।  
তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তগ্নিষ্ঠান্তংপরায়ণাঃ।  
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্দ্ধৃতকল্মষাঃ ॥ ৬ ॥ ২০ ॥

**ভাষ্যানুবাদ**। এই প্রকারে সৃষ্টি স্থিতি প্রভৃতি কার্য্য দ্বাবা যাহার স্বরূপ পরোক্ষভাবে বর্ণিত হইল, অতঃপর তাহার স্বরূপটী সাক্ষাৎভাবে প্রদর্শন করিতেছেন—“নিষ্কলম্” ইত্যাদি।

যাহা হইতে কলা—অবয়বসমূহ চলিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ যিনি নিরবয়ব, নিষ্ক্রিয় অর্থ—স্বীয় মতিমায় প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ কূটস্থ, শান্ত—যাহা সর্ব্বপ্রকার প্রশমন প্রাপ্ত ( নির্ব্বিকার ) নিরবত—অনিন্দ্য, নিবন্ধন—নির্লেপ ( তাহাতে দোষগুণ কিছুই সংলগ্ন হয় না ), অমৃতস্বরূপ মুক্তিলাভের সেতুর তুল্য ; তিনিই সংসার-মহা সমুদ্র পার হইবার উপায়, সেই কারণে অমৃতের উৎকৃষ্ট সেতুস্বরূপ, দক্ষেক্ষন অনলেব ত্রায় অর্থাৎ দাহ কাঠ পুড়িয়া গেলে অগ্নি ঘেরূপ উজ্জ্বল হয়, ঠিক সেইরূপ দেদীপ্যমান। [ সেই পবনাত্মকে শরণ লইতেছি ] ॥ ৬ ॥ ১৯ ॥

**ভাষ্যানুবাদ**। কেন তাঁহাকে জানিলেই মুক্ত হয়, অথ উপায়ে হয় না ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—“যদা”ইতি।

মানবগণ শরীরের চর্ম ঘেরূপ বেষ্টন করে অর্থাৎ ইচ্ছামত সংকোচিত করে, সেইরূপ নিরবয়ব সর্ব্বব্যাপী আকাশকেও যখন বেষ্টন করিতে ( আচ্ছাদন করিতে ) পারিবে, তখন উদয়াস্তবিবজ্জিত জ্ঞানরূপে অবস্থিত অশনারাদি সংসারধর্ম্মে অসংস্পৃষ্ট জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মাকে না জানিলেও আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ( ১ ) দুঃখেরও অস্তে—বিনাশে সমর্থ হইবে। [ অভিপ্রায় এই যে, ]

( ১ ) দুঃখ ত্রিবিধ। তন্মধ্যে যাহা দেহ ও ইন্দ্রিয় আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, তাহা আধ্যাত্মিক দুঃখ, যেমন জ্বরাদি রোগজ দুঃখ। যাহা কোন প্রাণী হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা আধিভৌতিক দুঃখ। যেমন ব্যাঘ্র চৌবাদিজনিত দুঃখ। আর যাহা দেবতা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা আধিদৈবিক দুঃখ। যেমন বর্ষা বজ্রপাত ও গ্রহৈবশুণ্যজাত দুঃখ।

তপঃপ্রভাবাদ্বেবপ্রসাদাচ্চ

ব্রহ্ম হ শ্বেতাশ্বতরোহথ বিদ্বান্ ।

অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং পবিত্রং

প্রোবাচ সম্যগৃষিসঙ্কজুষ্ঠম্ ॥ ৬ ॥ ২১ ।

**সরলার্থঃ** । •[অপেদানীং ব্রহ্মবিদ্যাসম্প্রদায়ং নির্দিশতি—“তপঃ প্রভাবাৎ” ইতি ।] শ্বেতাশ্বতরঃ ( তনামা ঋষিঃ ) হ ( ঐতিহ্যে ) তপঃপ্রভাবাৎ ( চিত্তশুদ্ধিকর তপোবলাৎ ) দেবপ্রসাদাৎ ( নিকামং সমারাদিতস্ত পরমেশ্বরস্ত সন্তোষাৎ ) চ ( অপি ) ব্রহ্ম ( পরব্রহ্ম ) বিদ্বান্ ( সাক্ষাৎ কুরুন্ ) অথ ( অনন্তরং ) অত্যাশ্রমিভ্যঃ ( সন্ন্যাসিভ্যঃ ) ঋষিসংঘজুষ্ঠঃ ( সনকাদিভিঃ সেবিতং ) [ এতেন গুরুপারম্পর্যমুক্তং ভবতীতি ভাবঃ । ] পরমং ( সর্বোৎকৃষ্টং ) পবিত্রং ( অতিশুদ্ধং ) সম্যক্ ( সাক্ষাৎকারানুরূপং ) প্রোবাচ ( কথিতবান্ ইত্যর্থঃ ) ॥৬॥২১॥

**মূলানুবাদ** । এখন ব্রহ্মবিদ্যায় গুরুপারম্পর্যক্রম বলিতেছেন—“তপঃ” ইত্যাদি । শ্বেতাশ্বতরনামক ঋষি তপস্ত্রায় প্রভাবে ও নিকাম কৰ্ম দ্বারা সারাধিত পরমেশ্বরের প্রসাদে ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন । অনন্তর তিনিই আবার সনকাদি ঋষিবৃন্দ সেবিত এই পরম পবিত্র ব্রহ্মতত্ত্ব অত্যাশ্রমী-দিগকে ( সন্ন্যাসিগণকে ) নিজে যেকপ অত্ৰভব করিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপই বলিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥ ২১ ॥

**শাক্তরভাস্তম্** । সম্প্রদায়পংস্পায়া ব্রহ্মবিদ্যায়া মোক্ষপ্রদং প্রদর্শয়িতুং সম্প্রদায়ং বিদ্যাবিকারিণঞ্চ দর্শয়তি—তপঃপ্রভাবাদিতি । তপসঃ কৃচ্ছ্রত্যাগাদি-লক্ষণস্ত, তত্র তপঃশব্দস্ত ক্রটুহাঃ । নিত্যাদীনাং বিধিবদনুষ্ঠিতানাং কৰ্ম্মণাম্ উপলক্ষণমিদম্ । “মনস্যাচ্ছন্দ্রিয়াণঞ্চ ঐকাগ্রাং পবনমৃতপঃ” ইতি স্মরণাৎ । তস্ত চ সৰ্ব্বত্র তপসস্তত্ত্বিন শ্বেতাশ্বতবে নিয়মেন সহাৎ, তৎপ্রভাবাৎ তৎসামর্থ্যাৎ দেবপ্রসাদাচ্চ কৈবল্যমুদ্ভিষ্ট তদধিকাবসিদ্ধয়ে বহুজ্ঞানসু সম্যগাবাদিতপরমেশ্বরস্ত প্রসাদাচ্চ ব্রহ্মপরিচ্ছিন্নং মহত্ত্বং । হ ইতি প্রসিদ্ধিদ্যোতনার্থঃ । শ্বেতা-

শাস্ত্রবিষয়ে অজ্ঞান ( নাভিজ্ঞান ) বশতঃ সংসার হয়, অতএব জীব যে পর্যন্ত পরমাত্মাকে আত্মস্বরূপে না জানে, তাবৎপর্যন্ত ত্রিতাপেব জালায় অভিভূত হইয়া মকরকুন্তিরাদির স্থায় বাগদেবাদি দ্বারা ইতস্ততঃ ( নানাদিকে ) আকৃষ্ট হইয়া প্রেত তিৰ্য্যক্ ( পশু পক্ষী প্রভৃতি ) ও মন্তব্যাদি বোনিতে ভীতভাব প্রাপ্ত হইয়া পুনঃপুনঃ মোহবশে সংসারে ভ্রমণ করে । কিন্তু যখন অপূৰ্ণ ( যাহার পূৰ্ণ নাই ) অনপর ( বাহার পশ্চাৎ নাই ), ‘নেতি নেতি’ ইত্যাদি নিষেধু”স্ত, অপনায়াপিপাসাদি দ্বারা অস্পষ্ট এবং উদয়াস্তবর্তিত নিত্যজ্ঞানরূপে বিद्यমান পূর্ণানন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে আত্মরূপে অবগত হয়, তখন অজ্ঞান ও অজ্ঞানশ্রমৃত সমস্ত কার্য্য নিরস্ত হইয়া যায় এবং পূর্ণ আনন্দরূপে বিভাজ করে । ভগবান্ ও

•বলিয়াছেন—



শ্বতবো নাম ঋষির্বিদ্বান্ যথোক্তং ব্রহ্মপরম্পরাপ্রাপ্তং গুরুমুখাচ্ছূয়া মনননিদিধ্যা-  
সনাদরনৈরন্তর্য্যাসংকারাদিভির্ব্রহ্মহিময়াতাপরোক্ষীকৃতাত্মগুণসাক্ষাৎকারবান্ । অথ  
স্বানুভবাদচ্যানন্তব্যং অত্যাশ্রমিভ্যঃ—অতিঃ পূজায়ামিতি স্মরণাৎ : অত্যন্তং পূজা-  
তমাশ্রমিভ্যঃ সাধনচতুষ্টয়সম্পত্তিমহিমা স্মেদেহাদিষ্যপি জীবনভোগাদিষনাস্বাবৃত্যঃ,  
অতএব বৈরাগ্যপুঙ্কলবৃত্ত্যঃ । তত্কৃতম্—

“বৈরাগ্যং পুঙ্কলং ন স্তান্নিষ্কলং ব্রহ্মদর্শনম্ ।

তস্মাদ্রঞ্জেত বিসৃতিং বুধো যত্নেন সর্বদা” ॥ ইতি ।

স্বাত্মন্তরে চ—“যদা মনসি বৈরাগ্যং জায়তে সর্ববস্তুং ।

তদৈব সংজ্ঞাসেদ্ বিদ্বানগ্ৰথা পতিতো ভবেৎ” ॥

ইতি পবমহংসসংজ্ঞাসিনস্ত এত্যাশ্রমিণঃ । তথা চ শ্রয়তে—“গ্রাস ইতি ব্রহ্মা ।  
ব্রহ্মা হি পবঃপবো হি ব্রহ্মা । তানি বা এতান্নববাণি তপা<sup>৩</sup> সি । গ্রাস এবা-  
তাবেচয়ং” ইতি ॥

“চতুর্বিধা ভিক্ষবশ্চ বহুদক-কুটীচকৌ ।

হংসঃ পরমহংসশ্চ যো যঃ পশ্চাৎ স উত্তমঃ” ॥

ইতি স্মরণাচ্চ । তেভ্যোহত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং প্রকৃতং ব্রহ্ম তদৈব পবমমুৎ-  
ক্লেশতমং নিরন্তরসমস্তাবিঘাতংকার্য্য-নিবতিশয়মুপেক্ষবৎ পবিত্রং শুদ্ধং প্রকৃতি-  
প্রাকৃতাদিমলবিনিম্মুক্তম্ । ঋষিসমুদয়ৈঃ বামদেবসনকাদীনাং সত্বেণঃ সমুদ্বীকৃত্যঃ  
সেবিতমাত্মত্বেন সম্যক পরিভাবিতং প্রিয়তমানন্দদেনাশ্রিতম্ । “আত্মনস্ত কাম্য  
সকলং প্রিয়ন্তবতি” ইতি শ্রুতেঃ । সমাগাত্মতয়াহপবোক্ষীকৃতং যথা ভবতি তথা ।  
সম্যগিতি কাকাক্ষিত্বায়েন উভয়বানুসঙ্গঃ কর্তব্যঃ । প্রোবাচ উক্তবান্ ॥ ৩ ॥ ২১ ॥

‘মানবেব জ্ঞান অজ্ঞানে আবৃত আছ, সেই কাবণে মানবগণ মোহগ্রস্ত হয় ।  
যাহাদের সেই অজ্ঞান জ্ঞান দ্বারা বিনাশিত হইয়াছে, তাহাদের আদিত্যের জ্ঞান  
সমুজ্জল জ্ঞানই সেই পরমাত্মাকে প্রকাশ করিয়া দেয় । যাহাদের বুদ্ধি আত্মা ও  
নিষ্ঠা ( একাগ্রতা ) তাহাতে ( পরমাত্মাতে ) সমর্পিত । তাহারা জ্ঞানবলে সর্বপাপ-  
বিস্কৃত হইয়া অপুনবারিত্তিকপ মোক্ষ প্রাপ্ত হয় ।” ইতি ॥ ৬ ॥ ২০ ॥

ভাষ্যানুবাদ । গুরুশিষ্যপরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত ব্রহ্মবিদ্যাই মোক্ষপ্রদ হয়,  
ইহা জানাইবার নিমিত্ত বিদ্যার সম্প্রদায় ও মোক্ষাধিকারী প্রদর্শন করিতেছেন—  
“তপঃপ্রভাবাৎ” ইতি । ‘তপঃ’ অর্থ কৃচ্ছ্র (প্রোজাপত্য) ও চান্দ্রায়ণাদিব্রত, কারণ,  
তপঃশব্দটী একরূপ অর্থেই কৃচ্ছ্র বা প্রসিদ্ধ । এখানে ‘তপঃ’ শব্দটী যথাবিধি  
অনুষ্ঠিত নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মেরও উপলক্ষণ ( বোধক ), কারণ, স্মৃতিশাস্ত্রে  
‘মন ও ইন্দ্রিয়সমূহের একাগ্রতা বা ( নিশ্চলতা ) পরম তপ’ বলিয়া উক্ত  
আছে । সেই তৎপত্তা ষেতাস্থতরে সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিা । সেই তপস্তাব  
প্রভাবে অর্থাৎ তপস্তার বলে দেবপ্রসাদ ( পরমেশ্বরের প্রসন্নতা ) লাভ হয়, এবং  
তাহার ফলে কৈবল্য লাভের অধিকার পাইবার জন্ত বহু জন্মে যথানিয়মে  
পরমেশ্বরের আরাধনা করিয়াছিলেন, ষেতাস্থতব ঋষি সেই আরাধনাবলে  
অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম—মহত্ত্ব অবগত হন, অনন্তর গুরুর মুখ হইতে যথাযথভাবে ৩

বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্ ।

নাপ্রশান্তায় দাতব্যং নাপুত্রায়শিষ্যায় বা পুনঃ ॥ ৬ ॥ ২২ ॥

সরলার্থঃ । [ অখেদানীং গুণসম্পন্নায় শিষ্যায় বিদ্যাযা দানং তদি-  
পরীতে চ তরিয়েধমাহ—“বেদান্তে” ইতি । ]

বেদান্তে ( উপনিষৎসু ) পরমং গুহ্যং ( অতীব গোপনীয়ঃ যুক্তিতত্ত্ব ) পুরা-  
কল্পে ( পুরা কালে ) প্রচোদিতং ( উপদিষ্ট ) [ অস্তি । তচ্চ ] অপ্ৰশান্তায়  
( অশান্তচিত্তায় জনায় ) ন দাতব্যম্, তথা অপুত্রায় ( পুত্রভিন্নায় ) অশিষ্যায়  
( শিষ্যভিন্নায় চ ) পুনঃ ন [ দাতব্যম্ ] । [ পুনঃশব্দোহত্র যথোক্তনিয়মলঙ্ঘনে  
প্রত্যবায়জ্ঞাপনার্থঃ ] । [ অশান্তচিত্তায় পুত্রায় শিষ্যায় বা ন স্নেহবশেন দাতব্য-  
মিত্যাশয়ঃ ] ॥ ৬ ॥ ২২ ॥

মূলানুবাদ । গুণসম্পন্ন ভিন্ন কথাকেও এই বিদ্যাদান কবিতে নাই;  
ইহা জ্ঞাপনার্থ বলিতেছেন—“বেদান্তে” ইতি ।

বেদান্তনামক উপনিষৎশাস্ত্রে পরম গুহ্য অর্থাৎ পরম পুরুষার্থ যুক্তিতত্ত্ব পূর্ক-  
কল্পে প্রতিষ্ঠিত ( উপদিষ্ট ) হইয়াছে । বাহ্য চিত্ত রাগাদিদোষশূন্য ও প্রণাস্ত নহে,  
এমন কাহাকেও সে তত্ত্ব দিবে না—বলিবেনা; যে লোক পুত্র বা শিষ্য না  
হইলেও বলিবেনা, এই নিয়ম লঙ্ঘন কবিলে পাপ হইবে, ইহা জ্ঞাপনের জন্ত  
‘পুনঃ’ শব্দ প্রদত্ত হইয়াছে ॥ ৬ ॥ ২২ ॥

শাক্তব্রহ্মত্বম্ । শিষ্যপরাধপূর্ককং বিদ্যা বক্তব্য, তদ্বিত্যতঃকৃত্তো  
দোষঃ যথোক্তবিদ্যায়া বৈদিকত্বং গুপ্তং সম্প্রদায়পৰম্পরয়া প্রতিপাদিতব্রহ্মাহ  
—বেদান্ত ইতি । বেদান্ত ইতি জাতৈক্যবচনম্ । সকলানুপনিষৎস্বত্বাবৎ ।  
পরমং পরমপুরুষার্থস্বকপং গুহ্যং গোপ্যনামপি গোপ্যতমং পুরাকল্পে প্রচোদিতং  
পূর্ককল্পে চোদিতমুপদিষ্টমিতি সম্প্রদায়দর্শনং রূপমিত্যেতৎ । প্রশান্তায় পুত্রায়  
পরম্পরাগত ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবণপূর্কক মনন ( বিচার ), নির্দিষ্ট্যাসন, নিরন্তর আদব ও  
সংকার ( পূজা বা সম্মান প্রদর্শন ) প্রভৃতি দ্বারা ব্রহ্মবিষয়ে ‘অহং একান্ত্রি’  
ইত্যাকার অখণ্ডাকারাবিত সাফাৎকাবাস্ত্রক জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন ।  
( অথ ) অনন্তর অর্থাৎ স্বীয় ব্রহ্মাত্মভূতি দৃঢ়তর হইবার পর ‘অতি অর্থ পূজা’  
এই শাস্ত্রবাক্য অনুসারে, ‘অত্যাশ্রমী’ অর্থ অত্যন্ত পূজ্যতম আশ্রমভুক্ত—বাহাবা  
চতুর্বিধ সাধনসম্পত্তির প্রভাবে দেহাদিতে এবং জীবন ও ভোগাদি বিষয়ে  
আস্থাশূন্য ( আগ্রহরহিত ), স্মৃতিবাৎ পূর্ণমাত্রায় বৈবাগ্যসম্পন্ন, তাদৃশ সন্ন্যাসীদিগের  
উদ্দেশ্যে—অত্রই উক্ত আছে—

‘বৈবাগ্য যদি পূর্ণতা প্রাপ্ত না হয়, তবে তাহার ব্রহ্মদর্শন ( ব্রহ্মবিষয়ে পবোক্ষ-  
জ্ঞান ) নিষ্ফল । অতএব বুদ্ধিমান পুরুষ যত্নপূর্কক বৈবাগ্য রক্ষা করিবেন ।’  
অত্র স্মৃতিতে আছে—‘যখন সমস্ত বস্তুবিষয়ে মনের বৈবাগ্য জন্মে, বিদ্বান্  
তখনই সন্ন্যাস গ্রহণ কবিবেন, নচেৎ পতিত হইবেন ।’ ইতি । অতএব বাহাবা  
‘পরমহংস’ সন্ন্যাসী, তাহারাই অত্যাশ্রমী । প্রতিতেও সেই রকম কথা আছে ‘ত্বাসই

প্রকর্ষণে শাস্ত্রং সকলরাগাদিমলরহিতং চিত্তং যত্ন তস্মৈ পুত্রায় তাদৃশশিষ্যায় বা দাতব্যং বক্তব্যমিতি বাবৎ । তদ্বিপরীতায়াপুত্রায়শিষ্যায় বা স্নেহাদিনা ব্রহ্মবিদ্যা ন বক্তব্য । অত্থা প্রত্যবায়পত্তিরিতি পুনঃশব্দার্থঃ । অতএব ব্রহ্মবিদ্যাবিবক্ষণা গুরুণা চিরকালং পবীক্ষ্য শিষ্যগুণান্ জ্ঞাত্বা ব্রহ্মবিদ্যা বক্তব্যেতি ভাবঃ । তথা চ শ্রুতিঃ “ভূয় এব তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া সংবৎসরং পরীক্ষেত” ইতি । শ্রুতান্তরে চ “শতবর্ষং প্রজাপতো মন্বনান্ ব্রহ্মচর্য্যমুবাচ” ইতি চ । এতচ্চ বহুদা প্রপঞ্চিত-  
মুপদেশসহস্রিকায়ামিত্যত্র সন্দোচঃ কৃতঃ ॥ ৬ ॥ ২০ ॥

ব্রহ্ম’, ব্রহ্মই পবম (সর্বোত্তম, পর ব্রহ্ম) । ‘সেই এই সকল তপত্বা অবর (নিকৃষ্ট), ত্বাসই এ সকলকে অতিক্রম করিয়াছিল’ ইতি । এবং

‘ভিক্ষু অর্থাৎ সন্ন্যাসী চারি প্রকার—বহুদক, কুটীচক, হংস ও পবমহংস । ইহাদের মধ্যে পূর্ববর্তী অপেক্ষা পরবর্তী—ভিক্ষুক উত্তম ।’ এইরূপ স্মৃতিবাক্যও আছে । সেই সকল অত্যাশ্রমী সন্ন্যাসিগণের উদ্দেশ্যে পরম—সর্বোৎকৃষ্ট—যাহা অবিদ্যা ও তৎকার্য্যের সহিত সম্বন্ধশূন্য সর্বাদিক আনন্দমাত্রসাব ও পবিত্র অর্থাৎ প্রকৃতি ও প্রকৃতিপ্রসূত সর্বপ্রকার মলদোষবর্জিত এবং ঋষিসংঘজুষ্ঠ—বানদেব ও সনকাদি ঋষিগণকর্তৃক সেবিত—আত্মস্বরূপে চিন্তিত অর্থাৎ প্রিয়তম বা সর্বাদিক আনন্দরূপে আশ্রিত,—কেননা শ্রুতি বলিতেছেন ‘আত্মপীতির জগৎই অপর সমস্ত প্রিয় হয় ।’ [ সেই প্রিয়তম ব্রহ্মতত্ত্ব ] সম্যকরূপে’ অর্থাৎ আত্ম-স্বরূপে প্রত্যক্ষ গোচর যেভাবে হইতে পারে, সেইভাবে বলিয়াছিলেন । [ শ্রুতির সম্যক শব্দটির ‘জুষ্ঠং’ ও ‘প্রোবাচ’ এই উভয় স্থানেই সম্বন্ধ আছে ] ॥ ৬ ॥ ২১ ॥

**ভাষ্যানুবাদ ।** পূর্বোক্ত শিষ্যকে পরীক্ষা করিয়া অর্থাৎ তাহার ব্রহ্মবিদ্যাগ্রহণোপযোগী গুণসম্পদ আছে কি না, তাহা নির্ণয় করিয়া ব্রহ্মবিদ্যা বলিতে হইবে, তাহা না করিয়া বিদ্যার উপদেশ করিলে যে দোষ হয়, এবং ব্রহ্মবিদ্যা যে, বেদবোধিত, গোপনীয় ও শিষ্যপাল্পবাক্রমে উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহা বুঝাইবার জগ বলিতেছেন—“বেদান্তে” ইত্যাদি ।

‘বেদান্তে’ অর্থ বেদান্তজাতীয় সমস্ত গ্রন্থ, এইজন্তই [ বেদান্তেই না বলিয়া ] ‘বেদান্তে’ বলা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে সমস্ত উপনিষদে, পরম অর্থাৎ পবমপূর্বার্থ মুক্তিরূপ গুহ্য—সমস্ত গোপনীয়ের মধ্যে গোপনীয়তম বা অতিশয় গোপনীয় [ ব্রহ্মতত্ত্ব ] পূর্বকালে উপদিষ্ট হইয়াছিল । এ কথায় সম্প্রদায় পারম্পর্য্য প্রদর্শিত হইল । [ সেই গুহ্যতত্ত্ব ] প্রশান্ত—প্রকৃষ্টরূপে ( উত্তমরূপে ) শাস্ত্র, অর্থাৎ যাহার চিত্ত সম্পূর্ণরূপে রাগদেবাদি মলরহিত হইয়াছে, এমন পুত্র বা তাদৃশগুণসম্পন্ন শিষ্যকে দিবে অর্থাৎ উপদেশ করিবে, কিন্তু ইহার বিপরীত-ভাবাপন্ন অথবা পুত্র নয় এবং শিষ্যও নয়, এমন লোককে স্নেহবশে ব্রহ্মবিদ্যা বলিবে না । ইহার অত্থা করিলে পাপ হয় । একথাই শ্রুতির ‘পুনঃ’ শব্দ দ্বারা বিজ্ঞাপিত হইল । অভিপ্রায় এই যে, অতএব ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিতে ইচ্ছুক গুরুকে পরীক্ষা করিয়া অর্থাৎ শিষ্যের গুণসমূহ জানিয়া তবে ব্রহ্মবিদ্যা বলিতে হইবে । সেইরূপ শ্রুতি এই যে, ‘তপশ্চর্য্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধা দেখিয়া এক বৎসর

যশ্চ দেবে পরা ভক্তিৰ্যথা দেবে তথা গুরো ।

সরলার্থঃ । যশ্চ ( জনশ্চ ) দেবে ( পরমেশ্বরে ) পরা ( অকৃত্রিমা ) ভক্তিঃ ( অনুবাসঃ ) [ অস্তি ] । দেবে যথা, গুরো ( ব্রহ্মবিদ্যোপদেশকে ) [ অপি ]

মূলানুবাদ । কিরূপ লোককে বলিবে, তাহা বলিতেছেন—“যশ্চ” ইতি ।

দেবতাতে ( পরমেশ্বরে ) যাহাব পরম ভক্তি আছে, এবং পরমেশ্বরে যেকপ,

শাক্ষরভাষ্যম্ । অত্রাপি দেবতাগুণভক্তিগতামেব গুরুণা প্রকাশিতা বিদ্যাম্ভবায় ভবতীতি প্রদর্শয়তি—যশ্চেতি । যশ্চ পুরুষস্বাদিকারিণো দেবে ইযতা প্রবন্ধেন দর্শিতাখট্টগুরুসে সচ্চিদানন্দপরজ্যোতিঃস্বরূপিণি পরমেশ্বরে পরা উৎকৃষ্টা নিরূপচরিতা ভক্তিঃ । এতদুপলক্ষণং । যচাঞ্চল্যং শ্রদ্ধা চোভে যথা, তথা ব্রহ্মবিদ্যোপদেশৈরি গুরাবপি তত্ত্বভয়ং যশ্চ বর্ততে, তশ্চ তপ্তশিবসো জলরাশ্যশ্চেষণং বিহায় যথা সাধনাস্তবং নাস্তি । যথা চ বৃহস্কিতশ্চ ভোজনাদজ্ঞা সাধনাস্তবং ন, এবং গুরুরূপাং বিহায় ব্রহ্মবিদ্যা চর্চাভেতি দ্রাব্যিতশ্চ মুখ্যাদিকারিণো মহাত্মন উত্তমশ্চ—এতে কথিতাঃ অত্যাং শ্বেতাস্থতরোপনিষদি শ্বেতাস্থতবেণ মহাত্মনা

কাল পুনঃ পুনঃ শিষ্যকে পরীক্ষা করিবেন’ ইতি । অত্র শ্রুতিতেও আছে—‘ইন্দ্র প্রজাপতির নিকট একশত বৎসর ব্রহ্মচারীরূপে বাস করিয়াছিলেন ।’ এবিষয় ‘উপদেশসহস্রিকা’ ( উপদেশ-সাহস্রী ) গ্রন্থে বহু প্রকারে বিবৃতভাবে কথিত হইয়াছে, এই কারণে এখানে সংক্ষেপ করা হইল ॥ ৬ ॥ ২২ ॥

ভাষ্যানুবাদ । তাহাতেও বিশেষ এই যে, দেবতা ও গুরুর প্রতি যাহাদের ভক্তি আছে, তাহাদের পক্ষেই গুরুপদেণলক বিদ্যা অনুভবযোগ্য হইয়া থাকে, ইহা প্রদর্শন করিতেছেন—“যশ্চ” ইতি ।

পূর্বোক্ত বাক্যে বর্ণিত অখট্টগুরুস সং-চিৎ-আনন্দময় পরম জ্যোতিঃস্বরূপ দেবতায় অর্থাৎ পরমেশ্বরে যে অধিকারী পুরুষের পরাভক্তি অর্থাৎ অকৃত্রিম ভক্তি আছে, ইহা উপলক্ষণমাত্র, অচঞ্চলভাব ও শ্রদ্ধা, এই উভয় থাকাই আবশ্যক । দেবতাতে যেকপ, ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশক গুরুতেও যাহার ঐ উভয় বর্তমান থাকে, তাহার পক্ষে—যাহাব সাধন অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, তাহার যেমন জলামেষণ ভিন্ন আব অপর সাধন নাই, তেমনি [ তাহার পক্ষেও এতদতিরিক্ত অপর কোন সাধন নাই ] । যেমন ক্ষুধার্ত ব্যক্তির ভোজন ভিন্ন আর শাস্তির উপায় নাই, তেমনি গুরুরূপা ব্যক্তিরকে ব্রহ্মবিদ্যাও চর্চাভঃ; এই কারণে, যে উত্তমাদিকারী মহাত্মা এবিষয়ে সন্দেহ থাকেন, এই শ্বেতাস্থতর উপনিষদে মহাত্মা শ্বেতাস্থতর কর্তৃক উপদিষ্ট এই সকল বিষয় তাহার নিকটই প্রকাশ পায়, অর্থাৎ অনুভবগোচর হয় । শ্রুতিতে “প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ” কথাটির উদ্দেশ্য—উপযুক্ত মুখ্যশিষ্যপ্রাপ্তি ও সাধনসম্পত্তির চর্চাভবজ্ঞাপন করা,

তস্মৈতে কথিতা হর্য্যাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ

প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥ ৬ ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্বেতাস্বতরোপনিষৎস্ব যষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

ইতি শ্বেতাস্বতরোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

তথা ( তদদেব ভক্তিঃ অস্তি ), তস্ম মহাত্মনঃ ( শুদ্ধান্তঃকরণশ্চ ) [ হৃদয়ে  
এতে কথিতাঃ ( পূর্ববর্ণিতাঃ বিষয়াঃ ) প্রকাশন্তে ( স্মরন্তি ) ॥ ৬ ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্বেতাস্বতরোপনিষদ্ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥ ০ ॥

সেয়মল্লপদোপেতা শ্রীশঙ্করমতে স্থিতা ।

শ্বেতাস্বতরসদ্ব্যাখ্যা সরলা ত্রাৎ সত্যমুদে ॥ ০ ॥

ব্রহ্মবিজ্ঞান উপদেশদাতা গুরুতেও তদ্রূপ [ ভক্তি আছে ], পূর্বকথিত শাস্ত্রার্থ  
সকল সেই মহাত্মার নিকটই প্রকাশ পায়, ( অত্বেব নিকটে নহে ) ॥ ৬ ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্বেতাস্বতরোপনিষদ্ব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

কবিনা উপদিষ্টাঃ প্রকাশন্তে স্বাক্ষরভবায় ভবন্তি । দ্বির্ভবচনং মুখ্যশিষ্য-তৎসাধনাদি-  
হুল্লভপ্রদর্শনার্থমধ্যায়পবিসমাপ্ত্যর্থমাদরাৎ ॥ ৬ ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎগূজাপদশিষ্যশ্চ পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যশ্চ শ্রীশঙ্করভগবতঃ  
কৃতৌ শ্বেতাস্বতরোপনিষদ্ব্যবো যষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

অধ্যায়েব পরিসমাপ্তি স্থচনা করা এবং ব্রহ্মবিজ্ঞান প্রতি আদর প্রদর্শন করা,  
অর্থাৎ এই তিন উদ্দেশ্যে দ্বিকৃতি করা হইয়াছে ॥ ৬ ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্বেতাস্বতরোপনিষদের যষ্ঠাধ্যায়ের ভাষ্যানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

## শান্তিপাঠঃ



ওঁম্ সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু সহ বীৰ্য্যং করবাবহৈ ।

তেজুস্মি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ ॥ \* ॥

॥ ওঁ শান্তিঃ ॥ ওঁ শান্তিঃ ॥ ওঁ শান্তিঃ ॥

. ॥ \* ॥ ওঁ হরিঃ ওঁ ॥ \* ॥

পরব্রহ্ম আমাদিগকে ( গুরু ও শিষ্য উভয়কে ) বক্ষা করুন ও ভোগযোগ্য  
করুন। আমরা উভয়ে যেন বীৰ্য্যবৎ কৰ্ম্মসম্পাদনে সমর্থ হই। আমাদের  
অদীত বিদ্যা তেজস্বী হউক—উজ্জলভাবে প্রকাশিত হউক। আমরা যেন  
পবম্পবেব পতি বিদেহভাবাপন্ন না হই ॥

ইতি কৃষ্ণ-যজুর্বেদীয়-শান্তিপাঠবোধোপনিষৎ সম্পূর্ণ ।

॥ \* ॥ ওঁ তং সৎ ওঁ ' ॥

প্রিণ্টার—শ্রীঅশুতোষ মহুমদার ।

বি, পি, এমস্ প্রেস্ ।

৩২৫বি, ঝামাপকুর লেন, বালিকাতা ।











